

ରଞ୍ଜପୁର-ପରିଷଦ-ଗ୍ରହାବଳୀ

ପାଲିପ୍ରକାଶ

ଅର୍ଥାତ୍

ପ୍ରବେଶକ, ପାଲିପାଠାବଳୀ ଓ ଶବ୍ଦକୋଷ ସହ

ପାଲିବ୍ୟାକରଣ

ଶ୍ରୀବିଧୁଶେଖର ଶାସ୍ତ୍ରୀ

DR. RADHAGOBINDA BASAK
COLLECTION

ରଞ୍ଜପୁର-ସାହିତ୍ୟପରିଷଦ୍

୧୦୧୮

THE ... SOCIETY

... 0010

Acc No 5. 148

Date 13-12-85

কলিকাতা, ২২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস

শ্রীপ্রিয়নাথ দাস গুপ্ত

দ্বারা প্রকাশিত

৪

কলিকাতা, ২৫, রাববাগান স্ট্রীট, ভারতমিডিয়া-বহাল,

ক্রীমছেম্বন ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

गौरी महामागो मे पाळिविज्ञाय

पेत्थकस्स नेतस्स सुलं

वस्स

सि गि र वि न्द ना थ स्स

महत्तिया कतञ्जुताय

चुल्लं निदस्सन्तोडं

यीतिया च भत्तिया च

समण्णितं

নিবেদন

প্রায় সাত বৎসর পূর্ণ হইতে বাইতেছে, আমি যখন কাশী হইতে এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যাপক হইয়া আগমন করি, তখন স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ রথীন্দ্র নাথ ঠাকুর, বি. এন্. ও শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, বি. এন্. কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই আশ্রমেই উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যসমূহ পড়িতেছিল, এবং তাহাদের সংকৃত অধ্যাপনার তার আমার উপরেই প্রদত্ত হইয়াছিল। পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সেই সময় আমাকে বলিয়াছিলেন “ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগের ভাল ইতিবৃত্ত এখনো উদ্ধৃত হয় নাই, এবং তজ্জন্য কেহ সেরূপ চেষ্টাও করিতেছেন না। আমার ইচ্ছা আপনার ছাত্রদ্বয়কে আমি সেই দিকেই নিযুক্ত করিব। কিন্তু পালিসাহিত্য না জানিলে ঐ কার্য সুসম্পন্ন হইবে না। অতএব আপনি নিজে পালি অধ্যয়ন করুন, এবং এরূপ একখানি ব্যাকরণ বাঙলায় লিখুন, যাহাতে আপনার ছাত্রদ্বয়কে আপনি সহজেই পালিশিক্ষা দিতে পারেন।” তদনুসারেই আমি পালি আলোচনা করিতে আরম্ভ করি ও এই ব্যাকরণখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হই।

এই ব্যাকরণখানি সঙ্কলন করিবার জন্ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আলোচনা করিয়াছি, এবং প্রভূত উপকার পাইয়াছি :—

- ১। কচ্ছায়নবৃত্তি।
- ২। মহারূপসিদ্ধি।
- ৩। ঐ টীকা।
- ৪। বালাবতার।
- ৫। Pali Grammar by Chars. Duroiselle.

- ৬। Pali Grammar by E. Müller.
 ৭। Pali Grammar by Tha Do Oung.
 ৮। Hand Book of Pali by O. Frankfurter.
 ৯। নামমালা by Waskadwe Subhuti.
 ১০। রূপমালাবল্লনা—ভদন্তসরণকরসজ্বরাজ-কৃত।
 ১১। ধাতুমঞ্জুসা।
 ১২। A Dictionary of the Pali Language by R. C. Childers.

এই সকল গ্রন্থের রচয়িতাদিগকে আমি শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিতেছি; ইহারা পুস্তকরূপে উপদেশ দিয়া আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন। এই বিস্তীর্ণ প্রাক্তরের মধ্যে ইহাদের ঐ সকল পুস্তক আমার পালি শিক্ষকের আসন অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে।

সংস্কৃতের সহিত পালির অনেক সাদৃশ্য আছে, তাই সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই পালি শিক্ষা করিতে পারেন। পালির কারক, সমাস-প্রভৃতি অনেক বিষয় ঠিক সংস্কৃতের মত। এই জন্য তৎসমুদয় এই পুস্তকে সবিস্তর আলোচিত হয় নাই; বাহা বিশেষ-বিশেষ আছে, কেবল তাহাই সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, পাঠক অনায়াসে তাহা সংস্কৃতের আদর্শে জানিয়া লইতে পারিবেন।

প্রাক্তপ্রকাশ-প্রভৃতিতে প্রথমে যেরূপ শব্দপরিবর্তনের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে, যুক্তিযুক্তবোধে এই পুস্তকেও তদনুসারে সাধারণ কন্মে সেইরূপ করা হইয়াছে। যে সকল পরিবর্তনের কোন নিয়ম বাহির করিতে পারি নাই, সাধারণ কন্মে শেষে তাহার পরিশিষ্টরূপে তাহাদের কেবল পরিবর্তনমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। সন্ধিসমূহের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। শব্দ-ও ধাতু-প্রকরণে সমস্ত নিয়ম বা সূত্র দেওয়া হয় নাই, কেননা সাধারণ পাঠকবর্গের তাহাতে সুবিধা হইবে

বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সংক্ষেপে যে নিয়ম দর্শিত হইয়াছে, তাহাতেই উপকার হইবার সম্ভাবনা।

পুস্তকের শেষে একটি পাঠাবলী দিয়াছি। ইহাতে পাঠক সহজ ও শক্ত, এবং গদ্য ও পদ্য সবরকমই রচনা দেখিতে পাইবেন। পাঠাবলীর সমস্ত বাক্যই কোনো-না-কোন প্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থ হইতে সংকলিত, আমার নিজের রচনা একটিও নহে। বৌদ্ধেরা সাধারণত যে সব স্ততি-বন্দনা করেন, পাঠের মধ্যে তাহাও দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীভাবনা প্রসিদ্ধ, তাহাও এখানে সংকলিত হইয়াছে। জাতকের অন্যান্য গল্পের মধ্যে দশরথজাতক ও উদ্ধৃত হইয়াছে। পাঠাবলীতে যে সকল শব্দ পদ আছে, তাহাদের অর্থনির্দেশ করিয়া একটি শব্দকোষ (Glossory) যোজিত করা হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্য এই শব্দকোষে প্রায়ই মূলের বিভক্ত্যন্ত পদই ধৃত হইয়াছে, নাম বা প্রাতিপদিক ধৃত হয় নাই।

পালি-ও ভাষাতত্ত্ব-আলোচনাকারীর সুবিধা হইবে মনে করিয়া দুইটি সূচীপত্র দিয়াছি; ইহাতে পালিশব্দ সংস্কৃতে, এবং সংস্কৃতশব্দ পালিতে কিরূপ পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়, তাহা সহজেই জানা যাইবে।

পালি-ও প্রাকৃত-সম্বন্ধে অনেক কথা প্রবেশকে আলোচনা করা হইয়াছে, পাঠক ইহা হইতে পালিভাষার প্রকৃতি বা স্বরূপ অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। ইহার কোনো কোনো অংশ পূর্বে প্র বা সী তে বাহির হইয়াছিল।

বেরূপ অভিজ্ঞতা লইয়া ব্যাকরণ লিখিতে হয়, এই লেখকের তাহার কণাও নাই। অতএব ইহাতে অনেক ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা থাকিলেও পুস্তকখানিকে ভাল করিয়া শোধন করিতে পারি নাই; ভ্রম, প্রমাদ, বা অজ্ঞতার স্থানে স্থানে কিছু ভুল থাকিয়া গিয়াছে। চোখে বাহা পড়িয়াছে, তাহা সংশোধন ও সংযোজন উল্লেখ

করা হইয়াছে। পাঠকবর্গ পড়িবার পূর্বে তাহা দেখিয়া বইখানা শুদ্ধ করিয়া লইবেন। যে ক্রটি সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা উপেক্ষা করিয়াছি। নির্দিষ্ট ভিন্ন অশর কোন ভুল লক্ষিত হইলে পাঠকগণ অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন, কৃতজ্ঞতাস্বীকারপূর্বক তাহা শোধন করিয়া দেওয়া হইবে।

যুরোপে রোমীয় অক্ষরে মুদ্রিত পালিপুস্তকসমূহ অতিমহার্ঘ্য। সিংহল ও ব্রহ্মদেশে যথাক্রমে সিংহলীয় ও ব্রহ্মদেশীয় অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকসমূহ সুলভ। এই একই এই দুই অক্ষরের আদর্শ এই পুস্তকে যোজনা করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তাহাতে সফলতা লাভ করিতে পারি নাই। পাঠকগণ ঐ দুই অক্ষরের সহিত পরিচিত হইলে স্বল্পমূল্যে পালিপুস্তক ব্যবহার করিতে পারিবেন।

রঙ্গপুর-সাহিত্যপরিষৎ এই পুস্তকখানি স্বকীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে অমুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করিয়া গ্রহ ও গ্রহকার উভয়কেই গৌরবিত করিয়াছেন। ঐ পরিষদের সুরোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয় আদর্শরূপে এই পুস্তকের কিয়দংশ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। একজ্ঞ তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞ রহিলাম। বেঙ্গল-ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম্. এ. মহাশয় তাঁহাদের কলেজ হইতে E. Müllerএর পালিব্যাকরণখানা কিছু দিন আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন, একজ্ঞ উক্ত কলেজ ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। পরিশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া বিরত হইতে পারি না; কেননা তাঁহারই প্রবর্তনা ও উৎসাহে আমি পালি-আলোচনার নিযুক্ত হইয়াছিলাম, এবং তাঁহারই কথা-ও পরামর্শ-অনুসারে এই বইখানা রচিত হইয়াছে; ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পুস্তকালয়ে তিনি বিবিধ

পুস্তক সংগ্রহ করিয়া না দিলে পুস্তকখানির রচনাসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ ছিল। তাঁহার সঙ্কলিত ব্যাকরণখানি আমার বখাশক্তি রচনা করিয়া আজ তাঁহাকে প্রদান করিতে পারিলাম বলিয়া মনে এক আনন্দ অনুভব করিতেছি। শ্রীমান্ রথীন্দ্র ও সন্তোষের পালিশিফার জন্তই এই পুস্তকখানি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এখন যদিও তাহাদের শিক্ষার গতি অল্প দিকে গিয়াছে, তথাপি যদি কখনো তাহারা ইহা দ্বারা ঐ ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা আমার বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে। ইতি

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,
বোলপুর।
১৬ই ভাদ্র, ১৩১৮।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

संशोधन ओ संयोजन

संशोधनर अथमठि पृष्ठं ओ द्वितीयठि पङ्क्तिर सूचक । अनन्तर अथमे
अनुक ओ तारर पर अनुक पर नेओरर इहेररहे ।

संशोधन

(१२). २४ interrupted = uninterrupted ; २. ४, (वृद्धि) =
(वृद्धि) ; ५. ६, म ज्ञलायनः = मौरुल्लायनः, एवम मोग्गलायनो =
मोग्गलायनो, पुस्तकेर अत्रर ओ ऐरूप वृत्तिते इहेवे ; ५. १२, सम्म =
सम्म ; ७. ७, पुनष्यन = पुनष्यन ; १२. १४, ब्रीहिः = ब्रीहिः, वीहि
= वीहि ; १४. १ बहुब्रीहिः = बहुब्रीहिः, अस्म = अस्मः ; १७. ७,
तियक् = तिर्यक् ; १७. १७ इहेते = इहेराहे ; २७. १, स्थगनं = थकनं ;
७०. ११, वलाति = वलाति ; ७१. ७०, स्व = स्व ; ७७. १७, सुवामी
= सुवामी ; ७७. २१, त्व = त्वा ; ७७. १, कुष्णो = कुष्णो ; ७९. १२,
निष्कारः = निष्कारः ; ७९. २, फटिको = फलिको ; ४९. ९, गरुडः
= गरुडः ; ४४. १७, इ = इय ; ६५. १२, निगोघो = निगोघो ;
४७. ७, उम्मूलयति = उम्मूलयति ; ४९. ११, माग = माग ; ६९. १७,
साण = साण ; ४९. ११, कुमलं = कुमलः, कुटमलं = कुटमलो ;
५७. १, क = क् ; ५७. ६, क = व, = क = व अथवा व ; ५७. ७, १७,
लवुर्जं = लवुर्जं ; ५९. १२, प्राटुभवति = पांटुभवति ; ९०. ६, खिह
= खिहिह ; ९१. १७, यावतकः = यावत्कः, तावतकः = तावत्कः ;
९७. १९, वि + अकासि = वि + आ + अकासि, (आकार्थीत्) =
(आकार्थीत्) ; ९५. २१, तथ्यङ्कर = तथ्यङ्कर ; ७१. ४, २०, २१,
आरोग्गी = आरोग्गी, आरोग्ये = आरोग्ये ; ७७. १६, एव उ = एव,
तर्त व = उत्तर्त व ; ७९. १७, (२. १. ह्य) = (२. १. ह्य) ; ९७. ११,

(ଶାଲ୍ୟକର୍ତ୍ତ) = ଶାଲ୍ୟକର୍ତ୍ତୃ ; ୧୧. ୭, ତଧନ = ତଧନୋ ; ୧୧୨. ୧୫, ଘର୍ମ = ଘର୍ମଃ ; ୧୧୮. ୨୦, ଚକ୍ଷୁ = ଚକ୍ଷୁଃ ; ୧୧୮. ୨୧, ଯଧ = ଯଧଃ ; ୧୨୬. ୮, ଯୁବାନକ୍ଷା = ଯୁବାନକ୍ଷା ; ୧୨୮. ୨୦, ସୂଘୋ = ସୂଘୋ ; ୧୨୮. ୨୧, ବାରାଠ = ବାରାଠ ; ୧୨୯. ୧୮, ଧକ୍ଷା = ଧକ୍ଷା ; ୧୩୨. ୧୧, ଦକ୍ଷିକ୍ଷି = ଦକ୍ଷିକ୍ଷି ୧୫୧. ୨୦, ପାତିତେ = ପାଳିତେ ; ୧୫୭. ୧୮, ହୃଦ୍ୟ = ହୃଦ୍ୟଃ ; ୧୫୭. — ୨୦, ମଗକ୍ଷ ପଞ୍ଜକଟି କାଟିକା ମିତେ ହୈବେ ; ୧୫୭. ୧୫, ହୃଦି = ହୃଦି ; ୧୬୬. ୨୨, ୧୨୩ = ୧୨୩ ; ୧୬୭. ୧୦, ପକ୍ଷୁ = ପକ୍ଷୁ ; ୧୭୧. ୧୮, 'ବ ଓ' ହୈଃ କାଟିକା ମିତେ ହୈବେ ; ୧୭୭. ୧୫, ଅତିକ୍ଷିତି = ଅଧିକ୍ଷିତି ; ୧୭୮. ୧, ଅକ୍ଷି = ଅକ୍ଷି ; ୧୮୦. ୧୬, ଜମ, = ଜମ, ଅନାଦଃ ଏହେକ୍ଷପ ବୁକ୍ତିତେ ହୈବେ ; ୧୮୧. ୫, ଦ୍ଵିତୀୟ ତୁକ୍ଷତି = ତୁକ୍ଷନ୍ତି ; ୧୯୧. ୭, ଗକ୍ଷ୍ୟାନ୍ଦୋ = ଗକ୍ଷ୍ୟାନ୍ଦୋ ; ୨୦୦. ୧୫, ଜନେୟଃ = ଜାନେୟଃ ; ୨୦୫. ୭, ମବିକ୍ଷନ୍ତୀ = ମବିକ୍ଷନ୍ତୀ ; ୨୦୯. ୧୧, ଅଜାୟୟ = ଅଜାୟୟ ; ୨୧୧. ୨୦ ; ୫୬. ୧୧ = ୫୬. ୧୫ ; ୨୫୫. ୧୮ ; ପାଠଃ = ପାଠଃ ; ୨୫୯. ୮, ବାଠ = ବାଠ ; ୨୬୧. ୧୭, କକ୍ଷ୍ୟ = କକ୍ଷ୍ୟ ; ୨୬୯. ୧୫, ବାରାଠ = ବାରାଠ, ୨୭୨. ୧, ଅମିକ୍ଷି = ଅମିକ୍ଷି ; ୨୭୨. ୧୫, ନିକ୍ଷାଠ = ନିକ୍ଷାଠ ; ୨୮୫. ୧୧, ଅଗକ୍ଷ = ଅଗକ୍ଷ ; ୨୮୮. ୨୧, ଅନ୍ଦାକଃ = ଅନ୍ଦାକଃ ; ୨୯୦. ୧, ରକ୍ଷା ତ୍ଵା = ରକ୍ଷା ତ୍ଵା ; ୨୯୦. — ୨୦, କକ୍ଷ = କକ୍ଷ ; ୨୯୯. ୧, ପକ୍ଷ = ପକ୍ଷ ।

ମଂସୋଜନ

୨୧. ୧୫, ଅକ୍ଷାତଂ ପଦେ ଏହି ଟିକ୍ଷନୌ ଯୋଗ କରାତେ ହୈବେ :—
ଆମିକ୍ଷିତ ଶ୍ଵ = ଶ୍ଵ, ଯଥା, ଶ୍ଵାୟତେ = ଶ୍ଵାୟତି ; ଆମିକ୍ଷିତ ଅ = ଅ,
ଯଥା, ଅତ୍ଵ = ଅତ୍ଵ ।

୩୬. ୧୨, ମଂସୋଜା :—ମ୍ଵ = ମ୍ଵ, ମ୍ଵକ୍ଷକ୍ଷତି = ମ୍ଵକ୍ଷକ୍ଷତି ।

१०५. १०, इत्थिया षट्ठे पदे संयोज्यः—इत्थियं ।

७२२. ११, पञ्चमि पदे संयोज्यः—निन्विसेवनो, निर्विषेवणाः,
आत्मसंयमी ।

७२४. द्वितीयं सूत्रं, ७. पञ्चमि पदे संयोज्यः—पद्वारे, पद्वारे
इत्यर्थः ।

• ७७२. द्वितीयं सूत्रं, २१, वा एर पदे संयोज्यः—थविका, सहस्र-
सुधाधारणोचिता थविका ।



সাঙ্কেতিক অক্ষর

অ. চি.	=	অভিধানচিহ্নামণি
অ. প.	}	অভিধানপ্ৰদীপিকা (সিংহল)
অভি. প.		
অ. সা.	=	অথগালিনী (P. T. S.)
অথ. স.	=	অথর্কবেদসংহিতা
আ. ক.	=	আর্যাবলোকন সূত্র
আ. ধ. সূ.	=	আগম্ভবধর্মসূত্র
উ. ধা.	=	আর্যরত্ন-উচ্চারণী
ঋ. প.	=	ঋকপরিশিষ্ট
ঋ. প্রা.	=	ঋকপ্রাতিশাখা
ঐ. ব্রা.	=	ঐতরেয়ব্রাহ্মণ
ক. ম.	=	কপূরমঞ্জরী
ক. ব. অ.	=	কথাবথু-অথকথা (P. T. S.)
ক. বি.	=	কজ্জাবিতরণী (সিংহল)
কা. শ্রৌ.	=	কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র
কা. সূ.	=	কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃষ্টি (বামন)
কু. চ.	=	কুমারপালচরিত
গো. ব্রা.	=	গোপথব্রাহ্মণ
চ. প.	=	চন্দ্রপ্রদীপ সূত্র
চু. ব.	=	চুল্লবগ্গ (বিনয়)
তৈ. আ.	=	তৈত্তিরীয়-আরণ্যক
তৈ. প্রা.	=	তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখা
তৈ. ব্রা.	=	তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ

তৈ. স.	=	তৈত্তিরীয়সংহিতা
দা. ব.	=	দাঠাবংস (কুমারস্বামী)
দে. ভা.	=	দেবীভাগবত
ধ. চ.	=	ধম্মচক্রপাৰতনসুত্ত
ধ. প.	=	ধম্মপদ (Fausböll)
ধা. ম.	=	ধাতুমঞ্জুসা
না. মা.	=	নামমালা (স্মৃভূতি)
না. শা.	=	নাট্যশাস্ত্র (ভরত)
নি.	=	নিরুক্ত
নিষ.	=	নিষণ্টু
পা.	=	পাগিনি
প্রা.	=	পাতিমো ক্থ
প্রা. প্র.	=	প্রাকৃতপ্রকাশ
প্রা. ল.	=	প্রাকৃতলক্ষণ
বা.	}	বালাবতার
বালা.		
ভ. চ	=	অর্থ্যভ্রুচৰ্যাগাথা
ভা.	=	ত্রীমস্তাগবত
ভা. বি.	=	ভামিনীবিলাস
ম. নি.	=	মহাপরিনিব্বানসুত্ত
ম. পু.	=	মৎস্তপুরাণ
ম. ব.	=	মহাবংস (Turnour)
ম. নি.	=	মহারূপসিদ্ধি
মহা.	=	মহাভারত
মু. ক.	=	মুচ্ছকটিক

যা. স.	=	যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা
যো. শা.	=	যোগশাস্ত্র (হেমচন্দ্র, সোসাইটি)
রামা.	=	রামায়ণ
ল. বি.	=	ললিতবিস্তর
বা. স.	=	রাজসনৈয়সংহিতা
বি. কী.	=	বিমলকীর্তিনির্দেশ
বি. পু.	=	বিষ্ণুপুরাণ
বি. ম.	=	বিস্বদ্ধিমগ্গ
বিক্রমা.	=	বিক্রমাস্কচরিত
শত. ব্রা.	=	শতপথব্রাহ্মণ
শি. স.	=	শিক্ষাসমুচ্চয়
শি. সং.	=	শিক্ষাসংগ্রহ (কাশী)
শু. প্রা.	=	শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখা
স. সা.	=	সংক্ষিপ্তসার-প্রাকৃতপাদ
সা. বা.	=	সাসনবংস (P. T. S.)
স্ব. ভা.	=	স্ববর্ণভাসহৃত্র
স্ব. বি.	=	স্বমঙ্গলবিলাসিনী (P. T. S)
হে. চ.	=	হেমচন্দ্রকৃত প্রাকৃতব্যাকরণ
<hr/>		
B. A.	=	Baudha Edahilla (Ceylone, 1904)
C. D.	=	Pali Grammar by Chars. Duroisella.
E. M.	=	Pali Grammar by E. Müller.
F. F.	}	Hand Book of Pali by O. Fank-
H. P.		

Jat.	=	Jatakas, ed. by V. Fausböll.
MS.	=	A Descriptive Catalogue of the Sanskrit MSS. in in the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. III 1906.
Pat.	=	ପ୍ରୀତିମୋକ୍ଷ (Minayeff).
T. D.	=	Pali Grammer by The Do Ouug.

ଉ.	=	ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ
ଋ.	=	ଏକବଚନ
ଚ.	=	ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି
ଢ.	=	ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି
ଦି.	=	ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି
ଫ.	=	ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି
ଘ.	=	ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି
ବହୁ.	=	ବହୁବଚନ
ସ.	=	ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି
ସ.	=	ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି
ସନ୍ଧି.	=	ସନ୍ଧୋଦନ
ପ୍ରଥ.	=	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ
ମ.	=	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ

অনুক্রমণিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রবেশক	(১)—(১০৬)
সাধারণকল্প	১—৬৪
সন্ধিকল্প	৬৫—৮৪
নামকল্প	৮৪—১৬৮
বিভক্তির রূপ	৮৪
স্বরাস্ত শব্দ	৮৫—১১৫
পুংলিঙ্গ	৮৫—৯৯
স্ত্রীলিঙ্গ	৯৯—১১১
ক্লীবলিঙ্গ	১১২—১১৫
ব্যঞ্জনাস্ত শব্দ	১১৬—১৩৮
পুংলিঙ্গ	১১৬—১৩৩
ক্লীবলিঙ্গ	১৩৩—১৩৮
সর্বনাম	১৩৯—১৫৪
সংখ্যাশব্দ	১৫৫—১৬৮
অখ্যাতকল্প	১৬৮—২৩৭
বর্তমানা (লট্)	১৭১—১৯০
ভূদি	১৭১—১৭৬
অদাদি	১৭৬—১৭৯
ভূদাদি	১৭৯—১৮০

দিবাঙ্গি	১৮০—১৮১
কথাঙ্গি	১৮২—১৮৩
স্বাঙ্গি	১৮৩—১৮৫
ক্ৰাঙ্গি	১৮৫—১৮৬
তনাঙ্গি	১৮৬—১৮৭
জুহোত্যাঙ্গি	১৮৮—১৯০
চুৰাঙ্গি	১৯০
পঞ্চমী (লোটে)...	১৯১—১৯৪
সক্ৰমী (বিধিলিঙ্)	১৯৪—২০১
পরোক্খা (লিটে) ^১	২০১—২০৪
ভবিস্সস্তা (ল্টি)	২০৪—২০৯
কালান্তিপত্তি (ল্টি)	২১০—২১১
হীয়ন্তনী (ল্টি)	২১২—২১৬
অজ্জতনী (ল্টি)	২১৬—২২৬
গিজন্ত	২২৬—২২৯
সনন্ত	২২৯—২৩১
যঙন্ত ও যঙ লুগন্ত	২৩১—২৩২
নামধাতু	১৩২—২৩৩
কর্ম ও ভাববাচ্য	২৩৪—২৩৭
সক্কীর্গকল্প	২৩৮—২৬২
অব্যয়	২৬৮—২৪৭
উপসর্গ	২৩৮—২৪০
সক্কনামঘটিত	২৪০—২৪২

	No.		
বিভক্তার্থপ্রকাশক	২৪২—২৪৪
অষ্টাশ্র	২৪৪—২৪৭
কৃদন্ত	২৪৮—২৫৮
কারক	২৫৮
সমাস	”
তর্কিত	২৫৯
দ্বীপ্রত্যয়	২৬২
<u>পালি পাঠাবলী</u>	২৬৫—৩০৭
প্রথমবর্গ	২৬৫—১০৭
দ্বিতীয়বর্গ	২৭৫—২৮৪
রত্ননত্রয়াভিবাদনং	২৭৫
বুদ্ধবন্দনা	২৭৬—২৭৭
ধম্মবন্দনা	২৭৭—২৭৮
সজ্জবন্দনা	২৭৮—২৭৯
দশ অকুসলধম্মা	২৭৯
নিচপচ্চবেক্খা ধম্মা	”
মেত্তাভাবনা (ক)	২৮০—২৮১
” (খ)	২৮১
” (গ)	”
দসসীলং	২৮২
অট্টক্কিকো মগ্গো	২৮৩
চত্তারি অয়িয়সচ্চানি	”
তৃতীয়বর্গ	২৮৪—৩০৭
সহবজাতকং	২৮৪—২৮৬

গিরিদস্তক্ৰাতকং	২৮৬—২৮৭
একপল্লজাতকং	২৮৮—২৯১
ইল্লীসজ্জাতকং	২৯১—২৯৮
দসরথজ্জাতকং	২৯৮—৩০৪
আল্বকজ্জাতকং	৩০৪—৩০৭
শব্দকোষ	৩১১—৩৩৪
সূচী (সাধারণকল্প)	৩৩৫—৩৪৭
সংস্কৃত হইতে পালি	৩৩৫—৩৪২
পালি হইতে সংস্কৃত	৩৪২—৩৪৭



প্রবেশক

পাঠকগণের নিকট অদ্য যে ভাষার এই ব্যাকরণধানি উপস্থিত
হইতেছে, তাহার নাম পা লি। কেন এই
পালিতাষার নাম পা লি
হইল কেন ?
ভাষার নাম পা লি হইল ? এই প্রশ্ন সাধারণতই
পাঠকের চিত্তে উদ্ভিত হইতে পারে ; অতএব
তৎসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যিক ।

সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও পা লি শব্দের মূল অর্থ পঙ্ক্তি, বোধি, বা
শ্রেণী প্রভৃতি।^১ বৌদ্ধ সাহিত্যে পূর্বাচার্য্যগণ
পালি-শব্দের মূল অর্থ
পঙ্ক্তি
ধর্মশাস্ত্রের কোন অক্ষরপঙ্ক্তি বা বচন-
পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিতে, বা বুঝাইতে হইলে
সাধারণত পঙ্ক্তিবাচী অপর শব্দ প্রয়োগ না করিয়া পা লি শব্দই প্রয়োগ
করিতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এখনো দেখা যায় যে, লেখক ও পাঠকগণ
কোন মূল গ্রন্থ উদ্ধৃত করিতে, বা বুঝাইতে হইলে “তথাচ সূত্রপঙ্ক্তিঃ”
ইত্যাদিরূপে পঙ্ক্তি-শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।^২

কখনো কখনো আবার মূলগ্রন্থ বুঝাইতে কেবল পঙ্ক্তি শব্দও
প্রযুক্ত হয় ; ইহা সংস্কৃতের অধ্যাপক ও ছাত্র-
মূলগ্রন্থ বুঝাইতে পঙ্ক্তি-
শব্দের প্রয়োগ
সম্প্রদায়ের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ সাহিত্যেও
এইরূপ পা লি শব্দটি শাস্ত্রের অক্ষরপঙ্ক্তি,
অথবা মূলমাত্রকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত। নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির
অর্থ পর্যালোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

- ১। “পত্তি বাধ্যবলিসুসেনি পা লি রেথা তু রাজি চ”—অভিধানগ্রন্থপিপকা, ৫৩২।
- ২। “ওমন্ত ইতি আন্তার পঙ্ক্তিঃ শ্রবণোপদনে বিনিবৃত্তাতে”—তৈ.আ. ভট্টাচার্য্য,
৩. ৩. ১ ; “কৌটলীয়ার্ধশাস্ত্র পঙ্ক্তি রুধাহতা দৃশ্যতে”—কৌটলীয়ার্ধশাস্ত্র, উপোদ্যাত,
p.ix.

(২)

পালিপ্রকাশ .

“ধেরিয়চরিয়্য সব্বে পা লিং বিয়ত্তমগ্গহং”—স্থবির ও আচার্য্যগণ

সকলেই তাহা (বুদ্ধদোষ-কৃত অর্থকথাকে)

শাস্ত্রপণ্ডিত্তি বা মূলশাস্ত্র
বুঝাইতে পালি-শব্দের
প্রয়োগ

পা লি র (অর্থাৎ শাস্ত্রের পণ্ডিত্তি বা মূলের)

জ্ঞায় গ্রহণ করিলেন।° “পিটকত্তয় পা লি ক

তসুস অট্টকথঞ্চ তং”—পিটকত্রয়ের পা লি

(পণ্ডিত্তি বা মূল) ও তাহার সেই অর্থকথাকে।° “পা লি-মত্তং ইধানীতং

নথি অট্টকথা ইহং”—কেবল পা লি (পণ্ডিত্তি বা মূল) এখানে আনীত

হইয়াছে, অর্থকথা (ভাষ্য) আনীত হয় নাই।° “পা লি-মাহাভিধম্মসুস”

—তিনি অভিধর্মের পা লি (পণ্ডিত্তি বা মূল) ব্যঞ্জিলেন।° “নেব পা লি যং

ন অট্টকথায়ং দিসুসতি”—পা লি তে ও (পণ্ডিত্তি বা মূলেও)

দেখা যায় না, অর্থকথাতেও দেখা যায় না।° “যো পন অথমেব সম্পা-

দেতি ন পা লিং”—আর যে ব্যক্তি কেবল অর্থই অধিকার করেন, পা লি

(পণ্ডিত্তি বা মূল) আয়ত্ত করেন না।° “এবং পা লি যং বুদ্ধনয়েন”

—এইরূপ পা লি তে (পণ্ডিত্তি বা মূলে) উক্ত প্রকারে।°

“ইমিসুসা পন পা লি য়া এবমথো বেদিতব্বো”—আর এই পা লি র

(পণ্ডিত্তি বা মূলের) অর্থ এইরূপ জানিতে হইবে।° “হিতি

আদিসু অয়ং পা লি”—ইত্যাদি-বিষয়ে পা লি (পণ্ডিত্তি বা মূল) এই।°

“সেসং বথা পা লিং এব নিয্যাতি”—অবশিষ্ট (তাৎপর্য্যার্থ) পা লি তে ই

(পণ্ডিত্তি বা মূলেই) প্রকাশিত আছে।° “জম্বুদীপে পন আবুসো

পা লি মত্তং য়েব অথি, অট্টকথা পন নথি”—জম্বুদীপে কেবল

৩। ন. ব. ২৫৭ পৃ.।

৫। ঐ ২৫১ পৃ.।

৭। হুমঙ্গলবিলাসিনী।

৯। ক. ব. ১১৯ পৃ.।

১১। বি. ন. ১৫ পৃ.।

৪। ঐ ২০৭ পৃ.।

৬। ঐ ২৫১ পৃ.।

৮। ন. প. ৪১৯।

১০। বি. ন. ১৫ পৃ.।

১২। ক. ব. অ. ১৫৮, ১৫৯ ইত্যাদি।

পা লি (পঙক্তি বা মূল) আছে, অর্থকথা (ভাষা বা ব্যাখ্যা) নাই।^{১০}

উল্লিখিত উদাহরণসমূহ হইতে স্পষ্ট জানা গেল যে, প্রদর্শিত ভাবে পা লি শব্দ প্রথমত বৌদ্ধধর্মের শাস্ত্রের পঙক্তি বা ত্রিপিটক ও তৎসম্বন্ধ অষ্টাঙ্গ গ্রন্থ বুঝাইতে পা লি শব্দের প্রয়োগ ক্রমে ধীরে ধীরে ত্রিপিটকের সহিত সম্বন্ধ অর্থকথা, এবং সাক্ষাৎ বা পরম্পুরা সম্বন্ধে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ যে-কোন গ্রন্থে পা লি শব্দে অভিহিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন মূল সংহিতা ও তৎসম্বন্ধ ত্র্যক্ষণ উভয়ই বেদ বলিয়া গৃহীত, অথবা যেমন প্রাচীন মহুপ্রভৃতির ধর্মশাস্ত্র এবং তৎসম্বন্ধ আধুনিক গ্রন্থকারের গ্রন্থ, উভয়ই স্মৃতি বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে, বৌদ্ধ সাহিত্যে সেইরূপ প্রথমে ত্রিপিটক, তাহার পর অর্থকথা, এবং তদনন্তর তৎসম্বন্ধ অপূর্ণ গ্রন্থসমূহও পা লি নামে প্রাসঙ্গ হইয়া উঠে। ত্রিপিটকাদির সহিত বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলে কোন গ্রন্থ পূর্বে পা লি বলিয়া গণ্য হইত না। কিন্তু যে সকল গ্রন্থের সহিত পা লি (ত্রিপিটকাদির) কোনো বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না, তৎসমুদয় তখন পা লি নামে গৃহীত হয় নাই, কেবল গ্রন্থ বলিয়াই তাহার পরিচিতি হইত।^{১১}

মূল শাস্ত্র পা লি বলিয়া যে ভাষায় ঐ মূল বা পা লি লিখিত ছিল, তাহা পা লি বু ভা বা; এবং সেই জন্তই ঐ ভাষা মূল শাস্ত্রের নাম পা লি বলিয়া তাহার ভাষার নাম পা লি ভা বা বলিয়া পরবর্তী কালে অভিহিত হইয়াছে।^{১২} আবার কালক্রমে এই পা লি

১০। সা. ব. ৩১ পৃ. ১

১১। "এতে (মহাবংশ প্রভৃতি) পা লি মুক্ত ক ব সেন বৃত্তান্ত গন্ধান্তরিত বৃচ্ছতি"—সা. ব. ৩৪ পৃ. ১

১২। "ইচ্চৎ পা লি ভা সা য় পরিয়ত্তি পরিবত্তিতা"—সা. ব. ৩১ পৃ. ১

(৪)

পালিপ্রকাশ

ভাষা সংক্ষেপে কেবল মাত্র পালি শব্দেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

যখন এইরূপে পালি ভাষা, অথবা কেবল পালি বলিয়া একটি ভাষা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল, তখন ত্রিপিটক ও পালিতে রচিত সমস্ত অর্থকথাদির সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও ঐ ভাষায় গ্রন্থেরই নাম পালি রচিত সমস্ত গ্রন্থেরই পালি নাম গ্রহণে কোনো হইবার কারণ আপত্তি থাকিল না।

এই সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই বলিতে হইবে যে, পালি ভাষার আদিম অর্থ পালির অর্থাৎ বৌদ্ধমতীয় মূলশাস্ত্রের ভাষা।

কোন একখানি পালিব্যাकरणে পালি শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে :—“সদ্বৎ পালে তীতি পালি—যাহা শব্দার্থকে পালন (রক্ষা) করে, তাহার নাম পালি।”^{১৩}

পালি শব্দের ব্যুৎপত্তি বা মূল ঠহা যে কোন বৈয়াকরণিকের শব্দবিদ্যার প্রভাবে কল্পিত অর্থ, তাহা না বলিলেও চলে।

আমার মনে হইতেছে, কোনো স্থানে পড়িয়াছিলাম, এবং অনেকে বলিয়া থাকেন যে, পল্লীর ভাষা পালি ভাষা, পল্লী হইতে পালি হইয়াছে। তাহারে এ সম্বন্ধে এই যুক্তি যে, পালি যখন প্রাকৃতের মধ্যে গণনীয়, এবং প্রাকৃত যখন সাধারণ গ্রাম্য লোকের, পল্লী বা পাড়াগেঁয়ে লোকের ভাষা, তখন ঐ ভাষার নাম পল্লীগ্রাম বা পাড়াগাঁর নামে প্রসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়।

আবার কেহ বলেন মগধে বিপুলভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, এবং মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল; অতএব পাটলিপুত্রের

১৩। From a MS in India office quoted by Childers in his Dictionary of the Pali Language, p. 322, B.

ভাষাতেই যে ঐ ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। সেই পাটলিপুত্রের তদানীন্তন ভাষার নামই পা লি ভাষা, এবং পা ট লি শব্দের অপভ্রংশই প্য লি।

এই উভর মতই আমার নিকটে যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। দ্বিতীয় মতে, যিনি বলিতে চান যে, পাটলিপুত্রের ভাষা মতব্বয়ের আলোচনা পা লি, এবং পা ট লি শব্দ হইতে অপভ্রংশ পা লি হইয়াছে, তাঁহার একটা কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, পাটলিপুত্রের ভাষা সেই সময় পালি ছিল। কিন্তু পাটলিপুত্রের পাটলিপুত্রের পা ট লি হইতে পালির নাম পা লি হইয়াছে, ইহা আমরা হর নাই মনে করিতে পারি না। প্রাকৃতের বিচিত্র পরিবর্তনচক্রে পা ট লি শব্দ কোন প্রকারে পা লি আকার ধারণ করিলেও করিতে পারে। কিন্তু কেবল মাত্র শব্দ সাধন করিলেই এ মতটি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে জনপদের নামে ভাষার নাম না, তাহাতে যুক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে। হয়, নগর বা ব্যক্তি-মগধের পাটলিপুত্র সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, কিন্তু তাহা বিশেষের নামে নহে বলিয়াই যে মগধের ভাষা পাটলিপুত্রের নামে প্রসিদ্ধ হইবে, তাহা বলিতে পারা যায় না। জনপদের নামেই কথা ভাষাসমূহ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে; কোনো নগরবিশেষের নামে বা ব্যক্তিবিশেষের নামে নহে। পাটলিপুত্র চিরদিনই একটি নগর ছিল, জনপদ নহে।

যিনি বলেন প ন্নী অর্থাৎ পাড়া বা পাড়াগাঁর ভাষা পা লি ভাষা, এবং প ন্নী হইতে পা লি হইয়াছে, তাঁহার কথারও পালিভাষার পা লি একদেশ মাত্র আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি, ও পাড়া-বাটা প ন্নী স্বীকার করি। প ন্নী হইতেই পা লি হইয়াছে, হইতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প ন্নীর

(৬)

পালিপ্রকাশ

অর্থ পাড়া নহে। পল্লী-শব্দের পাড়া-অর্থ নিতান্ত আধুনিক, পরে ইহা
বিবৃত হইবে। বিশেষত পাড়া-শব্দে কোনো
পল্লী-শব্দের পাড়া-
অর্থ আধুনিক
ভাবার নাম হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক। গ্রামের
ও নগরের ভাষাপ্রভৃতি বহু বিষয়ে ভেদ আছে
সত্য, এবং ঐ ভেদ বুঝাইবার জন্য গ্রাম্য এবং নাগরিক শব্দ আছে।
যদি আমাদের প্রথমমতবাদী মনে করেন যে,
পাড়া-বাচী শব্দে কোন
ভাবার নাম অস্বাভাবিক
প্রাকৃত ভাষা নাগরিকগণের ছিল না, গ্রাম্যগণেরই
ছিল, তাহা হইলে প্রাকৃতবিশেষ পালিকে
গ্রামের নামেই উল্লেখ করিয়া গ্রাম্য ভাষা বলাই সঙ্গততর ছিল।
আবার পল্লী ও গ্রাম-শব্দ একার্থক নহে। গ্রামেরই বিশেষ বিশেষ অংশকে
আমরা পল্লী বলিয়া থাকি। তবে কি মনে করিতে হইবে পালিভাষা
কেবল পল্লীতে অর্থাৎ পাড়ায় কথিত হইত, সম্পূর্ণ গ্রামখানিতেও কথিত
হইত না! এই সমস্ত অর্থকল্পনা নিতান্তই উৎকট বলিয়া
মনে হয়। পালি যে পাড়াগাঁর স্থায় নগরেরও ভাষা ছিল তাহাও
দ্রষ্টব্য।

কেহ কেহ আবার বলিতে চাহেন যে, মগধের প্রাচীন নাম পলাস
হইতে পালি হইয়াছে; কেহ বলেন পালি
পালি শব্দের অন্তান্ত'নির্বচন
(tower) হইতে হইয়াছে; কেহ বলেন Pales-
tine বা Palatine hills হইতে, আবার কেহ বলেন যে, Pehlve
হইতে হইয়াছে (Vidyabhusana's Pali Grammar, p. xxxii)।
ইহারা সকলেই কেবল শব্দসাদৃশ্যমাত্র ধরিয়া কোনরূপ ব্যাখ্যা করি-
বার চেষ্টা করিয়াছেন, উপযুক্ত প্রমাণ-প্রয়োগ কেহই দিতে পারেন
নাই; এবং তজ্জন্মই তাঁহাদের ঐ সকল কথায় কোনরূপ আস্থা স্থাপন
করিতে পারা যায় না।

আমরা সংস্কৃতে (অর্ধাচীন সংস্কৃতে, প্রাচীন সংস্কৃতে নহে)

প ল্লী ও পা লি শব্দ দেখিতে পাই, যথা, দশকুমারচরিতপ্রভৃতিতে শব্দপল্লী, ভিল্পপল্লী, ইত্যাদি। কিন্তু মূলত এই সংস্কৃতে দৃশ্যমান প ল্লী ও পা লি শব্দ সংস্কৃত উভয় শব্দই খাঁটি সংস্কৃত নহে, ইহার আদত নহে। তাহা প্রাকৃত শ্রোকৃত; সংস্কৃত ইহাদিগকে নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে।^{১৭} বৈয়াকরণসিংহের শব্দনির্কচনশক্তির প্রভাবে ইংরাজী-প্রভৃতিরও অনেক শব্দ সংস্কৃত বলিয়া গণ্য হইতে পারে, ইহা ভিন্ন কথা।

সংস্কৃত মূল পঙ্ক্তি শব্দ হইতেই প ল্লী বা প লি,^{১৮} এবং তাহা^{১৯} হইতেই পা লি হইয়াছে। কিরূপে পঙ্ক্তি শব্দ সংস্কৃত পঙ্ক্তি-শব্দজাত প্রাকৃত শব্দাবলীর অর্থ-আলোচনা পা লি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার সপ্রমাণ ক্রমপরিবর্তন দেখাইবার পূর্বে আমরা পঙ্ক্তি হইতে প্রাকৃতে উৎপন্ন শব্দসমূহের কিঞ্চিৎ অর্থ আলোচনা করিব। বাঙলার শ্রেণী অর্থে পাঁ তি শব্দ প্রসিদ্ধ আছে, যথা মুকুতাপাঁতি, দশনপাঁতি, ইত্যাদি। সংস্কৃত পঙ্ক্তি হইতে প্রাকৃত প স্তি অথবা পং তি হয়, এবং তাহা হইতে বাঙলায় পাঁ তি হইয়াছে। অতএব মুকুতাপাঁতি-অর্থ মুক্তাপঙ্ক্তি, এইরূপ দশনপাঁতি-অর্থ দশনপঙ্ক্তি। আবার কোন হিন্দু কোন পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিকট পাঁ তি গ্রহণ করে। এই 'পাঁ তি' প্রাকৃত বা পালির 'প স্তি' এবং সংস্কৃতের 'পঙ্ক্তি'। ইহার অর্থ প্রায়শ্চিত্তসম্বন্ধে মূল শাস্ত্রের বাবস্থাবিষয়ক বচনপঙ্ক্তি। পালিসাহিত্যে পা লি শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হয় পূর্বে দেখান হইয়াছে, এখানে পাঁ তি শব্দও সেইরূপ ভাবেই ব্যবহৃত হয়।

১৭। রাশি-রাশি প্রাকৃত শব্দ যে সংস্কৃতের মধ্যে অলঙ্কিতভাবে চুকিয়া গিয়াছে, তাহা পরে সবিস্তর দেখান হইবে।

১৮। প্রাকৃতে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের প্রথবার একবচনে ইকার ও উকার স্থানে যথাক্রমে ইকার ও উকার হয়।

(৮)

পালিপ্রকাশ

আমরা বাঙলায় বলি দ স্ত পা টি, ইহার অর্থ দস্তশ্রেণী। এই পা টি শব্দ সংস্কৃত প ঙ্ ক্তি হইতেই আসিয়াছে। প্রাকৃত বা পালিতে প ঙ্ ক্তি হইতে উৎপন্ন প স্তি শব্দের যেরূপ প্রয়োগ আছে, প্রাকৃতে সেইরূপ তজ্জাত প স্তি শব্দেরও প্রয়োগের অভাব নাই।^{১১} প স্তি হইতে প টি হইয়াছে, এবং বাঙ লাতে ইহার প্রয়োগও অল্প নহে; যথা, আমরা কোন নগরাদির অংশবিশেষকে বলি কাঁ সা রি প টি (অথবা প টা), শাঁ খা রি প টি, ইত্যাদি। কাঁ সা রি প টি, ইহার অর্থ যে স্থানে কাঁসারিদের শ্রেণী আছে; এইরূপ শাঁ খা রি প টি, যে স্থানে শাঁখারিশ্রেণী আছে। প টি হইতেই বাঙ লা়য় পা টি হইয়াছে। আবার এই প টি ই কোমলভাবে প টি উচ্চারিত হয়।^{১২}

প্রাকৃত ও পালিতে ত=ট, এবং ট=ল স্ৰবহস্থানে হইয়া থাকে। সেই নিয়মামুত্বারে প টি হইতে প লি ও তাহা হইতে পা লি শব্দ হইয়াছে। ইহা মনে করিবার বিরুদ্ধে কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।

কপূরমঞ্জরীতে (১.১০) এক স্থানে পা লি শব্দ আছে, এবং তাহার টাকায় ঐ শব্দের সংস্কৃত 'প ঙ্ ক্তি' লিখিত হইয়াছে। যদিও এই অনুবাদ ঐ স্থলে সঙ্গততর বোধ হয় না, তথাপি অনুবাদের মতে প ঙ্ ক্তি হইতেই যে পা লি হইতে পারে,

তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মূলশাস্ত্র বুঝাইতে সংস্কৃতে পূর্বকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত প ঙ্ ক্তি শব্দ ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ও পালি অভি-

১১। "যেহুপতী" বিদ্যমাধব, ১৮ পৃ. ১৩ প।

১২। আমরা স্ততস্থানে প টি (বালগ্বে বলে), বা প টি বাধি, এই দুই শব্দ প টি বা প ট শব্দ হইতে জাত।

ধানসমূহে পা লি শব্দের মূল অর্থ প ঙ্ ক্তি হয় জানা যায়। পালিসাহিত্যে পঙক্তি শব্দ হইতেই যে পা লি শব্দ সংস্কৃতের প ঙ্ ক্তি শব্দের জ্ঞান পা লি হইয়াছে, তাহার মূলশাস্ত্রকেই বুঝাইতে প্রথমে প্রযুক্ত হইত। হাশন প ঙ্ ক্তি হইতে জ্ঞাত পা তি শব্দ এখনো বঙ্গদেশে মূলশাস্ত্র অর্থে প্রযুক্ত হয়। ভাষার পরিবর্তননিয়মানুসারে প ঙ্ ক্তি হইতে পা লি পদ হইবার কোন বাধা দেখা যায় না, কোনো কষ্টকল্পনা করিতে হয় না। কোনা টীকাকার বলিতেছেন যে, পঙক্তি হইতে পা লি হইয়াছে। অতএব এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া পা লি র মূল অনুসন্ধানের জন্ত প ঙ্ ক্তি শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন শব্দের নিকট আমরা যাইতে পারি না।

প ঙ্ ক্তি শব্দ কিপ্রকারে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া পা লি হইয়াছে, তাহাই আমরা অতঃপর সপ্রমাণ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। পূর্বে বলা হইয়াছে, আমরা পালি বা প্রাকৃতের পঙক্তি শব্দের ক্রমপরিবর্তন মধ্যে প ঙ্ ক্তি শব্দ জাত প স্তি ও প ত্তি উভয় ও পালি শব্দের উৎপত্তি শব্দই পাই। এই উভয় শব্দ হইতেই পালি-পদ হইতে পারে; এবং তাহাদের পরিবর্তনক্রম এইরূপ অসঙ্গত মনে হয়

নাঃ—প ঙ্ ক্তি অথবা পং ক্তি = প স্তি অথবা পং তি (১০ঃ ৫১; ৩০ঃ ৩৮, টীকা) = প ত্তি অথবা পং টি (ত = ট, ১০ঃ ৮৫০ ক) = পংলি (ট = ল, ১০ঃ ৮৩, ক) = প লি (২০ঃ ১৩) = পা লি (১১ পৃ. টীকা)। অথবা) প ঙ্ ক্তি = (ঙকার-লোপে) প ঙ্ ক্তি (১০ঃ ৫১) = প টি (১০ঃ ৮৫, ক) = প লি (১০ঃ ৮৩, ক) = পা লি (১১ পৃ. টীকা)।

পা লি শব্দের উচ্চারণভেদ উচ্চারণভেদে পা লি শব্দ সিংহলে পা লি (মা ত্তি) উচ্চারিত হয়।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, পালি-শব্দ বৌদ্ধসাহিত্যে শাস্ত্রের পঙক্তি বা মূল বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত; কিন্তু ইহা কতদিন হইতে ঐ অর্থে প্রযুক্ত

হইতেছে, তাহা এখন আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। পূর্বে যে সকল উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ট পালি শব্দ মূলশাস্ত্র-অর্থে বুদ্ধঘোষ (৫ম শতাব্দী) ও তৎপরবর্তী লেখকের কত দিন হইতে ব্যবহৃত হইতেছে গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। Childers মনে করেন সম্ভবত খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর পর হইতে ঐ ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

ঐ অর্থে পালি শব্দ প্রযুক্ত হইল কেন? তাহা আমরা অল্পক্ষণ পরেই তত্ত্বি শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিব।

ত্রিপিটক নাম ধারণের পূর্বে^{২১} বুদ্ধবচনসমূহের সাধারণ নাম ছিল ধর্ম ও বিনয়।^{২২} পরবর্তী কালে যাহা বিনয় নামে অভিহিত হইত বিনয়পিটক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই তখন বিনয় বলিয়া প্রচলিত ছিল; ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট বুদ্ধবচনসমূহ ধর্ম নামে অভিহিত হইত।^{২৩}

পালিভাষার অপর একটি নাম তত্ত্বি, বা তত্ত্বিভাষা। তত্ত্বি (সংস্কৃত তত্ত্বি অথবা তত্ত্বী) শব্দ প্রথমাবস্থায়

পালি ভাষার অপর নাম পূর্কোক্তরূপে ঠিক পালি শব্দের স্থায় মূলশাস্ত্র তত্ত্বি, বা তত্ত্বিভাষা বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইত। সংস্কৃত তত্ত্বি ও তত্ত্বী

২১। এতৎসম্বন্ধে পরে সবিশেষ উক্ত হইবে।

২২। “যো যো আনন্স, নয়া ধম্মো চ বিনয়ো চ বেসিত্তো”—ম. নি. স্ব.৩. ১ (D. XVI. 6. 1); “কথং সুখো নয়ং ধম্মঞ্চ বিনয়ঞ্চ সন্নায়েয্যাম”—স্ব. বি. ৫, ৮, ১০ পৃ. ইত্যাদি।

২৩। “সব্বসেব চেৎসং ধম্মো চেব বিনয়ো চেত্তি সংখং পচ্ছতি। তথ বিনয়পিটকং বিনয়ো, অথ সে সং বুদ্ধবচনং ধম্মো”—স্ব. বি. ১৩পৃ.; অঃ—চূ.ব. ১১. ১. ১, ৭, ৮।

উভয় শব্দই রজ্জু বা সূত্র বুঝায়। ব্যাসাদিগণ ত ব্রহ্মশ্রুতিবিষয়ক
বাক্যাবলী সূত্র নামে সংস্কৃতসাহিত্যে সূত্র-
তন্ত্র, তন্ত্রী ও সূত্র সিদ্ধ ; যথা, ব্রহ্ম সূত্র, শ্রী য় সূত্র, ইত্যাদি।
আবার ঐ পৃথক-পৃথক সূত্র সমূহ যে গ্রন্থে
একত্র গ্রথিত হয়, তাহাও সূত্র নামেই পরিগণিত ; যে গ্রন্থে
বেদান্তের ব্রহ্ম সূত্র সমূহ নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্ম সূত্র নামে
খ্যাত। এইরূপই বুদ্ধদেবের স্বরূপের অসন্ধিদ্ধ সারবৎ বিশ্বতোমুখ
গ্রন্থিহীন অনবদ্য বাক্যসমূহ^{২০} প্রথমে ত স্তি ও সূত্র এই উভয় নামেই
কথিত হইত। আমার মনে হয় পালিতে প্রথমে ত স্তি শব্দই প্রচলিত
হয়, এবং তাহার পর ব্রাহ্মণগণের তত্তদ্ গ্রন্থের শ্রী সূত্র শব্দেই
সূত্র ও সূত্রান্ত
বহুল ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিবে। এই
জন্মটাই পিটকের অনেক অংশ এখনো সূত্র
(সূত্র) বা সূত্রান্ত (সূত্র স্ত) নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে,
নতুবা ইহার অপর কোন কারণ দেখা যায় না।

প্রাচীন মূল উপজীব্য বাক্যসমূহ যে অতিপ্রামাণিক সিদ্ধান্ত বলিয়া
গণ্য হইত, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব ঐ
ত স্তি শব্দের অর্থ
পরিবর্তন
প্রাচীন বাক্যসমূহ যখন পুরোক্ত রূপে ত স্ত বা
ত স্তি আখ্যা ধারণ করিল, তখন তাহাদের মুখ্য
সিদ্ধান্ত এই নূতন অর্থের সৃষ্টি হইল ; এবং সেই জন্মটাই অভিধান-
সমূহে ত স্ত ও ত স্তি অর্থ সিদ্ধান্ত অথবা মুখ্য সিদ্ধান্ত উক্ত
হইয়াছে।^{২০}

২০। ব্রাহ্মণগণের গ্রন্থে সূত্রের লক্ষণ এইরূপ :—“স্বরূপক্ষরমসন্ধিদ্ধং সারবৎ
বিশ্বতোমুখং। অন্তোভ্রমনবদ্যাকং সূত্রং সূত্রবিমো বিদুঃ।”

২১। “ত ব্রহ্ম প্রথমে সিদ্ধান্তে সূত্রবাপে পরিচ্ছদে”—অমর, নানার্ধ ১৮৩ ; “ত স্তি
বিশাণ্ডে ত স্তং মুখ্য সিদ্ধান্ত স্ত হ” —অ. প. ৮২।

উভয় শব্দের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ প্রথমটি (অর্থাৎ ত স্ত =
ত স্ত ও ত স্তি শব্দের ব্রাহ্মণ ত স্ত), ২০ এবং বৌদ্ধগণ দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ
ও বৌদ্ধগণের সাহিত্যে ত স্তি) বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন দেখা
প্রায়োগ যায় ।

পালিসাহিত্যে দেখা যায় ত স্তি পালি-শব্দের অন্ততম প্রতিশব্দ ; ২১ এবং
পালি বুঝাইতে ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ২২
ত স্তি ও পালি একার্থক,
উভয়ই পঙ্ক্তি-বাচি ; পা লি শব্দে পঙ্ক্তি বুঝায়, ও সেই জন্য
এবং উভয়ই মূল শাস্ত্র বুদ্ধবচনের অক্ষরপঙ্ক্তি বা বচনপঙ্ক্তিকে
অর্থে প্রযুক্ত হইয়া অর্থাৎ মূলশাস্ত্র বুঝাইতে পা লি শব্দ প্রযুক্ত হইত,
থাকে ইহা বলা হইয়াছে। ত স্তি শব্দেও ঐরূপ
পঙ্ক্তি বুঝায় ; ২৩ এবং তজ্জন্যই পা লি শব্দের ন্যায় ইহাও বুদ্ধবচনের
অক্ষরপঙ্ক্তি বা বচনপঙ্ক্তি অর্থাৎ মূল শাস্ত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত ।

ব্রাহ্মণেরা বেদের শ্রুতিসমূহকে যেমন ঠিক একই ভাবে রাখিতেন,
মূল শাস্ত্রকে ত স্তি ও তাহার পৌর্বাপর্যাক্রমকে কিছুতেই নষ্ট হইতে
পা লি বলিবার প্রধান দিতেন না, বৌদ্ধগণও সেইরূপ বুদ্ধবচনকে রক্ষা
কার্য করিতেন, তাহার ক্রমভঙ্গ হইতে দিতেন না ।

২০। লক্ষণীয়—ত স্ত বা স্তি ক, ত স্ত শাস্ত্র, পঙ্ক ত স্ত, ইত্যাদি ।

২১। “সেতুস্মং ত স্তি প স্তী স্ নাড়িয়ং পা লি কথ্যতে”—অ. প. ১১০ ।

২২। “সুবুম্ভাণগোচরং ত স্তিঃ সন্নাড়িত্বা”—সু. বি. ১৫ পৃ.; খেরখেরীগাথাতি
ইমং ত স্তিঃ সন্নাড়িত্বা”—ঐ; “ত স্তি নয়াসুচ্ছবিকং আরোপেত্তো”—ঐ ১ পৃ.; “স্তথ
ধম্মোত্তি ত স্তি”—অ. সা. ২২; “ত স্তি য়া মাতিকং ঠপেসি,” “ত স্তি বসেন মাতিকা
ঠপিতা,” “ত স্তি বসেনেব বিভত্তা”—ক. ব. অ. ২. ৭ পৃ. ।

২৩। ত স্ত, ও ত স্তি অর্থাৎ ত স্তী শব্দ মূলত একই; Prof. V. Apte ত স্ত শব্দের
অন্ততম অর্থ দিয়াছেন—“An interrupted series;”—Sanskrit-English Dic-
tionary, p. 529.

এবং এই স্থির-সমান রচনাক্রম থাকতেই সমক্রমে অবস্থিত বুদ্ধাদির
ন্যায় বুদ্ধবচনকেও তাঁহারা পঙ্ক্তি, বা পালি, বা তস্তি বলিতেন,
ইহা অনুমান করিতে পারা যায়।*

পালিভাষার আর একটি নাম মাগধীভাষা;** ইহা তাহার
পালির অপর নাম মাগধী ভৌগোলিক নাম। ইহা ইহাতে স্পষ্ট
ভাষা, কেননা ইহা বুঝা যাইতেছে পালি মগধ দেশের ভাষা
মগধের ভাষা ছিল ছিল।

কেহ বলেন গৌতম বুদ্ধ মগধে উৎপন্ন হন বলিয়া তাঁহার নাম
মাগধ; এবং তাঁহার ভাষা বলিয়া পালির নাম মাগধী।** এই
ব্যাখ্যা যে কেবল বৈয়াকরণিকের শক্তিকল্পিত, তাহা না বলিলেও চলে;
কেননা, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে ভাষার
নাম হয় না, ইহা নিতাস্তই অপ্রসিদ্ধ ও অস্বাভাবিক; দেশের নামেই
ভাষার নাম হয়। প্রচলিত যে কোন ভাষার নামই এস্থলে উদাহরণ-
রূপে উল্লিখিত করিতে পারা যায়।

মাগধী নিরুক্তি কখন কখন এই ভাষা মাগধী নিরুক্তি**
নামেও কথিত হইয়া থাকে।

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যসমূহে মাগধী নামে প্রসিদ্ধ

৩০। "So called from the regularity of its structure"—W.
Subhuti, অ. প. ২২৩।

৩১। যথা, "মাগধীভাষা সাক্ষরেন লিখাঙ্কি"—সা. ব. ৩১.পৃ.। কখন কখন
মাগধী বলা হইয়া থাকে—দক্ষকিত্তি সিরিধম্মারাম, ক. বৃ. (সিংহল), বিঞ্ঞাপন, p. ১.

৩২। "সো চ ভগবা মাগধো মগধে ভবত্তা, সা চ ভাসা মাগধা, মাগধস্য
তথাগতস্মায়ং ভাসাত্তি চ কথ্য সম্পচ্ছত্তি পকতিপচ্ছন্নঞ্ঞনো বিঞ্ঞুনো।"ঐ।

৩৩। "নিরুক্তিমাগধি কাম্বুদ্ধিয়া। কাম্বুদ্ধিগীণত্তরবাসিনাং অপি।"
দা. ব. ১.১০।

একরূপ প্রাকৃত ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় ; কিন্তু আলোচ্য পালি হইতে
 পালি বা বৌদ্ধমাগধী ঐ ভাষা যে অত্যন্ত বিভিন্ন, তাহা দেখিগেই বুঝা
 ও প্রাকৃতমাগধী যায়। নবীন পাঠকগণের ঐ উভয় মাগধীর
 পরস্পর ভিন্ন ভেদাধারণ আবশ্যিক, এই ক্ষুদ্র তৎসম্বন্ধে
 এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

আলোচনার সুবিধার জন্ত আমরা এস্থলে পালিকে বৌদ্ধমাগধী,
 আলোচনার জন্ত মাগধী- এবং মাগধী প্রাকৃতকে প্রাকৃতমাগধী নামে
 ঘষের সংজ্ঞা নির্দেশ করিব।

প্রাকৃতলক্ষণকার চণ্ড প্রাকৃতমাগধীর এই মাত্র বিশেষত্ব দেখাইয়া-
 ছেন যে, ইহাতে র স্থানে ল, এবং স (ও ব)
 উভয় মাগধীর পরস্পর ভেদপ্রদর্শন (৫) স্থানে শ হয়।^{৩৪} যথা সংস্কৃত নি ঋ র প্রাকৃত-
 মাগধীতে নি ঋ ল হইবে ; এই রূপ মা ষ=মা শ,
 বি লা স=বি লা শ। কিন্তু বৌদ্ধমাগধীতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে
 নি ঋ র (১০.১২), মা স, বি না স (১০.১৬)।

প্রাকৃতমাগধীতে অকারান্ত প্রাতিপাদকের পুংলিঙ্গে প্রথমা বিভক্তিব
 (৬) একবচনে একার হইয়া থাকে।^{৩৫} যথা—মা ষ=মা শে, বি লা সঃ=
 বি লা শে, নি ঋ রঃ = নি ঋ লে। বৌদ্ধমাগধীতে ইহাদের রূপ
 যথাক্রমে মা সোঃ, বি না সো, নি ঋ রো (১০.১১)।

(৭) প্রাকৃতমাগধীতে অস্মদ-শব্দের প্রথমার এক ও বহু বচনে হ কে

৩৪। “মা প থি কা বাং র স য়ো ল’শো”—প্রা. ল. ৩. ৩২ ; হে. চ. ৮. ৪. ২৮ ;
 প্রা. প্র. ১১. ৩ ; স. সা. ৫. ৮৩—৮৭।

৩৫। হে. চ. ৮. ৪. ২৮ ; হেমচন্দ্রের মতে অর্ধমাগধী ও অর্ধ প্রাকৃতে এই নিয়ম
 বৈকল্পিক ; প্রাকৃতমাগধীতে বিকল্পে ইকারও হইয়া থাকে, “অ ত ই মে তো লু ক্ চ”—
 প্রা. প্র. ১১. ১০।

ও হ গে পদ হইয়া থাকে ।^{৩৩} যথা “চে ড়ে হ গে”^{৩৭} = চেটঃ অ হ ম্ ।
বৌদ্ধমাগধীতে ইহার রূপ চে টো অ হং ।

১) প্রাকৃতমাগধীতে অবর্ণীকৃত শব্দের যঞ্জীর একাচনে বিকল্পে আ হ্
হয় ।^{৩৪} যথা, পুলি শা হ অথবা পুলি শ শ্শ = পুরুষ স্ত্র । বৌদ্ধ-
মাগধীতে ইহার রূপ পুরি স নু স । যথা বা “হগে ন এ লি শা হ
ক আ হ কালী” = অহং ন এ তা দৃ শ স্ত্র ক র্ম ণঃ কারী (শকুন্তলা, মে
অঙ্ক) ; “ভগদত্ত শো নি দা হ কুন্তে” = ভগদত্ত শো পিত স্ত্র কুন্তঃ
(বেণীসংহার, ৩য় অঙ্ক) ।

এ স্থানে আর একটি বিস্কন্ধপ্রাকৃতমাগধী-রচিত গাথা 'উক্ত
হইতেছে, ইহা দ্বারাও পাঠকগণ উভয়ের ভেদ অনেকটা জানিতে
পারিবেন :—

“লহশবশনমিলশুলশিল-

বিঅলিদমন্দাললাবিদংহিঘুগে ।

বীলযিণে পক্ষালহু^{৩২}

মম শয়লমবযাষখালং ॥” হে. চ. ৮. ৪. ২৮৮ ।

৩৬। হে. চ. ৮. ৪. ৩০১ : স. সা. ৫. ২৭ ; প্রা. প্র. ১১. ৯, এখানে কোনো কোনো
হস্তলিখিত পুস্তকে অ হ কে পদও দেখা যায় । আবার হ গে স্থানে হ গ্ গে পদও
দৃষ্ট হয় ; যথা—“লাজশিয়ালে হ গ্ গে” = রাজশ্যালঃ অহম্, সূ. ক. ৮ম, ২ম অঙ্ক ।

৩৭। সূ. ক. ১ম অঙ্ক ।

৩৮। হে. চ. ৮. ৪. ২২২ ; প্রা. প্র. ১১. ১২ ; ক্রমবীষর হ-স্থানে হং করিয়াছেন,
যথা—ব নু হ গা হং = ব্রাহ্মণ স্ত্র, স. সা. ৫. ২৪ ।

৩৯। হেমচন্দ্রেরামতে এখানে পক্ষালহু (অঃ—হে. চ. ৮. ৪. ২২৬), এবং বরকচির
মতে প্রক্ষালহু (প্রা. প্র. ১১. ৮ ; তুলঃ—হে. চ. ৮. ৪. ২২৭) হওয়া উচিত ছিল ।
প্রক্ষালহু সংস্কৃত ধরিলে ঠিকই হইতে পারে ।

বৌদ্ধমাগধীতে ইহা এইরূপ হইবে :—

“রভসবসনস্নসুরসির-

বিগলিতমন্দাররাজিতজিঘৃগো।

বীরজিনো পক্খালেতু

মম সকলমবজ্জঙ্ঘালং ॥”

সংস্কৃতে তাহার অমুবাদ এই প্রকার :—

“রভসবশনস্নসুরশিরো-

বিগলিতমন্দাররাজিতাজিঘৃগুঃ।

বীরজিনঃ প্রক্ষালয়তু

মম সকলমবদ্যজ্জঙ্ঘালম্ ॥”

মূচ্ছকটিকে (১ম অঙ্কে) শকারের “শুরে বিকল্পে পণ্ডবে শেদকেদু” ইত্যাদি শ্লোক বিশুদ্ধ প্রাকৃতমাগধীতে রচিত।

বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধীর পরস্পর আরো অনেক ভেদ আছে, বাহ্যভায়ে তৎসমুদয় সম্পূর্ণভাবে এখানে প্রদর্শিত হইল না; কিন্তু বাহ্য উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারা যাইবে যে, উভয় ভাষা পরস্পর দূরবিভিন্ন।

অর্দ্ধ মা গ ধী নামে আর এক প্রকার প্রাকৃত ভাষা প্রসিদ্ধ আছে।

অর্দ্ধ মা গ ধী শব্দটি দ্বারাই জানিতে পারা যাইতেছে যে, ঐ ভাষার শব্দপ্রভৃতির অর্দ্ধ

অংশ ঠিক মা গ ধী অর্থাৎ প্রাকৃত মা গ ধী। তবে তাহার অপর অর্দ্ধ অংশ কি ? কুমদাখর বলিয়াছেন তাহা মহারাষ্ট্রী; প্রাকৃতমাগধী মহারাষ্ট্রীর সহিত মিশ্রিত হইয়া অর্দ্ধ মা গ ধী নাম ধারণ করে।^{১০}

১০। “মহারাষ্ট্রী সিদ্ধা অর্দ্ধ মা গ ধী—স. সা. ৫. ১৮। পার্কণ্ডের বলেন—
“শৌরসেন্সা অবিন্দুয়াদ ইয়ন্ (মাসবী) এব অর্দ্ধ মা গ ধী তি ত্তরত্ৱা”

পূর্বেক গাথাটি অর্ধ মা গ ধী তে এইরূপ পরিবর্তিত হইতে পারে :—

তাহার উদাহরণ

“লভশবশনমিলশুলশিল-

বিঅলিদমন্দালাজিদংহিজুগে ।

বীলজিণে পক্ষালহু

মম শয়লমবজ্জজ্জ্বালং ॥”৪১

মুচ্ছকটিকে শকারের অনেক কথা বিস্কন্ধপ্রাকৃতমাগধীরচিত ।

সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যসমূহে
প্রাকৃতমাগধী ও অর্ধ-
মাগধীর ব্যবহার

প্রাকৃতমাগধীর মূল শৌরসেনী, এজন্ম তাহাতে
শৌরসেনী ত দেখা যায়ই, আবার স্থানে
স্থানে মহারাষ্ট্রী শব্দও দৃষ্ট হয় । এই জন্য

কোনো কোনো স্থলে শকারের ভাবকে অর্ধ মা গ ধী নাম দিতে

৪১। প্রাকৃতলক্ষণের (৪০ পৃ.) কোনো হস্তলিখিত পুস্তকে মা গ ধী প্রকরণে উদাহরণপ্রসঙ্গে এইরূপ পাঠেই এই গাথাটি লিখিত হইয়াছে । হেমচন্দ্রও প্রাকৃতমাগধীর উদাহরণস্বরূপ এই গাথাটাই ধরিয়াছেন, কিন্তু এখানকার পাঠ হইতে তাহার পাঠ ভিন্ন এবং প্রাকৃতমাগধীর নিয়মানুগত । এখানে যে পাঠ ধৃত হইয়াছে তাহা বিস্কন্ধ প্রাকৃতমাগধীর বলিতে পারা যায় না । কারণ, প্রাকৃতমাগধীতে জ, দা, ও য-স্থানে ব হইয়া থাকে (হে. চ. ৮. ৪. ২২২) ; তদনুসারে এখানে লা জি দ=লা য়ি দ, জু গে=যু গে, জি গে= য়ি গে, অ ব জ্জ=অ ব যা, এবং জ খা লং=য খা লং হওয়া উচিত ছিল, এবং হেমচন্দ্রের পাঠে তাহাই আছে । অপর পক্ষে মহারাষ্ট্রীতে আদিস্থিত বকার স্থানে অকার হয় (হে. চ. ৮. ১. ২৪৪) ; তদনুসারেই সংস্কৃত যুগ=জুগ হইয়াছে ; আবার দা=জ্জ (হে. চ. ৮. ১. ২৪৮), তদনুসারে এখানে অ ব দা=অ ব জ্জ হইয়াছে । মহারাষ্ট্রীতে ক্ষ=ক্খ হয়, ইহাতে প ক্ খা লং পদের সমাধান করিতে পারা যায় । অতএব এখানে যে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত রহিয়াছে তাহিবলে কোন সন্দেহ নাই । আবার ল ত শ প্রভৃতি পদে স্পষ্টই প্রাকৃত-মাগধী দেখা যাইতেছে । অতএব ঐ উভয় প্রাকৃত এখানে মিশ্রিত হওয়ায় এই গাথাটিকে অর্ধ মা গ ধী বলিতে পারা যায় ।

(১৮)

পালিপ্রকাশ

পারা যায়। অভিজ্ঞানশকুন্তলে রক্ষপুরুষ ও ধীবারের ভাষা প্রাকৃত-
মাগধী। বেনীসংহার ও উদাত্তরাঘবের রাক্ষসের ভাষাও প্রাকৃতমাগধী।
মুদ্রারাক্ষসপ্রভৃতিতেও ইহার ব্যবহার আছে। কিন্তু প্রায়ই ইহার
সহিত ভিন্ন জাতীয় প্রাকৃতের সম্মিলন দেখা যায়। ১২

এখন সহজেই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, মা গ ধী বলিয়া প্রসিদ্ধ
মা গ ধী এই অভিন্নভাবে হইলেও পালি বা বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধী
প্রসিদ্ধ হইলেও বৌদ্ধ-পরম্পর এত ভেদ কেন? ইহারা যে একট
মাগধী ও প্রাকৃত-স্থানের ভাষা, তাহা ইহাদের মা গ ধী এত
মাগধীর ভেদের কারণ কি? সাধারণ নামই সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছে।

তবে কি এই উভয় ভাষা পরম্পর বিভিন্ন
প্রদেশের? অথবা উভয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ কালব্যবধান থাকায় একই
অন্তরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে? কিংবা একই বিপুল ম গ ধ দেশের
অংশবিশেষে একটি, এবং অপর অংশে আর একটি প্রচলিত ছিল?
ইহাদের পরম্পর সম্বন্ধ কি?

১২। সংস্কৃত দৃষ্ট কব্যানুহে স্থানে স্থানে প্রাকৃত অংশ বিভিন্ন-বিভিন্ন পাঠে এত
বাকুল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা বলিবার নহে। দৃষ্টান্তরূপে আমরা বেনীসংহার ধরিতে
পারি। ইহার তৃতীয় অঙ্কের আরম্ভে রাক্ষস ও রাক্ষসীর ভাষা বিশুদ্ধ প্রাকৃতমাগধী,
ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কেননা বহুপ্রাকৃতবিদ হেমচন্দ্র মাগধীগ্রন্থে অনেক স্থলে
তাহা ধরিয়াছেন (যথা—“কহিং সু গদে লুহিলপিয়ে ভবিসুদি” হে. চ. ৮. ৪. ৩০২,
ইত্যাদি)। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকের কোন কোন সংস্করণে বিভিন্নজাতীয় প্রাকৃত দেখা
যায়। একথা নি সংস্করণে মা গ ধী রচনাই আছে দেখিয়াছি। আবার জীবানন্দের সংস্করণে
সেই স্থানে অসংখ্য প্রাকৃত বোদ্ধিত হইয়াছে। আবার ইহারও মধ্যে ভিন্নভিন্নজাতীয়
প্রাকৃতের পদাদি দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত পাঠকরণের প্রাকৃতের দিকে অনাগরই এই
পারিবিপর্দায়ের অল্পতম প্রধান হেতু। ইহার সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক।

এই বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে প্রাকৃত সম্বন্ধে
বৌদ্ধমাগধীও এক কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হইবে; কেননা,
প্রকার প্রাকৃত পালি বা বৌদ্ধমাগধীও প্রাকৃতের বহু শাখার
প্রাকৃত আলোচনার মধ্যে অন্ততম; এবং তজ্জন্মই প্রাকৃতকে ছাড়িয়া
আবশ্যকতা দিলে বৌদ্ধমাগধীর আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না।

প্রাকৃতের মূল কোথায়? কোথা হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন হইল?
এই বিষয়ে দুই মত প্রচলিত আছে। এবং
✓ প্রাকৃতের মূল তাহা প্রাকৃত শব্দের মূলভূত প্রকৃতি শব্দের
বিবিধ অর্থ ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ক) প্রকৃতিতে যাহা জাত, বা প্রকৃতি হইতে যাহা আগত,
তাহার নাম প্রাকৃত। এই প্রকৃতি কি? কেহ
প্রাকৃত শব্দের নিরুক্তি কেহ বলেন সংস্কৃত; কেননা, সংস্কৃত হইতেই
ও অর্থ কেহ কেহ বলেন প্রাকৃত তাহার উৎপত্তি; অতএব সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃতের
সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন প্রকৃতি বা উপাদান-স্বরূপ, এবং প্রাকৃত তাহার
বিকৃতি। হেমচন্দ্র ও প্রাকৃতচন্দ্রিকাকারপ্রভৃতি
এই মতাবলম্বী; এবং এই মতই সাধারণত প্রচলিত, বিশেষত
ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজে ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(খ) অপরেরা বলেন, প্রকৃতি অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাবে যে
ভাষা জাত হইয়াছে, অথবা প্রকৃতি অর্থাৎ
নিসর্গ বা স্বভাব হইতে যে ভাষা আগত
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম প্রাকৃত; অপর কথায়

১। “অথ প্রাকৃতঃ।...প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং, তত্র ভবৎ, তত আগতং বা প্রাকৃতং।”
হেমচন্দ্র, ৮.১.১।

“প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং, তত্র ভবৎ প্রাকৃতং স্বতন্ত্রম্”—প্রাকৃতচন্দ্রিকা।

“প্রাকৃতস্তু সর্বমেব সংস্কৃতং যোনিঃ”—প্রাকৃতসঙ্গীখনী।

প্রাকৃতিক অর্থাৎ নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক ভাষার নাম প্রাকৃত। যাহার সংস্কার অর্থাৎ দোষোপনয়ন বা গুণাধান করা হইয়াছে, তাহার নাম সংস্কৃত; এবং যাহার সংস্কৃতও প্রাকৃত এই উভয়ের যুগপতি-লভা ভেদ তাহা হয় নাই, যাহা প্রাকৃতিক অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাব হইতে যেরূপ জাত হইয়াছে, বা যেরূপ উহার পরস্পর বিপরীতার্থ-বাচী ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেইরূপই আছে, তাহা প্রাকৃত। এইজন্ত এই দুই শব্দ পরস্পর বিপরীতার্থবাচী।

আমরা সাধারণ মনুষ্যকে প্রাকৃত বলিয়া থাকি; এবং তাহার একমাত্র এই কারণে, সাধারণ মনুষ্যের প্রাকৃতিক অর্থাৎ স্বভাবে পূর্বোক্ত বিষয়ে সাধারণ-অবস্থিত; তাহার প্রাকৃতিক দেবীকেই প্রধান-মনুষ্যবাচী প্রাকৃত ভাবে অনুসরণ করিয়া চলে, কৃত্রিম উপায়ে শব্দের দৃষ্টান্ত সুখ-স্বচ্ছন্দতা বা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিপ্রভৃতির সহিত সংসৃষ্ট নহে; প্রাকৃতিক তাহাদিগকে যেরূপ পরিচালিত করে, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, সেইরূপেই তাহার চালাই থাকে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া গমন করে না। অপর পক্ষে যাহারা উচ্চ, তাহার ঠিক প্রাকৃতিক অনুসরণে চলেন না, তাহার নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া সংস্কারে অর্থাৎ দোষোপনয়ন বা গুণাধানে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহা দ্বারা সংস্কৃত হইয়া উঠেন।

২। শব্দকল্পদ্রুমের এই অর্থে প্রাকৃত শব্দের নির্বচনটি বড় চমৎকার। উক্ত হইয়াছে—প্রাকৃতঃ প্রকৃষ্টম্ অকৃতম্ অকার্ধ্যং বস্যা।” বাচী বৈয়াকরণিকগণের নিকট ইহার অধিক আশা করা যায় না, ইহাদের নির্বচনপটুতার পরিচয় পরে আরো পাওয়া বাইবে।

মানুষের সম্বন্ধে প্রাকৃত শক্তি যেরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, আলোচ-
 সাধারণ লোকের ব্যবহার্য নীয় ভাষাসম্বন্ধেও তাহা সেইরূপভাবে প্রযুক্ত
 ভাষাই প্রাকৃত, ভাষা- হইয়াছে। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে
 তৎসংক্রমণের মধ্যে এই স্বয়ং প্রকৃতি হইতে যে ভাষা জাত হইয়াছে,—
 মত প্রচলিত সাধারণ প্রাকৃত লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার
 করিত, তাহার নাম প্রাকৃত। বর্তমান ভাষাতত্ত্ববিদগণের মধ্যে এই
 মতই সাময়িক আদৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা ক্রমশ এই উভয় মতই পরীক্ষা করিয়া দেখিব। যাহারা
 প্রথম মত পোষণ করেন, যাহারা বলেন যে,
 পূর্বোক্ত মতবাদের পরীক্ষা প্রকৃতি অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে জাত বলিয়া
 ইহার নাম প্রাকৃত, তাহারা প্রকৃতি শব্দের অর্থ "সংস্কৃত" ধরেন
 কেন, তাহার বিশেষ যুক্তি নাই। আলোচ্য ভাষায় সাফাৎ বা পর-
 ম্পন্ন সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য দেখিয়াই হয়ত তাহারা ঐ গৌণ অর্থ
 পরিয়া থাকিবেন। কিন্তু যাহারা এই ভাষাকে
 প্রথম মতের যুক্তিহীনতা বুঝাইবার জন্ত প্রথমে প্রাকৃত শব্দ ব্যবহার
 করিয়াছিলেন, তাহারা যদি ঐ অভিপ্রায়ই মনে পোষণ করিতেন,—
 তাহারা যদি স্থির করিয়া থাকিতেন যে, সংস্কৃত হইতেই ঐ ভাষা
 উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে, তাহারা ঐ ভাষার নাম প্রাকৃত না করিয়া,
খুব সম্ভব, "সংস্কৃত" অথবা অপর কোন এতাদৃশ শব্দ প্রয়োগ করিতেন।
 বিশেষত এরূপ অবস্থায় বঃঃ ইহার নাম বিকৃত
 প্রকৃতি শব্দের অর্থ অথবা বিকৃত, কিংবা অপর কিছু এইরূপ করা
 সংস্কৃত বলিবার উচিত ছিল; যাহা বিকৃত, তাহার এই নামট
 সোজা-সরল, প্রাকৃত নাম তাহার পক্ষে অত্যন্ত ঘুরান। প্রকৃতি
 শব্দে সংস্কৃত বুঝায়, ইহা ত কোথাও দেখা যায় না। সংস্কৃত শব্দ
 সাফাৎ-পরম্পরা সম্বন্ধে বহুলভাবে রহিয়াছে বলিয়াও ইহাকে সংস্কৃতভাষা

বলিতে পারা যায় না, সংস্কৃতের সহিত ইহা অতিবনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ ইহাই বলা সম্ভব। কোন ব্যক্তি কোন ধনবানের অল্পগ্রহে পরমসমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেই তাহাকে সেই ধনবানের বংশে উৎপন্ন বলিয়া কেহ মনে করিলে তাহা ঠিক হয় না।

বাঙলা ভাষায়, বিশেষত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছায় সাধু বাঙলায় সংস্কৃত শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখিয়া কেহ যদি তাহাকে সংস্কৃতমূলক বলেন, তবে তাহা ভুল করা হয়; কেননা, তাহার অশ্রান্ত মূল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিপুণদৃষ্টিতে দেখিলে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, তাহা প্রাকৃতমূলক। রঙ্গালয়ের অভিনেতার বস্ত্রত মূলস্বরূপ কি, তাহা তাহার

বর্ণ-চিত্র পোষক-পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া থাকে; ঐ সমস্ত অপনয়ন করিলে তাহার যে স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহাই তাহার স্বকীয় রূপ বলিতে হইবে। কোন ভাষার মূলস্বরূপ জানিতে হইলে

এই প্রণালীই অবলম্বন করা উচিত। আলোচ্য প্রাকৃত সম্বন্ধেও সেই কথা। ইহা সংস্কৃতের বিপুল সমৃদ্ধিতে সূসমৃদ্ধ, কিন্তু তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই; ইহার স্থূলস্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি, এবং সংস্কৃতের পরিবর্তন-সহিষ্ণুতা আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

ধরা বাড়িক প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে হইয়াছে; কিন্তু এই সংস্কৃত বলিতে আমরা কোন ভাষাকে বুঝিব? বেদভাষা, না রামায়ণাদি ভাষা? অপর কথার বৈদিক সংস্কৃত, না লৌকিক সংস্কৃত? যাহারা বলেন যে, প্রাকৃত সংস্কৃতমূলক, তাহার লৌকিক সংস্কৃতকেই তাহার

মূল বলিয়া মত প্রকাশ করেন, বৈদিক সংস্কৃতের কথা তাহার কিছু বলেন না। বস্তুতঃ সংস্কৃত বলিতে লৌকিক সংস্কৃতকেই বুঝা যায়, কেননা, পাণিনিপ্রভৃতি পদপ্রভৃতির

সংস্কৃত শব্দ মুখ্যভাবে
লৌকিক সংস্কৃতকে,
এবং শৌণ্ডিন্যে বৈদিক
সংস্কৃতকে বুঝায়

নিয়মরূপ সংস্কারের দ্বারা এই ভাষাকেই সংস্কৃত করিয়াছেন। বেদভাষা হঠতে এই সংস্কৃত ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, ও তাহার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া গৌণভাবে পরবর্ত্তিকালে বেদভাষাকেও বুঝাইতে সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বেদভাষাকে সংস্কৃত বলিয়া গণ্য করিবার অপর কোন কারণ নাই। পাণিনি-প্রভৃতির সংস্কারেই যে লৌকিক সংস্কৃতের নাম সংস্কৃত হইয়াছে, তাহা যেমন যুক্তিসিদ্ধ, সেইরূপ বাচনিক প্রমাণেও সমর্থিত।

ষড়্ভাষাচন্দ্রিকাকার লক্ষ্মীধর বলিয়াছেন—

“ভাষা দ্বিধা সংস্কৃতা চ প্রাকৃতী চেতি ভেদতঃ।

কৌমার পাণিনীয়াদি সংস্কৃতা সংস্কৃতা মতা ॥”*

ষড়্ভাষাচন্দ্রিকাকার সংস্কৃত ভাষার ঐরূপ লক্ষণ করিয়াও বলিতেছেন যে, সংস্কৃত হইতেই প্রাকৃত হইয়াছে :—“প্রকৃতেঃ সংস্কৃতায়া স্ত বিকৃতিঃ প্রাকৃতামতা”—(ঐ)। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ঐহারা প্রাকৃতকে সংস্কৃতমূলক বলেন, তাহার লৌকিক সংস্কৃতকেই তাহার মূল বলিতে ইচ্ছা করেন।

দণ্ডীর কাব্যাদর্শে (১.৩৩) সংস্কৃতের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এবং সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক পণ্ডিত প্রেমচাঁদভর্কবাগীশ মহাশয় তাহার যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহাতেও ঐ কথাই বলা হইয়াছে—

“সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগ্ অ বা ধ্যা তা মহর্ষিভিঃ।

তদ্ভবন্ত্বংসমো দেশীত্যনেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ ॥”

*। এই গ্রন্থ এখনো মুদ্রিত হয় নাই, কেবল বিবরণমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। See A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. III, p. 1992.

তর্কবাগীশ মহাশয় ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—“দৈবী...বাক্ মহর্ষিভিঃ
পাণিষ্ঠাদিভিঃ, নামেতি প্রসিদ্ধো, সংস্কারসম্পন্নত্বাৎ সংস্কৃতম্ অ বা-
খ্যা য় তে সংস্কৃতত্যাখ্যা পশ্চাদ্ ব্যবহৃত।...পাণিষ্ঠাদয়ো (-দিভিঃ) হি
তত্ত্বদ্ব্যাকরণহুত্রৈঃ প্রকৃতিপ্রত্যাদিবিভাগ-প রি ক ল্ল ন য়া নি ত্যা য়াঃ
সংস্কৃতবাচঃ প্রতিপত্তার্থং শিষ্যাণাং সংস্কারোপায়ঃ প্রদর্শিতঃ, ন তু
বাক্ সম্পাদিতা, স্থিতায়া এবাবাখ্যানসম্ভবাৎ।”

কিন্তু মূল ও টীকাকার উভয়েই সংস্কৃতের তাদৃশ লক্ষণ স্বীকার
করিয়াও বলিতেছেন যে, ঐ সংস্কৃত হইতেই প্রাকৃত হইয়াছে।

এখন সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাকৃত হইতে পারে কি না, তাহা নির্ণয়
করিবার জন্য আমরাদিগকে সংস্কৃত ভাষার
সংস্কৃতের স্বরূপপরীক্ষা ও প্রকৃতি বা স্বরূপ বা স্বভাবকে পরীক্ষা করিয়া
বৈদিকভাষার আলোচ- প্রকৃতি বা স্বরূপ বা স্বভাবকে পরীক্ষা করিয়া
নার আবশ্যকতা দেখিতে হইবে যে, তাহার পরিবর্তন আদৌ
সম্ভব কি না। এবং তাহা করিতে হইলে আমা-
দিগকে বৈদিকভাষা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

বৈদিকভাষা লিখিতে ও বলিতে উভয়রূপেই ব্যবহৃত হইত।

বৈদিকভাষা লেখা ও কথা বৈদিকভাষা পরিবর্তনের শ্রোতে পড়িয়া যখন
উভয়ই ছিল লৌকিক সংস্কৃতের নিকট ক্রমশ অগ্রসর
হইতেছিল, তখন তাহার উচ্চারণ নিশ্চয়ই
বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল; মূল বৈদিকভাষা যেক্রম স্বরে উচ্চারিত
হইত, পরিবর্তমান অবস্থায় তখন আর সেক্রমভাবে উচ্চারিত হইত
না। মূল স্বরের স্থানে বিভিন্ন-বিভিন্ন স্বর দেখা
বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের মধ্য অবস্থায় বৈদিক বাহিত। ইহা নৈসর্গিক। আজকালও একটি
ভাষার পরিবর্তন শব্দ বিভিন্ন-বিভিন্ন দেশ-প্রদেশে বিভিন্ন-বিভিন্ন
স্বরে উচ্চারিত হয়। ব্যক্তিবিশেষে শব্দের আদি
মধ্য ও অন্তস্থিত স্বরসমূহকে মুহু-ভীত্র, হ্রস্ব-দীর্ঘ, লঘু-গুরু ও সাহ-

নাসিক-নিরম্ননাসিক ইত্যাদি বহুবিধ স্বরে উচ্চারিত করিয়া থাকেন।^৩ ইহাতে একই শব্দ বিভিন্ন-বিভিন্ন আকার ধারণ করে। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের মধ্য অবস্থাতেও অবশ্য এইরূপ পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছিল।

মূল ও আকৃতিতে শব্দ এক হইলেও কেবল উচ্চারণের ভেদে এত পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় যে, বিভিন্ন-বিভিন্ন শব্দ মূলত এক হইলেও উচ্চারণ ভেদে শব্দের ভেদপ্রতীতি বলিয়া মনে হয়। এইজন্ত চট্টগ্রামবাসী ও পশ্চিমবঙ্গবাসী উভয়ে একই শব্দ লইয়া আলাপ আরম্ভ করিলেও পরস্পর বুঝিতে পারেন না। অথচ পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান না করিলেও সংসারযাত্রা চলে না। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের মধ্যবর্তী সময়েও ভাষার এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। একই কথা একপ্রদেশবাসী যেরূপভাবে উচ্চারণ করিতেন অপরদেশবাসী তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারে উচ্চারণ করিতেন; তাঁহারা পরস্পরকে বুঝিবে বা বুঝাইতেই পারিতেন না, এবং এইরূপে লোকব্যবহার বা লোক-যাত্রা নির্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইয়াছিল।

৪। পাতঞ্জলিকৃত ব্যাকরণ-মহাভাষ্যে (পম্পশাস্ত্রিক) এই সমস্ত স্বরদোষ উক্ত হই-
 য়াছে :—সংবৃত, কল, দ্রাত, এগীকৃত (যে উচ্চারণে ইহা ওকার বা উকার বলিয়া সন্দেহ
 হয়), অন্বুকৃত (ব্যক্ত হইলেও যেন মুখমধ্যেই আছে বলিয়া বোধ হয়), অর্দ্ধক (দীর্ঘ
 হইলেও হ্রস্ব বলিয়া বোধ হয়), গ্রস্ত (জিহ্বামূলে নিগৃহীত বা অব্যক্ত), নিরস্ত (নির্ভূর),
 প্রণীত (সাসের নাম উচ্চারিত), উপণীত (সমীপস্থ বর্ণান্তরের সহিত গীতিযুক্ত), স্থিগ্ন
 (কম্পমান) ও রোমশ (গভীর) অবিলম্বিত (বর্ণান্তরমিশ্রিত), নির্হত (স্লক্ষ), সন্দষ্ট
 (বর্ধিতের নাম), ও বিকীর্ণ (বর্ণান্তরে প্রচলিত)। এ সম্বন্ধে সেখানে একটি কবিতা
 উদ্ধৃত হইয়াছে—“গ্রস্তং নিরস্তমবিলম্বিতং নির্হতমধ্বুকৃতং দ্রাতমথো বিকম্পিতং । সন্দষ্ট-
 য়েণীকৃতমর্ধকং স্তম্ভং বিকীর্ণমেতাঃ স্বরদোষভাবনাঃ ॥”

সেই সময়ে বৈদিক ভাষায় কেবল বিবিধ উচ্চারণভেদেই যে ঐ অক্ষরবিধা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নহে; দেশী বা অন্ত্যন্ত শব্দে সংমিশ্রণও তাহার অন্ততম প্রধান কারণ ছিল। সেই সময়ে লৌকিক

ব্যবহারে বেদভাষার সহিত অনার্যগণের ভাষাও ঐ অসৌকর্যের কারণস্বরূপ অনেকেটা মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা পরে আরো স্পষ্ট করিয়া আলোচিত হইবে। এই সমস্ত কারণেই বেদভাষা আকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

এইজন্ত সকলেই যাহাতে একরূপে শব্দ ব্যবহার করিতে পারে তদ্বিষয়ে তখন এক নিয়মের আবশ্যকতা বোধ হইল। লোক ব্যবহার নির্বাহের জন্ত ভাষার নিয়মের আবশ্যকতাও উদ্ভাবন বিহারিণী ভাষাকে তখন চারিদিক হইতে শৃঙ্খলিত হইতে হইল। শৃঙ্খলের মধ্যে আসিয়া পরতন্ত্র হইয়া ভাষার রূপান্তর উপস্থিত হইল। স্বাধীন অবস্থায় বিচরণ করিবার সময় তাহার যে ভাব, যে স্ফূর্তি ছিল, আবদ্ধ হইয়া তাহার সে ভাব, সে স্ফূর্তি ক্রমশই বিলীন হইয়া পড়িতে লাগিল। ভাষা ক্রমশই তখন জড় হইয়া উঠিল, নিজের চেষ্টায় তাহার আর নড়িবার চরিবার সামর্থ্য থাকিল না। পূর্বে ইহাতে যে সকল পদ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারা যাইত, পদসমূহের কোন পৌর্কীয়ার্থ বিবেচনা না করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে তৎসমুদয়কে ধেরূপ প্রয়োগ তাহার কলে ভাষার বন্ধন করিতে পারা যাইত, আর তাহা পরে থাকিল না; ইহা তখন সম্পূর্ণরূপে নিয়ামকের হস্তে, সাহিত্যিকের হস্তে; ইহা আদিষ্ট হইয়া কেবল ঐ নিয়ামক সাহিত্যিকগণকেই উপাসনা করিতে লাগিল; সাধারণের সহিত ইহার সঘন সন্ধান হইয়া পড়িল।

বেদভাষা এইরূপেই লৌকিকসংস্কৃতরূপে পরিণত হইয়াছে, ইহার

অন্ত কোন কারণ নাই। বেদভাষাই যে ঐ প্রকার পরিবর্তনপ্রাপ্ত হইয়া লৌকিক সংস্কৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং সেই জন্তই ইহাতে কাহারো বিরুদ্ধ মত দেখা যায় না। পূর্বে যে রূপ বর্ণিত হইল, তাহাই যদি ঐ পরিবর্তনের কারণ না হয়, তাহা হইলে তাহার অপর কোন কারণ নাই

বিরুদ্ধবাদীকে অবশ্য অপর কোন কারণ দেখাইতে হইবে; কিন্তু তিনি তাহা দেখাইতে পারিবেন না। কোঁতুকবশবর্তী হইয়া কোন রৈয়াকরণিক নব-নব নিয়মের দ্বারা প্রচলিত ভাষাকে আবদ্ধ করিবার জন্ত প্রবৃত্ত হন নাই। যদি তাহাই হয়, তবুও স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে ভাষাকে তিনি আ ব দ্ব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখন মুক্ত ছিল, চঞ্চল ছিল, পরিবর্তনশীল ছিল; ইহার এই মুক্ততা, চঞ্চলতা ও পরিবর্তনশীলতাই তাঁহাকে ঐ কার্যে প্রবর্তিত করিয়াছিল, কেননা, তাহার ঐ মুক্তাপ্রভৃতি লোকব্যবহারে বিষম অন্তর্ভুক্ত উপস্থিত করিয়াছিল।

তখন বিভিন্ন-বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন-বিভিন্ন প্রকারে বাক্য প্রয়োগ করিতেন। কেহ বলিতেন ক্ষু দ্র ক, অপরে বলিতেন ক্ষু ল্ল ক; একজন বলিতেন যু বাং, অস্ত্রে বলিতেন যু বং, আবার বাক্যের পূর্বে ভাষার অবস্থা ও অসংযত প্রয়োগ অপরে বলিতেন বাং; কেহ বলিতেন প শ্চা ৎ, কেহ বা বলিতেন প শ্চা; কেহ বলিতেন যু দ্বা স্ত্র, কেহ বা বলিতেন যু য়ে; এইরূপ দে বাঃ, দে বা সঃ; শ্র ব গা, শ্রো গা; অ ব দ্যো ত য় তি, অ ব জ্যো ত য় তি; ইত্যাদি ব্যবহার চলিত। কেহ কোন কোন স্থানে মোটেই প্রতিগদিকের উত্তর বিভক্তি যোগ করিতেন না (যথা, “পরমে ব্যো ম ন্”), অস্ত্রে করিতেন; কেহ বা কোন শব্দের কোন অংশ লোপ করিয়া পাঠ করিতেন (যথা, “অ না”),

কেহ করিতেন না; কেহ বিশেষ্য-অনুসারে বিশেষণেরও লিঙ্গাদি ঠিক করিয়া ব্যবহার করিতেন, অল্পে তাহা করিতেন না, যেরূপ সুবিধা হইত সেইরূপই বলিয়া চলিতেন (যথা, “বর্ষ সীবাধ্বং বহুলা পৃঃ নিঃ” “ভূ ব না নি বি ষ্মা”)। কখন কেহ সংযুক্ত বর্ণের পূর্ক্স্বিত দীর্ঘ স্বরকে হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করিতেন (“রো দ সি প্রাং”), আবার অনেক সময়ে সেরূপ করিতেন না। একজন কোন অক্ষরকে একরূপে উচ্চারণ করিতেন, অল্পে আর একরূপে উচ্চারণ করিতেন (যথা, একই ড কোন কোন স্থলে ল, কিংবা ল্ (ळ), বা ঢ, অথবা ঙ্ঢ উচ্চারিত হইত; দ্রষ্টব্য—ঋ. প্রা. ১.১০-১১)। কেহ কেহ পদান্তে বর্ণের তৃতীয় বর্ণ, কেহ কেহ বা প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করিতেন। এইরূপ ভাষার মধ্যে বহু পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছিল। ষাঁহাদের বৈদিক ভাষার সহিত স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে, তাঁহারা ই দেখিয়াছেন যে, ইহাতে এই প্রকার কত পার্থক্য রহিয়াছে।

বৈদিকভাষা যে বলিবার ভাষা ছিল, তাহা এই ঘটনাই বৈদিকভাষা যে কথা ছিল. সূচাক্রমে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। তাহার প্রমাণ

যে ভাষা বলিবার, তাহার পরিবর্তন হওয়াই স্বভাব; তাহা
কথ্যভাষার পরিবর্তন চিরকাল একভাবে থাকিতে পারে না; দেশ,
অবস্থানবোধী কাল ও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থার মধ্যে
তাহাকে সংযত করিবার ইহা ভিন্ন-ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। অপর পক্ষে
ইচ্ছা মানবের স্বাভাবিক ইহাকে সংযত করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিবার
বিক, তাহার কারণ প্রবৃত্তিও মানবের স্বাভাবিক; কেননা, তাহা না
হইলে সাহিত্য হয় না, এবং সাহিত্য না হইলে দুঃদেশান্তরস্থিত লোকের
সহিত ব্যবহার চলে না।

ভাষা বধন সংযত হইয়া সাহিত্যে স্থানলাভ করে, তখন তাহার

আর পরিবর্তন হয় না ; কারণ, তাহার পরিবর্তনের কারণই থাকে না ।
 ভাষা সাহিত্যে আবদ্ধ হইলে কথোপকথনে উচ্চারণভেদেই ভাষা পরিবর্তন
 তাহার পরিবর্তন হয় না প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সাহিত্যাবদ্ধ ভাষার সে আশঙ্কা
 নাই । সাহিত্যের ভাষা সম্পূর্ণরূপে লেখার
 উপর নির্ভর করে, উচ্চারণের উপর নহে । উচ্চারণ করিতে না
 পারিলেও সাহিত্য বুঝিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাতই হয় না ; অপর
 পক্ষে ঠিক উচ্চারণ করিতে না পারিলে বলিবার
 সাহিত্যের ভাষা লেখাকে ভাষাকে মোটেই বুঝিতে পারা যায় না । আমা-
 অপেক্ষা করে, উচ্চা- ভাষাকে মোটেই বুঝিতে পারা যায় না । আমা-
 রণকে নহে দেব বঙ্গীয় পণ্ডিতগণের উচ্চারিত সংস্কৃত মহা-
 রাষ্ট্রীয়প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনেক সময় বুঝিতে
 পারেন না ; অথচ বঙ্গীয় পণ্ডিতের লিখিত সংস্কৃত বুঝিতে তাঁহাদের
 কোন কষ্টই হয় না । ইহার কারণ কি ? এইমাত্র কারণ যে, লিখিত
 অংশে সেই ভাষা অবিকৃত অপরিবর্তিত থাকে, আর কথিত অংশে
 বিকৃত পরিবর্তিত হইয়া যায় ।

ব্যাকরণোক্ত সংস্কারের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইয়া বৈদিকভাষা যখন
 সংস্কৃত হইল, এবং যখন সকলে সেই সংস্কারকে
 স্বীকার করিয়া লইল, তখন যে-কোনরূপেই
 হউক, কেহ সেই সংস্কার খা নিয়ম উল্লঙ্ঘন
 করিয়া কোন শব্দ উচ্চারণ বা রচনা করিলেই
 তাহা উপেক্ষিত হইয়া যাইত । ইহা অত্যন্ত
 স্বাভাবিক, এবং সেইজন্তই সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণ-
 প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে ঠিক চলিয়া আসি-
 তেছে, এবং আসিবেও । ইহার কোন বিকার হইবার সম্ভাবনা নাই ।
 পুরুষের অজ্ঞতাপ্রভৃতি দোষে সহসা কোন অসাধু পদ উৎপন্ন হইতে
 পারে, এবং কালক্রমে তাহা সেই ভাষার মধ্যে চলিয়াও যাইতে পারে ।

ভাষান্তরেরও কোন কোন শব্দ ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র কথা; ইহাতে ভাষাকে পরিবর্তিত বলা চলে না; ভাষায় ইহা অলঙ্কার, নব-নব শব্দে ভাষা সমৃদ্ধ হয়।

ইচ্ছা করিলেই কোন ভাষাকে পরিবর্তিত বা বিকৃত করিতে পারা

ইচ্ছা করিলেই ভাষার
পরিবর্তন হয় না।

যায় না। সংস্কৃত ভাষা সুব্যবস্থিতভাবে রহি-
য়াছে, কি প্রকারে ইহার বিকার সম্ভব হইতে

উচ্চারণভেদে সংস্কৃতের
পরিবর্তন সম্ভব নহে

পারে, দেখা যাউক। কেহ মনে করিতে পারেন

দেশভেদে উচ্চারণভেদে তাহা পরিবর্তিত হইতে

পারে। দেশভাষাসম্বন্ধে এক কথা সত্য হইলেও

সংস্কৃতের পক্ষে ইহা খাটে না। আজকাল

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণ হইলেও কৈ, মূল

সংস্কৃতের কোন পরিবর্তন হইয়াছে কি? উচ্চারণভেদে এবং শ্রমাদ,

বিশ্বাস্তি ও বুদ্ধিমান্দ্রপ্রভৃতিতে কোন গ্রন্থের পাঠভেদ হইতে পারে

এবং ফলেও তাহা হইয়াছে। কিন্তু মূল সংস্কৃত ভাষা একই রহিয়াছে,

এবং থাকিবে।

প্রাকৃত ভাষা পরিবর্তিত হইয়া নানাবিধ প্রাদেশিকভাষায় (dialect)

পরিণত হইয়াছে, ইহার পরিবর্তন হইতে পারে ;

তাহার যুক্তি , কিন্তু সংস্কৃতের পরিবর্তন অসম্ভব, ইহার যুক্তি

কি? ইহার এইমাত্র যুক্তি যে, প্রাকৃত বলিবার ভাষা, আর সংস্কৃত

লিখিবার ভাষা, সাহিত্যের ভাষা, ইহা বলিবার ভাষা নহে। যে ভাষায়

সর্বদাই কথাবার্তা করা হয়, তাহা নানা কারণে উচ্চারণের ভেদে নানা

আকার ধারণ করে। যেমন এক মু কু ল শব্দ উচ্চারণভেদে কেহ

মু উ ল, কেহ বা ম উ ল, আবার কেহ মো ল বলে; এইরূপ ম ন্ র

শব্দ কেহ ম উ র, কেহ বা মো র বলে। কিন্তু এই শব্দ দুইটি যখন

লিখিবার জন্য প্রযুক্ত হয়, সাহিত্যের অন্তর্গত হয়, তখন সকলেই মু কু ল

ও ম য় র ভিন্ন অপর কিছু লিখিতে পারে না। লিখিলেও বিবক্ষিত অর্থ প্রকাশ করিবে না। হয়ত উচ্চারণে কাহারো ইহাতে ভেদ দেখা যাইবে, কিন্তু লিখিতে ঠিক তাহাই লিখিবে। ইংরাজেরা তবর্গ উচ্চারণ করিতে পারে না, তথাপি আমাদের তবর্গযুক্ত সাহিত্য তাহার বুঝে; তবর্গীয় অক্ষর দিয়া কোন শব্দ লিখিতে হইলে তাহার লিখিবে। আমরা বাংলায় উচ্চারণ করি দ ক্ খি ন, লিখি দ ক্ষি ন; বলি শা গ র, লিখি সা গ র। ইহার কারণ কি? এই কারণ যে, দ ক্ খি ন ও শা গ র আমাদের বলিবার ভাষা, আর দ ক্ষি ন ও সা গ র লিখিবার বা সাহিত্যের ভাষা। আবার আমাদের দ ক্ খি ন অঙ্কের উচ্চারণে দ চ্ছি ন অথবা দা খি ন, দ খি ন; কিংবা দা হি ন, ডা হি ন, ডা ই ন, বা ডা ন হইবে। শা গ র হইবে সা অ র, বা সা য ল, অথবা শা অ ল। সাহিত্য নিজের শব্দ বা ভাষাকে ঠিক রাখিতে পারে, উচ্চারণে তাহার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে ঐ সব বিভিন্ন শব্দ দৃষ্ট হইত না।

লৌকিক সংস্কৃত কথন বলিবার ভাষা ছিল, ইহা কল্পনা করা সেই কল্পনাকারীর সংস্কৃতের প্রাতি অত্যন্ত আদর বা লৌকিক সংস্কৃত কথন কল্পনাকারীর সংস্কৃতের প্রাতি অত্যন্ত আদর বা কথা ছিল না শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু তাহা পূর্বোক্ত প্রকারে ভাষাতত্ত্বের নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। আরো ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যখন ব্যাকরণোক্ত নিয়মসংস্কারযুক্ত না হইলে আমরা সংস্কৃত ভাষাকে সংস্কৃত বলি না, তখনো সেই সংস্কৃতকে সাধারণের বলিবার ভাষা বলিতে পারা যায় কি? সকলেরই কি ঐ সংস্কৃত বলিবার, ঐ সংস্কৃতে সমস্ত কথাবার্তী কহিবার কথন যোগ্যতা থাকিতে পারে? সাধারণ লোকেরাও কি কোন তাহার যুক্তি সময়ে পাণিনিপ্রভৃতিপ্রদর্শিত নিয়মসংস্কারজ্ঞানের সহিত এতই ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিল যে, আজকালকার মাতৃভাষার

ছায় সেই সময়ে তাহারা সংস্কৃত ব্যবহার করিতে পারিত ? আজকাল
ত কোন কোন ম হা ম হো পা ধ্যা য় মহাশয়কেও দুই এক
পঙ্ক্তিসংস্কৃত বলিতে অস্থির হইতে দেখা যায় ; তখন কি তবে
পাংশুলপাদ কৃষাবলও বর্তমান মহামগোপাধায় হইতে অধিকতর
সংস্কৃতজ্ঞ ছিল ? তাহা হইলে সেই সময়ে এক সংস্কৃতই ভাষা ছিল,
অপর কোন ভাষা ছিল না ? তাহাই যদি হয়, তবে তাহা হইতে আবার
সহসা প্রাকৃত কিরূপে জন্মগ্রহণ করিল ? একটিও বিকৃত শব্দ উচ্চারণ
করিলে ত, সে সময় তাহাকে লজ্জিত হইয়া, নিগূহীত হইয়া তখনট
উন্নীত বৃত্তিতে সংস্কৃত সংশোধন করিয়া লইতে হইত ; অত্বেরাও তাহা
হইতে প্রাকৃতের উৎ- আর প্রয়োগ করিতে পারিত না। ব্যাকরণোক্ত
পত্তি অসম্ভব নিয়মে সম্ভব না হইলেও দুই-চার-দশটি কথা
প্রচলিত হওয়া গণ্য নহে, এবং তাহা স্বতন্ত্র কথা। অতএব সংস্কৃত
হইতে প্রাকৃতের উৎপত্তি একবারে অসম্ভব।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসে যে সাধু বঙ্গভাষা রহিয়াছে,
তদ্বিষয়ে অস্বাভাবিক যুক্তি ও দৃষ্টান্ত তাহার কি কোন পরিবর্তন সম্ভব ? কখনই
নহে। কি প্রকারে তাহা হইবে ? তাহার কারণ
কোথায় ? তাহা লিখিবার ভাষা, এবং বরাবর
ঐরূপ লিখিত হইবে, চিরকালই ঐরূপ থাকিবে। সাহিত্যিকগণের ঐ
ভাষায় অনুরাগ না আসিলে তাঁহারা তাহা লিখিতভাবে আর ব্যবহার না
করিতে পারেন, তাহা ভিন্ন কথা ; কিন্তু করিলে ঐরূপই করিবেন। ভাষার
রচনারীতি ভিন্ন-ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু রীতি
রীতির ভেদে ভাষার ভিন্ন বলিয়া ভাষা ভিন্ন হয় না। সংস্কৃতের
ভেদ হয় না ভিন্ন বৈদর্ভী ও গোড়ী রীতির অনেক ভেদ, কিন্তু
তাহা হইলেও কালিদাস ও বাণভট্টের কাব্যের ভাষা এক সংস্কৃত ভিন্ন
কিছু নহে।

বঙ্গদেশে আজকাল বলিবার যে ভাষা আছে, তাহা বিদ্যাসাগর
মহাশয়ের সীতার-বনবাসের বিশুদ্ধ সংস্কৃত-
সংস্কৃত ও সাধু বাঙালার বাঙলা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে
তুলনা করিতে পারেন কি ? ইহা যেমন অসম্ভব, সংস্কৃত
হইতে প্রাকৃতের উৎপত্তিকল্পনাও সেইরূপ অসম্ভব। আবার সীতার-
বনবাসের ভাষা যেমন বঙ্গদেশের কোনো স্থলে কথিত হয় নাট,
সংস্কৃতও সেইরূপ কোনো দিন কোথাও কথিত হয় নাই। অথচ
বঙ্গদেশের কথিত ভাষা হইতেই যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই
বিশুদ্ধ বাঙলা ক্রমশ সমৃদ্ধ হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষাও সেইরূপ তৎকালের
কথ্য বৈদিক ভাষা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। সীতার-বনবাসের
ভাষা যেমন অপরিবর্তনীয়, সংস্কৃত ভাষাও সেইরূপ অপরিবর্তনীয়।
অতএব ইহা হইতে প্রাকৃতের উৎপত্তি হইতে পারে না।

আরও এক কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত সাধু বাঙলায়
সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও তাহার প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া
দেখিলে যেমন বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, তাহা চলিত বাঙলা হইতেই
হইয়াছে, সংস্কৃত হইতে হয় নাই, প্রাকৃত সন্দেহও সেইরূপ ; ইহাতে
যদিও প্রচুর সংস্কৃত শব্দাবলী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে রহিয়াছে, এবং
অজ্ঞাত অনেক বিষয়ে সংস্কৃতের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে, তথাপি
ইহার যাহা বিশেষত্ব, তাঙ্গা আলোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য বলিতে
হইবে যে, ইহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে। ইহা সংস্কৃতেরও প্রাচীন
ভাষা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

যদি ইহা সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে পুরোক্ত অজ্ঞাত
সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন দোষের মধ্যে আরও একটি অসামঞ্জস্য দোষ
হইলে প্রাকৃতে বৈদিক লক্ষিত হইত। তাহা হইলে ইহাতে সংস্কৃতেরই ধর্ম্ম
ভাষার সাদৃশ্য আসিত লক্ষিত হইতে পাইতাম, বৈদিকভাষার
পারিত ন।

দর্শন ইহাতে আসিতে পারিত না ; কেননা, প্রাচীরপ্রতিকল্প আলোকেব
 জ্ঞায় বৈদিক ভাষার প্রভাব সংস্কৃতকে ভেদ করিয়া ইহার নিকট
 আসিতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাকৃত
 ভাষায় বৈদিক ভাষার প্রভাব জুতামুজুত রহিয়াছে, এবং সেই প্রভাবট
 প্রাকৃতের বিশেষত্ব সম্পাদন করিয়াছে। ইহা আমরা পরে অনতি-
 বিলম্বেই বিশদরূপে আলোচনা করিব।

কথা বৈদিক ভাষা বিবিধ পরিবর্তনের মধ্যে কিরূপে নিয়মিত
 হইয়া সংস্কৃতের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা
 বৈদিক ভাষার সংস্কৃতে
 পরণত হইতে বহুকাল
 লাগিয়াছে
 পূর্বে বলা হইয়াছে। কেহ কোন এক দিনে
 একাসনে বসিয়া যে ঐ ভাষাকে নিয়মিত করিয়া
 ফেলিয়াছেন, তাহা নহে ; তাহা শটনঃ শটনঃ হইয়াছিল। অপর পক্ষে,

বৈদিকভাষা ও সংস্কৃত,
 এই সময়ের মধ্যে অল্প
 এক ভাষা কথিত
 হইত

সকলেই কোন এক দিন ইচ্ছা করিয়া যে,
 বৈদিক ভাষায় কথা-বার্তা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন,
 তাহাও নহে ; তাহা নৈসর্গিক প্রভাবে ধীরে ধীরে
 হইয়াছিল। সেই সময়ে অর্থাৎ বৈদিকভাষায় ;

কথারূপে অব্যবহারের আরম্ভ ও তাহার লৌকিক সংস্কৃতে বাবস্থাপিত
 হওয়া, এই সময়ের মধ্যে বৈদিকভাষার পরিবর্তে অপর কোনো ভাষা
 নিশ্চয়ই বলিবার জন্ম বাবদ্যত হইতেছিল। বৈদিক ভাষা এই সময়ের
 মধ্যে কথিত হইত না ; হইলে বরাবরই তাহাই চলিত, এবং তাহা
 হইতে পরবর্তী কথা ভাষার (বাহা বৈদিকভাষার স্থানে কথিত
 হইতেছিল বলা হইতেছে, তাহার) অস্তিত্ব কোথায় ? নিতান্তই আকাশ
 হইতে ইহা পতিত হইয়া থাকিবে, ইহাই না বলিলে অপর উত্তর
 এখানে সম্ভবপর নহে।

বৈদিকভাষার পরিবর্তে সেই সময় যে ভাষা কথিত হইত আমরা
 ঐ ভাষার নাম প্রাকৃত বলিতেছি, তাহাই প্রাকৃত। বৈদিক ভাষা

যখন কথ্য ছিল তখনই প্রাকৃতের বীজ, অক্ষর ও নবপত্র দেখা
বৈদিক ভাষার সময়েই দিয়াছিল। বৈদিক ভাষা ইহার সাফল্য প্রদান
প্রাকৃত জন্মলাভ করিতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ। আমরা পরে তাহা
করিয়াছিল স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব।

আর্য্যবংশের বিস্তার এখন ধেরূপ হইয়াছে, প্রথমাবস্থায় অতি-
প্রাচীন কালে ধেরূপ ছিল না; তখন আর্য্য-
বংশের বাস পরিমিত স্থানেই ছিল, পরে ক্রমশ

সিন্ধু, পঞ্চনদ, সরস্বতী-দৃশত্বতী, ও গঙ্গা-যমুনার কূল এবং সমগ্র আর্য্য-
বর্ষ ও দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমাবস্থায় ভারতে আর্য্যগণ
যতদিন একস্থানে অল্প পরিমিত স্থানে ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের
বেদভাষা অপরিবর্তিত অবস্থায় ছিল মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু

আর্য্যবংশের বিপুল বিস্তার তাহার পর যখন চারিদিকে তাঁহাদের বিপুল
ও অনার্য্যসংসর্গে বৈদিক-প্রসার হইতে লাগিল, অনার্য্যগণের সহিত
ভাষার পরিবর্তন দাস্যুদাসপ্রভৃতিগণের সহিত মধ্ব-ব্যবহার
আরম্ভ হইয়া উঠিল, দূরতর-দূরবর্তী নানাবিধ

আদিম-নিবাসিপ্রভৃতির সহিত তাঁহাদের একটা সংযোগ উপস্থিত
হইল, তখন সেই বেদভাষা ক্রমে ক্রমে পরিবর্তনের স্রোতে আসিয়া
পড়িল। আর্য্য ও অনার্য্যগণের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন ছিল; এইজন্য
পরস্পর পরস্পরকে স্বস্থ মনোভাব বুঝাইবার জন্য উভয় পক্ষই সেই
সময়ে স্বস্থ ভাষার মধ্যে কিছু কিছু করিয়া অত্রতর ভাষা ব্যবহার
করিতে আরম্ভ করেন। অনার্য্যগণ যখন বশতা স্বীকার করিয়া দাস-
রূপে শূত্ররূপে আর্য্যগণের সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করিল, তখন
সেই দাসশূত্রগণের সহিত আর্য্যপরিবারকে সর্ষদাই কথাবার্তা করিতে
হইত। ঐ দাসশূত্রগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না; বরং অত্যধিক
বেশী ছিল। আর্য্যগণ চারিদিকেই তাহাদের দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন।

আর্যগণ অমুসরগীয় বলিয়া অনার্যেরা যেরূপ তাঁহাদের ভাষা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিত, আর্যগণও সেইরূপ অনার্যগণের সহিত নানারিধ লৌকিক ব্যবহারে তাহাদিগকে স্বকীয় মনোভাব বুঝাইবার জন্য তাহা-

দেরও ভাষা ব্যবহার করিতেন। ইহার ফলে আর্য-
আর্য-অনার্যভাষার মিশ্রণে
প্রাকৃতের উৎপত্তি
গণের বেদভাষা এবং দাসশূদ্রভূত অনার্যগণের
আদিম ভাষার মধ্যে একটি গাঢ় সংমিশ্রণ

উৎপন্ন হয়। ইহার ফলে বহু অনার্য শব্দ পরিবর্তমান কথ্য বেদভাষার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া পড়ে, এবং ঐ সংমিশ্রণজাত ভাষার নামই প্রাকৃত ভাষা। এইজন্যই প্রাকৃত বৈয়াকরণিকগণ প্রাকৃত ভাষাকে

তিনভাগে বিভক্ত করেন। যথা, (ক) সংস্কৃতমূলক,
প্রাকৃতের মূল ভাগত্রয় ঐ
মতের সমর্থক
(খ) সংস্কৃতসম, (গ) ও দেশী বা দেশীয় বা দেশ্য।*

আমরা যেরূপ আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এই স্থানে সংস্কৃত শব্দটি সর্বপ্রথমান্বয় বৈদিক সংস্কৃত, এবং পরবর্তী কালে লৌকিক সংস্কৃত বলিয়া ধরিতে হইবে। (ক) যে সকল প্রাকৃত শব্দ পরিবর্তনের নিয়মে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, সংস্কৃতই যাহার মূল,

তাহারা সংস্কৃতমূলক; যথা, নি চ্চ (নিত্য),
ত্রিবিধ প্রাকৃতের উদাহরণ
ম ত্তা (মাত্তা) ইত্যাদি। (খ) যে সকল শব্দ

সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় স্থানেই একইরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহারা সংস্কৃত-সম; যথা, ক ন্দ ল, দো ম ইত্যাদি। (গ) আর যে সকল শব্দ কোন কোন প্রদেশবিশেষে প্রসিদ্ধ, তাহারা দেশী; যথা, বেল্ল (অবিদগ্ধ),

*। “সিদ্ধং প্রাকৃতং ত্বেথা। সংস্কৃতগোনি,...সংস্কৃতসমং,...দেশীপ্রসিদ্ধং।” প্রা.
ল. ১. ১। “তত্ত্ববস্ত্বংসনো দেশীত্যানেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ”—কা. দ. ১. ৩৩। “তত্ত্বং
তংসমং দেশীভ্যেবমেতৎ ত্রিধা মত্তম্”—প্রাকৃতচল্লিকাকার।

“ত্রিবিধং তচ্চ যিচ্ছ্যৎ নাটাষোপ্লেসমাসতঃ।

সমানশব্দৈর্বিভ্রষ্টং দেশীমত্তমখণি বা।” না. শা. ১৭. ৩।

—ছ ই ল্ল (বিদগ্ধ), হ ল্ল বো ল (গোলমাল) “হে পরপুত্র বি টা লিপি (—ভ্রংশিকে), রচ্ছা লো ট্র শি (-নিয়তসঙ্করণশীলে), ভমর টে ণ্ট (কুচেষ্ঠা-বতি), টে ণ্টা করালে (বার্থপ্রলাপি)” ইত্যাদি (ক. ম. ১৭ পৃ.)।

এই ত্রিবিধ প্রাকৃতের মধ্যে দেশী প্রাকৃতগুলি ঐ অনার্যভাষা হইতে

দেশী প্রাকৃত অনার্যভাষা ~~সাগত~~ অবশ্য পরবর্তীকালে দেশীপ্রাকৃতের হইতে আগত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত জাতির ভাষারও স্থান লাভ সম্ভব।

বশীভূত অনার্যগণ যখন আর্যসমাজের মধ্যে দাসাদিকরূপে প্রবিষ্ট হইল, তখন যে সকল দম্ভারাক্ষররূপ অনার্যেরা আর্যগণের বশীভূত ও অবশীভূত অনার্যগণের পরস্পর মধ্যে আর্যগণের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া দূর-দূরতর স্থানে চলিয়া যায়, তাহাদিগের সহিত আর্যবশীভূত অনার্যগণের সম্বন্ধ ক্রমশ ছিন্ন হইয়া

গেল; এবং কালক্রমে ইহারা আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি-প্রভৃতি সর্ব বিষয়েই আর্যগণের এত অনুকরণ করিল যে, অনার্যগণের সহিত ইহাদের পূর্ব সম্বন্ধ একবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এবং ভাষাও তাহাদের বিভিন্ন হইয়া পড়িল। এই সম্বন্ধই আর্যভাষার

প্রাকৃতের আর্যভাষা-মধ্যে গণ্য হইবার কারণ সহিত সম্বন্ধ থাকায় প্রাকৃত আর্যভাষা এবং তাহা না থাকায় অনার্যগণের ভাষা অনার্যভাষা বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

প্রাকৃতের মধ্যে যে, আমরা অনার্য অপেক্ষা আর্যগণের ভাষার অধিকতর প্রভাব দেখিতে পাই, তাহার ইহাই

প্রাকৃতের মধ্যে অনার্য অপেক্ষা আর্যভাষার প্রভাবাধিক্য থাকিবার কারণ একমাত্র কারণ যে, তখন আর্যগণের ভাষার বিবিধ কারণে প্রাধান্য ছিল; অনার্যভাষা অপেক্ষা বহুরূপে তাহা সমৃদ্ধ ছিল। সেইজন্য

আর্যভাষাই তখন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় ছিল।

বস্তুত এ সম্বন্ধে ঠিক করিয়া কিছু বলা চলে না যে, ঐ আদিম কালে উৎপন্ন প্রাকৃত্তে কোন ভাবার প্রভাব অধিকতর ছিল। কেননা, আমরা আজ কাল যে প্রাকৃত্তে পাইতেছি, তাহা অনেক পরবর্তী কালের। আমরা সাহিত্যানিবন্ধ প্রাকৃত্তকে দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু তাহা যখন কথিত হইত তখন তাহার কি স্বরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। আবার যাঁহাদের রচিত প্রাকৃত্ত গ্রন্থসমূহ আমরা পাইতেছি, তাঁহাদের অনেকেই সংস্কৃত্তে প্রাকৃত্তে সংস্কৃত্তপ্রভাব অধিক হইবার কারণ বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।* অতিসমৃদ্ধ সংস্কৃত্তের পার্শ্বে অবস্থান করিয়া তাঁহারা লিখিবার সময় প্রাকৃত্তকেও সংস্কৃত্তের প্রভাবে উদ্ভাসিত করিয়াছেন।

আর্য্য ও অনার্য্য-গণের সংমিশ্রণে প্রাকৃত্ত উৎপন্ন হইয়াছে বলা হইল, কিন্তু এই উৎপত্তি ছই-চারি দশ-বিশ বৎসরে হয় নাট, স্বেছ কাল ইহাতে অতীত হইয়াছে। আবার উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা লিখিত হইতে আরম্ভ হয় নাই, লিখিত হইবার পূর্বেই ইহার অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। সমগ্র আর্য্যসমাজে বিস্তৃতি লাভ করিতেও ইহার অল্প সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। ইহা বহুকাল ধরিয়া কথ্যরূপে মুখে মুখে আসিতে আসিতে শেষে বুদ্ধদেব ও অস্তিম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের আবির্ভাবের পর সাহিত্যরূপে আসিয়া দর্শন প্রদান করিয়াছে।

*। See W. Subhuti's Preface to his *Nāmamāla*, pp. 1-2, i-ii.

আর্য্য-অনার্য্যের সংমিশ্রণ আজকালকার কথা নহে, তাহা বৈদিক
সময়েই ঘটিয়াছে, অতএব ঐ সংমিশ্রণজাত
প্রাকৃতভাষাও সেই সময়ের। এই জন্যই
প্রাকৃত ও বৈদিক ভাষার মধ্যে আমরা ঘনিষ্ঠ
সম্বন্ধ দেখিতে পাই। বৈদিক ভাষায় বেরূপ
ভাবে শব্দাদি প্রযুক্ত হইত, প্রাকৃতের বহুস্থানে
সেইরূপ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। নিম্নে দৃষ্টান্ত-
স্বরূপে উভয় ভাষার কতিপয় সাদৃশ্য প্রদর্শিত
হইতেছে :—

প্রাকৃত বৈদিককালে উৎপন্ন
হইয়াছিল বলিয়াই বৈদিক
ভাষার সহিত প্রাকৃতের
স্বল্প সাদৃশ্য দেখা
যায়

ঐ সাদৃশ্যের কতিপয়
উদাহরণ

১। প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের মোটে প্রয়োগ নাই; সংস্কৃত
ব্যঞ্জনান্ত শব্দ প্রয়োগ করিতে হইলে প্রাকৃতে ঐ শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি
লুপ্ত হইয়া থাকে (স্র :—১৬পৃ., ১.১২৭)। যথা, সংস্কৃত তা ব ৎ প্রাকৃতে
হটতে তা ব; এইরূপ স্রা ৎ হইবে সি স্রা, ক স্ম ন্ হইবে ক স্ম,
ইত্যাদি। এই নিয়মের ব্যভিচার নাই।

বৈদিক ভাষায় আমরা উভয়রূপই দেখিতে পাই; দেখিতে পাই
ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি কখনো লুপ্ত হইয়াছে, আবার কখনো
হয় নাই। একই শব্দ এক স্থানে ব্যঞ্জনান্তভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে,
আবার অপর স্থানে তাহার সেই ব্যঞ্জনটি লোপ করা হইয়াছে। যথা,
দে ব ক র্ম ন্ হইতে দে ব ক মে'ভিঃ (ঋ. স. ১০. ১০০. ১)। প শ্চা ৎ
(অথ. স. ৪. ১০. ৩), আবার প শ্চা (ঐ ১০.৪.১১, শত. ব্রা. ১.১.২.৫);
ইহা হইতেই প্রাকৃতে হইল প চ্ছা (বাঙলায় পা ছ, অথবা পা ছা)।
লৌকিক সংস্কৃতে ইহা হইতেই প শ্চা ঙ্গ শব্দ চলিয়া গিয়াছে, এবং
কাত্যায়নকে আর একটি বার্ত্তিক সূত্র বাড়াইতে হইয়াছে (পা. ৫.৩.৩২-
৩৩)। এইরূপ যু স্মা ন্ (ঋ. স. ১. ১৬১. ১৪; তৈ. স. ১.১. ৫) শব্দ-স্থানে
যু স্মা (বা. স. ১. ১৩. ১; শত. ব্রা. ১. ২. ৯); উ চ্ছা ৎ স্থানে

উ চ্চা (তৈ. স. ২. ৩. ১৪) ; নী চা ৭ স্থানে নী চা (তৈ. স. ১. ২. ১৪ ; ত্র :—তৈ. প্রা. ৫. ৮.) ।

২। প্রাকৃতে পদের আদিবর্ণগত রফলা ও যফলার প্রায় লোপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, সংস্কৃত শ্রী ম প্রাকৃতে গা ম ; এইরূপ ব্য ব স্থি ত হইবে ব ব স্থি ত । বৈদিক ভাষাতেও এই প্রকার প্রয়োগ আছে ; যথা, অ-প্র গ ল্ত স্থানে অ-প গ ল্ত (তৈ. স. ৪. ৫. ৬. ১) ; ৭ ত্রি + ঞ্ চ্ (চ) হইতে ত্র্য চ পদ না হইয়া ত্রি চ (শত. ত্রা. ১. ৩. ৩. ৩৩ ; কা. শ্রৌ-সূত্রেও এই প্রকার), এবং তু চ হয় । ৮ লক্ষণীয় শ্রা ত ও শৃ ত ।

৩। বর্গীয় বর্ণের সহিত অবর্গীয় বর্ণের সংযোগ হইলে প্রাকৃতে প্রায়ই ঐ পরবর্তী অবর্গীয় বর্ণের লোপ হয়, এবং পূর্ববর্তী বর্গীয় বর্ণের দ্বিব হইয়া যথোচিত সন্ধিকার্য হইয়া থাকে (প্রা. ৭. ৩. ৫) যথা, ব্যা খ্যা ন = ব ক্ খা ন ; স ভ্য = স ব্ ভ ; শ ক্র = স ক্ ক ; বি ধ্বং সি ত = বি ধ্বং সি ত ; ইত্যাদি ।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল এইমাত্র ভেদ যে, শেষের অবর্গীয় বর্ণটি লুপ্ত না হইয়া ঐরূপই থাকিয়া যায় । ১ যথা, বি খ্যা য = বি ক্ খা য (তৈ. স. ৪. ১. ২) ; ২* অ খ্য ৭ = অ ক্ খ্য ৭ (ঞ্. স. ৪. ১৪. ১) ; ৩* মে ঘ্যা = মে গ্ ঘ্যা (তৈ. স. ৫. ২. ১১) ;

৭। মূল মন্ত্রটি এই :- “নযো ন্যমায় চা প গ ল্তায় ।” “অ প গ ল্তা : অপ্ৰোটেশিয়ো বালঃ” —সায়ণ ।

৮। এহলে বান্ধ বলিয়াছেন—“অখাপি দিবর্ণলোপন্তু চঃ”—নি. ২. ১. ২ ; অর্থাৎ এখানে ত্রি শব্দের রকার ও ইকার এই উভয়ের লোপ হইয়াছে । পা. ৬. ১. ৩৪ (বার্তিক)

৯। প্রাকৃতে এই লোপের কারণ কেবল উচ্চারণসৌকর্য ।

১০। তৈ. প্রা. ১৪. ৫ ; স্ত. প্রা. ৪. ১০৮ ।

১১। ঞ্. প্রা. ৬. ২১ ; ভাষ্যকার উক্তটি লিখিয়াছেন ইহা শাকট্য-মতে ।

আ জি ব্র=আ জি গ্ ব্র (বা. স. ৮.৪২) ; অ ধ্ব নঃ=অ দ্ ধ্ব নঃ
(বা.স. ৪. ১২)।^{২২}

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি লক্ষণীয় :

লৌকিক	বৈদিক	প্রাকৃত
প্র গ ল্ ভ	প্র গ ল্ ব্ ভ ^{১০}	প গ ব্ ভ
ব ল্মী ক	ব ল্ ম্মী ক ^{১১}	ব ম্মী ক
শ ক্	শ ল্ ক্ ^{১২}	শ ক্

এতাদৃশ স্থলে প্রাকৃতে কেবল লকারের লোপ হইয়াছে, এবং তাহার
একমাত্র কারণ উচ্চারণের সৌকর্য্য।

৫। প্রাকৃতে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ক্ববর্তী দীর্ঘস্বর প্রায়ই হ্রস্ব হয়।
যথা, মা ত্রা=ম ত্তা, ইত্যাদি (১০.১১১)।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ দেখা যায়। যথা, রো দ সী প্রা
=রো দ সি প্রা (ঋ. স. ১০. ৮৮. ১০) ; অ মা ত্র=অ ম ত্র (ঋ. স.
৩. ৩৬. ৪)।^{১৩}

১২। এস্থলে তৈ. প্রা. ১৪ অধ্যায়, স্ত. প্রা. ৪. ১০০ ইত্যাদি, এবং পাণিনিপ্রভৃতি
লৌকিক ব্যাকরণের বিহ্ববিষয়ক নিয়মগুলি আলোচনীয়। একটি কথা এই স্থানে বলা
আবশ্যক যে, মুদ্রিত বহু বৈদিক গ্রন্থেই এইরূপ বিহ্ববিশিষ্ট পদ সাধারণত দেখা যায় না ;
কিন্তু এরূপ পদই যে প্রযোজ্য তাহা প্রাতিশাখ্যাসমূহই বলিয়া দিতেছে। মহীশূরে মুদ্রিত
তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে বখোচিত পাঠই দেওয়া হইয়াছে। অস্তান্ত মুদ্রিত পুস্তকে কেন
এরূপ পদ দেওয়া হয় নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে কাশীর বৈদিক পণ্ডিত শ্রীমুক্ত প্রভূদত্তর্ষী
স্বাময় বলিয়াছিলেন যে, বিহ্ববিশিষ্ট পাঠ দেওয়াই উচিত ছিল। বৈদিকসমাজে ঐক
প্রাতিশাখ্যকে অনুসরণ করিয়াই বখোচিত বিহ্ব করিয়া ঐ সকল শব্দ উচ্চারিত হয়।

১০। তৈ. স. ২.২.৫ ; তৈ. প্রা. ১৪.৭।

১৪। তৈ. স. ৫. ১.২ ; তৈ. প্রা. ১৪.২।

১৫। তৈ. স. ৫.৪.২ ; তৈ. প্রা. ১৪.২।

১৬। অষ্টাধ্য—নি. ৩. ৫. ১।

৬। প্রাকৃতে অনেক স্থানে সংযুক্তবর্ণস্থলে একটি ব্যঞ্জন লোপ করিয়া পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ করা হয় [১১ পৃ. * টীকা; ১.১১৪; ৫.১১ ছ (ছ্ব) উপসর্গ]। যথা, ক র্ত্ত ব্য = কা ত ব্ ব, নি খা স = নী সা স, ছ হাঁ র = দু হা র।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। যথা, ছ র্দ ভ = দু ড ভ (বা. স. ৩. ৩৬; ঋ. স. ৪. ৯.৮); ১^১ দু র্না শ = দু গা শ (শু. প্রা. ৩. ৪৩)।

৭। প্রাকৃতে বহুস্থলে ঋকার-স্থানে উকার হইয়া থাকে। যথা, ঋ তু = উ তু, অথবা উ ছ, ইত্যাদি।

বৈদিক সাহিত্যে ত্রতাদৃশ প্রয়োগ একবারে অলভ্য নহে। যথা, বৃ ন্দ = বৃ ন্দ (দ্রষ্টব্য—নি. ৬.৬.৪.৬)।

৮। প্রাকৃতে বহুস্থলে দকার ডকার হইয়া থাকে (১. ১. ৮৭, খ, ঙ)। যথা, দ হ তি = ড হ তি, দ ঙ = ড ঙ।

বৈদিক সাহিত্যেও এইরূপ আছে। যথা, ছ র্দ ভ = দু ড ভ (বা. স. ৩. ৩৬); পু রো দা শ = পু রো ডা শ (শু. প্রা. ৩. ৪৪ ; শত. ত্রা. ১. ৫. ১. ৫)।^{১৮}

৯। প্রাকৃতে অ ব স্থানে ওকার, এবং অ স্ব স্থানে একার হয়, প্রায়ই দেখা যায় (১০. ১. ৫৭)। যথা, অ ব হ সি ত = ও হ সি ত, ন য তি = নে তি।

বৈদিক সাহিত্যেও ইহার বহুল প্রয়োগ আছে। যথা, শ্র ব গা =

১৭। ঋবেদের পাঠ দু ল ভ (দু ল্ল ভ) ; সাধারণ অন্যত্র (ঋ. স. ১. ১. ৫. ৬) ইহার অর্থ করিয়াছেন ছ র্দ হ ; এখানে ছ র্দ ভ অর্থও হইতে পারে। প্রাকৃতে ছ ল ভ শব্দ হইতে দু ল হ = দু ল হ হইতে পারে।

১৮। এ সম্বন্ধে এখানে লিখিত হইয়াছে—“স বা এত্যন্তং পু রো হ দা শ র ১... তস্মাৎ পু রো দা শঃ। পু রো দা শো হ বৈ নাইতন্ম বৎ পু রো ডা শ ইতি।”

শ্রোণা (তৈ. ব্রা. ১. ৫. ১. ৪ ; ৫. ২. ৯), অ স্ত র য় তি=অ স্ত রে তি (শত. ব্রা. ১. ২. ২. ১৮ ; ৪. ২০ ; ৩. ১. ১৬)।^{১১}

১০। প্রাকৃতে দ্য স্থানে জ হয়, এবং প্রাকৃত নিয়মানুসারে (১. §২২) স্থানবিশেষে ঐ জকারের বিত্ত হয়। যথা, ছ্য তি=জু তি, বি দ্যা=বিজ্জা।

বৈদিকভাষায় এতাদৃশ ভূরি প্রয়োগ পাওয়া যায়, তবে প্রভেদ এই যে, এখানে বকলাটার লোপ হয় না। যথা, দ্যো তি সূ=জ্যো তি সূ,^{১২} দ্যো ত তে=জ্যো ত তে ;^{১৩} জ্যো ৎ স্না পদটিও চিহ্ননীয়; দ্যো ত য়=জ্যো ত য় (অথ.স. ৪. ৩৭. ১০); অ ব দ্যো ত য় তি=অ ব জ্যো ত য় তি (শত. ব্রা. ১. ২. ৩. ১৬); অ ব দ্যো ত্য=অ ব জ্যো ত্য (কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ৫)।

১১। প্রাকৃতে হকার স্থানে ঘকার ও ভকার দেখা যায় (১. §১০০, খ; হে. চ. ৮. ১. ২৬৪)। ঘকার যথা, দা হ=দা ঘ; ভকার যথা, জি হ্বা=জি ব্ ভা।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। যথা ঘকার, মে হ=মে ঘ (নি. ২.১.২—৩); আ হু পি=আ হু পি (ঋ. স. ৬. ৫৫. ১; নি. ৫৫. ২. ৪)। আবার শতপথব্রাহ্মণে কয়েক স্থানে (১. ৩. ৩. ১০, ১১, ১২, ইত্যাদি) আমরা বি দে ঘ শব্দ দেখিতে পাই, কিন্তু ঐ গ্রন্থেরই এবং ঐ ব্রাহ্মণেরই অপর স্থলে ও অন্তরে বি দে হ দেখা যায় (১. ৩. ৩. ১৭ ;

১২। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে এতাদৃশ ভূরি প্রয়োগ আছে; বঙ্গীয়-আসিয়াটিক-সোসাইটি-সংস্করণের ভূমিকা স্রষ্টব্য।

২০। “অধাণি আদিবিপর্যয়ো জ্যোতিঃ”—নি.২.১.৩।

২১। “...দ্যো ত তে জ্যো ত তে জলভিকর্ষণঃ”—নিঘ. ১.১৩; জঃ—ঐ দেবব্রাহ্মণ শব্দ টীকা; তুলঃ—উপাধিসূত্র ২.১০৩। এ স্থানে লক্ষণীয় যে, নিঘণ্টুতে দ্যো ত তে জ্যো ত তে উভয় ধাতুই পঠিত হইয়াছে।

১৪. ৫. ৯. ১, ৬; ৬. ১. ১; ইত্যাদি)। ভকার যথা, গৃহীত
=গৃভীত (ঋ. স. ৬. ৪৬. ১৪); ইত্যাদি অনেক।

১২। প্রাকৃতে কখনো কখনো হকার-স্থানে ধকার দৃষ্ট হয় (১.১
১০০)। যথা, ই হ=ই ধ।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। যথা, স হ=স ধ (ঋ. স.
১. ১২১. ১৫, ইত্যাদি; পা. ৬. ৩. ৯৬); গা হা=গা ধা (নি. ২. ১. ৩-৪);
ব হু=ব ধু (ঋ. স. ৫. ৩৭. ৩.)।^{২২}

১৩। ধ-স্থানে হকারও উভয়ত্র দেখা যায়। যথা, প্রাকৃতে ব ধ
=ব হ (প্রা. প্র. ২. ২৭; পা. প্র. ১. ১. ৮৮, গ); বৈদিকভাষায় প্র তি
স দ্বা য=প্র তি সং হা য (গো. ব্রা. ২. ৪)।

১৪। শতপথব্রাহ্মণে (১. ৩. ৩. ১০, ১১, ১৭) মা ধ ব শব্দ দৃষ্ট
হয়;^{২৩} সারণাচার্য্য এখানে মা ধ ব পাঠ করিয়াছেন। প্রাকৃতে
দেখিতে পাই থকার স্থানে ধকার হয়; যথা, ম থুরা=ম ধুরা, না ধ
=না ধ (প্রা. প্র. ৩. ১১, তুলঃ—নি. ২. ১. ২-৩)। আবার শৌ র-
সে নী প্রাকৃতে দেখা যায় যে, ধ-স্থানে থ হয়; এবং ভামহ প্রাকৃত-
প্রকাশে (১০.৩) উদাহরণরূপে মা ধ ব পদই ধরিয়াছেন।

১৫। পদান্তস্থিত যকারের উভয়ই দ্বিত্ব দেখা যায়। যথা, দে য

২২। প্রাকৃতে ব ধু স্থানে ব হু, এবং মে ধ স্থানে মে হু হয়। যানের মন্তব্য
দেখিয়া মনে হয় যে, প্রাকৃতরূপটাই প্রাচীন; “অথাপ্যাস্তবাপ্তির্ভবতি. ও যো, মে যো,
না যো, গা যো, ব ধু র্ম ধু”—নি. ২. ১. ২. ৩। অথবা প্রথমে মে হু ও ব হু হইতে মে য ও
ব ধু হইয়া প্রাকৃতে নিয়মানুসারে (প্রা. প্র. ২. ২৭) আবার মে হু ও ব হু হইয়াছে।

২৩। আচার্য্য ক্রীসত্যত্রত সামঞ্জসী মহাশয় যতগুলি হস্তলিপি পুস্তক দেখিয়াছেন,
তাছাড়া মধ্যে কেবল একখানিতে মা ধ ব আছে। Weber সাহেব সর্বত্র মা ধ ব পাঠই
দেখিয়াছেন।

=দে বা (হে. চ. ৮.১.২৪৮ ; পা. প্র. ১.১৫০) ; পৌ ক্ ষেয় =
পৌ ক্ ষে যা (বা. স. ২১.৪৩, শু. প্রা. ৪. ১৫১) ।

১৫। স্বরভঙ্গির^{২৪} প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই প্রচুর। প্রাকৃতে যথা,
ক্লি ন্ন=কি লি ন্ন, স্ব=সু ব ; বৈদিক যথা, ত স্বঃ=ত হু বঃ (তৈ.
আ. ৭. ২২. ১), স্বঃ=সু বঃ (ঐ ৬. ২. ৭), স্ব র্গঃ=সু ব র্গঃ (তৈ. স.
৪. ২. ৩ ; তৈ. ব্রা. ১.১.১)। রা ত্র্যা=রা ত্রি য়া, স হ স্রাঃ=স হ স্রি য়ঃ ;
ইত্যাदि। যজুর্বেদে এতাদৃশ প্রয়োগ খুব বেশী দেখা যায়।

১৭। উভয় ভাষাতেই কোন কোন স্থলে পদান্তর্গত বর্ণবিশেষের
লোপে ঐ পদটিকে সংক্ষিপ্ত করা হইয়া থাকে। প্রাকৃতে যথা,
রা ভ কুল=রা উ ল, কা লা য়া স=কা লা স (হে. চ. ৮. ১. ২৬৭—
২৭১) ; বৈদিক ভাষায় যথা, শ ত ক্র ত বঃ=শ ত ক্র ত্বঃ, প শ বে
=প শ্বে (পা. ৭.৫.৯৭) ; নি বি বি শি রে=নি বি বি শ্রে (ঋ. স.
৮. ১০১. ১৪ ; শত. ব্রা. ২. ৪. ২. ৪ ; দ্রঃ—পা. ৬. ৪. ৭৬) ।

১৮। উভয় ভাষাতেই পদান্তর্গত বকারের লোপ ও তাগর স্থানে
যকার দেখা যায়। যথা প্রাকৃতে, জী ব=জী অ, অথবা জী য় (আর্ব-
প্রাকৃত, প্রা. প্র. ২. ২ ; প্রা. ল. ৩. ৫ ; হে. চ. ৮. ১. ১৮০) ; বৈদিক
ভাষায় যথা, পৃ থু জ বঃ=পৃ থু জ্জ যাঃ (ঋ. স. ৩. ৪৯. ২ ; নি. ৫.
২. ৪)।^{২৫}

২৪। স্ব র ভ ক্তি র ব্যুৎপত্তি ও অর্থ—“ভজাত ইতি ভক্তিঃ ধর্মঃ, স্বরস্তেব ভক্তি-
বঁস্ত স তথোক্তঃ, স্বরধর্মো ভবতীতি যাবৎ”—তৈ. প্রা. ভাষ্যে (১১.৫) গোপালবহা।
এখানে এই শব্দটিকে আমরা আরো ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত করিয়াছি।

২৫। জ ব অংশে রবলায় লক্ষ তুলনীয় :—ব্যা স=ব্রা স (কু. পা. চ. ৮. ৪৮ ;
“অভূতোহপি কচিৎ । অ প ভ্র ং শে কচিদবিদ্যামানোহপি রেফো ভবতি ।”—হে. চ. ৮. ৪.
৩২২), ভা বা=ভ্রা স (স. সা. ৫.৫) ; অ ধি ঙ্গ=অ ধ্রি ঙ্গ (ঐ. ব্রা. ২.১ ; নি. ৪.
২.৩, ভাষ্য) ।

১৯। প্রাকৃতে অনুস্বারযোগে পূর্ববর্তী দীর্ঘ স্বর প্রায়ই^{২০} হ্রস্ব থাকে। যথা, মা লাং=মা লং। বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ পাওয়া যায়; যথা, যু বাং=যু বং (ঋ. স. ১. ১৫. ৬, ইত্যাদি)।

২০। প্রাকৃতে বহু স্থলে ক্ষ-স্থানে ছ হইয়া থাকে (প্রা. ল. ৩. ৩০; পা. প্র. ১০.১২১)। যথা, অ ক্ষি=অ জ্জি। বৈদিক ভাষাতেও ইহার একান্ত অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। যথা, অ ক্ষ=অ ছ।^{২১}

২১। প্রাকৃতে পদান্তর্গত যকারের প্রায়ই লোপ হইয়া থাকে (হে. চ. ৮.১.১৭৭)। যথা, বা যু না=বা উ গা; ইত্যাদি। বৈদিক ভাষাতেও এতাদৃশ প্রয়োগ আছে। যথা, প্র যু গং=প্র উ গং (বা. স. ১৫. ৯; এই পদটি বৈদিক সাহিত্যে বহুস্থানে আছে)।^{২২}

পদের মধ্যে বা অন্তে ব্যঞ্জন-অনাশ্রিত স্বর কেবল প্রাকৃতেই প্রসিদ্ধ। লৌকিক সংস্কৃতে ইহা নাই, বৈদিক সংস্কৃতে ঐ একটি, এবং তি ত উ (ঋ. স. ১০. ৭১. ২) এই একটি, মোট দুইটি মাত্র পদ লক্ষ্য করিয়াছি। শেষোক্ত পদটি লৌকিক সংস্কৃতেও চলিয়া আসিতেছে।^{২৩}

২২। ঋগ্বেদ (১.৪১.৪ ইত্যাদি) ও অথর্ববেদে (৮. ৪.৭, ইত্যাদি) স্ত গ বলিয়া একটি শব্দ পাওয়া যায়। ভাষাকার তাহার অর্থ করিয়াছেন স্ত থ। সম্ভবত ইহা প্রথমে স্ত ঘ হইয়া (হে. চ. ৮. ৪. ৩৯৬) তদনন্তর স্ত গ হইয়া থাকিবে। শতপথব্রাহ্মণে (১. ১. ৪. ৪.) প্রতি-

২০। ঋ.—প্রা. ল. ১. ৩, “গ দ্বাং”।

২১। অথ. স. ৩. ৪. ৩. ইত্যাদি সর্ব বেদেই এই শব্দটির প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ আ ভি মু থা, সা দু থা; আনার মনে হয় ইহা অ ক্ষ হইতেই হইয়াছে। তুলঃ—সা ক্ষাৎ, প্র ত্য ক্ষ, ইত্যাদি; ঋ.—নি. ৫.৪.১০।

২২। ‘প্র উ গ় মিত্তি যকারলোপঃ’—ঋ. প্রা. ৪.১২৮।

২৩। বাস্ত লিখিয়াছেন—“তি ত উ পরিবপনং (চালনী) তবতি, ত ত ব দ্ বা, তু স্ত ব দ্ বা”—নি. ৪. ২. ১।

পাদিত হইয়াছে যে, শ শ্র হইতে চ শ্র হইয়াছে।^{১০} ব ক্র স্থাক্তে পালি ও প্রাকৃতে ব ক্র হয় (প্রা.প্র. ৫.১৫ ; হে. চ. ৮.১.২৬)। ইহা হইতেই বাঙলায় বা কা হইয়াছে। আবার আমরা বাঙলায় ব ক্রু কথাও ব্যবহার করি। কিন্তু এই ব ক্রু শব্দটি বেদে বহুস্থানে পাওয়া যায় (ঋ. স. ১.৫১.১১, ১১৪.৪ ; ৫.৪৫.৬)।^{১১} এই সকল স্থানে প্রাকৃতসম্বন্ধই বোধ হয়।

২০। প্রাকৃতে দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই, তাহার স্থানে বহুবচন প্রয়োগ করা হয় ; বৈদিক ভাষাতেও স্থানে স্থানে এইরূপ দেখা যায়। যথা, ই জ্রা ব রু গৌ স্থলে ই জ্রা ব রু গা (এখানে প্রাকৃতে র স্ত্রায় অস্তে বিসর্গও প্রযুক্ত হয় না, ঋ. স. ৭.৮২.১—৫)। আবার ই জ্রা ব রু গৌ পদম আছে। এইরূপ মি জ্রা ব রু গা এবং মি জ্রা ব রু গৌ, অ শ্বি না এবং অ শ্বি নৌ, ইত্যাদি বহুল প্রয়োগ আছে।

২৪। অকারান্ত শব্দের পর বিসর্গ থাকিলে প্রাকৃতে বহুস্থলে ঐ শব্দ ওকারান্ত হয় (১.১১৯)। যথা, দেবঃ = দেবো, সঃ = সো, ইত্যাদি। বৈদিকভাষাতেও এইরূপ আছে।^{১২} যথা, সঃ + চিৎ = সো চিৎ (ঋ. স. ১.১১১. ১০-১১) সং বৎ স রঃ + অ জ্রা য় ত = সং বৎ স রো অ জ্রা য় ত (ঋ. স. ১০. ১২০. ২)।

তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া আর আমরা উক্ত করিবনা ; অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ কিঞ্চিৎ মনোযোগে ঐ উভয় ভাষা দেখিলেই অবলীলাক্রমে বহু সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন।

পাঠকগণ এখন ভাবিয়া দেখিবেন, প্রাকৃতকে যদি লৌকিক সংস্কৃত

১০। “চ শ্র বা এতৎ কৃক্স্ত, তন্মাক্স্মঃ, শ শ্র দেবত্রা।”

১১। বাঙলার ব ক্রি ম শব্দে প্রাকৃত ও সংস্কৃতের অপূর্ব সম্মিলন। এই শব্দটির বিশেষরূপে প্রয়োগও বিচিত্র।

১২। ক্রুপ্রাতিশাখো (৪.৩৮) জানা যায় যে, অ গ স্ত্রা ঋষির দৃষ্ট মন্ত্রে ও দশম-মণ্ডলীর মন্ত্রে এইরূপ দেখা যায়।

হইতেই উৎপন্ন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বৈদিক সাহিত্যের সহিত প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলে বৈদিকভাষার সহিত তাহার ঐ সাদৃশ্য থাকিতে পারে না। ইহার আরো প্রমাণ পরে উক্ত হইবে।

প্রাকৃতের এই সমস্ত সাদৃশ্য থাকিতে পারে কি ? পরে যখন আমরা দেখাইব যে, প্রাকৃতের মধ্যে পালিই সর্বাধিক প্রাচীন, এবং সংস্কৃতের উপর প্রাকৃত কতদূর স্বপ্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তখনও ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

মূল প্রাকৃত যখন এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাহারই অন্ততম পূর্ববর্তী কারণে প্রাকৃত-ভেদ পালিরও উৎপত্তির যে ইহাই কারণ, বিশেষ পালিও সংস্কৃত তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু কোন কোন ভাষা-হইতে হয় নাই। তত্ত্ববিদ মনে করেন যে, পালি গা খা ভা বা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব এ কথাটি পালি গা খা হইতে উৎপন্ন এই মতের উল্লেখ একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

গা খা ভা বা সম্বন্ধে পূর্বে পুঙ্খপুঙ্খ পণ্ডিতগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য-বিদ্যাবিৎ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহা আলোচনা করিয়াছেন, অধ্যাপক মোক্ষ-মূলর ও ডাক্তার বেবর-প্রমুখ বিদ্বানেরাও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহার কথার যে এ বিষয়ে গুরুত্ব আছে, তাঁহার সহিত লেখকের তাঁহা বলা তাহা বাহুল্য। তাঁহার গাখাভাষা-অনৈক্য বিষয়ক আলোচনার^১ অনেক সুন্দর কথা আছে,

১। মোক্ষমূলর গাখা-আলোচনাগ্রন্থে ডাক্তার মিত্রের মত গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভ্রমসী প্রশংসা করিয়াছেন। See Chips from a German Workshop. Vol. I. p. 300.

২। See Indo-Aryan, Vol. II, pp. 276-296.

কিন্তু প্রধান বিষয়ে তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারি নাই। অল্পাংশ পণ্ডিতেরাও যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আমার ভাল বোধ হয় নাই। এইজন্য, এবং আমার নবীন পাঠকগণের নিকট গাথার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা অবশ্যকর্তব্য, এই মনে করিয়া এ স্থলে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

মহাভান বা উদীচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে মহা বৈ পু ল্য সূ ত্র।
 মহা বৈ পু ল্য সূ ত্র বলিয়া একশ্রেণীর গ্রন্থ আছে। ললিতবিস্তর,
 সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, রত্নোক্তাধারণী, আর্ষ্যসিংহ-
 পরিপূজা, আর্ষ্যাগগনমতিসূত্র, আর্ষ্যাগগনগঞ্জসূত্র, চন্দ্রপ্রদীপসূত্র,
 গাথা ও গাথাভাষা বিমলকীর্তিনিক্ষেপ, ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ ঐ
 শ্রেণীর মধ্যে। ইহাদের মধ্যে পদ্য অংশ গাথা
 বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সেই জন্যই ঐ সকল গ্রন্থের পদ্যের
 ঐ নাম আধুনিক ভাষাকে গাথা ভাষা বলা হয়। এই নাম
 আধুনিক পণ্ডিতগণের উদ্ভাবিত; প্রাচীন
 কোনো গ্রন্থে ঐ নাম এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। তৎতৎ গ্রন্থে গাথা
 শব্দটি শ্লোকমাত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়।

এই সমস্ত গাথার ভাষা পাঁচি সংস্কৃতও নহে, প্রকৃতও নহে; কিন্তু
 গাথায় সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ইহাতে উভয়েরই বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখিতে
 বিচিত্র সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। যথা—

গাথার উদাহরণ “অক্রবং ত্রিভবং শরদ্রনিভং
 নটরঙ্গসমা জগি জন্মি চ্যুতি ।”

৩। শুদ্ধ সংস্কৃত—নটরঙ্গসবং জগতি জন্ম চ্যুতিঃ; ছন্দের অনুরোধে গাথার মূল
 অংশে “চ্যুতি” পাঠ করা উচিত।

গিরিনদ্যমং^৪ লঘুশীভ্রজবং

ব্রজতায়ু জগে যথ বিছ্য নভে ॥১॥^৫

উদকচক্রসমা ঠমি^৬ কামণ্ডণাঃ

প্রতিবিম্ব ইবা গিরিষোষ যথা^৭

প্রতিভাসসমা নটরঙ্গসমা-

স্তথ স্বপ্নসমা বিদিতার্থ্যজ্ঞনৈঃ ॥১॥^৮

ল. বি. ২০৪, ২০৬ পৃঃ ।

M. Burnouf বলেন যে, গাথা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও পালির মধ্যবর্তী

Burnouf এর মতে পাশা
সংস্কৃত ও পালির মধ্য-
বহা, গাথা প্রাদেশিক
ভাষা ছিল, গাথা
হইতেই পালির
উৎপত্তি

ভাষা। ডাক্তার মিত্রের ইহা সম্মত,^১ এবং
তিনি মনে করেন যে, এই গাথা শাক্যসিংহের
জন্মগ্রহণের পূর্বে দেশভাষাই ছিল।^২ সংস্কৃত
হইতে গাথা, এবং গাথা হইতে পালি হইয়াছে।
এই মত কতদূর সত্য তাহা পরীক্ষা করা নিতান্ত

আবশ্যিক। পালির সহিত গাথার এবং গাথার সহিত বিভিন্ন দেশভাষার

৪। গিরিনদীসকং ।

৫। ব্রজতায়ুর্জগতি যথা বিছ্য নভসি ।

৬। ইমে ।

৭। ইব পিরিষোষো ।

৮। স্তথা...বিদিতা আর্থ্যজ্ঞনৈঃ ।

১। "Burnouf, the first who instituted a critical inquiry into the history and literature of Buddhism, supposed that there was, besides the canon fixed by the three convocations, another digest of Buddhist doctrines composed in the popular style, which may have developed itself, as he says, subsequently to the preaching of Sákya, and which would thus be intermediate between the regular Sanskrit and Páli."—Chips, I. p. 299.

(dialect) সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সমস্ত বুঝা যাইবে। অতএব গাথার মূল স্বরূপ বা বিশেষত্ব কি তাহা একবার প্রশিধান করিয়া দেখা কর্তব্য; নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

১। দেখিতে পাওয়া যায় গাথায় অনেক স্থানে প্রাতিপদিকের গাথার প্রকৃতি উত্তর প্রযোজ্য বিভুক্তির মোটেই প্রয়োগ হয় না। যথা—

“সর্কেবাং গৃ হ (গৃ হে) ভুঞ্জস্তি।” বি. কী., শি.স. ৩২৪।

“যেন তে স ত্ব (স ত্বা) মুচ্যস্তে।” ঐ ৩২৫।

“সং ক্কা র (রাঃ) অ নি ত্য (ত্যা) অঞ্জবাঃ।” ল. বি. ২০২।

“বাবস্তো লো ক (লো কাঃ) পাবঙাঃ।” বি. কী., শি.স. ঐ ৩২৫।

“শ ত্ত (শ ত্ত ম্) অন্তরকল্পেষু।” ঐ ৩২৫।

“স ক্কা সা ম ক্কা (সা ম ক্কা) রোচেস্তি।” ঐ ৩২৫।

“তে জি ন পূ জ (পূ জাং) কবোস্তি।” উ. ধা., শি. স. ৩২৭।

“র শ্মি (র শ্মিং) প্রমুঞ্চিয়।” ঐ ৩২৭।

“ছ ত্ত (ছ ত্তং) ধরেস্তি তথাগত মুর্ধে।” ঐ ৩২৭।

“পুরবরশ্য নি রী ক্ষ মা ণ (নি রী ক্ষ মা ণা) রূপং।” ঐ ৩২৯।

“ন র গ ণ (গ ণঃ) তথ নারী।” ঐ ২৯৮।

ইত্যাদি।

“The language of the Gáthá is believed, by M. Burnouf, 'to be intermediate between the Páli and the pure Sanskrit. Now as the Páli was the vernacular language of India from Cuttack to Kapurdagiri within three hundred years after the death of Sákya, it would not be unreasonable to suppose that the Gáthá, which preceded it, was the dialect of the millions at the time of Sákya's advent and for some time before it.'—Indo-Aryan, Vol II. p 295.

পাঠকগণ এখানে লক্ষ্য করিবেন যে, উল্লিখিত উদাহরণসমূহে প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সপ্তমী এই তিন বিভক্তির প্রয়োগ নাই। আমি যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে ইহা ভিন্ন অপর বিভক্তির অপ্রয়োগ লক্ষ্য করিতে পারি নাই।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, যদি এই গাথা হইতেই পালি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে পালিতে এতাদৃশ প্রয়োগ আমরা দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করিতে পারি, বরং গাথা অপেক্ষাও পালিতে এইরূপ প্রয়োগের প্রাচুর্য্য থাকাই সম্ভবপর। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে, পালিতে কেবল সপ্তমীতে এতাদৃশ প্রয়োগ ক্ৰটিং ছই এক স্থানে লক্ষিত হয়।^{১০} কিন্তু ইহা যে গাথা হইতে আসিয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না, কেননা, বৈদিকভাষায় সপ্তমীতে এরূপ প্রয়োগের অভাব নাই।^{১১} বরং এতাদৃশ প্রয়োগে গাথাকে সাধারণ প্রাকৃত অপেক্ষাও পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়; এবং প্রাকৃত অপেক্ষা পালি যখন প্রাচীন, তখন পালি অপেক্ষা গাথা আরও অধিক পরবর্ত্তী। পরিবর্ত্তনের স্রোতে বিভক্তির প্রয়োগ ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান বাঙলা ও হিন্দী আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, বহুস্থানে বিভক্তির মোটে ব্যবহার করা হয় না। গাথার জ্ঞায় বাঙলাতেও কখন কখন প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তির লোপ দেখা যায়। যথা, লো ক (অর্থাৎ লো কে) বলে, সে বা ঘ (অর্থাৎ বা ঘ কে) দেখিয়াছে, সে বা জা র (অর্থাৎ বা জা রে) গিয়াছে। হিন্দীতে

১০। “এবং তি বি ধ গ্ সি বিজ্ঞস্তে ;” “জা তি বিজ্ঞস্তে”—শ্রা. ১ ভা. ৪ পৃ.

১১। “দৃতিং ন শুক্লে স র সী (স র জা ন্)”—ঋ. স. ৭. ১০০. ২. ২ ; “সোমুনিম্ন চ হ্ (চ ষাৎ) হৃতং”—ঋ. স. ৮. ৭৩. ১০ ; ঋষ্টব্য—“সাপ্তমিকৌ চ পূর্ব্বৈ”—ঋ. শ্রা. ১ ঋটল, ৪২ পৃষ্ঠা; পা. ৪. ১. ৩৯, ঐ কাশিকা বৃত্তি।

আবার ইহা ছাড়া তৃতীয়া বিভক্তিরও লোপ দেখা যায়। অপভ্রংশ প্রাকৃত্তে আমরা প্রথম, দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ দেখিতে পাই।^{১২} পরে অ প ভ্রংশের সহিত গাথার আরো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাইব। অতএব আমার মনে হয়, অপভ্রংশ হইতেই গাথায় এইরূপ প্রয়োগ আসিয়াছে।

২। গাথায় প্রায়ই পদের অন্তে কখন কখন (ক) ইকার, অথবা (খ) উকার দেখা যায়। বাহুল্যভয়ে সংক্ষেপে কয়টি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

(ক)

“উদকচক্রসমা^{১৩} ই মি (ইমে)^{১৪} কামগুণাঃ।” ল. বি. ২০৬।

“বিগশ্য ধর্ম্মং ইমি (ইমং)।” স. পু. চ. ২৪; শি. স. ৩৫২।

“তে স বি (সর্বে) বোধায়। স্ত. ভা., শি. স. ২১৯।

“তাজি স্বয় স্ব কি (স্বকাং) তলু।” ল. বি. ১৯২।

“স্বং স বি (সর্বং) কুর্কন্।”

শ্রিয়ক রি ক্র ম ব রি (ক্র ম ব র)।” ল. বি. ১৯৩।

“তৃণ ব রি (তৃণ ব র) ঔষধয়ঃ।” ল. বি. ১৭২।

“হর্লভা জ গি (জ গ তি) সদেবমাল্লবে।” আ. গ., শি. স. ১০৩।

“নৈব লো কি (লো কে) কচিদেব।” ল. বি. ৬১।

“জ সু বী পি (-বী পে) পুরি (পুরা)।” ঐ ৬১।

১২। বে. চ. প. ৩৪৪-৫; “উজ্জ্বই ত রু গ প (ত রু গ পঃ) জিঘং দবাগুণিণঃ;”
“বিঘ জিঘং বি স র (বি ব রান্) গমিহিউ;” “বি স র (বি ব রা গাং) ম পসকঃ;”
—হ. চ. প. ২১-২২।

১৩। ক্র.—শি. স. ২০৪, ২১৫।

১৪। আবার ই দু পদও হয়, (খ) উদাহরণ অষ্টম।

(খ)

“কুশলং ই সু (ইদং) সর্ধং ।” ভ. চ., শি. স. ২৯৭ ।

“ন র ম রু (ন রা ম র) ১০ পুঞ্জিতঃ ।” আ. ক., শি. স. ৩০৭ ।

“লোকে শু রু কু তু (শু রু কু তুঃ) ।” ঐ ৩০৭ ।

“প রি চা রু (প রি চা রুঃ) তত্ত্ব ।” আ. ক., শি. স. ৩০৭ ।

“ধ্যানে প্রজ্ঞে ন তু স মু (স মঃ) ।” ল. বি. ১৮৫ ।

“দা মু (দা নং) দদন্তি বিচিহ্নমানকং ।” উ. ধা., শি. স. ৩৩৫ ।

“স দে ব কু (সদেবকে) লোক ।” ল. বি. ১৭৫ ।

কিন্তু পালিতে সাধারণতঃ এইরূপ শব্দ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না ; যদি বা থাকে, তথাপি তাহা এত অল্প হইবে যে, এ বিষয়ে তাহা গণ-নীয়ই নহে । গাথায় যে প্রয়োগ এত অধিক, গাথা হইতে উৎপন্ন হইলে পালিতেও তাহার প্রয়োগ আমরা অবশ্য দেখিতে পাইতাম, এবং তাহা নিতান্ত কম হইত না । আবার গাথা অপেক্ষা অনেক অর্কাটীন হিন্দী ও বাঙলাতে এতদূশ প্রয়োগের বিশেষ প্রচলন আছে । হিন্দী ও

গাথা অপভ্রংশ প্রাকৃত বাঙলায় যে মূল হইতে এই প্রয়োগ প্রচলিত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, গাথাতেও তাহা হইতেই আসিয়াছে । এই মূল কি ? আমরা বলি অ প ভ্রং শ প্রাকৃত ; ইহা পালির পরবর্তী ।

অপভ্রংশ প্রাকৃত আলোচনা করিলে গাথায় এতদূশ প্রয়োগের মূল জানিতে পারা যাইবে । অপভ্রংশে এক স্বরের স্থানে অপর স্বর অনেক স্থানই হইয়া থাকে ।^{১০} যেমন, সংস্কৃত বা হু অপভ্রংশে বা হ, বা হা, বা হু এই তিনই হইতে পারে । এইরূপ পৃষ্ঠ স্থানে পি ট্ ঠ্, প ট্ ঠ্, পি ট্ ঠ্, অথবা পু ট্ ঠ্ ; ত্ ণ স্থানে ত্ ণু, তিণু, অথবা ত গু ; এইরূপ

১০ । এই পদটি জাঁতকেও দেখা যায় ; যথা, “আসোদিতা ন র ম রু”—জা. ১ ভাগ, ১৭ পৃ. ।

১১ । হে. চ. ৮.৪. ৩২২—৩৩০ ।

টা গা, বী প, বে ণ ; স্ক ক ত স্থানে স্ক ক ছ, স্ক কি ছ, অথবা
রু কি অ ; লে খ স্থানে লে হ, লী হ অথবা লি হ ।

আবার অপভ্রংশ প্রাকৃতের নিয়মই এই যে, অকারান্ত শব্দের প্রথম
ও দ্বিতীয়র এক বচনে উকার হইয়া থাকে^{১৭} যথা—

“দহমুহু ভুবণভয়ঙ্করু তোসিঅসঙ্করু নিগগুউ রহবরি চড়িঅউ ।”

ছায়াসংস্কৃত যথা—

দশমুখো ভুবনভয়ঙ্করতোষিতশঙ্করো নির্গতো রথোপরি আকুচঃ ।”

দাবার—

“উব্ভিয় বাহ, অসারউ সব্বু-বি, মা ভমি কুতিখিরপটঠে মুহিয়া ।

পরিহরি তৃণ্ জিহ্ব সন্-বি ভবস্কল, পুত্রা তুহ মউ এউ কহিয়া ।”

কু. চ. ৮. ১৪ ।

ছায়াসংস্কৃত—

উকৃতবাহ—অসারং সর্কমেব মা ভ্রম কুতীর্ধিকপথে মুখা ।

পরিহর তৃণং যথা সর্কমেব ভবস্কলং, পুত্র, ত্বং ময়া এবং কথিতঃ ॥

অপভ্রংশে সপ্তমীরও এক বচনে বিকল্পে একার ও ইকার হইয়া
থাকে (হে. চ. ৮.৪.৩৩৪) । যথা, “ঘ রি ক ক্কে” (গৃহে কক্কে)—কু. চ.
৮.১৬ । গাথাভাষাও এইরূপ প্রয়োগে পরিপূর্ণ ।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে গাথায় ই দং স্থানে বহু স্থলে ই মু দেখা
যায় ।^{১৮} ইহা খাঁটি অপভ্রংশ প্রাকৃতের লক্ষণ । বৈয়াকরণিকগণ বলেন
তিন লিঙ্গেই প্রথম ও দ্বিতীয়র একবচনে ইদম্ শব্দের ই মু রূপ হয় ।^{১৯}
যথা, ই মু কু লু দে ক্ থু ; ই দং কু লং পশু—ইতি ছায়া ।

১৭ । হে. চ. ৮.৪. ৩৩১ ।

১৮ । বাহুল্যভয়ে বেশী উদ্ধৃত করিতে পারা বাইতেছে না ।

১৯ । হে. চ. ৮.৪.৩৩১ ; সংক্ষিপ্তসারে (৫.১০) কেবল ক্রীতলিঙ্গেই এইরূপ হয়
লিখিত হইয়াছে ।

পদের কোমলতাসম্পাদনের জন্য শেবে ইকার-ও উকার-যোগ বাঙলায় অতিপ্রসিদ্ধ। যথা, ইকারযোগ, বে লা স্থলে বে লি, “বব গোধূলিসমর বে লি (বে লা)” — “বিদ্যাপতি; কেশরী জিনিয়া মা ঝা রি ধিনি (ধি ন=ক্ষী ণ)” —ঐ; “হা স নি (হা স ন) সনে” —ঐ। উকারযোগ যথা, “দশনমুকুতাপাঁতি অ ধ রু (অ ধ রে) মিলায়ত” —ঐ; আ জু ম বু শুভদিন ডেলা” —ঐ। আবার ক ল ক ল স্থলে কু লু কু লু, ঝন্ ঝন্ স্থলে বু ছু বু ছু; এইরূপ কু গু বু ছু, গু ডু গু ডু, হু রু হু রু, ইত্যাদি।

হিন্দীতেও এইরূপ — “পু নি ফিরি রাম নিকট সো আদি।”

“জি মি জি মি ভাগত শক্রহৃত...তি মি তি মি ধাবত রাম শর।”

“মাঁগু মাঁগু তুম কবহুঁ পিয়, কহছ ন দে ছ লে ছ।

দেন কহেউ বরদান দুই সোউ পাবত সন্দে ছ।” তুলসীদাস।

গাথায় উকারপ্রয়োগে অত্যন্ত আগ্রহ দেখা যায়। যথা—ত্ব রি= ত্ব যু (ল. বি. ২১৪), আবার ঐ স্থানেই ত্ব রি পদও আছে; অ যং=অ যু (ঐ ২০৯, ইত্যাদি)। বলা বাহুল্য পালিতে এরূপ দেখা যায় না।

৩। গাথায় অনেক স্থানে দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব, এবং হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ দেখা যায়। ইহাও অপভ্রংশের লক্ষণ (হে. চ. ৮.৪.৩৩০)।

৪। গাথায় ব্যঞ্জনাস্ত শব্দ কখনো কখনো স্বরসংযুক্ত দেখা যায়। যথা, বা ব ৎ=বা ব ত, (উ. ধা. শি. স. ৩৩২-৩৩), মু খা ৎ=মু খা ত (ঐ ৩৩৪)। প্রাকৃত্তেই কোন কোন স্থলে ব্যঞ্জনাস্ত শব্দে স্বরযোগ করা হইয়া থাকে; যথা, স রি ৎ=স রি রা, ঞ্জি তি প ৎ=প ড়ি বজা, বা চ্=বা আ (প্রো. ল. ৩.৩২)। পালিতে এরূপ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে বাঙলাপ্রভৃতিতে ঐরূপ দৃষ্ট হয়; যথা, “ত ড়ি ত লতা জহু” —বিদ্যাপতি। পালির পরে অন্যান্য প্রাকৃত হইয়াছে। অতএব গাথায় বহন সেই প্রাকৃতের প্রভাব দেখা বাইতেছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে,

এতাদৃশ প্রয়োগ গাথা হইতে পালির উৎপত্তি সমর্থন না করিয়া বরং গাথারই বহু-অর্কাচীনতা প্রতিপাদন করিতেছে।

৫। কখনো কখনো সংস্কৃত পদের অস্তিত্বিত অকারস্থানে গাথার ওকার দেখা যায়। যথা, ই হ মহাবানে = ই হো মহাবানে (উ. ধা., শি. স. ৪) ; সং বৃ ত স্য বহুগুণঃ = সং বৃ ত স্যো বহুগুণঃ (চ. প্র., শি. স. ১২৫)। পালিতে এরূপ কোথাও দেখা যায় না।^{২০}

৬। গাথার স্থানে স্থানে অতিবিচিত্র সন্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, ম ক রঃ + ই ব = ম ক রে ব (ল. বি. ২০৮) ; এইরূপ জ ল নঃ + ই ব = জ ল নে ব (ঐ) ; স ক লঃ + ই ব = স ক লে ব (ঐ ২০৬), ন ভঃ + ই ব = ন ভে ব, ধ শ্মীঃ + ই মে = ধ শ্মি মে (শি. স. ২০৯)। এতাদৃশ স্থানে কেবল প্রাতিপদিক অংশ গ্রহণ করিয়া, অথবা ছইবার সন্ধি করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। পালিতে এরূপ মোটেই নাই।

৭। গাথার অনেক স্থলে গুরুতর লিঙ্গব্যত্যয় দেখা যায়। যথা “যে কে চি ৎ ম জ্ব বি দ্যাঃ শি র স্থা না ব হ বি ধা” (৭) ; “ব.ত্রা নু বিশিষ্টান্ লভতে স্ত ব র্ণা নু” (আ. ক., শি. স. ৩০৬, ৩০১) ; “জী র্ণ পু স্পা ন প নে তি চৈতে” (ঐ ৩০৭)। এতাদৃশ লিঙ্গবিপর্যায় অপভ্রংশ প্রাকৃতের লক্ষণ ;^{২১} পালিতে এরূপ দৃষ্ট হয় না।

৮। “তস্যোহ পূজাং ক রি অ ন র রি ষ ভ স্য” (আ. ক., শি. স. ২৮৯) ; এখানে প্রাকৃত ক রি য় হইতে ক রি অ, এবং সংস্কৃত ঞ্ ষ ভ হইতে রি ষ ভ হইয়াছে। প্রথমোক্ত পদের ছায় একটি পদও পালিতে দেখা যায় না। দ্বিতীয় পদটি পালিতে উ স ভ রূপে প্রযুক্ত হয় (প্রকৃতেও উ স হ পদ দেখা যায়)। আদিস্থিত ঞ্কারকে কেবল একস্থানে পালিতে রি হইতে দেখা যায়। যথা, ঞ্ভতে = রি তে ; (পা. প্র. ৩শু.

২০। কিন্তু “অ দ্রো সা সম্পৎ”—শত. ভা. ১.২.১.৭ ; অঃ—বি. ১.২.৩. ; ৩.৫।

২১। “লিঙ্গমতস্য”—হে. চ. ৮.৫.৪৪৫।

টীকা)। অপর পক্ষে প্রাকৃত্তে এতাদৃশ বহুল পদের প্রয়োগ ও তৎসমর্থক
হ্রস্ব আছে ; (প্রা. প্র. ১.৬ ; স. সা. ১.২৮, তুলঃ=ঐ ৩২, ঋষ্যাদিগণ)।

৯। সংস্কৃতের বু জ্ঞা নাং প্রভৃতি যঞ্জীর বহুবচনান্ত পদগুলি পালিতে
ঐরূপই প্রযুক্ত হয়, কেবল দীর্ঘস্বর অম্বুস্বারযুক্ত হইলে হ্রস্ব হয় বলিয়া
আকার স্থানে অকার হইয়া যায়; অর্থাৎ বু জ্ঞা নাং স্থানে বু জ্ঞা নং হইবে।
পালির ইহাই সাধারণ নিয়ম। পালির যঞ্জীর বহুবচনের বিভক্তি নং, ন
নহে।^{২২} তবে কচিং কখন চন্দের অম্বুরোধে অম্বুস্বারের লোপ
হয় (পা. প্র. ২. § ২৫)। কিন্তু প্রাকৃত্তে নং বিভক্তি না করিয়া
(ন, অথবা) ণ বিভক্তি করা হইয়াছে।^{২৩} কিন্তু চন্দ্রোম্বুরোধে কখন
অম্বুস্বার আগম হয়।^{২৪} কিন্তু বস্তুত প্রাকৃত্তে পদের ন্যায় গদ্য অংশেও
দে বা ণং, দে বা ণ, ইত্যাদি উভয় রূপই দৃষ্ট হয়। পালিতে অম্বুস্বার-
লোপে প্রয়োগ অল্প, অম্বুস্বারযুক্ত প্রয়োগই বেশী। গাথার আমরা
উভয়বিধ প্রয়োগই প্রচুর দেখিতে পাই। গাথা হইতে পালি উৎপন্ন
হইলে পালিতে উভয়বিধ প্রয়োগই প্রচুর থাকিত।

১০। গাথার মধ্যে কোথাও কোথাও এক একটি পদ বিচিত্র
প্রকারের ; যথা, “ক্রমপত্র ফ লা ন দি শ্রো তু যথা” (লি. বি., শি. স.
২০৬)।^{২৫} এখানে সংস্কৃত, মাগধী ও অপভ্রংশ এই ত্রিবিধ ভাষার
একত্র সমাবেশ দেখা যায়।^{২৬}

২২। জঃ—পা. প্র. ৩. §২। স. সি. ২৮পৃ. ৩৩২, এবং ৩২পৃ. ৩৭২।

২৩। প্রা. প্র. ৫.৪; হে. চ. ৮.৩৩; স. সা. ৩.১৩।

২৪। “বত্র কচিদ্ ব্রতস্কতরাৎ ভাষ্যামানঃ ক্রিয়মাণক বিন্দুর্ভবতি, স বাসাদিহ
ক্রষ্টব্য;”—ভাসহ, প্রা. প্র. ৩.১৩; বাসাদি আকৃতিগণ।

২৫। মুদ্রিত পুস্তকে ‘ন দি শ্রো ত পাঠ আছে, কিন্তু শিকাসমুদ্রিত-মুদ্রিত পাঠ আরো
অধিক প্রচুর সহিত মিলাইয়া মুদ্রিত বলিয়া তাহাই লওয়া হইয়াছে।

২৬। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলা বাইতেহে। সংস্কৃত জু-এতায়ান্ত পদের

গাথার লক্ষণীয় অঙ্কান্ন আরো প্রচুর প্রয়োগ রহিয়াছে, বাহুল্য-
বোধে তৎসমুদয় এখানে প্রদর্শিত হইল না। কিন্তু বাহা আলোচনা
করা গেল, ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, গাথা হইতে পালির
উৎপত্তি সম্ভবপর নহে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন গাথা প্রাদেশিক কথ্য ভাষা (dialect)

গাথা কথ্য ভাষা
ছিল না।

ছিল, কিন্তু আমার বোধ হয় ইহা কখনই কথ্য
ছিল না, ইহা কেবল লেখ্যরূপেই ব্যবহৃত হইত।

প্রাকৃত যখন চারিদিকে বিপুল বিস্তার লাভ
করিয়াছিল, সাধারণ সকলেই যখন প্রাকৃত ব্যবহার করিতেন, সেই

গাথার উৎপত্তির
কারণ

সময় সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশে
প্রচলিত প্রাকৃতের সহিত সন্মিশ্রিত করিয়া
এইরূপে কবিতা রচিত হইয়াছে। গাথা

গাথা যে কথ্য ভাষা ছিল
না, তাহার বৃত্তি

প্রাকৃতের সহিত সন্মিলিত রহিয়াছে দেখিয়াই
তাহাকে কথ্যরূপে মনে করিবার কোন কারণ
নাই। ইহাই যদি হয়, তবে বাঙলা ও হিন্দীর

মধ্যে সংস্কৃত পদের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়ায় মনে করিতে
হইবে যে, ঐরূপ ভাষা কথ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। যথা—

সংস্কৃতমিশ্রিত
বাঙলা

“না ছাড় সংহারশূল, সং হ রং সং হ র।”

“অপরায় ক্র ম অগো অ ব গো অব্যয়া।”

অন্নদামঙ্গল।

অর্থ বাঙলায় ই রা প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশিত হয়; যথা, ক রি রা ইত্যাদি। বাঙলার ই রা
প্রাকৃতের ই র (হে. চ. ৮. ৫. ২৭১, ৩০২) হইতে আগত। হিন্দীতে ই রা ব্যবহার আছে,
যথা—“চ লি য় ক রি য় বিজ্ঞান”—ভুলসীদাস। গাথার বৃত্তির নিয়মে আমরা ই রা
দেখিতে পাই, যথা, ক রি রা (ল. বি. ১০৪, ১০৫, ৩৭৪, ইত্যাদি)।

“জয় চামুণ্ডে, জয় চামুণ্ডে,
 করকলিতাসিবরাভয়মুণ্ডে ।
 লকলকরসনে, কড়মড়দশনে,
 রণভূবি খণ্ডিতস্বররিগুমুণ্ডে ॥
 অট-অট-হাসে, কটমটভাবে,
 নখরবিদারিতরিপুকুরিগুণ্ডে ।
 লটপটকেশে, সূবিকটবেশে,
 হতদম্বুজাহতিমুখশিখিকুণ্ডে ॥
 কলিমলমখনং হরিগুণকখনং
 বিরচয় ভারতকবিবরভূণ্ডে ॥”

বিদ্যাসুন্দর ।

হিন্দী কথা—

“রো দ তি ব দ তি বহ ভাতি ।”^{১৯} তুলসীদাস ।

এই রচনা দেখিয়া কেহ স্থির করিতে পারেন কি বে, এইরূপ ভাষা কখনো কথ্যরূপে প্রচলিত ছিল? ভারতচন্দ্রের সময় বঙ্গদেশে ঐরূপ ভাষা কথাবার্তায় ব্যবহৃত হইত, ইহা কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি মনে করিতে পারেন না ।

বাঙলা রচনার আঙ্গকালও বিভক্ত্যন্ত অনেক সংস্কৃত পদ ব্যবহার করা হয় । প্র সী দ, র ক্ষ, কু ক্ষ, চি স্ত য়, ভা ব য়, ত ব, ম ম, ব ত্র, ত ত্র, অ ত্র, ইত্যাদি বিবিধ পদ এখনো লেখকেরা ব্যবহার করেন ; সংস্কৃত ও বাঙলার মিশাইয়া কবিরা কবিতা রচনা করেন, এবং এই সকল কবি নিষ্কণ্ট শ্রেণীর বা কুপশিত নহেন । বঙ্কিমচন্দ্রই “বন্দে মাতরম্” রচনা করিয়াছেন । আধুনিক পুরাণকথকেরা বহু গীত এইরূপ ভাবে রচনা করেন ; ইঁহারা সকলেই মুর্থ নহেন ।

কেন তাঁহারা এইরূপ রচনা করেন ? তাহার কারণ ঐ রচনাকে সকলের বোধগম্য করা, উচ্চভাষার সম্বন্ধে তাহাতে সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করা, এবং সন্দেহ সন্দেহ তাহার মনোরম মাধুর্য্য সম্পাদন করা। প্রাকৃত ভাষা কত মধুর তাহা আমরা পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

গাথাও এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে। গাথার কবিরা যখন মনে করিয়াছেন, তখন এইরূপে প্রাকৃতের সম্মিশ্রণে মধুর কবিতা রচনা করিয়াছেন ; আবার যখন তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াছেন, একবারে অতিশুদ্ধ সংস্কৃতে গাথা রচনা করিয়াছেন। অনেক স্থানে বিশুদ্ধসংস্কৃতনিবন্ধ গাথা দেখা যায়।^{২৭}

এই গাথাগুলি যে অতিপ্রাচীন, তদ্বিশেষে সন্দেহ করিবার কিছু নাই, এবং উহাদের যে বিশিষ্ট প্রামাণ্য আছে, তাহাও গাথার প্রাচীনত্ব ও প্রমাণ ঠিক। আমরা বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাই যে, স্থানে-স্থানে কোন বিষয়ের সমর্থনের জন্য “তদেতদ্ গাথায়া ভি গীতং” বলিয়া গাথার প্রামাণ্য গ্রহণ করা হয়। ললিতবিস্তরপ্রভৃতিতে বে-বে স্থানে গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থানেও গাথার এই রূপেই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত গাথা প্রথমাবস্থায় লোকের মুখে-মুখে প্রবর্তিতব্যাক্যের জায় গাথা প্রথমে লোকের মুখে-পীত হইয়া আসিত, এবং পরে তাহা আসিয়া মুখে গীত হইত সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে।

২৭। যথা প্রাকৃতমিশ্রিত অস্তান্ত গাথার নথোই উক্ত হইয়াছে—

“অর্থো যোবাস্ত পুণোন তানবং বক্তুর্হসি।

নৈবাহং মরণং মস্তে, মরণান্তং হি জীবিতম্।”

ল. বি. ১২৮।

বৈদিক সাহিত্যের গাথার^{১৮} কথা আলোচনা করিলেই আমরা ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ব্রাহ্মণে বহু স্থানে গাথার বৈদিক সাহিত্যের গাথা কথা বলা হইয়াছে, অতএব এই সকল গাথা যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও প্রাচীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সায়ণাচার্য্য গাথা শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ দেখাইয়াছেন :—“গাথা
স বৈর্গী তুং যো গ্যা গী তিঃ” (ঐ. ব্রা. ৫.৫.৫) ;
গাথা-শব্দের ব্যুৎপত্তি “সু ভা ষি ত স্বে ন স বৈর্গী য় মানা গা থা”
(ঐ)। যাহা সকলের গানে যোগ্য, অথবা সুভাষিত বলিয়া যাহা
সকলেই গান করিয়া থাকে তাহাই গাথা।

ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়, কখনো কখনো কোন বিবাদপ্রত্ন
বিষয়ের মীমাংসায় স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষের স্তুতি-
গাথার প্রয়োগ নিন্দার জন্ত “ত দে ষা তি য জ্জ গা থা গী য় তে”
ইত্যাদিরূপে এক-একটি গাথা উদ্ধৃত হয়।^{২০} ইহা দ্বারা জানিতে
পারা যায় যে, ঐ বিবাদ তত্তদ ব্রাহ্মণের পূর্বে হইতেই আরম্ভ হইয়া-
ছিল। আবার কখনো কখনো কোন প্রাচীন ঘটনা সমর্থনের জন্তও
গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়।^{২১} আবার এক-এক সঙ্গে কতকগুলি

২৮। গাথা শব্দে এখানে মহাযানগ্রন্থে বৃত্ত প্রাকৃতমিশ্রিত প্রদর্শিত শ্লোক নহে।
ব্রাহ্মণপ্রভৃতিতে গাথা বলিয়া উদ্ধৃত কতকগুলি অতিপ্রাচীন শ্লোকের কথা এখন বলা
হইয়াছে।

২৯। যথা ঐতর্যের ব্রাহ্মণে (৫.৫.৬) উদিতহোমের প্রশংসা করিয়া অমুদিতহোমকে
নিন্দা করিবার জন্ত উক্ত হইয়াছে—“ত দে ষা তি য জ্জ গা থা গী য় তে—“প্রাতঃ প্রাতঃরনৃতং
তে বদন্তি, পুরোধযাজ্জ্বলতি বেংদ্রিহোঅন্। দিবা কীর্ত্ব্যমদিরা কীর্ত্ব্যন্তঃ, সুর্যো জ্যোতির্ন
তদা জ্যোতিরেখান্ ॥”

৩০। যথা শতপথব্রাহ্মণে (১৩.৩.৬.১. ইত্যাদি স্রষ্টব্য) অশ্বমেধের প্রশংসাপ্রসঙ্গে
পরিষ্কিৎ যে তাহার দ্বারা বাগ করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—“...সোনথঃ

গাথা বিশেষ-বিশেষ নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায়।
যথা, ইন্দ্র গাথা।^{৩১}

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে^{৩২} যেরূপ ভাবে গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং যেরূপ
তাহার অর্থ ও প্রাচীনতা বৃদ্ধিতে পাঁচা যায়,
বৈদিক ও বৌদ্ধ
গাথা
মহাবৈপুল্যসূত্রে সেইরূপই হইয়াছে, অল্প
প্রকার মনে করিবার কোনো কারণ নাই।
সাতকে (১ম খণ্ড, ৩-৪ পৃষ্ঠা; প্রভৃতি) “তেন বৃত্তং” বলিয়া যে গাথা
গুলি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাও এই শ্রেণীর।

ব্রাহ্মণের পরবর্তী সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সংস্কৃত
সাহিত্যের মধ্যেও ঐ শব্দটি আসিয়াছে। কিন্তু
ব্রাহ্মণের পরবর্তী গ্রন্থে
গাথার প্রয়োগ
স্থানে স্থানে তাহার প্রাচীন অর্থ লুপ্ত হইতে
দেখা যায়। বহু স্থানে শ্লোকমাত্র বুঝাইতেই
গাথা-শব্দ প্রযুক্ত হয়। প্রাকৃত ও পালি সাহিত্যেও
এইরূপ হইয়াছে। শাতবাহন নরপতির প্রাকৃত
কাব্য গাথা সপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ; এস্থলে
গাথা-শব্দের প্রাচীন অর্থ অনুসরণ করা হয় নাই,
গাথা-শব্দের বিভিন্ন
অর্থ
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। প্রাকৃতপিঙ্গলে গাথা
অথবা গা হা নামে এক ছন্দেরই লক্ষণ উক্ত

মনসেজয়ং পরিষ্কিতং বাজয়াককার...তদেতৎ গাথাতি নীতং—আসন্দীবতি ধাত্তানং
স্বয়ং হরিতস্বয়ং। অবস্থাদিৎ সারঙ্গং বেবেতো্যো মনসেজয়ঃ।” এই স্থানে এইরূপ
বহবার উক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শকুন্তলা, দোঃ বতি, তরত ও অন্তান্ত অনেক
রামায় নাম উক্ত হইয়াছে।

৩১। ব. প. ২. ৭. ১-৫।

৩২। মূল সংহিতার মধ্যেও গাথা, গাথী শব্দ পাওয়া যায় (ব. স. ২.২২ ৫ ; অথ. স.

হইয়াছে ; গাথাসপ্তশতীতে তাহাই অবলম্বিত হইয়া থাকিবে । অভিধান-সমূহে গাথা-শব্দ শ্লোক-অর্থে দেখা যায় । পালি-অভিধানেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে ।^{১৩}

অতএব বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র গাথা র রচিত ছিল জানিয়া ডাঃ রাজেন্দ্র-ডাঃ সিজের অপর লাল মিত্র যে মনে করিয়াছেন, ঐ গাথা মহা-মতস্যের যানীয় প্রাকৃতসংস্কৃতময় গাথা, তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে । ঐ গাথাকে পালি-গাথা বলিয়া মনে করিবার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই । বুদ্ধবোধকে পরীক্ষা করিবার জন্য যে গাথাষয় প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাকে প্রাকৃতমিশ্র মহাবানীয় গাথা বলিবারও কোনো কারণ দেখা যায় না ।^{১৪}

আমি পূর্বে বলিয়াছি সমস্ত প্রাকৃতের মধ্যে পালিই প্রাচীনতম ।

সম্প্রতি তাহাই একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক । এ সম্বন্ধে বহু কথা বলিতে পারা যায়, কিন্তু বাহ্যভঙ্গ ও স্থানাভাব হেতু কয়েকটি মাত্র স্থান প্রদর্শিত হইবে ।

১। সাধারণ প্রাকৃতের নিয়ম এই যে,^১ অসংযুক্ত ও অনাদিস্থিত ক্, গ, চ, জ, ত, দ, এবং প, য, ব, এই সকল বর্ণের তৎসম্বন্ধে যুক্তি । প্রায় সর্বত্র একবারে লোপ হয়, এবং তাহাদের স্মরণ্য অবশিষ্ট থাকে । যথা, যথা মু কু ল=মু উ ল, ন গ র=

১১. ১১. ২০ ; ২০. ৩৮. ৪, ইত্যাদি) । নিম্নকৃতে গাথা শব্দ বাক্যের নামের মধ্যে উক্ত হইয়াছে ।

১৩। “পক্ষে গাথা”—অভি. প. ১০৪০ ।

১৪। See Indo-Aryan, Vol II. p 290.

১। প্রা. প্র ২. ১ ; হে. চ. ৮. ১. ১৭৭ ।

ন অ র, বি পু ল=বি উ ল, ইত্যাদি। কিন্তু পালিতে এরূপ পরিবর্তন হয় না; সেই সেই অক্ষর পূর্বের যেরূপে প্রযুক্ত হইত, পালি তাহাই রক্ষা করিয়াছে, পরিবর্তন তাহাতে প্রবেশ করে নাই। এক-একজাতীয় শব্দের পরিবর্তনে দীর্ঘ কালের প্রয়োজন হয়। অতএব বলিতে হইবে পালির অনেক পরে প্রাকৃতে এরূপ পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে।

২। প্রাকৃতে আদিস্থিত ষকার স্থানে জকার হয়।^২ আবার মাগধীতে জকার স্থানে ষকার হয়।^৩ যথা, য শঃ=জসো, য মঃ=জমো জ র তে=যা র তে। পালিতে পূর্বরূপই রহিয়াছে; পালির সময় এ পরিবর্তন আরু হয় নাই, তাহার পরে হইয়াছে।

৩। প্রাকৃতে সর্বত্রই ন্কার স্থাতে গকার হইয়া থাকে।^৪ যথা, ক ন ক=ক গ অ, ন দী=গ দী, ইত্যাদি। পালিতে এরূপ নহে, গকার ও নকার উভয়েরই প্রয়োগ ইহাতে রহিয়াছে। পালির সময় উভয়েরই স্থান ছিল, পরে তাহা ক্রমশঃ বিলীন হইয়া গিয়াছে।

৪। পালির শ্রায় প্রাকৃতেও ঐকার ও ওকার স্থানে যথাক্রমে ঐকার ও ওকার হয়, কিন্তু প্রাকৃতে ঐ ছই স্থানে যথাক্রমে আবার অ ই ও অ উ হইয়াও থাকে।^৫ যথা, ভৈ র ব=ভ ই র ব, বৈ র=ব ই র; পৌ র=প উ রা, কৌ র ব=ক উ র অ। পালিতে ভৈ র ব, পৌ র ইত্যাদি হয়। অ+ই=এ। অ+উ=ও। এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমে ঐ হইতে এ, এবং তাহার পর এ হইতে অ ই;

২। প্রা. প্র. ২. ৩১.; হে. চ. ৮. ১. ২৪৫।

৩। প্রা. প্র. ১১. ৪.; হে. চ. ৮. ৪. ২৩২।

৪। প্রা. প্র. ২. ৪২; তুলঃ—হে. চ. ৮. ১. ২২৮—২২৯।

৫। প্রা. প্র. ১. ৩৫—৩৬, ৪১—৪২; হে. চ. ৮. ১. ১৪৮, ১৪৯, ১৫২; প্রা. ল.

এইরূপ ঔ—ও—অউ। পালিতে এরূপ প্রয়োগ নাই; ইহা তাহার পরে প্রবর্তিত হইয়াছে।

৫। পালিতে স্থানবিপর্যয়ে হ্ৰ-স্থানে ব্হ হইয়া থাকে (১.১৪১), এবং তাহার পর আর কোন পরিবর্তন হয় না। যথা, জি হ্ৰা = জি ব্ হা। কিন্তু প্রাকৃতে ইহার পরেও পরিবর্তন হইয়াছে; এখানে হ স্থানে ভ, এবং ভ'র সম্বন্ধে ব-স্থানে ব হইয়া প্রাকৃতে জি ব্ ভা হইয়াছে।* এইরূপ সংস্কৃতে হ্ৰ, পালিতে ব্হ, প্রাকৃতে জ্জ; যথা, মু হ তে পালিতে মু ব্ হ তে, প্রাকৃতে মু জ্জ তে।†

৬। শব্দরূপে বৈদিক প্রয়োগের সহিত প্রাকৃত অপেক্ষা পালিরই অধিক সম্বন্ধ দেখা যায়।

অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে পালিতে কেবল বিসর্গ মাত্র বাদ দিয়া বৈদিক প্রয়োগই রক্ষিত হইয়াছে। যথা, দে বে ভি: এই বৈদিকপ্রয়োগ স্থানে পালিতে দে বে ভি, এবং বিকল্পে ভ স্থানে চ করিয়া দে বে হি পদ হইয়া থাকে। প্রাকৃতে ভ-প্রয়োগ একবারে লুপ্ত হইয়াছে; তাই দে বে ভি আর হয় না, দে বে হি হয়। আবার ক্রমে দে বে হিং ও দে বে হিঁ হইয়াছে। আবার কখন কখন (অপভ্রংশ) দে ব হি, দে বে হিং, দে বে হিঁ হয়।‡

দেব-শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির একবচনে প্রাচীন দে বা ৎ হইতে পালিতে দে বা, দে ব ত: হইতে দে ব তো, এবং সর্কন্যামের অন্তর্যকরণে স্মাৎ-যোগে দে ব স্মা, ও স-স্থানে হ করিয়া পরিবর্তনের নিয়মে

*। প্রা. দ. ৩. ১, ২১; হে. চ. ৮. ২. ৫৭—৫৮।

†। প্রথম ব স্থানে ভ, এবং তাহার পর ঐ অকারের সংসর্গে হ স্থানে ব হইয়াছে।

‡। হে. চ. ৮. ৩. ১৫; ৪. ৩৩৫।

দে ব ম্‌হা পদ হয়। কিন্তু প্রাকৃত্তে রূপ হইবে দে বা, দে ব ত্তো, দে বা দো (দে বা ও), দে বা ছ (দে বা উ), দে বা হি, এবং দে বা হিত্তো; আবার (অপভ্রংশে) দে ব হে, দে ব হ্; (টৈপশাচীতে) দে বা ত্তো, দে বা ত্তু।^{১০} প্রাকৃত্তের এই এতগুলি পদের মধ্যে কেবল প্রথমটি (দে বা) প্রাচীন পদের (দে বা ৭) অনেকটা নিকটে রহিয়াছে, আর সবই পরিবর্তিত হইতে হইতে দূরে আশিয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাতেই বুঝা যাইতেছে পালি হইতে এই প্রাকৃত্ত পদগুলি অনেক পরবর্ত্তী।

আবার পঞ্চমীর বহুবচনে প্রাকৃত্তে দে ব ত্তো, দে বা দো (দে বা ও) দে বা ছ (দে বা উ), দে বা হি, দে বা হি ত্তো, এই পদগুলি হয়।^{১০} উভয় বচনের পদের মধ্যে এতদূর অভেদ অল্প কালে হয় নাই। ইহাও প্রাকৃত্তকে পালি অপেক্ষা পরবর্ত্তী বলিয়াই প্রকাশ করিতেছে।

অকারান্ত দেব-শব্দের সপ্তমীর একবচনে পালিতে দে বে, এবং সর্কনাম পদের সাদৃশ্চে দে ব শ্ম্বং, ও ইহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া দে ব্‌ ম্‌ হি হয়। প্রাকৃত্তে হয় দে বে এবং দে বান্ম। প্রথম পদটি পালি ও প্রাকৃত্ত উভয় স্থানেই মূল রূপ হইতে অবিকৃত আছে। প্রাকৃত্তে দ্বিতীয় রূপটি

১০। হে. চ. ৮. ৩. ৮; ৪. ২৭৩, ৩২২, ৩৩৩; স. সা. ৩. ৮; প্রা. ৮. ৫. ৩।

১০। হে. চ. ৮. ৩. ৯। এখানে একটু বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। প্রাকৃত্ত প্রকাশে (৫. ৩—৭) ও সংস্কৃত্তসারে (৩. ৮, ১১) উভয় বচনেই অর্থাৎ ও ভান্‌ বিভক্তিতে বিভিন্ন আদেশের দ্বারা উভয় বচনের মধ্যে পার্থক্য ঠিক রাখা হইয়াছে। কিন্তু হেমচন্দ্র একবচনের শেবে আ (বধা, দে বা) এবং বহুবচনের হ্‌ ত্তো (বধা, দে বা হ্‌ ত্তো) এই দুইটি ভিন্ন উভয় বচনেই একরূপ আদেশ বিধান করিয়াছেন। ক্রঃ—হে. চ. ৮. ৩. ৮—

১১। বয়স্কটি হেমচন্দ্রের অনেক প্রাচীন, অন্তএব বলিতে হয় তাঁহার সময় বস্তুত তেদ ছিল, কিন্তু পরে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

হইয়াছে। পালিতে লুট্ ও আশীর্গণ্ডের প্রয়োগ নাই, আর সৰ্বই আছে। লঙ্, লিট্ ও লুঙ্, অতীত কালের এই তিন লকারের বিভিন্ন-বিভিন্ন পদের দ্বারা পালিতে তাহাদের পার্থক্য স্পষ্ট রক্ষিত হইয়াছে। এবং ঐ সকল পদ অনেকটা সংস্কৃতের অনুরূপ। কিন্তু প্রাকৃতে তাহা নাই। সাধারণত অতীত কাল বুঝাইতেই সমস্ত পুরুষ ও সমস্ত বচনেই স্বরাস্ত ধাতুর উত্তর সী, হী, হী অ, এবং ব্যঞ্জনাস্ত ধাতুর উত্তর ঙ্গ্ অ বিভক্তি হয়। যথা, √ক্ হইতে কা সী, কা হী, কা হী অ এই তিন পদ সংস্কৃতের লঙ্, লিট্ ও লুট্‌র সমস্ত পুরুষের সমস্ত বিভক্তির অর্থ প্রকাশ করে। এইরূপ √স্থ্ হইতে ঠা সী, ঠা হী, ঠা হী অ। ব্যঞ্জনাস্ত √গ্রহ্ হইতে গে ঙ্গ্ হী অ পদ ঐ তিন লকারের সমস্ত পুরুষে প্রযুক্ত হয়। প্রাকৃতে প্রায়ই অতীত কালে ক্র-প্রত্যয়ের পদ প্রয়োগ করা হয়।

বৈদিক ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কখন কখন লুঙের প্রথম পুরুষের একবচনে ই-বিভক্তি হইয়াছে। যথা, নি র পা ঙ্গি (শত. ব্রা. ১. ৩. ৩. ১৯)। পালিতে ইহা সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত হইয়াছে (জঃ—২১৬ প্রভৃতি পৃষ্ঠা)। লৌকিক সংস্কৃতেও এতাদৃশ কতকগুলি পদ প্রথমাবস্থায় স্থান লাভ করিয়াছে, এবং তজ্জন্ত পাণিনিকে আর দুইটি সূত্র (৩.১. ৬০-৬১) বাড়াইতে হইয়াছে।

লঙ্ ও লুঙ্ লকারে ধাতুর পূর্বে অকারাগম ঙ্গ্ বৈদিক ভাষায় বৈকল্পিক দেখা যায়, ইহা পালিতেও সেইরূপ রহিয়াছে।

এই সব সঙ্কে প্রাকৃত একবারই নীরব এবং তাহাতেই তাহার পালি অপেক্ষা অর্ধাচীনত্ব বুঝা যাইতেছে।

লট্ লকারে পালিতে সংস্কৃতের সমস্ত রূপ রক্ষিত হইয়াছে। উত্তম পুরুষের বহুবচনে পালির দ দা ম সে (৪-১ ৮৮৯, † টীকা) প্রভৃতি পদ দেখিলে বৈদিক চ রা ম সি (ঋ. স. ১০. ১৬৪.৪) প্রভৃতি পদ মনে হয়। পালিতে পরস্মৈপদে লট্‌র উত্তমপুরুষের বহুবচনে কেবল ম বিভক্তি

হয়; যথা, $\sqrt{হস}$ হইতে হ সা ম। কিন্তু প্রাকৃত্তে ঐ স্থানে মো, মা, মু, এই তিন বিভক্তি হয় ও অনেকগুলি পদ হইয়া থাকে। যথা, হ সা মো, হ সা মা, হ সা মু; হ সি মো, হ সি মা, হ সি মু। এই পদসমূহের অধিকাংশই পালি হইতে নিজেদের পরবর্ত্তিতা প্রকাশ করিতেছে।

ধাতুসম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা করিবার বহু স্থান রহিয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে এখানে তৎসমুদয় প্রদর্শিত হইল না।

শানচপ্রত্যয়-স্থলে পালিতে প্রাচীন বৈদিক ভাষার অনুসারে আ ন ও মা ন উভয় প্রত্যয়ই প্রযুক্ত হয় (৫.১১৪)। যথা, পালিতে $\sqrt{ভু}$ হইতে ভু জ্ঞান, ভু জ্ঞান উভয়ই হইবে। কিন্তু প্রাকৃত্তে কেবল মা ন (বা মাণ) মাত্র প্রযুক্ত হয় (প্রা. প্র. ৭. ১০)। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, প্রাকৃত্ত মূল ভাষা হইতে পালি অপেক্ষা অনেক দূরে চলিয়া আসায় আর সেই সমস্ত রূপ রাখিতে পারে নাই।

পালিতে পা র গু (=পা র গ) প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে (৫.১৩০), তৎসমুদয় বৈদিক ভাষা হইতেই আসিয়াছে। যথা, অ গ্র গ অর্থে অ গ্র গু (জঃ—বার্ত্তিক, পাণিনি ৬. ৪. ৪০*)।

বৈদিক ভাষায় তু ম্-অর্থে ত বৈ, ত বে ঙ্ প্রত্যয় বহুল ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় (পা. ৩. ৪. ৯)। যথা পা ছুং অর্থে পা ত বৈ, ইত্যাদি। পালিতেও ইহা একবারে লুপ্ত হয় নাই (৫.১২৯)।

এই সমস্ত এবং এতাদৃশ অন্যান্য প্রয়োগসমূহ আলোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, প্রাকৃত্ত অপেক্ষা পালি প্রাচীন।

আজকাল কালের প্রভাবে প্রাকৃত্ত হত্যায় হইয়া গিয়াছে; সংস্কৃত্তের নিকটে প্রাকৃত্তের সমস্ত গৌরব মলিন হইয়া পড়িয়াছে; প্রাকৃত্ত সাহিত্যের মধ্যে যে

বিশেষ কিছু উপভোগ্য আছে, তাহা অনেকেরই মনে আজকাল উদ্ভিত হয় না। কিন্তু সব সময়ে এইরূপ অবস্থা ছিল না। একদিন প্রাকৃত ভাষার মাধুর্যে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মহা-সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও প্রাকৃত না জানিলে নিজের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ মনে করিতেন না।^১ সংস্কৃতে মহাকবি হইতে হইলে সেই সময়ে প্রাকৃত না জানিলে চলিত না। ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতকবিগণ বহুপ্রকার প্রাকৃতের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। প্রাচীন যে-কোন দৃশ্য কাব্য দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

এই সংস্কৃতমহাকবিগণ কিম্বত্ত প্রাকৃত ভাষাকে নিজ নিজ কাব্যে
 প্রাকৃতের মাধুর্য্য স্থান দিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা
 প্রধানত দুইটি কারণ দেখিতে পাই। প্রথমত,
 প্রাকৃত ভাষা সাধারণ লোকসমাজে কথিত হইত; এবং দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত
 হইতে প্রাকৃত মধুরতর। সংস্কৃতের “মধুংকোমলকান্তপদাবলী”-
 রচয়িতা “সাধবী মাধবীক চিন্তা” ইত্যাদি বলিয়া নিজ কবিতার মাধুর্য্য
 বর্ণনা করিতে পারেন, এবং তিনি যে অনেকটা সফলতা লাভ করিয়া-
 ছেন, তদ্বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাকৃতের মাধুর্য্য তাহা
 অপেক্ষাও অধিক ও বিলক্ষণপ্রকার। আমাদের বঙ্গদেশের বর্তমান
 প্রাকৃত বাঙলা ভাষার যে মাধুর্য্য আছে, সংস্কৃতের
 সঙ্কত অপেক্ষা প্রাকৃত
 মধুর
 ক্ষমতাও নাই যে তাহার নিকটে বসিতে পারে।
 সংস্কৃত যতই সমৃদ্ধ হউক না, বিদ্যাপতির কবিতার

১। গল্পদুপুতানে (পূর্বপত্র, ১৮, ১৭) প্রাকৃত ভাষাকে অনাথায় বলা হইয়াছে—

“লোকায়ত্তং কৃতকঞ্চ প্রা কৃত্তং য়েচ্ছভাবিতম্।

ন শ্রোতবাৎ বিজ্ঞেনৈতদমণো নরতি ওদ্ যিচ্ছম্।”

আমার মনে হয় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থের প্রতি এখানে কটাক্ষ করা হইয়াছে।

সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে তাহার শক্তি হইবে না। “এ ভরা বাঘর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর” ইত্যাদি কবিতাকে কোনো সংস্কৃতকবি ঐ মাধুর্য্য অক্ষত রাখিয়া সংস্কৃতে প্রকাশ করিতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই।

মাধুর্য্যসম্বন্ধে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের কি প্রভেদ তাহা “সর্বভাষাচতুর” সংস্কৃত ও প্রাকৃতের রাজশেখর কপূরমঞ্জরীতে যেরূপ প্রকাশ করিয়া মাধুর্য্যের প্রভেদ বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আর ভাল করিয়া বলা যায় না। তিনি তাঁহার ঐ দৃশ্যকাব্যখানির প্রস্তাবনার মধ্যে সংস্কৃত ছাড়িয়া কেন তাহা প্রাকৃতে রচনা করিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, সংস্কৃতরচনা পরুষ, এবং প্রাকৃতরচনা স্নকুমার; পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে ভেদ, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যেও তাহাই।^২ যে-কোন পদ লইয়া তুলনা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। ন ব মা লি কা অপেক্ষা নো মা লি আ, মু কু ল অপেক্ষা ম উ ল, ন দী অপেক্ষা ন দী পদ যে অধিক মধুর তাহা যে-কেহ বলিবেন। আবার নি খা স

২। “সুত্রধারঃ—তা কিস্তি সৰ্ব্বং পরিহরিয় পাউঅবকে পউটো কই ?

পারিপার্থিকঃ—সক্সতাসাচটেরেণ তেণ ভণিতং জেব। জহা—

পরুনা সৰুঅবকা, পাউঅবকো বি হোই হুউনারো।

পুরুসমহিলাণং তেত্তিরমিহস্করং তেত্তিরমিমাণং ॥”

কপূরমঞ্জরী, ৮-৯ পৃষ্ঠা।

গউড়বহ (সৌড়বহ) নামক প্রাকৃত কাব্যের রচয়িতা বাসুপতিও বলিয়াছেন যে, নবীন অর্থ ও রচনামধুর সংস্কৃত বন্ধন জগতে অবিরলভাবে কেবল প্রাকৃতেই পাওয়া যায় (৯২)। সময়ে সময়ে সংস্কৃত যে কত কঠোর হয়, তাহা গউড়বহের টীকাকার একটী নোক তুলিয়া দেখাইয়াছেন (৯৫)—

“কট্টপ্রাৰ্দ্ধা প্রাগ্ বো জাক্ আনষত্, হামুচ্চিক্কেপ।

বেবঃপ্গুজ্জিদ্ভিবিক্ততা: সোহব্যাবোহঃস: সর্পাং কেতুঃ ॥”

অপেক্ষা নী সা স, ছ ল'ভ অপেক্ষা দু ল হ, ক্রে শ অপেক্ষা কি লে স
পদ যে মধুরতর তাহা কে না স্বীকার করিবেন ?

এই মাধুর্যেই আকৃষ্ট হইয়া একদিন ভারত প্রবল ভাবে প্রাকৃত
আলোচনা করিয়াছিল। এবং সেই প্রাকৃতকে
প্রাকৃতব্যাকরণ শিষ্যগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্ত কত কত

পণ্ডিত কত কত প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন ; কালের গতিতে
আজ সেই সমস্ত ব্যাকরণের কোনকোনখানির কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট
রহিয়াছে।* সাহিত্যদর্পণকার সাহিত্যার্ণবকর্ণধার বিশ্বনাথ “অষ্টাদশ-
ভাষারবিলাসিনীভূষণ” ছিলেন ; এই অষ্টাদশ ভাষার মধ্যে সংস্কৃত
একটি, এবং অত্র সতেরটি প্রাকৃত ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার
পিতা ভাষা ণ ব নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং পুঞ্জের কথায়
জানিতে পারা যায়, তাহাতে বিবিধ প্রাকৃত ভাষার লক্ষণ লিখিত
হইয়াছিল।^৪

আমরা আজকাল প্রাকৃত জানি না বলিয়াই তাহার আদর করিতেছি
না, কিন্তু বাহারা তাহা জানিতেন, তাঁহারা মুক্ত-
প্রাকৃতব্যাকরণ প্রশংসা কর্ণে তাহার বশ গাহিয়া গিয়াছেন। এই ঙ্গাই
বাণভট্টের জায় সংস্কৃতকবিও প্রবরসেনের
সে তু ব হু ও সাতবাহন নরপতির গা ধা স গু শ তী র প্রশংসা না
করিয়া নিজের প্রথম কাব্য (হর্ষচরিত) আরম্ভ করিতে পারেন নাই।^৫

*। শাক্য, ভরত, কোহল ও বসন্তরাজ-প্রভৃতির প্রাকৃতব্যাকরণ দেখা যায় না ;
প্রাকৃতসর্কষকার মার্কাণ্ডেয় গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাদের গ্রন্থ দেখিয়া নিজের
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

৪। সাহিত্যদর্পণ, ৩৪ পরিচ্ছেদ।

৫। “অবিনাশিনমগ্রীমায়করোং সাতবাহনঃ।

বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব হৃতাভিতৈঃ।

সংস্কৃত ভাষা অতিসমৃদ্ধ ইহা কোন মুর্থ স্বীকার না করিবে।

প্রাকৃত ভাষায়
সমৃদ্ধি
কিন্তু এই সমৃদ্ধির জ্ঞান সংস্কৃতকে যে প্রাকৃতের
নিকট গিয়া কতক সম্পৎ অর্জন করিয়া লইতে
হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শুণাচ্যোর বৃ হ ৭ ক খা আজকাল বিলুপ্ত, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার
সার অংশ এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং ষত
শৈশাচী প্রাকৃতে রচিত
বৃ হ ৭ ক খা র গৌরব
দিন সংস্কৃতসাহিত্য জীবিত থাকিবে, অতি-
আদরের সহিত তাহা পুঞ্জিত ও আদৃত হইবে।

শুণাচ্যোর বৃহৎকথা শৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল। ইহার মধুর
রস পান করিয়া সংস্কৃতকবিগণ অস্ব কাব্যে ভূয়সী প্রসংশা করিয়া
গিয়াছেন।* বৃহৎকথা অতিমধুর ছিল বলিয়াই ব্যাসদাস মহাকবি
ক্ষেমেন্দ্র তাহা সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বৃ হ ৭ ক খা মঞ্জরী নামে
প্রচার করেন। কিন্তু তাহা অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ার সোমদেবভট্ট আবার
তাহা দ্বিতীয় বার সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া ক খা স রি ৭ সা গ র নামে
প্রচার করেন। তাঁহার এই অনুবাদে মূল হইতে কোন ব্যত্যয়
হয় নাই।†

বাণভট্টের কাদম্বরীর যে কথাভাগ অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ সমাজ
সুখচিত্ত হন, তাহা বাণভট্টের নিজের উদ্ভাবিত
বৃহৎকথা হইতে সংস্কৃতে
বিবিধ কাব্যের উৎপত্তি
নহে; শুণাচ্যোর শৈশাচী ভাষায় রচিত ঐ বৃহৎ-
কথাই তাহার মূল, বৃহৎকথা হইতেই তিনি এই

কীর্তিঃ প্রথরসেনস্ত এবাতা কুম্বোচ্ছলা ।

সাগরস্ত পরং পারং কণিসেনেব সেতুনা ॥” হর্ষচরিত, ১ম উচ্ছ্বাস, ১৩-১৪ ।

৩। বাসবদত্তার মনুসু. হর্ষচরিতে বাণ, কাব্যদর্শনে দত্তী, লক্ষ্মণকে ধনঞ্জয়, এবং অন্ত্যাত
আরো অনেক কবি ইহার কথা বলিয়া গিয়াছেন।

৭। “বখা মূলং তথৈবেতন্ন মনাপ্যতিক্রমঃ ।”

কথাভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রিহর্ষের নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়-
দর্শিকা, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ, ভবভূতির মালতীমাধব,
বিশাখদত্তের মুদ্রারাস্কস, এবং বেতালপঞ্চবিংশতি-প্রভৃতি ঐ বৃহৎকথারই
অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রাকৃতভাষা পূর্বে এইরূপই
দম্ভ হইয়া উঠিয়াছিল।

বেদভাষায় সহিত প্রাকৃতের সম্বন্ধ পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে,
এবং দেখা গিয়াছে যে, ঐ উভয় ভাষায় কিরূপ
সংস্কৃত শব্দে প্রাকৃতের
প্রভাব
সাদৃশ্য আছে। লৌকিক সংস্কৃত আলোচনা
করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, কত প্রাকৃত
শব্দ তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, এবং কত শব্দ প্রাকৃতভাবে
সংপ্রাণিত হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

প্রাকৃতে বহুস্থলে সংস্কৃতের দন্ত্য ন মুর্দ্ধজ্ঞ ণ হইয়া থাকে।^১
আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে তাহার অভাব নাই। যথা,
তাহার উদাহরণাবলী
না ম স্থলে ণা ম (১০.১৪.১) ; এ ন ম স্থলে
ণ ণ ম্ (১৪.২৭.৭) ; অ নু ক স্থলে অ ণু ক (১৬.১৩.৬)।^২

আপস্তম্ব-খণ্ডসূত্রেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, অ হু-
ল প ন স্থলে অ হু লে প ণ (১.৩.১১.১৩. ; ১১.৩২.৫)।

প্রাকৃত ও পালিতে বহুস্থলে সমাসে, এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী

১। মহারাষ্ট্র ও শোরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃতে নকার স্থানে সর্কজ্ঞ ণকার হ্রস্ব (প্রা. প্র.
২.৪২ ; হে. চ. ৮. ১. ২২৮) ; আবার পৈশাচী প্রাকৃতে ণকার-স্থানে সর্কজ্ঞ নকার হ্রস্ব
(প্রা. প্র. ১০. ৫ ; হে. চ. ৮. ৪. ৩০৩)। ইহা হইতেই “কালগুণে গগনে কেনে
গমিস্থস্তি বর্করাঃ” এই বচনের উৎপত্তি হইয়াছে। ঋতাবিক-গণবিধির মূলও ইহাই
বলিয়া বোধ হয়।

২। See Dr. Richard Garb's Preface to the A'pastamba Shrauta-
sútra (A. S. B.), Vol, III, pp. vi—xi.

হইলে ঙ্কার স্থানে ইকার হইয়া থাকে (১.১১; ৫.১৩৫)। এ উদাহরণও সংস্কৃতের মধ্যে বিরল নহে। যথা, আপত্ত্ব-শ্রৌতন্ত্রে ত্রি-ব্যঞ্জন (৮.৬.১); গর্ভি-পি-প্রা-র-শ্চি-স্ত (৯.১৯.১৪), ন-দি-বী-প (১৫.১৬.২, ৩)। আবার প-ত্ব-য়ঃ (২১.১৭.১৫); প-ত্বি-ভিঃ (১৪. ১৫.২)। প-ত্বি-ও-গ-র্ভি-পি-এই-দুই-শব্দ-তৈত্তিরীয়-সংহিতা-ও-তৈত্তি-রীয়-ব্রাহ্মণেও-স্থানে-স্থানে-দ্রু-ই-কারান্ত-দেখা-যায়।^{১০} আবার রামায়ণেও (৭.৪৯.১৪) মু-নি-প-ত্ব-য়ঃ-লিখিত-হইয়াছে। আপত্ত্ব-গৃহ্মন্ত্রে (৯.১) চ-তু-র্ধি-প্র-ভৃ-তি-পদ-দৃষ্ট-হয়। অষ্টব্য—গোপথ-ব্রাহ্মণে (পূর্ব. ২.৮) ম-হ-ঋ-ষেঃ।

রামায়ণে বহুস্থলে এইরূপ অপর প্রয়োগও আছে। যথা, ল-স্মি-স-স্প-ন্ন (১.১৮.৩০; ৬.১৪.১০); ল-স্মি-ব-র্ধ-ন (১.১৮.২৮; ৬.১০.১-২৪); কে-ত-কি-পু-স্প (৪.২৮.২৮)।^{১১}

লৌকিক সংস্কৃতের শব্দাবলীর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কত প্রাকৃত শব্দ তাহার মধ্যে অবিজ্ঞাতভাবে স্থান লাভ করিয়াছে। কালিদাস, ভবভূতি-প্রভৃতি মহাকবিগণও ঐরূপ অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে কয়েকটি মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

সংস্কৃতে পশুর খুর (শব্দ) বুঝাইতে ক্ষুর ও খুর এই উভয় শব্দই পাওয়া যায়। 'বেমন ক্ষীর হইতে প্রাকৃতে খীর হয়, সেইরূপ ক্ষুর হইতে খুর হইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। একই অর্থ বুঝাইতে এতদূশ দুইটি শব্দ যুগপৎ উদ্ভাবিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। আমরা দেখিতে পাই কালিদাস নির্বাধে খুর শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, যথা—“ভস্মাঃ খুর জ্ঞানপবিজ্ঞপাংশু”

১০। যথা, প-ত্বি—তৈ. ব্রা. ২. ৩. ১০. ২; গ-র্ভি-পি—তৈ. স. ২. ১. ২. ৩; আপ. শ্রৌ. ১৩. ১৩. ১০।

১১। আবার লু-হ-বে-স্ম-ভিৎ (৩. ৮০. ৪), লু-হ-স্ম-নাং (৩. ৭৫. ১৪)।

(রঘু, ১.৮৫.২.২, ; ক্রঃ—মহু. ৪.৬৭)। নাপিতের ক্ষৌরকর্ণের অঙ্গ বৃদ্ধিতেও অবিশেষে ক্ষুর ও খুর উভয় শব্দই প্রযুক্ত হয়। আবার ক্ষুর প্রা ও খুর প্রা উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যকশাস্ত্রে গো ক্ষুর এবং গো খুর (শব্দরত্নাবলী) দুইই দেখিতে পাই। আবার ক্ষুরী ও ছুরী, এবং ক্ষুরিকা ও ছুরিকা উভয় রূপই প্রযুক্ত হয়। বলা বাহুল্য ক্ষুরী হইতে ছুরী, এবং ক্ষুরিকা হইতে ছুরিকা হইয়াছে (১.১২০)।

সংস্কৃত ঋক্ষ হইতে পালিতে অচ্ছ হয় (১.১২২)।^{১২} কিন্তু ভল্লুকার্ধে ঋক্ষ শব্দের ত্রায় অচ্ছ শব্দও সংস্কৃতে চলিয়া গিয়াছে। জল-প্রান্ত-অর্ধেক কচ্ছ শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা প্রাকৃতের নিয়মানুসারে কক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কক্ষ হইতে কচ্ছ, এবং কচ্ছ হইতে বাঙলায় কাছ (নিকটার্থক) হইয়াছে। বমু না কচ্ছ, নদী কচ্ছ ইত্যাদি শব্দের অর্থ বমুনার কাছ, নদীর কাছ, ইত্যাদি।^{১৩}

সংস্কৃতে প্রিয়াল শব্দ সুপ্রিসিদ্ধ; আবার তাহা হইতেই উৎপন্ন প্রাকৃত পিয়াল শব্দও সংস্কৃতে বেশ চলিয়া গিয়াছে। কালিদাস লিখিয়াছেন :—

“মুগাঃ পি য়া ল ক্রমমঞ্জরীগাম্।” কু. স. ৩. ৩১।^{১৪}

সংস্কৃত গণ্ড হইতে প্রাকৃতে গল্প, এবং তাহা হইতে আমাদের গাল হইয়াছে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু গল্প শব্দটি সংস্কৃতির মধ্যে বেশ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভবভূতিও এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন :—

“পাতলপ্রতিল্লগল্পবিবরপ্রক্ষিপ্তসপ্তার্ববম্।” মাল. মা. ৫. ২২।

১২। প্রাকৃতে রিচ্ছ, প্রা. প্র. ১. ৩০, ৩. ৩১; কু. পা. ২. ৯০।

১৩। ক্রঃ—নিরুক্ত ৪. ৩. ২।

১৪। রাজনির্ঘণ্টে পিয়াল শব্দের কথা দেখিয়াছি। এই পিয়াল হইতেই প্রাকৃত নিয়মানুসারে পিয়াল ও পিয়াল শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। ক্রঃ—হে. চ.

গল্প শব্দটি যে গ্রাম্য (অর্থাৎ প্রাকৃত) কাব্যপ্রকাশকার (৭ উদ্দেশ্যে) তাহা বলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন; ^{১০} এবং বামনও স্বকীয় কাব্যলঙ্কার-সূত্রে (২.১.৭) তাহা বলিয়াছেন।

বজ্র হইতে পালিতে যেমন বজ্র হইয়াছে, সেইরূপ চন্দ্র হইতে চন্দ্রি (ভা.বি.১.১১৩; ৪.১), এবং ইন্দ্র হইতে ইন্দ্রি (জ্যোতিষ ইন্দ্রি) শব্দ বস্তুত প্রাকৃত হইলেও সংস্কৃতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

বর্ষ হইতে যেমন প্রাকৃতে বরিস, সর্ষপ হইতে সরিসপ ইত্যাদি হইয়া থাকে, ^{১১} সংস্কৃতেও সেইরূপ মার্ঘ ($\sqrt{মু}$ য হইতে) শব্দকে মারিস, বা মারি য করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং ঐ উভয় শব্দই সংস্কৃতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। ^{১২} বৈচিত্র্যের বিষয় এই যে, মা য অপেক্ষা মারি য শব্দেরই প্রয়োগ সংস্কৃতে অধিক দেখা যায়। “সাহিত্যার্ণবকর্ণধার” কবিরাম বিশ্বনাথ প্রাকৃতজ্ঞ এবং “অষ্টাদশশায্য-বারবিলাসিনীভূষণ” হইলেও মারি য শব্দই লিখিয়া গিয়াছেন। ^{১৩} কিন্তু নাট্যশাস্ত্রকার ভরত এই প্রসঙ্গে মর্ঘ (= মার্ঘ) লিখিয়াছেন। অমর-সিংহ কেবল মারি য ধরিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। এষ্ট নিয়মেই মূল শ্লোক হইতে শিথিল হইয়াছে। ^{১৪}

১০। “ভাবুলভূত পদো হৃদয়ভঙ্গ জল্পতি বাসুভঃ। করোতি ষাদনং পানং সঠৈব তু বখা তথাঃ” ভক্ত হইতে ভক্ত, এবং তাহা হইতে ভাল হইয়াছে। এইরূপ পর্গ হইতে পর্গ, এবং তাহা হইতে পার্গ বা পান শব্দের উৎপত্তি।

১৩ প্রা. ল. ৩. ৩০; প্রা. প্র. ৩. ৫২—৩৩।

১১। বখা, মার্ঘ—“অন্য মার্ঘা বোমিসম্বোধিতিনিকৃষিবাতি,” ল. বি. ২৪৮; অ. চি. ২. ২৪; ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আবার মর্ঘ (এবং মর্ঘক) দেখা যায়, ১৭. ৭৩। মারি য বখা, মে. ভা. ১. ১১. ৩৫; বহা, ভা. ৭. ২৩. ১২; অমর. ১. ৭. ১৪; ম. পু. ৫. ৪২; বি. পু. ১. ১৫. ৫০; ভা. ২. ২৪. ২৭।

১৮। সা. দ. ৩. ১৪৮।

১২। শ্লোক—শিথিল—শিথিল; এইরূপ বর্ণবিপর্যয় প্রাকৃতে অনেক পর্গে দেখা

শিক্ষাকারগণের মতে উন্ন বর্ণে সংযুক্ত রেফকে “রে” করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। যথা, দ র্শ তৎ (বা. স. ১৮.১৭) স্থলে দ রে শ তৎ ইত্যাদি উচ্চারণীয়। ২০ এই উচ্চারণের মূল পূর্ববর্ণিত প্রাকৃতপ্রভাবই মনে আসে; প্রাকৃতনিয়মেই এই বিশ্লেষণ বৈদিক মন্ত্রেরও উচ্চারণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, যদিও সেই উচ্চারণ অল্পসারে ঐ মন্ত্রগুলি পর-র্তী কালে রূপান্তরে লিখিত হয় নাই। উচ্চারণ অল্পসারে ভাষা যে দব সময় লিখিত হয় না, তাহা বাঙলা ভাষার সুপ্রসিদ্ধ।

শিক্ষা ও প্রতিশাখ্য-সমূহে যে স্বরভক্তির কথা অলোচিত হইয়াছে, গহাও এখানে প্রতিধানের বিষয়। ২১

পূর্বোক্ত উদাহরণে সংলিষ্ট শব্দকে স্বরসংযোগে যেমন বিশ্লিষ্ট করা হইয়াছে সেইরূপ বিশ্লিষ্ট শব্দকে স্বরবিয়োগে সংলিষ্ট করার উদাহরণও সংস্কৃতে বিরল নহে। সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষত পণ্ডিতরাজ রূপনারায়ণের কাব্যে মধু-অর্থে ম র ন্দ শব্দ প্রচলিত আছে; ২২ কিন্তু ইহা প্রাকৃত শব্দ, সংস্কৃত ম ক র ন্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ কি স ল য় হইতে কি স ল ২৩ শব্দও আছে। ২৩ ঐতরেয়োপনিষদের (৫.৩) জা রু জ শব্দও এইরূপে জ রা য় জ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাকৃতে

ধার; যথা, ল য় ক হইতে হইল হ ল ক (অ), ইহা হইতে বাঙলার হা ল কা; দীর্ঘ হইতে দী হ র (অথবা দী ধ র, বাঙলা দী ধ ল)। হে. চ. ৮. ২. ১২১—১২৪ উষ্টব্য।

২০। প্রতিজ্ঞাসূত্র. ২; কেশবীশিকা. শি. সং. ১৪১; প্রতিশাখ্যপ্রদীপশিকা, শি, সং. ১২২; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

২১। তৈ. পা. ২১. ১৫; প্রতিশাখ্যপ্রদীপশিকা, শি সং. ২০৩; অমরেশনির্ঘণ্টা পরিভ্রূপ্রদীপিকা শিকা. শি. সং. ১২১; বাজবলিকা, শি. সং. ১৭।

২২। ভা. বি. ১. ৫, ১০. ১৫।

২৩। Apte's Sanskrit-English Dictionary.

২৪। ‘লক্ষণীয়—কু হু য় হইতে হু য়, ভা. বি. ১. ৮৪।

দে ব কু ল হইতে দে উ ল, রা জ কু ল হইতে রা উ ল প্রভৃতির শব্দ-
 দ্রষ্টব্য। এই নিয়মামুসারেই পুরা ত ন হইতে প্রাকৃতে পুরা ণ হইয়াছে;
 কিন্তু বৈদিককাল হইতেই ইহা সংস্কৃতে চলিতেছে। সংস্কৃত মা তা
 হইতে এইরূপেই প্রাকৃতে মা আ (অথবা মা য়া), এবং তাহার পর মা
 হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মী-অর্থে মা শব্দ সংস্কৃতে স্থান লাভ করিয়াছে।
 লক্ষ্মী মাতার জায় লোকগণকে পোষণ করেন বলিয়াই তিনি লো ক মা য়া
 এবং সেই জন্তই তিনি মা ; অন্যথা লক্ষ্মীর মা-নাম হইবার অপর কোন
 কারণ নাই। বাঙলায় আমাদের মা য়া অথবা মে য়া, বা মে রে
 শব্দ চলিত আছে। ইহার সহিত পালির স্ত্রীজাতিবাচক মা তু গা ম শব্দ
 তুলনীয়। মা তু গা ম শব্দের সংস্কৃত মা তু গ্রা ম অর্থাৎ মা তৃ
 শ্রেণী—মা তৃ জা তি। বাঙলাভাষীরাও এইরূপে সমস্ত স্ত্রীজাতির
 মা য়া (অথবা মে টা, বা মে রে) অর্থাৎ মা তা বলিয়া সম্মান
 করিয়াছে।

বাঙলায় না রা র ণ স্থানে না রা ণ বলিবার মূলেও ইহাই। এবং
 এইরূপেই অ ক্কা র (=অ ক্কা আ র=) হইতে আ ক্কা র, কু স্তা ক্কা র
 (=কু স্তা আ র=) হইতে কু স্তা র বা কু স্কা র বা কু মা র ; এবং
 উ প বা স হইতে উ পা স, ইত্যাদি হইয়াছে।

বিপ্লিষ্টকে সংশ্লিষ্ট করিবার পূর্বোক্ত নিয়মেই চ রি তুং হইতে চ র্তুং
 (মহা. জা. ২. ১১২. ১৮-২১.), প রি ষ ৎ হইতে প র্ব ৎ, ১^০ পা রি ষ ষ
 হইতে পা র্ব ষ, ১^০ নূ ত ন^{১১} হইতে নূ ত্ত, এবং প্র ত ন হইতে প্র ত

২০। বৌ. ধ. সূ. ১. ১. ৮ ; বা. স. ১. ৩।

২১। জা. ৩. ১৩. ২।

২১। নূ ত ন শব্দের নূ হইয়াছে ন ব শব্দ হইতে ; দ্রষ্টব্য—“ন ব স্ত নু-আদেশঃ”
 —পাদিনি ৫. ৪. ২৫, বাস্তবিক।

হইয়াছে।^{২৮} প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিষচনে ব্যো ম নী-ব্যো য়ী, এবং
প্তমীয় এক বচনে ব্যো ম নি-ব্যো য়ি প্রভৃতি পদও এইরূপে হইয়াছে
লিয়া মনে হয়।

। অমরেশশিক্ষায় (নি. সং. ১২৮) তৈ স্তি রী য়া ণাং স্থলে তৈ ত্রা ণাং
পদেরও পূর্বোক্ত ভিন্ন অপর কারণ দেখা যায় না।

বৈদিক সাহিত্যে স্মপ্রসিদ্ধ প ছঃ পদটিও এই নিয়মেই প দ শঃ
অথবা পা দ শ হইতে সংশ্লিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে ॥

আবার বান্ধের মত ধরিলে বলিতে হয় যে, এই নিয়মেই অ গ্র গী
(নী) হইতে অ য়ি পদ হইয়াছে (অ গ্র গী = অ গ্গ নী = অয়ি)।^{২৯}

স্বরবিয়োগাদির দ্বারা শব্দকে এইরূপ সংশ্লিষ্ট করিবার একমাত্র কারণ
ক্রম উচ্চারণ, ইহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। সমস্ত ভাষাতেই
এইরূপ আছে। বাঙলায় প ড়ি তে স্থানে প ড্ তে, ব লি তে স্থানে
ব ল্ তে, ইত্যাদি স্মপ্রসিদ্ধ।

দন্ত্য স স্থানে তলব্য শ, অথবা তালব্য শ স্থানে দন্ত্য স সংস্কৃতে এত
হইয়াছে যে, সামান্য লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। মাগধীপ্রাকৃতে সাধা-
রণত সর্বত্রই তালব্য শকার, এবং অন্যান্য প্রাকৃতে সর্বত্রই দন্ত্য সকার
প্রযুক্ত হয়, ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সংস্কৃতির মধ্যে যে এই

২৮। অষ্টবা—বাস্তবিক, পাপিনি, e. s. ২e.। রত্ন হইতে প্রাকৃতে র ত ন হয়, এইরূপ
নৃত্ব হইতেই নূ ত ন, এবং প্র ত্ব হইতেই প্র ত ন হইয়াছে বলিতে পারা যায়; কিন্তু
স দা ত ন, অ দা ত ন ইত্যাদি বহু স্থলে ত ন দেখা যাওয়ার ইহাকেই আদিম বলিয়া
ধরিতে হয়।

২৯। “অয়িঃ কমাৎ ? অ গ্র গী ভবতি. অ গ্রং হি যজ্ঞে নু প্রণীয়তে.” অপর নিরূচন—
“অসং নয়তি সন্নয়মানঃ, অক্রোপনো ভবতীতি ঠৌলজীবিঃ, ন ক্রোপয়তি স্নেহয়তি। ত্রিতা
দাধাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপুণিঃ; ইত্যদ, অক্রাদ্ দদাদ্ বা, নীতাৎ; ন যথেষ্টেরকার-
ণান্তে, পকারননজ্ঞেৰ্বা হহন্তেৰ্বা, নীঃ পরঃ।” নি. ৭. ৪. ১।

বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ঐ প্রাকৃতপ্রত্যয় ভিন্ন কিছুই নহে।

বৈদিক সাহিত্যে $\sqrt{স দ্ ও} \sqrt{শ দ্}^*$ উভয় ধাতুরই প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু যদিও তাহারা ধাতুগাঠে পৃথক্-পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, তথাপি ইহাদের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, তাহার সর্বপ্রথমে একই ছিল। বৈদিক সাহিত্য হইতেই এইরূপ হইরে আরম্ভ হইয়াছে। কন্যার ভাতা-অর্থে আমরা শ্রা ল শব্দ ব্যবহার করি কিন্তু ঋগ্বেদের (১. ১০৯. ২) প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া আমরাদিগকে বলিতে হইবে যে, পূর্বে তাহা শ্রা ল ছিল, পরে প্রাকৃত উচ্চারণে শ্রা ল হইয়াছে। যাক্‌র সময়ও শ্রা ল ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।**

বাঙলার কুলো-অর্থে সংস্কৃতে শূ প, সূ প উভয় পদই দেখা যায়। কিন্তু আমরাদিগকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, পূর্বে শূ প ছিল, তাহার পর সূ প হইয়াছে; সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও নিরুক্তে আমরা শূ প শব্দই দেখিতে পাই।***

বৈদিক সংস্কৃতে আমরা সর্বত্রই ব সি ঠ দেখিতেছিলাম, কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে তাহার অর একটি রূপ হইয়াছে ব শি ঠ।

বক্ষ্যমাণ শব্দযুগ্মকগুলি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সর্বপ্রথমে একটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং কালক্রমে তাহাই পরিবর্তিত হইয়া রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে :—বি কা স তে, বি কা শ তে ; বি ক স তি, বি ক শ তি ; কি স ল য়, কি স ল য় ; ইত্যাদি। আবার কো য়, কো শ ; পরিচ্ছদার্থে বে য়, বে শ। বৈদিক কালে সূ ক র (ঋ. স. ৭.

৩০। ত্রঃ—“অগ্নির্শ্য ব শ শা দ, অগ্নে র্য ব শা দ নবহরা ব্য ব শে ছঃ”—শত. ত্রা. ২. ১. ২. ১০।

৩১। “শ্রা ল আসন্নঃ সংযোগেনতি বৈদানাঃ, স্ত্রান্নাজানাবপতীতি বা”—নি. ৩.২.৩।

৩২। অথ. স. ৩. ১৩, ইত্যাদি ; শত. ত্রা. ১. ১. ১. ২২, ইত্যাদি ; নি. ৩. ২. ৩।

৫৫. ৪., অধ. স. ২. ২৭. ২) ছিল, পরে শূ ক র হইয়াছে। এইরূপ স র ল (বৃক্ষ), শ র ল ; ইত্যাদি। এই সকল শব্দ কখনই যুগপৎ উৎপন্ন হয় নাই, প্রাকৃতসংসর্গে উচ্চারণের ভেদেই ইহারা মূলত এক হইলেও ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

নিম্নলিখিত ধাতুগুলি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, মূল এক-একটি ধাতু প্রাকৃতপ্রভাবে কিরূপ পরিবর্তন প্রাপ্ত হইয়াছে।

সাধারণ প্রাকৃতের নিয়মে আদি যকারস্থানে জকার হয়।^{৩৩} এবং সেই নিয়মেই বর্জনার্থক $\sqrt{যু}$ গি হইতে $\sqrt{জু}$ গি, এবং $\sqrt{যু}$ ত্ হইতে $\sqrt{জু}$ ত্ হইয়াছে। অথবা মাগধীপ্রাকৃতের নিয়মে^{৩৪} $\sqrt{জু}$ গি হইতেই $\sqrt{যু}$ গি হইয়াছে বলিতে পারা যায়। অশ্রুজও এইরূপ।

প্রাকৃতের নিয়মেই (১.১৩৮) $\sqrt{ত্ব}$ গি হইতে $\sqrt{ত}$ গি, $\sqrt{ত্ব}$ ঙ্ হইতে $\sqrt{ত}$ ঙ্, এবং $\sqrt{স্ব}$ হইতে $\sqrt{স}$ হইয়াছে।^{৩৫}

$\sqrt{চ}$ ঞ্ এবং $\sqrt{চ}$ ল্ ধাতু একই।^{৩৬} আবার, $\sqrt{রি}$, $\sqrt{লি}$ এবং $\sqrt{ই}$, এই তিনটিও এক বলিয়া মনে হয়। এইরূপ $\sqrt{ম্}$ ঙ্, $\sqrt{ম্}$ ঙ্, ও $\sqrt{ম্}$ চ্- $\sqrt{ম্}$ চ্ এই চারিটি ধাতু বস্তুত এক।

প্রাকৃত প্রভাবেই $\sqrt{ক্রু}$ ঙ্ হইতে $\sqrt{কু}$ ঙ্ ধাতু হইয়াছে। এইরূপ ক্রীড়ার্থক $\sqrt{কে}$ ল্ ও $\sqrt{খে}$ ল্,^{৩৭} গতার্থক $\sqrt{পে}$ ল্ ও $\sqrt{ফে}$ ল্,^{৩৮} সেচনার্থক $\sqrt{গু}$ ও $\sqrt{ঘু}$, ভোজনার্থক $\sqrt{চ}$ ম্, $\sqrt{ছ}$ ম্, $\sqrt{জ}$ ম্, ও $\sqrt{ঝ}$ ম্

৩৩। প্রা. প্র. ২. ৩১।

৩৪। "জ-দ্য-বাং বঃ"—হে. চ. ৮-৪. ২৩২।

৩৫। ধাতুপাঠে $\sqrt{যু}$ অর্থ শব্দ ও উপতাপ লিখিত হইলেও বর্ণদে (২. ৩. ১৮. ১) তাহা পতি-অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়, এবং বাস্কও তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (নি. ৩. ২. ৩)।

৩৬। মাগধীপ্রাকৃতে রকার স্থানে লকার হইয়া থাকে, হে. চ. ৮. ৪. ২৮৮।

৩৭। ক=খ, যথা, কী ল=খী ল।

৩৮। প=ফ, যথা, প ক ব=ফ ক ব।

ধাতু মূলত এক। এইরূপ $\sqrt{\text{কা স্}} \text{ ও } \sqrt{\text{কা শ্}}$, $\sqrt{\text{অ ন্ স্}} \text{ ও } \sqrt{\text{অ ন্ শ্}}$, $\sqrt{\text{বা স্}} \text{ ও } \sqrt{\text{বা শ্}}$, $\sqrt{\text{অ ন্ ভ্}}$ ও $\sqrt{\text{অ ন্ ভ্}}$ এবং $\sqrt{\text{স্ত}}$ ও $\sqrt{\text{ত্}}$ ইত্যাদি। ধাতুপাঠে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই এতাদৃশ ভূরি-ভূরি ধাতু পাওয়া যাইবে। উচ্চারণের বৈচিত্র্যে এইরূপেই এক-একটি ধাতু ভিন্ন-ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে; এবং যদিও তাহারা মূলত এক, তথাপি সংস্কৃত বৈয়াকরণিকগণ তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ধাতুগণ যে ক্রমশ বাড়িয়া চলিতেছে বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, ঠহাও তাহার অন্ততম কারণ।^{১১}

প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ প্রযুক্ত হয় না, এই সত্ত্বে প্রাকৃতে সকারান্ত শব্দগুলির সকারের লোপ হইয়া থাকে। যথা, মন স্ শব্দ প্রাকৃতে হইবে মন। সংস্কৃতও মধ্যে মধ্যে অনেক স্থলে এই পদ্ধতি অজ্ঞাতে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে। আপস্তম্বধর্ম্মশূত্রে (১. ১. ২. ২১) অ ধ স্ শব্দকে অ ধ করা হইয়াছে;^{১২} আবার তাহাতেই স র্ ব তঃ স্থনে স র্ ব ত পঠিত হইয়াছে।^{১৩} সংস্কৃতে এরূপ প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত আছে। যথা, “পিণ্ডং দদ্যাদ্ গয়া শি রে;”^{১৪} এখানে শি র স্ শব্দকে শি র বলিয়া ধরা হইয়াছে। মহাভারতে (১. ৯১. ৫) অনো কঃ শা য়ী স্থলে অনো ক শা য়ী পদ দেখা যায়। এতাদৃশ প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াই বৈয়াকরণিকগণ বলিয়াছেন যে, সমস্ত সকারান্ত শব্দই বিকল্পে অকারান্ত

১১। “মিলিত্বিক্বিপিত্বভূতীনাম্ ধাতুভ্যং, ধাতুগণস্তাপরিসমাপ্তেঃ। বর্ধিত এব ধাতুগণ ইতি হি শব্দবিদ আচক্ষতে।” কা. হৃ. ৫. ২. ২।

১২। “অ ধা স ন শা য়ী;” সীকারান্ত হরহস্ত এখানে লিখিয়াছেন—“অধঃশব্দস্ত সর্ববর্ধীর্ধ্ব্বেন্দসঃ অপপাঠে। বা (১)।”

১৩। “স র্ ব তে পো তং বার্বাণীর্ধ্বম্”—মা. ধ. হৃ. ১. ৩. ১৯. ৮। হরহস্ত এখানে “হালসো গুণঃ” লিখিয়াছেন।

১৪। বায়ুপুরাণ (?)।

৪৪। এইরূপেই আকাশবাচী বি হা র স্ হইতে বি হা র হইয়াছে, আশর বি হা র স; ৪৩ এবং বো ম ন্ হইতে বো ম ন শঙ্ক ও সংস্কৃতে পাওয়া যায়। ৪৫ ভাগবতে (৩. ২৫. ৫) বি দ্ স রে (=স র সি), আবার ভ লো কা: (১০. ১. ৪০) স্থলে জ লু কা লিখিত হইয়াছে। রামায়ণে (৩. ৪৯. ৩৮, ৫০. ১) জ টা য় স্ এবং জ টা য় এই উভয় শব্দেরই অসংস্কৃত প্রয়োগ দেখা যায়। এইরূপ পা পী য়া নি (গো. ব্রা. পূর্ব. ২.৩)।

প্রাকৃতে সন্ধির কি প্রণালী তাহা মূল গ্রন্থের সন্ধিকল্প দেখিলেই বুঝা যাইবে। ঐ নিয়মে প্রাকৃতে হি+এতৎ=হে তৎ হইবে। সংস্কৃতে এরূপ প্রয়োগ বহুল আছে। যথা কুলটা, শকঙ্ক, কর্কঙ্ক, সারঙ্গ, ইত্যাদি। এতাদৃশ সন্ধিকে নিয়মিত করিবার জন্তই বার্ষিক-কার কাত্যায়নকে একটি সূত্র করিতে হইয়াছে। ৪৬ স্ক লো ঠ্, স্ক লো ত্ত প্রভৃতি পদের জন্তও তিনি লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। ৪৭ এবং পাণিনিকেও শি বা য়ো ম্, শি বে হি প্রভৃতি পদের জন্ত সূত্র করিতে হইয়াছে। ৪৮ প্রাকৃতে যাহা অপ্ৰতিহত ভাবে চলিয়া আসিতেছিল, বৈয়াকরণগণের চেষ্টায় সংস্কৃতে প্রতিকল্প হইলেও তাহা মধ্যে মধ্যে নিজ প্রভাব প্রকাশ করিতে বিরত হয় নাই। এইজন্ত এতাদৃশ বহু পুর প্রাচীন বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে আমরা দেখিতে পাই। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১. ৪.৪. ৩) কা+ইতি=কান্তি দেখা যায়। গোপথ-

৪৩। তুলনীর—আ চা র্ঘ্য ব চ স (শত. ব্রা. ১১. ২. ৩. ৩)। এইরূপেই ব্যাকরণোক্ত ব চ ব চ স প্রভৃতি পদ হইয়াছে।

৪৪। “গগনং পুঙ্করং স্ববৎ শসজং বো ম নং হরং। বো ম নী রং বি হা র ঙ্ বিহারন্ত বি গা য় স্ ॥” মহেশ্বরমিশ্রকৃত পর্যায়রত্নমালা, MS. p. 1178.

৪৫। অথ. স. ২. ৩২. ২, ৫. ২৩. ৯; শত. ব্রা. ১৩. ৩. ৩. ২।

৪৬। প্যা. ৬.১.২৪।

৪৭। প্যা. ৬.১. ২৪।

৪৮। প্যা. ৬. ১. ২৫।

ব্রাহ্মণে (পূর্ব. ২. ৬) মে+আ যুঃ=মে যুঃ করা হইয়াছে। আপত্ত্য-
। ধর্মসূত্রে (১. ১. ২. ১৩) পা দো ন (পা দ+উ ন) স্থানে পা দূ ন পদ
দৃষ্ট হয়।^{৪৯} ভাগবতে (৮.২২.২) মে+ঈ রি তং=মে রি তং লিখিত
হইয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারতেও আমরা এরূপ প্রাকৃত প্রয়োগ অনেক
দেখিতে পাই। মহাভারতে মে+আ শ্রং সন্ধি করিয়া মে শ্রং করা
হইয়াছে।^{৫০} ভগবদগীতার (১১. ৪১) স খে+ই তি সন্ধি করিয়া
স খে+তি লিখিত হইয়াছে। রামায়ণে তু গাঃ+অ স্ত=তু গা স্ত (৬.
৭১. ২০), ল ক্স গাঃ+উ বা চ=ল ক্স গো বা চ (৬. ৮৪. ৬), ত তঃ+
উ বা চ=ততো বা চ (৩. ১৩. ১২; ৬. ৯৫. ৯), এ যঃ+আ
হি তা যিঃ=এ যো হি তা যিঃ (৬. ১০৯. ২৩)। এইরূপ অ প্স রঃ+
উ র গঃ=অ প্স রো গ (৭. ৪২. ২১)। কর্তোপনিষদের (১. ৩. ১২)
গু চো জ্ঞা শব্দও এই প্রকার। ভাগবতে (২. ৬. ১৫) ন ভঃ+ও ক নু
=ন ভৌ ক নু, এবং সঃ+উ প বি বে শ=নো প বি বে শ (১. ১৯.
২৯) দৃষ্ট হয়।

ইহা ছাড়া রামায়ণে আরো অনেক প্রাকৃত প্রয়োগ পাওয়া যায়।
এখানে কয়েকটি প্রদর্শিত হইতেছে। যথা, সাধারণত সর্বত্র বি ছ্য জ্
জি হ্ব পদ প্রযুক্ত হইলেও (৬. ৩১. ৬, ৯; ইত্যাদি) প্রাকৃতের নিয়মে
অস্তস্থিত তকারের গোপে আবার বি ছ্য জি হ্ব লিখিত হইয়াছে (৬. ৩২.
৪১)।^{৫১} ভাগবতে (২. ৬. ১৫) ত ডি ত পদ দেখা যায়।

৪৯। ব্যাখ্যাকার হরদত্ত লিখিয়াছেন, “পররপং ক ত ভ (কৃতান্ত ?)-১৭ ১” এইরূপেই
পা দূ ন অথবা পা দূ ন হইতে প উ ন, এবং শেষে পো নে কথা বাও লার আসিয়াছে।

৫০। “নিবৃত্তক ততো মে তং প্রকিত্তা চ সরস্বতী” — মহা. শান্তি, ৩১৮. ৭।

৫১। এখানে বি ছ্য জ্ জি হ্ব পাঠ স্বীকার করিলে হ্রস্বোৎসর্গ হয় না; “স বিট্ট-
জ্ঞেন সঠৈব উচ্ছিন্নঃ।” নির্ণয়সাগরের মুদ্রিত পুস্তকে পূর্বোক্ত পাঠই আছে।

প্রাকৃতে ৎ+স=চ্ছ হয়; যথা, বৎস-বচ্ছ, (বাঙলায় বা ছা, ১. §৩৫)। রামায়ণেও (৬. ৪. ৬৩) উৎসেক স্থানে উচ্ছেক পদ বহিয়াছে।

পালি ও প্রাকৃতে ঙ্গ স্থানে গ্গ হয় (১. §৩৬); যথা, ফঙ্গ = ক গ্গ্গ। সংস্কৃতের গ্গ গ্গ্গ লু শব্দ এইরূপেই উৎপন্ন; কাত্যায়ন-শ্রোতসূত্রে (৫.৪.১৭) উহার মূল গ্গ্গ লু গ্গ্গ লু পাওয়া যায়।

কতকগুলি ক্রিয়াপদও রামায়ণে প্রাকৃতির নিয়মে প্রযুক্ত দেখা যায়। যথা, ত্রবীমি স্থলে ক্রমি (৬. ৯. ২০);^{৫২} করোমি স্থলে কুমি (২. ১২. ৩৬);^{৫৩} এইরূপ হান্ত্রিসি স্থলে জহিষাসি (৬. ১০৬. ২৭)।^{৫৪}

সংস্কৃতের গিচ্ প্রত্যয় স্থলে পালিতে আপয় এবং আপে,^{৫৫} এবং প্রাকৃতে আবে প্রত্যয়ও হয়।^{৫৬} রামায়ণের বক্ষ্যমাণ পদগুলির সহিত ইহার বিশেষ সন্ধক প্রতীয়মান হয়। যথা, জীবাণিত (৭. ২৬. ২৭), তর্জাপয়তি এবং ভর্সাপয়তি (৬. ৩৪. ৯)। ভাগবতে (৩. ৩০. ২৭) ভিদাপন শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার আশ্বলায়নগৃহ্য-সূত্রেও (১. ২৪. ৯) প্রক্ষালাপয়ীত^{৫৭} পদ দৃষ্ট হয়।^{৫৮}

আবার শানচ্ প্রত্যয় করিয়া উৎপন্ন রামায়ণের চিস্তয়ান (৬. ৪৬.

৫২। ত্রঃ—৪. §৩১।

৫৩। পালিতে কুমি পদ হয়; ৪. §৮৭।

৫৪। ৪. §২১৩, ২১৫।

৫৫। ৪. §১৪২, §১৪৩।

৫৬। প্র. প্র. ৭. ২৩।

৫৭। পালির আপয় প্রত্যয়ের সন্ধক ধরিলেও প্রক্ষালাপয়েত পদ হওয়া উচিত হইল, কিন্তু পূর্বাধিকৃত প্রাকৃতনকিপ্রভাবে তাহা হয় নাই। প্রাচীন সংস্কৃতে এরূপ বহু পদ পাওয়া যায়, যথা—আপত্ত্বধর্মসূত্রে অতিবাদয়ীত (১. ৫. ১২; ১৩; ১৪. ১৬; ২২); প্রসা রয়ীত (১. ৩. ৩; ১. ৩১. ৮); প্রক্ষালায়ীত (১. ২. ২৪, ২৯; ৩. ৩০); আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে বেদয়ীত (১-২২. ৯, ১০)। আপত্ত্বধর্মসূত্রেও এইরূপ আছে।

৫৮। সংস্কৃতব্যাকরণের হাপয়তি, অর্থাৎ পয়তি, প্রকৃতি পদ ভুলনীয়।

১৪, ৭. ৩৭. ৯), বে দ য়া ন (?), বি অ য়া ন (৬. ৫২. ৯৫), প্রা থ য়া ন (৬. ৯৪. ১৩), ইত্যাদি পদগুলি পালির খা দা ন, চা রা ন ইত্যাদি পদেরই ছায় (৫. § ১৫)। অন্তর্ভুক্ত এইরূপ পদ দেখা যায়; যথা, মহাভারতে (১.১.১৭৬, ১৮১) দ র্শ য়া ন; বোধায়নধর্ম্মসূত্রে (১১. ২. ৯) অ ধি গ ছা ন; শ্রীমদ্ভাগবতে (৩. ১. ১৬) মা ন য়া ন, ইত্যাদি। আবার গোপথ ব্রাহ্মণে (পূর্ব. ২.৪) ই ছ য়া ন।

আবার অ ত্তি ষে চ ন স্থানে রামায়ণে অ ত্তি ষি ঙ্গ ন (২. ১০৭. ৯), এবং ক র্ত্ত ন স্থলে ঔশনসস্মৃতিতে কু স্ত ন পদ (আনন্দাশ্রমের স্মৃতি-সমুচ্চয় ৪৭ পৃ:) প্রাকৃতভাবেই উৎপন্ন। ভাগবতেও (৩. ৩০. ২৭; ৬. ২. ৪৬) ইহার প্রয়োগ আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের (৬. ১. ৫) ন ধ নি কু স্ত ন শব্দসম্বন্ধেও এই কথা।

প্রাকৃত প স্থানে ব হইয়া থাকে;^{৫১} যথা, শা প স্থানে সা ব, ইত্যাদি। এই নিয়মেই সংস্কৃতে ত্রি পি ষ্ট প এবং ত্রি বি ষ্ট প, জ পা এবং জ বা, ও লি পি এবং লি বি,^{৫২} এই উভয়বিধ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়।^{৫৩}

সংস্কৃতব্যাকরণসারে √ক্র ধাতুর বর্ত্তমান কালেই আ হ, আ হ: প্রভৃতি পদ হয়। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেক স্থলে অতীত কালে ঐ পদ প্রবৃত্ত হইয়াছে। পালি ব্যাকরণে দেখা যায় যে, ঐ সকল পদ উভয় কালেই হইতে পারে।^{৫৪} অতএব আমরা দিগকে বলিতে হইবে যে, পালি হইতেই এতাদৃশ প্রয়োগ

৫১। প্রা. প্র. ২. ১৪; হে. চ. ৮. ১. ২২১।

৫০। এখানে বর্ষাধি ব গণনীয় নহে। পালিনি (৩. ২. ২১) উভয় শব্দই ধরিয়াছেন।

৫১। চুলিকাও পৈশাটী প্রাকৃত-সভে (হে. চ. ৮. ৪. ৩২৫) জ বা প্রভৃতি হই:হই জ পা প্রভৃতি হইতে পারে।

৫২। জ:—৪, §§৩৭, ১২৯; ব. সি. ১৮৩ পৃ. ৪৪৫ সূ, ২০০ পৃ. ৪৮৮ সূ.।

আনিয়াছে। কাব্যালঙ্কারসুত্রবৃত্তিকার বামনও লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন যে, ঐ পদগুলি সংস্কৃতে অতীতকালেও ব্যবহৃত হয়।**

দেশী প্রাকৃতেরও অনেক শব্দ ক্রমে ক্রমে সংস্কৃতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সুরাবিশেষবাচী হা লা শব্দ খাঁটি দেশী প্রাকৃত। কিন্তু “হিদ্দা হা লা-মভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্গাং” (মেঘদূত, ১.৫০) বলিয়া কালিদাসও মাঘপ্রভৃতি অজ্ঞাত কবিগণ তাহা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।** এইরূপ আগ্রহ বা নির্বন্ধ-অর্থে হে বা ক (স্মা. ম. ৬, বিক্রমা. ১৮. ১০১), এবং সূন্দর বা লাবণ্য-অর্থে ল ট ভ (বিক্রমা. ৮. ৬; ভর্তৃহরি-বৈরাগ্য-শতক, ৩২) ।

হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি একটুমাত্র দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে যে, এতাদৃশ কত শব্দ তিনি সংস্কৃত করিয়া লইয়াছেন। বাঙলার খি ড় কী (দরঙ্গা) অর্থে তিনি সংস্কৃত পাইয়াছেন খ ড় ক্কা।** সংস্কৃত দং ষ্ট্রী হইতে পালিতে দা ঠা, ও প্রাকৃতে দা চা হয়; কিন্তু হেমচন্দ্র হঁহাকেও সংস্কৃত করিয়া লইয়াছেন—“দা টি কা দং ষ্ট্রি কা দা চা।”

বাঙলার আমরা কোন ব্যবসারে টাকা খা টা ন বলি। হেমচন্দ্রের যোগশাস্ত্রে একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আমরা ঐ খা টা ন পদের মূল খ ট্ট খাতুর সাক্ষ্য লাভ করিতে পারি; সেখানে খ ট্ট য়ে ৭ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা, “পদমায়ান্নিবিং কূর্ঘ্যাং পদং বিস্তায়

**। কা. সূ. ৫. ২. ৪৪।

**। এস্থলে বামনের কাব্যালঙ্কারসুত্র (৫. ১. ১৩) হইতে এই কয় পঙক্তি উদ্ধৃত হইতেছে :—“অতিপ্রযুক্তং দেশতাবাপদম্। অতীব কবিত্তিঃ প্রযুক্তং দেশতাবাপদং প্রযোজ্যং; যথা—‘বোরিদিভ্যক্তিল্লাব ন হা লা ন্’ (মাঘ. ১০. ২১) ইত্যত্র হা লে তি দেশতাবাপদম্।” কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমের বৈয়াকরণিক লেখক লিখিতেছেন—“হা লা হ ল্য তে ক্ৰমাত ইব চিত্তমনেনেতি হল্ + ঘঞ, টাপ্।” অতুত নির্বচন!

**। “পক্ষধারে খ ড় ক্কা”—অভিধানচিন্তামণি।

খ ট্ট য়ে ২” (যো. শা. ১ম প্রকাশ, ১৫১ পৃ.)। ইহা অপেক্ষা আর বি
কৌতুকবহ পদ হইতে পারে ?

বর্তমান সংস্কৃতে এরূপ পদও দেখা যায়, বাহা মূল সংস্কৃত হইলে
প্রাকৃত রূপ ধারণ করিবার পর আবার নূতনরূপে সংস্কৃতে আসিয়া দেখ
দিয়াছে। সংস্কৃত ত জ্ঞ হইতে পালিতে দ ক্ব হয়, দ ক্ব হইতে ধ ক্ব, এবং
এই ধ ক্ব হইতে সংস্কৃতে ধ ক্বি ত পদ (জ্ঞারকুম্মাঞ্জলির হরিদাস টীকা
প্রযুক্ত হইয়াছে।**

সংস্কৃতে ভ ন্ন ক ** শব্দ আছে, আবার উহা হইতে মাত্ৰাহুসা
প্রাকৃত নিয়মে উৎপন্ন ভা লু ক শব্দও সংস্কৃতে চলে।** বিক্রপ, বিক্র
কোবসমূহে যে সকল শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রাকৃ
প্রভাবে স্বরমাত্রাদিভেদ ও উচ্চারণাদিভেদ হওয়ায় উৎপন্ন।** যথা
অ গা র, আ গা র ; আ প গা, অ প গা ; অকুর, অ কুর ; পু র ব
পু র ব ; অ গ স্ত্য, অ গ স্তি ; প্র তি শ্রা য়, প্র তি শ্রা ব। আবার—

“বিরিঞ্চিনো বিরিচিনো বিরিঞ্চী চ বিরিঞ্চনঃ।

বিরিঞ্চিচ্চ বিরিঞ্চিচ্চ বিরিঞ্চীরপি কথ্যতে ॥

* * *

পিতা পিতামহঃ পীতা বিধাতা বিধতা ধতা ॥” *

৩০। ত জ্ঞা হইতে দ ক্বা, দ ক্বা হইতে ধ ক্বা, এবং ধ ক্বা হইতে ধাঁধা ; বাঙলায়
ধ ক্ব কথারও প্রয়োগ আছে।

৩১। ভ ন্ন ক শব্দও আছে।

৩২। “ভা লু কো ভন্ন কোহপি চ”—ভট্টোজ্জীকিতকৃত শব্দভেদপ্রকাশ, MS. p
1204.

৩৩। “কচিম্মাত্ৰাহুতো তেবঃ কচিবর্ণকৃতোহত্র চ”—শ্রীহর্ষ ও ভট্টোজ্জীকিত, MS.
pp. 1112, 1204.

৩০। অধিবামিত্র-কৃত বিশেষায়ত্ত, MS. p. 1196.

আবার আকারান্ত হু হি তা, ১১ মা তা, ১২ ও সী মা শব্দের সত্তাবও চিস্তনীয়।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে সকলকেই বলিতে হইবে যে, প্রাকৃত সংস্কৃতের উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করে নাই।

পূর্বে বেরূপ আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে পালি ও প্রাকৃতের কতদূর গুরুত্ব আছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

বাঙলা, মারাঠী, হিন্দী প্রভৃতি আৰ্য্যভাষামূলক প্রাদেশিক ভাষা-সমূহকে যদি কেহ বিশেষরূপে জানিতে চাহেন, ভারতের প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব বুঝিতে হইলে পালি ও প্রাকৃত-জ্ঞান আবশ্যিক , তবে তাঁহাকে পালি-প্রাকৃত বিশেষরূপে আলো-চনা করিতে হইবে। সংস্কৃতের সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ, তাহা অপেক্ষা পালি-প্রাকৃতের সম্বন্ধ অনেক ঘনিষ্ঠ। এই অন্যান্য বাঙলাপ্রভৃতির কোন শব্দের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে ইহাদেরই মূল শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহার পুর সংস্কৃতের নিকট। যথা, বাঙলার বী বা শব্দের মূল পালি বা প্রাকৃত বণ্ডা, এবং তাহার মূল সংস্কৃত বন্ধা। বাঙলা হা ত শব্দের মূল পালি বা প্রাকৃত হ থ, এবং ইহার মূল সংস্কৃত হ ত্ত।

ইহা কেবল সংস্কৃতমূলক ও সংস্কৃতসম বাঙলাশব্দের কথা, কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃতমূলক বা সংস্কৃতসম প্রাদেশিক ভাষায় দেখী প্রাকৃত শব্দ এবং তাহার সম্বন্ধ নহে, খাঁটি দেশীপ্রাকৃতজ, তাহাদের বেলা কখনো সংস্কৃতের নিকট গেলে চলিবে না ;

১১। “হু হি তাং মনুজাখিপঃ”—মহাভারত, বিরাট. ১২. ৫ ; নীলকণ্ঠীক। ৩৫৮৩।

“হু হি তাং তথা”—বৃহদ্রথসংহিতা, ৩. ৭।

১২। “বিশেষরূপে বি ব বা তাং চণ্ডিকাং প্রপদ্যামাহবু”—শিবরহস্ত (শব্দকল্পদ্রুম)।

কেননা, কামদূষা সংস্কৃতভাষা ব্যাকরণের বলে একটা ধাতু ধরিয়া কল্পনা করিয়া “ধাতুনাম্ অনৈকার্থত্বাৎ” বলিয়া একটা ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারেন,^১ কিন্তু শব্দতত্ত্বকে প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং একটা বিষম ভ্রান্তির আবরণে তাহা আচ্ছন্ন করা হয়। প্রাকৃতঃ দেশী শব্দগুলির মূল সম্বন্ধে প্রাকৃতই যে ঠিক কিছু বলিয়া দিতে পারে, তাহা নহে; কিন্তু তাহা ভ্রমের আবরণ আনিয়া উপস্থিত করে না। দেশী প্রাকৃত বলিয়াই আমরা বিশ্রাম করিতে পারি; এবং দেশী প্রাকৃত শব্দের মূল যতটুকু ইহাতে অগ্রসর হওয়া যায়, ততটুকু সংস্কৃতের মধ্যে পাওয়া যায় না।^২ যেমন বাঙলায় বে লি ক শব্দের মূল দেশী প্রাকৃত বে ল।^৩ এখানে ইহার সংস্কৃত মূল অব্বেণ করিতে হইলে আমাদের ভুল করা হইবে। এইরূপ উৎসুক বা গুৎসুক্য-অর্থে বাঙলায় হ ল ক ল শব্দের মূল দেশী প্রাকৃত হ ল প্ফ ল;^৪ ইহার সংস্কৃত মূল নাই, এবং ব্যাকরণের বলে উদ্ভাবিত করিতে গেলে তাহা অপকারের জনাই হইবে।

বাঙলা শব্দের মূল-ও ব্যুৎপত্তি-বোধক একখানি অভিধানের অভাব সাহিত্যিকগণ অনেক দিন হইতেই অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু যতক্ষণ বিশেষরূপে প্রাকৃতের আলোচনা না হইবে, তত দিন তাহাতে হস্তক্ষেপ করার বিশেষ কোনো ফল হইবে না। বাঙলায়

১। যেমন পূর্বে উক্ত হইয়াছে দেশী প্রাকৃত হা লা শব্দের ব্যুৎপত্তি শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত হইয়াছে:—“হ ল্যা ত ক্বাভে ইব চিন্তমনেমেতি, হল+ঘঞ, টাপ্।” ইহাই হা শিনীতি ইষ্টপিট্=stupid! অথবা মজান্ ছট্টাপ্ ট তাড়মতীতি ট্ৰন্ বাতিষ্ট্ৰি=magistrate! কোনে: সংস্কৃতবিশ্বার্থী এইরূপই বলিতেন শুনিয়াছি।

২। “বেল অবিদগ্ধে”—স. শা. ৫. ৯৯।

৩। মালদহে প্রসিদ্ধ আছে—সে শুনিয়া হ ল ক ল করিতে লাগিল।

৪। কু. চ. ৫. ১৪; মে. চ. ৮. ২. ১৭৪।

দ্রষ্টে ভাবান্তরের শব্দের জন্য তন্তুৎ ভাবারও আবশ্যকতা আছে বলা
 াহল্য।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ জগতের জন্ম-জরা ও রোগ-মরণে বিচলিত হইয়া
 বৌদ্ধধর্ম জানিতে হইলে সমস্ত সম্পৎ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া মহাভি-
 পালি-অধ্যয়ন নিক্রমণপূর্বক দীর্ঘকাল কঠোর তপস্শ্রা ও
 আবশ্যক অদম্য অধ্যবসায়ে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া যে ধর্মের
 প্রচারে জগৎকে এক অভিনব শান্তি-নির্ব্বাণের পন্থ দেখাইয়া গিয়াছেন,
 যে ধর্মের অভ্যাসে এক দিন ভারতবর্ষে বহুদিকে বহুবিধ উন্নতি
 সংঘটিত হইয়াছিল, যে ধর্ম অবলম্বন করিয়া আজ পৃথিবীর এক-
 হুতীয়াংশ লোক পরিচলিত হইতেছে, এবং সেই জন্যই বাহা কাহারো
 ঐপেক্ষাভাজন হইবার যোগ্য নহে, তৎসম্বন্ধে যদি বসার্থ ভাবে কিছু
 জানিতে হয়, তবে পালি অধ্যয়ন ভিন্ন গত্যস্তর নাই। মহাবান বা
 ঐদোচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের গাথা বা সংস্কৃতনিবদ্ধ গ্রন্থ পড়িলেই চলিবে
 ॥ জিজ্ঞাসুকে তথাকথিত হীনবান বা অবাচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পালি-
 চিত শাস্ত্র পড়িতেই হইবে।

অপর দিকে বৌদ্ধধর্মের অভ্যাসের সঙ্গে-সঙ্গেই পাশা-পাশি আর
 জৈন ধর্ম জানিবার অন্ত যে একটি ধর্ম প্রকাশিত হইয়া নিজের দিকে
 প্রাকৃত জ্ঞান জনগণকে আকর্ষণ করিয়াছিল, পার্শ্বনাথের
 আবশ্যক পরেই অস্তিম তীর্থঙ্কর মহাবীর যে ধর্মপ্রচারে
 দীক্ষিত হইয়া নরগণের ক্লেশগ্রহিণীমোচনপূর্বক নি গ্র'হ নাথ নাম
 ধারণ করিয়াছিলেন, যে ধর্ম আশ্রয় করিয়া আজও বহুসংখ্যক লোক
 পবিত্র জীবন ধাপন করিতেছেন, যে ধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্মেরই জায়
 ভারতে এক সময়ে বহু বিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও জানিতে
 হইলে প্রাকৃত অধ্যয়ন ভিন্ন গতি নাই। প্রধান প্রধান জৈন গ্রন্থ
 অধিকাংশই প্রাকৃতে নিবদ্ধ। পরবর্তী কালে সংস্কৃততেও অনেক হইয়াছে।

বৌদ্ধ বা জৈনগণের ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানই পালিভাষা বা প্রাকৃতভাষা
 শিখিবার একমাত্র কারণ নহে। পালি-প্রাকৃতঃ
 পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যে আলোচনার বিষয়, সাহিত্যসেবীর উপাঙ্গের বহু সম্পৎ রহিয়াছে;
 প্রাচীন দার্শনিক মত দার্শনিকের উপভোগ্য বহুবিধ প্রসঙ্গ ও গভীর
 বিষয়সমূহ রহিয়াছে। ভারতের পুরাকালের
 সমস্ত দার্শনিক মতই ব্রাহ্মণগণের গ্রন্থে সূত্র বা অপর কোনরূপে প্রথিত
 হয় নাই; পালি-প্রাকৃত সাহিত্যে এরূপ দার্শনিক তত্ত্ব আমরা পাইয়া
 থাকি।* ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিক মতগুলি যদিও সুবহু পূর্বকালে
 চিস্তিত হইয়াছিল, তথাপি বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের অভ্যুদয়সময় হইতেই
 তৎসমুদয় দার্শনিক গ্রন্থে লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে
 করা যায়। ব্রাহ্মণমতের কোন কোন অংশের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান
 হইয়া বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সেই সময়ে দার্শনিক চিন্তার শ্রোত ফিরাইয়া
 দিয়াছিল। অতএব এই সমুদয় যদি সর্বিশেষ জানিত হয়, তবে বৌদ্ধ ও
 জৈন শাস্ত্র পর্যালোচনা না করিলে চলিবে না; এবং তাহা করিতে
 হইলে পালি-প্রাকৃত অমুশীলন করা একান্ত আবশ্যিক।

বৌদ্ধজৈনযুগের ভারতীয় ইতিবৃত্ত যথাযথ জানিতে হইলে, ঐতি-
 হাসিককে ঐ দুই ধর্মের ঐ দুই ভাষার প্রাচীন
 / বৌদ্ধ ও জৈন-যুগের ইতিবৃত্তসংগ্রহ গ্রন্থাবলীর আলোচনা করিতে হইবে, অন্তর্থা
 তাঁহার অধাবসায় সম্পূর্ণ কলপ্রদ হইবে না।

*। দৃষ্টান্তস্বরূপ কু টী স ক প্রভৃতি চতুঃস্কন্ধে, ও দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মজালসূত্রোক্ত
 বাবলি, এই ধরবতি (৯৬) অবোধ দার্শনিক মত উল্লেখ করিতে পারা যায়। [অত্রোক্ত উচ্ছেদ-
 বাদ ও শাশ্বতবাদের কথা মহাভারতে (শান্তি, ২১২. ২. ইত্যাদি, ৪১; হ্রঃ—শি. স. ২২
 পৃ.) পাওয়া যায়।] এইরূপ বড়বর্ণনসমূহের (২) টীকার জি য়া বা দী; অ জি য়া বা দী,
 ইত্যাদি ৩০০ প্রকার পা ব লি ক (অর্থাৎ অজৈন) দার্শনিক মতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—
 “অ লি য় স য় কিরিয়ানং...।”

ইহা ভিন্ন সাহিত্যিকের উপভোগ্য কাব্য-ব্যাকরণ কথা-ইতিহাস ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থই এই ছই ভাষায় আছে, যাহা ও জৈনগণের কাব্য ব্যাকরণাদি এবং বহুস্থানে ঐ সকল গ্রন্থ সুপরিপুষ্ট ইহা বলিতে পারা যায়।

বঙ্গদেশে বৌদ্ধ সাহিত্য আলোচনার কিঞ্চিৎ উৎসাহ দেখা বাই-তেছে, কিন্তু জৈন সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি এখনো পতিত হয় নাই। সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে সচেতন হউন।

সমস্ত প্রাকৃতের মধ্যে পালিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ইহা প্রদর্শিত হই-
পালিভাষার প্রাচীনত্বসম্বন্ধে সিংহলীয় মত য়াছে ; এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, প্রাকৃত সংস্কৃতের পূর্ববর্তী। অতএব সিংহলীয় পালি-বৈয়াকরণিকগণের পালির প্রাচীনত্বসম্বন্ধে যে ধারণা রহিয়াছে, তাহার গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।
 তাহার বলেন—

* “সি মাগধী মূল ভাষা নরা বারাদিকল্পিকা।

ত্রক্ষাগো চ-সুসুভালাপা সম্বন্ধা চাপি ভাসরে ॥”

আদিকম্বোৎপন্ন মনুবাগণ,ত্রক্ষগণ, সম্বন্ধগণ, এবং যাহারা (কখন) কোন বাক্যালাপ শ্রবণ করে নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ যাহা দ্বারা কথা বলিয়া থাকেন, সেই মাগধীভাষা মূল ভাষা।^২

১। “...there is scarcely a Buddhist Pali scholar in Ceylone who, in discussion of this question, will not quote, with an air of triumph, their favorite verse—,” G. Turnour, Mahavanso, Intro. p. xii.

২। এই কবিতাটি পদ্মোপসিদ্ধি, মহারূপসিদ্ধি (২৭ পৃ.) প্রভৃতি বহু পালিব্যাাকরণে

তঁাহারা এই মাগধী ভাষাকে স্বাভাবিক ভাষা বলেন*, এবং দেশ
 ভাষার মধ্যেও ইহাকে তঁাহারা গণ্য করেন না।
 পালি তাত্‌কালিক লোকের
 স্বাভাবিক ভাষা ছিল
 মাগধী যে স্বাভাবিক ভাষা তদ্বিষয়ে বোঝে
 আরো বলিয়া থাকেন যে, যদি কোন বালক
 অন্ধুদেশীয় পিতার গুণে ও ত্রিবিড়দেশীয় মাতার গর্ভে জন্মলাভ করে
 তবে সেই বালক পিতা-মাতার মধ্যে যাহার কথা আগে শুনিবে
 তদনুসারে আন্ধী বা ত্রিবিড়ী ভাষা বলিবে। কিন্তু সে যদি পিতা
 মাতা কাহারও কথা না শুনে তবে সে মাগধী ভাষা বলিবে
 আবার, যদি কোন নির্জনায়ণ্যবাসী ব্যক্তি সহজবুদ্ধিতে কিছু উচ্চারণ
 করিতে যায়, তবে সে মাগধীই উচ্চারণ করিবে। সমস্ত ভাষা
 পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়, কেবল পালিই হয় না, এবং এই পালি ভাষাকে
 ব্রহ্মগণ ও আৰ্য্যগণ উচ্চারণ করিয়া থাকেন।^৩
 বুদ্ধদেব যে মাগধী ভাষাতেই নিজের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন

উদ্ধৃত কথা যায়। মহারূপসিদ্ধির টীকাকার (১১ পৃ.) তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়া
 ছেন :—“আদিবঙ্গে নিবৃত্তা আদি কল্পিকা নরী চ ব্রহ্মাণো চ, অস্বতন্ত আলাপিত্বো
 তে অস্বতন্তাণা নাম, বহুস্ববচনালাভাতো মেসভাসাদিরহিতায় অন্তনো ধর্মঃ
 ভাসমানি। সাভাসা, সস্বচ্চাচা-তি সস্বচ্চাধর্মঃ মেসন্তো যায় অবিপরিবর্তন-
 সত্যায় সাধকানং নিরুত্তিপটসন্তিপোপকারায় ভাসন্তি, সা মাগধী নাম মূল ভাসা
 সস্বচ্চাসানশি সন্তানং একভাসা যের অথাবোধনতো, সন্ততমেসভাসাদীহি বন্ধাধর্মঃ
 মেসন্তি নিরথকতাবতো অতিপসন্ততো চা-তি বেদিতব্বম্।”

৩। মহারূপসিদ্ধিকার লিখিয়াছেন—“মাগধিকায় সত্যবদিকল্পিতায়”—(২৭৭ পৃ.)।

৪। পুরোঁদ্রিখিত মহারূপসিদ্ধিকীর্তিকা ত্রুটব্য।

৫। “Even Buddhaghosa (reminding one of Herodotus's story)
 says that a child brought up without hearing the human voice
 would instinctively speak Māgadhī (Alw. I. cvii)”—Childers, Dic-

বুদ্ধদেব যে মা গ ধী ভাষাতেই নিজের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের মতে বিনয়পিটকেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে

এক স্থলে উক্ত হইয়াছে,* ব মেল—উ তে কু ল’
 বুদ্ধদেবের মতে বুদ্ধদেব নামে ছই ব্রাহ্মণভ্রাতা ভিক্ষু হইয়াছিলেন।
 গাণি বা মাগধীভাষা- তাঁহার এক দিন বুদ্ধদেবের নিকটে আসিয়া
 তেই ধর্ম প্রচার করেন নিবেদন করিলেন যে, “ভগবন্, সম্প্রতি ভিন্ন-

ভিন্ন নাম-গোত্র ও জাতি-কুলের প্রব্রজিতগণ নিজের ভাষায় বুদ্ধবচনকে দূষিত করিতেছে। আমরা তাহা ছন্দে (=বেদভাষায়=সংস্কৃতে)” আরোপিত করিতে চাহি।” বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—“ভিক্ষুগণ, বুদ্ধবচনকে ছন্দে আরোপিত করিতে হইবে না, যে করিবে তাহার ছ ক্ত নামক অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুকগণ, বুদ্ধ-বচনকে নিজের ভাষাতেই (“স কা য নি রু ত্তি য়া”) গ্রহণ করিবার জন্ত আমি এই অমুজ্জা করিতেছি।” “নিজের ভাষা” অর্থে বুদ্ধদেব এখানে মাগধী ভাষা বলিয়াছেন।^১

tionary of the Pali Language, p. xiii. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাহূষণ মহাশয়ের গলিবা্যাকরণ, p. xxx.

*। বিনয়পিটক, চুল্লবঙ্গ, ৩.৩৩; Vinaya Texts, Part III, pp. 149-150; Pat XLII.

১। বুল “যমেলুত্তেকুলা;” কেহ সন্ধিবিচ্ছেদ করেন য মে লু—তে কু ল।

২। See Rhys Davids' note, Vinaya Texts, Part. III. p. 150.

৩। উল্লিখিত অংশের মূল বধা—“যমেলুত্তেকুলা নাম ভিক্ষু য়ে ভাত্তক...৪তরহি ঙ্গে ভিক্ষু নানানামা নানাগোত্রা নানাভজা নানাকু ল পব ব্রজিতা, তে স কা য নি রু ত্তি য়া; বুদ্ধবচনং হুসেত্তি, হন্স ময়ং ভন্তে বুদ্ধবচনং হন্সসো আরোপেশি (বুদ্ধদেব—“বদং বিয় দকতভাসায় বাচানমগ্গং আরোপেশ”)।...ন ভিক্ষু য়ে বুদ্ধবচনং হন্সসো আরোপেত্তব্বা; যো আরোপেযা আপত্তি ছকটসুসা-তি। অমুজ্জানামি ভিক্ষু য়ে, স কা য নি রু ত্তি য়া বুদ্ধবচন-

কিন্তু এখানে পৌরোপর্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝসেবে “স কা য় নি রু ত্তি য়া” শব্দে পূর্বোক্ত নানাজাতীয় প্রব্রজিতগণের য-হ ভাষার কথাই নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বুঝদেব বাহা বলিয়াছেন, সকলেই তাহা নিজ নিজ ভাষাতেই গ্রহণ করিতে পারেন, ইহাই এ স্থানে তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়।

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পালিকে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ভাষা (artificial language) বলিয়া মনে করিয়াছেন দেখিতে পালি কৃত্রিম ভাষা নহে পাই, কিন্তু ইহা যে একবারে অসঙ্গত, তাহা আর এখানে বিশেষ করিয়া বলা বাহ্যগাম্যত্ব, পাঠকগণ পূর্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন যে, পালি ও বৌদ্ধমাগধী পরস্পর ভিন্ন, এবং এই মত সমর্থন করিবার জন্য একই অর্থে পালি ও মাগধীর বিভিন্ন বিভিন্ন কয়েকটা শব্দ দেখাইয়া থাকেন; যথা, সংস্কৃত শ শ, পালিতে স স, কিন্তু মাগধীতে মো, ইত্যাদি। ইহারা যে গল্পের প্রামাণ্যে (Vidyabhusana's Pali Grammar, pp. xxxi-xxxii) এই মত প্রচার করেন, তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠকবর্গ একবার পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ গল্পের মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে, তবে তাহা গ্রহণ করিয়া এই মাত্র বলিতে পারি যে, পালি ও মাগধীর পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন যে শব্দগুলি পরস্পর উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মাগধীর দে শী প্রাকৃত শব্দ হইতে পারে।

পূর্বে আমরা বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধীর স্থান ও কাল-সম্বন্ধে

পরিয়াপুণ্ডিত।” বুঝদেব—“সকার বিকৃত্যতি এষ সকা বিকৃতি নাম সম্মানবৃদ্ধে ন-বৃদ্ধকারণে বাগধিকো বোধারো।”

প্রশ্ন তুলিয়াছি। ঐ প্রশ্ন পাঠকবর্গের নিকটে ঐরূপেই থাকিল।
 পালির স্থান-কাল-
 সম্বন্ধে প্রশ্ন
 বিষয়টি এত গুরুতর যে, সম্প্রতি আমি তৎসম্বন্ধে
 যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহা প্রকাশযোগ্য
 নহে। সময়ান্তরে ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা
 করিব। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ এ বিষয়ে অল্পসন্ধান করি-
 বেন কি ?

বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বঙ্গভাষার স্থায় পালিভাষাও বৌদ্ধধর্মের
 পালি ভাষার অভ্যাস
 প্রভাবে দেখিতে দেখিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, এবং
 ক্রমে ক্রমে ঐ ভাষার বিপুল গ্রন্থরাশি রচিত
 হইতে আরম্ভ হয়। আবার যখন কালের প্রভাবে অশ্রান্ত ভাষার স্থায়
 পালিভাষাও শঠনৈঃ শঠনৈঃ পুস্তকের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়িল,
 তখন তাহার সুগমতার জন্ত বিবিধ ব্যাকরণগ্রন্থও রচিত হইতে
 লাগিল।

পালির ব্যাকরণ সংখ্যা অল্প নহে। এ সম্বন্ধে পালিভাষা সংস্কৃতের
 পালিব্যাকরণ ও তাহার
 সংক্ষিপ্ত পরিচয়
 অর্দ্ধাসনে উপবেশন করিবার সাহস করিতে পারে,
 পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত পালি ব্যাকরণের
 অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র এখানে প্রদত্ত হইতেছে।

পালিভাষায় তিনধানি ব্যাকরণ প্রধান; যথা, কচ্ছায়ন, মোগ্গ-
 ল্লায়ন, ও সন্দনীতি। কচ্ছায়ন অবলম্বন করিয়া রূপসিদ্ধি, মহানির্কান্তি,
 চুল্লনির্কান্তি, নিরুত্তিপটিক ও বালাবতার প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। এই-
 রূপ মোগ্গল্লায়ন অবলম্বনে পয়োগসিদ্ধি, মোগ্গল্লায়ন বৃত্তি, সুসন্দসিদ্ধি,
 ও পদসাধনী-প্রভৃতি, এবং সন্দনীতি-অবলম্বনে এক চুল্লসন্দনীতি লিখিত
 হইয়াছে।

এই সমস্ত ব্যাকরণের মধ্যে কচ্ছায়নই প্রাচীনতম। কিন্তু কচ্ছায়ন
 সর্বপ্রাচীন হইলেও তাহা অপেক্ষা রূপসিদ্ধি, মোগ্গল্লায়নবৃত্তি,

পদসাধনী ও পয়োগসিদ্ধি অধিকতর উপযোগী। সন্দনীতি আবার
কচায়ন ব্যাকরণই পুর্বোক্ত সমস্ত গ্রন্থ অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ।
সর্বপ্রাচীন

সুস্তনিন্দেপ, কচায়নবরণা ও অঙ্গুত্তর টীকা প্রভৃতিতে জানা যা-
বে, বুদ্ধদেবের সামসময়িক কচায়নখের কচায়ন ব্যাকরণ রচনা
করেন।^{১১}

আবার কোন একখানি অনতিপ্রাচীন গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে,
কচায়ন যোগ (অর্থাৎ সূত্র), সজ্বনন্দী বৃত্তি, ব্রহ্মদত্ত প্রয়োগ
(উদাহরণ), ও বিমলবুদ্ধি স্তাস (বিপ্লুত ব্যাখ্যা) রচনা করিয়াছেন।^{১২}

কিন্তু কচায়নভেদটীকাকার লিখিয়াছেন যে, সূত্র-বৃত্তি ও উদ-
হরণ-যুক্ত কচায়ন-নামক গ্রন্থ কচায়নই রচনা করিয়াছেন।

পাণিনিব্যাকরণসম্বন্ধে যেমন প্রবাদ আছে যে, মহাদেবের চতুর্দশ
বার ঢকাশব্দের অমুসরণেই “অইউণ্” ইত্যাদি
কচায়ন ব্যাকরণ সম্বন্ধে চতুর্দশ সূত্র প্রণীত হয়, এবং তাহা হইতেই
প্রবাদ অষ্টাধ্যায়ী রচিত হইয়াছে; কচায়নসম্বন্ধেও
সেইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। কচায়নভেদটীকায় উক্ত
হইয়াছে যে, কোন এক বৌদ্ধ প্রব্রজিত ভগবানের নিকট কশ্মস্থান
(ধ্যানবিশেষ) গ্রহণপূর্বক অন্তোক্ত হ্রদের তীরে শালতরুশূণ্ডে
উপবিষ্ট হইয়া উদয়ব্যয় (উৎপত্তি-বিনাশ) সম্বন্ধে ধ্যান করিতে
ছিলেন। তিনি ঐ হ্রদের উদয়ে (জলে) একটি বক বিচরণ করিতেছে
দেখিয়া উদয়ব্যয় শব্দের পরিবর্তে উদকবক শব্দ উচ্চারণ করিয়া

১১। “কচায়নখের প্রাচীন পুস্তকখবাবসেন কচায়নসম্বন্ধে নহানিকস্তিম্বকরণং নৈতিঃ-
করণশাস্তি পকরণস্তয়ং সজ্বনন্দে পকাসেসি”—অঙ্গুত্তরটীকা।

১২। “কচায়নকতো যোগে বৃত্তি চ সজ্বনন্দিনা।

পয়োগে! ব্রহ্মদত্তেন স্তাসো বিমলবুদ্ধিনা।”

ধান করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে “অখো অক্খরসঞ্ঞাতো,” অর্থাৎ অক্ষরেরই দ্বারা অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে। কচ্চায়ন খেরও ভগবানের অভিশ্রায় বুদ্ধিতে পারিয়া ঐ বাক্যকেই প্রথমসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাকরণ রচনা করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ সূত্রটিও কাত্যায়নেরই রচিত।^{১৩}

ঐতিহাসিকগণ বলেন কচ্চায়ন-ব্যাকরণে উদাহরণের মধ্যে উ প ও ঞ দে বা নং পি য় তি স্ স এই ছুইটি নাম পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া কচ্চায়নকে বুদ্ধদেবের সামসময়িক বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ আবার কথাসরিৎসাগরের প্রমাণ্যে কতায়ন ও বরকচিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।

কচ্চায়নব্যাকরণের রচয়িতা যিনিই হউন, বা যে কোন সময়েই তাঁহার উৎপত্তি হউক, তাহা যে প্রচলিত ব্যাকরণসমূহের মধ্যে প্রাচীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পালিব্যাকরণসমূহ সমস্তই সংস্কৃতের আদর্শে রচিত। কচ্চায়ন-ব্যাকরণের অনেক সূত্র কাত্যায়নব্যাকরণের সূত্রের পালিব্যাকরণসমূহের সহিত অক্ষরানুপূর্বীতেও একরূপ।^{১৪} আবার পদ্ধতি পাণিনি হইতে অনেক সূত্র গৃহীত হইয়াছে

১৩। “একো বুদ্ধপব্বজিতো ভগবতো সত্তিকে কস্মট্ঠানং গহেত্বা অনোত্তত্তারে সালা-ক্খব্বলে নিসিল্লো উদয়বব্বকস্মট্ঠানং করোতি। সো উ দ কে চরসত্তং ব কং দিষা উ দ ক ব ক স্তি কস্মট্ঠানং করোতি। ভগবাত্তং বিত্তথভাষং দিষ্বা বুদ্ধপব্বজিতং পকোসাপেত্বা যথো অক্খরসঞ্ঞাতো-তি বাক্যমাহ। কচ্চায়নখেরেনাপি ভগবতো অধিগ্গাহং জানেত্বা যথো অক্খরসঞ্ঞাতো-তি বাক্যং পূর্বে ঠপেত্বা ইদং পকরণং কত্তন্তি। কচ্চায়নেন কত্তহস্তন্তিপি বদন্তি।”

১৪। See Subhuti's Introduction to his Nāmsmalā, pp. V-VIII.

বলিয়াও বোধ হয়। কেহ বলিয়াছেন যে, কচ্ছায়ন ও কাত্তজ উভয়ই ঐশ্বর্য ব্যাকরণ হইতে সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন। কচ্ছায়ন-ব্যাকরণে অনেক টীকা ও অল্পটীকা আছে।

মোগ্গল্লানব্যাকরণ ও চান্দ্রব্যাকরণের সূত্র সূত্র একই; মোগ্গল্লানে কেবল পালির নিয়মামুসারে শব্দটির যোগলান ও চান্দ্র ব্যাকরণ যাহা পরিবর্তন সম্ভব, তন্মিত্র ঐ সকল সূত্রে আর কোন ভেদ নাই। এ সম্বন্ধে Prof. A. Otto Franke উভয় ব্যাকরণের সমান সূত্রগুলি পাশা-পাশি উদ্ধৃত করিয়া ও তদ্বিষয়ক পাণিনি-সূত্রেরও উল্লেখ করিয়া বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।^{১২}

সুভূতি স্বকীয় নামমালার ভূমিকায় সিংহলে প্রচলিত অনেকগুলি পালিব্যাকরণসম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম ও পরিচয় দিয়াছেন।^{১৩}

যাঁহারা মূল পালি ব্যাকরণ দেখিয়া পালি শিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে রূপসিদ্ধি অর্থাৎ মহারূপসিদ্ধি বিশেষ উপযোগী। ইহা অতিবৃহৎ নহে, এবং ক্ষুদ্রও নহে, সমস্ত বিষয়ই ইহাতে উপযুক্ত মত আলোচিত হইয়াছে। কচ্ছায়ন বা কচ্ছায়নবৃত্তি অপেক্ষা মহারূপসিদ্ধি

১৫। See Journal of the Pali Text Society. 1902-1903. pp. 70-95

১৬। ১ কচ্ছায়ন, ২ স্ত্রাস, ৩ নিরুত্তিসারসম্বন্ধী, ৪ স্ত্রাসম্বন্ধী, ৫ সূত্রনির্দেশ, ৬ কচ্ছায়নবন্ধন, ৭ রূপসিদ্ধি, ৮ বালাবতারণ, ৯ চুলনিরুত্তি, ১০ অভিনবচুলনিরুত্তি, ১১ মোগ্গল্লান সবুত্তি, ১২ মোগ্গল্লায়নপঞ্জিকা, ১৩ পঞ্জিকাগদ্যোপ, ১৪ পদসাধন, ১৫ পদসাধনটীকা, ১৬ পদোপসিদ্ধি, ১৭ সন্দনীতি, ১৮ সম্বন্ধচিহ্না, ১৯ সন্দসারথজালিনী, ২০ সন্দসারথজালিনী টীকা, ২১ কচ্ছায়নভেদ, ২২ কচ্ছায়নভেদটীকা, ২৩ সারথবিকাসিনী, ২৪ সন্দভেদচিহ্না, ২৫ কারিকা, ২৬ বিভক্ত্যর্থ, ২৭ বাচকোপদেশ, ২৮ গন্ধাকরণ, ২৯ গন্ধাকরণ টীকা, ৩০ নিরুত্তিসংগ্ৰহ, ৩১ কচ্ছায়নসার, ৩২ কচ্ছায়নসার-অভিনবটীকা

সর্ব বিষয়েই ভাল। সিংহলে বালাবতার সাধারণত পঠিত হইয়া থাকে ; ইহা অতিক্রম বালিয়া পাঠার্থীরা সাধারণ জ্ঞানের জন্য ইহা বেশ মুখস্থ করিতে পারে। মহারূপসিদ্ধি ও বালাবতার উভয়ই কচ্ছায়নের সূত্র লইয়া রচিত। ইহা ভিন্ন সন্দনীতি প্রভৃতিও বেশ উপাদেয়।

পালিসাহিত্যসম্বন্ধে অনেক কথা আলোচ্য থাকিলেও স্থান সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠায় অতিসংক্ষেপেই নবীন পাঠকগণের নিকট কেবল তাহার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

প্রাচীন সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রকে এক কথায় বুদ্ধ বচন বলা হইয়া থাকে। এই বুদ্ধ বচন তিন অংশে বিভক্ত, বুদ্ধবচন বিনয়পিটক, সূত্র (অথবা সূত্রাঙ্ক) পিটক, ও অভিধর্মপিটক। এই পিটক-ত্রয়ত্রিপিটক নামে প্রসিদ্ধ। পিটক শব্দের অর্থ বাঙলার প্যাটার বা বাক্স। এক একটি পিটকের মধ্যে অনেক গুলি গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত আছে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ বিনয়পিটকের অন্তর্গত:—

- ১ পারাজিক কণ্ড,
 - ২ পাচিভিয় কণ্ড,
 - ৩ মহাবগ্গ কণ্ড,
- বিনয়পিটক

৩০ কচ্ছায়নসার-পুরাণটীকা, ৩৪ বিভক্তাখদীপনী, ৩৫ সংবরণানয়নীপনী, ৩৬ বাচবাচক, ৩৭ বাচবাচকটীকা, ৩৮ সন্দবুত্তি, ৩৯ সন্দবুত্তিটীকা, ৪০ বালগ্নবোধন, ৪১ বালগ্নবোধন-টীকা, ৪২ সন্দবিন্দু, ৪৩ সন্দবিন্দুটীকা, ৪৪ কারকপুংকসঞ্জরী, ৪৫ স্থাবীসুখমণ্ডন, ইত্যাদি।

৪ চুলবগ্গ কণ্ড, ও

৫ পরিবার কণ্ড।^১

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সূত্রপিটকের অন্তর্গত :—

১ দীঘনিকায়,

২ মজ্জিমনিকায়,

সূত্রপিটক

৩ সংযুতনিকায়,

৪ অঙ্গুত্তরনিকায়, ও

৫ খুদ্ধকনিকায়।

খুদ্ধকনিকায় এই সকল গ্রন্থ অন্তর্নিবিষ্ট :—(ক) খুদ্ধকপাঠ, (খ) ধম্মপুত্র, (গ) উদান, (ঘ) ইতিবৃত্তক, (ঙ) সূত্রনিপাত, (চ) বিমানবধু, (ছ) পৈতবধু, (জ) খেরগাথা, (ঝ) খেরীগাথা, (ঞ) জাতক, (ট) নিদ্দেশ, (ঠ) পটিসম্ভিদা, (ড) অপমান, (ঢ) বুদ্ধবংস, ও (ণ) চরিয়াপিটক।^২

নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি অভিধর্ম পিটকের অন্তর্গত :—

১ ধম্মসঙ্গি,

অভিধর্মপিটক

২ বিভঙ্গ,

৩ ধাতুকথা,

৪ পুণ্ণলপ্ণঞক্রান্তি,

৫ কথাবধু,

৬ বসক, ও

৭ পট্টঠান বা মহাপকরণ।

১। পঞ্চবংসে (৫৫ পৃ.) এইরূপই উক্ত হইয়াছে। অথসালিনীতে (১৮ পৃ.) উক্ত হইয়াছে—১ উত্তর (অর্থাৎ তিক্খু ও তিক্খুনী) পাতিমোক্খ, ২ ছুই বিভঙ্গ (পারালিক ও পাচিসিয়), ৩ ছাবিশেতি ব্জজক, ও ৪ বোড়শ পরিবার, ইহাদের নাম বিনয়পিটক।

২। পঞ্চবংসে (৫৭ পৃ.) নিকায়ভেদে সমস্ত বুদ্ধবচনকে পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া বিনয় ও অভিধর্ম পিটককেও খুদ্ধকনিকায়ের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে।

বিনয়পিটককে অ্যাণা দে স না (আজ্ঞাদেশনা) বলা হইয় থাকে,
 কেননা, ইহাতে আজ্ঞা প্রদান করিবার যোগ্য
 আজ্ঞাদেশনা ভগবান্ বহুলভাবে আজ্ঞা করিয়া বিনয় উপদেশ
 ব্যবহারদেশনা করিয়াছেন। স্ত্রীপিটককে বো হা র দে স না
 (ব্যবহারদেশনা) বলা হয়, কেননা ব্যবহারকুশল
 ভগবান্ বহুলভাবে ইহাতে ব্যবহারবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।
 এইরূপ অভিদম্পিটকে পরমার্থকুশল ভগবান্
 পরমার্থদেশনা বহুলভাবে পরমার্থের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন
 বলিয়া তাহা প র ম থ্ দে স না (পরমার্থদেশনা) বলিয়া অভিহিত হইয়া
 থাকে।*

বিনয়পিটকে প্রধানভাবে শীলবিষয়ক শিক্ষা, স্ত্রীপিটকে প্রধান-
 ভাবে চিন্ত-(অর্থাৎ ধ্যানসমাধি-) বিষয়ক শিক্ষা,
 ত্রিপিটকের সঙ্ক্ষিপ্ত প্রধান এবং অভিদম্পিটকে প্রধান ভাবে প্রজ্ঞাবিষয়ক
 প্রতিপাদ্য শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে।^{১০}

এই পিটকত্রয়ের অনেক টীকা বা ভাষ্য আছে। এইগুলি বৌদ্ধ
 সাহিত্যে অ থ ক থা (অর্থকথা) নামে প্রসিদ্ধ।
 ত্রিপিটকের ষাণ্মা অর্থকথার রচয়িতৃগণের মধ্যে বুদ্ধঘোষই সর্ব-
 বৃদ্ধঘোষ ও অর্থকথা শ্রেষ্ঠ। তাঁহার অর্থকথাসমূহ অতি-উপাদেয়

১০। “এথ হি বিনয়পিটকং আণারহেণ ভগবতা আণাবাহরতো দেসিতত্তা অ্যাণাদেসনা,
 ব্রহ্মপিটকং বোহারকুসলেন ভগবতা বোহারবাহরতো দেসিতত্তা বোহারদেসনা, অভিদম্প-
 পিটকং পরমথকুসলেন ভগবতা পরমথবাহরতো দেসিতত্তা পরমথদেশনাত্তি বুচ্চতি।”

ম. সা. ২১।

১১। “বিনয়পিটকে বিসেসেন অসীধিলসিক্খা বুত্তা, স্ত্রীপিটকে অধিচিন্তসিক্খা
 অভিদম্পিটকে অধিপঞ্ঞসিক্খা—” অ. সা. ২১।

(১০৬)

পালিপ্রকাশ

ও প্রামাণিক। তিনি দীর্ঘনিকায়ের স্ম ম জ ল বি লা সি নী, মন্ডিন-
নিকায়ের প প ঞ্জ স্ম দ নী, সংযুক্তনিকায়ে
ত্রিপিটকের অর্থকতা-
সম্বন্ধের নাম
সার থ প কা স নী,^৫ অঙ্গুত্তরনিকায়ের ম নো
র থ পূ র গী, বিনয়পিটকের সম স্ত পা সা দিকা,
পাতিম্বক্খের ক জা বি ত র গী, অত্তিম্মপিটকের প র ম থ ক থা,
ধম্মসঙ্গণির অ থ সা লি নী, এবং ধম্মপদ, জাতক, ও অপদানের
অস্ত্রাশ্র অর্থকথা রচনা করিয়াছেন।^৬ ইহা ত্তি
বুদ্ধদোষের বিশুদ্ধিমাৰ্গ
বুদ্ধদোষ বি স্ত্ৰ ক্খি ম গ্গে (বিশুদ্ধিমাৰ্গ) নামে
এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; ত্রিপিটকের পরেই এই গ্রন্থখানির
নাম করিতে পারা যায়।

পালিগ্রন্থের বিবরণ মূলপালি হইতে জানিতে হইলে অথসালিনী,
স্মমজলবিলাসিনী, ও সমস্তপাসাদিকা-প্রভৃতি বুদ্ধদোষের অর্থকথাঃ
ভূমিকা, এবং সাসনবংস ও গন্ধবংস (গ্রন্থবংশ) বিশেষভাবে আলোচনা।^৭

৫। গন্ধবংসে ধম্মসঙ্গণির অর্থকথা অথসালিনীর নাম ধরা হয় নাই।

৬। ইংরাজীশাস্ত্রকেরা ত্রিপিটকের ঐতিহাসিক বিবরণ সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিতে
হইলে George L. Hurt's Sacred Literature (The Temple Primers)
pp. 46—92 দেখিতে পারেন।

পালিপ্রকাশ

সাধারণ কণ্ঠ

১। পালিতে স্বরের মধ্যে ঋ, ঌ, ঐ, ঔ, এই চারিটি বর্ণের প্রয়োগ নাই; অতএব পালিতে স্বরবর্ণ আটটি; যথা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও। *

২। সংস্কৃতে যে সকল শব্দে ঋকার প্রযুক্ত হয়, পালিতে তাহাদের ঐ ঋকার স্থানে সাধারণত স্থান-বিশেষে অকার, ইকার, বা উকার দেখা যায়। যথা—

ऋ = अ †

ऋतं	✓अतं	ऋत्तः	अत्तही
ऋहं	✓अहं ‡	ऋत्तः	अत्तही
घृतं	घतं	नृत्यं	नत्तं
ऋत्तः	कत्तही	वृत्तः	वत्तही

* প্রাকৃতের এইরূপ, প্রা. প্র., ১. ৩৩, ভাষ্য-বৃষ্টি।

† “ऋतोत्त,” প্রা. প্র. ১.২৩

‡ পালিত গৃহ-শব্দ স্থানে घरं ও হয়।

সৃষ্ট:	সৃষ্টো	সৃত্যু:	মস্তু
সৃষ্ট:	মস্তু	সৃষ্টাতি	গণ্ণহাতি
হৃতং	বতং	বিজৃম্বতে	বিজম্বতে
	হৃষি:	বৃষ্টি (বৃষ্টি)	

ऋ = २ *

ऋণং	इयं	कृत्यं	किसं
ऋषि:	इसि	✓इष्टं	दिष्टं
हृयं	तिथं	कृतकं	कितकं
हृषि:	तित्ति	शृङ्ग	सिङ्ग
✓भङ्गार:	भिङ্गारো	यदृच्छा	यदिच्छा
	मृग:	मिगो (मगो)	

ऋ = ३ †

ऋतु:	उतु	वृष्ट:	पुष्टো
ऋजु:	उजु	✓वृष:	বুদ্ধো
ऋषभ:	उसभो	वृष्टि:	बुद्धि
✓वृत्तान्त:	वृत्तान्तो	कृत्तिसं	कृत्तिसं ‡

৩। ৯ কারের প্রয়োগ সংস্কৃতেও অতি বিরল;
ক্‌৯প্‌ খাড়ুর প্রয়োগে ৯ দেখা যায়। 'কল্পতে' প্রভৃতি

* "इद् ऋष्यादिभ्य" प्रा. प्र. १, २८।

† "उद् ऋष्यादिभ्य," प्रा. प्र. १, २६।

‡ এতদ্ভিন্ন পালিতে আরও কয়েকটা বিলক্ষণ প্রয়োগ দেখিতে

দ এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ‘কল্পতে’ প্রভৃতির ‘ল্প’ পালিতে ‘ল্প’ হয়; ইহার নিয়ম পরে বলা হইবে (১, § ৩৬)।

৪। সংস্কৃতে যে সকল শব্দে ঐকার আছে, পালিতে তাহাদের সেই ঐকার স্থানে প্রায়ই একার, * কখন কখন ইকার, এবং কচিৎ ঙ্কার হয়। যথা—

ঐ = এ

হিরাবণ: ✓এরাবণা ইতিহঁং এতিয়্হঁ
 ঐকাগারিক: একাগারিকো বৈমানিক: বৈমানিকো

পাঠ্যে যায়। নিম্নলিখিত শব্দ কয়েকটি ভিন্ন তজ্জাতীয় অপর শব্দ প্ৰবচন দেখা যায় না—

ঋ = ইরি

ঋত্বিন্ (ক্) ইরিত্বিনো

ঋ = এ

বৃহৎক্ষল: বৃহৎক্ষলো

ঋ = রি

ঋতে ঋনে

(প্রাকৃত্তে অসংযুক্ত ঋ-স্থানে সামান্যত ‘ঋ’ বিহিত হইয়াছে, যথা—
 ঋণ্য = রিণ্য ইত্যাদি; “অসংযুক্তস্য রি:” প্রা. প্র. ১.৩)

ঋ = রু

বৃহৎক্ষয়তি বৃহৎক্ষয়তি

ঋক্ শব্দ স্থানে পালিতে ইক্ হয়।

* “ইল যত্,” প্রা. প্র. ১.৩৫।

বেয়াকারণ:	বেখ্যাকরণো	✓নেগম:	নেগমো
মেয়ায়িক:	মেখ্যায়িকো	✓কৈবর্স:	কৈবহো
	তেলং	তেলং	

ऐ = इ *

चेव:	चित्तो	सैन्धव:	सिन्धवो
पेत्तिकं	पित्तिकं	: ऐश्वर्यं	इस्वरियं, (इस्वरं) †

ऐ = ई ‡

शैवेयं गीवेयं

৫। সংস্কৃত শব্দের উকার স্থানে পালিতে প্রায়ই শুকার, এবং কখন কখন উকার হয়। যথা—

ओ = ओ §

ओपम्यं	ओपम্য'
ओरभिक:	ओरभিকো
ओदरिक:	ओदरिकো

* तुलः—प्रा. प्र. १. ३६—३८।

† तुलः—अच्छेरं, आश्वर्यं = अश्वरियं = अश्वयिरं = अश्वरं ;
 ऐश्वर्यं = इस्वरियं = इस्वरियं = इस्वरं ; मातुश्वर्यं = मश्वरियं =
 मश्वरियं = मश्वरं। ५०३ + ५०७

‡ तुलः—प्रा. प्र. १. ३८।

§ “अत ओत्” प्रा. प्र. १. ४१।

সৌদুম্বরং	সৌদুম্বরং
সৌগন্ধিকং	সৌগন্ধিকং
দৌবারিক:	দৌবারিকো
পৌর:	পৌরো
মৌহলায়ন:	মৌহলায়নো, (মৌহলানো)

ঐ = উ #

ঐস্মুখ্যং	উস্মুখ্যং
ঐত্রং	উত্রং
মৌহলায়ন:	মুহলায়নো, (মুহলানো)
মৌক্তিকং	মুক্তিকং
সৌত্রিকং	সুক্তিকং
ঐহৃত্যং	উহৃত্যং
ঐহৈসিক:	উহৈসিকো
ঐহুদেহিকং	উহুদেহিকং †

* তুল্য:—প্রা. প্র. ১.৪২, ৪৪ ; এই স্রব্ধ-অক্ষরাদি ঐকৃতে স্থল-
রূপে ঐ-স্থানে 'অউ' ও 'উ' হয়।

আবার কখন কখন ঐ-স্থানে অকার ও আকারও দেখা যায়। যথা—
ঐ = অ

(ঐ) সৌম্য সম্ম

সংস্কৃতে সৌম্য শব্দও আছে।

ঐ = অ্যা

গৌরবং

গারবং

ঐকৃতেও এইরূপ ; “অ্যাস্থ গৌরবে” প্রা. প্র. ১.৪৩।

৬। পালিতে শকার ও ষকারের মোটে প্রয়োগ নাই ; তাহাদের স্থানে সকার প্রযুক্ত হয়, যথা—

श=स, ष=स *

अमणः समणो

अिच्चः सिस्सो

৭। পালিতে পদের অন্তে হসন্ত বর্ণের প্রয়োগ হয় না। সংস্কৃতে যে সকল শব্দের শেষে হসন্ত বর্ণ আছে, পালিতে তাহাদের ঐ হসন্ত বর্ণের লোপ হয়।
† যথা—

गुणवान्	गुणवा	कच्चित्	कीचि
दुस्तिमान्	जुतिमा	समन्तात्	समन्ता
धनवान्	धनवा	पञ्चात्	पञ्छा
सुस्तिमान्	सुतिमा	ईषत्	ईसं
हरित्	हरि	यावत्	याव
विद्वात्	विज्ज	तावत्	ताव
	पुनर्	पुन	

পালিতে মাহব শব্দ প্রায়ই পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, ক্লীবলিঙ্গে প্রয়ো-
জ্যাত্ত বিরল (জাতক, ১খ, ৩৬১ পৃঃ)।

* প্রাকৃততেও এই প্রকার ; শ্রাবী: স: , প্রা. প্র. ১.৪৩। মাগধী
প্রাকৃতে স ও ষ স্থানে শকার হয় ; “ষসী: শ্রা: , প্রা. প্র. ১১’২।
মুচ্ছকটিকে শকারের ভাবা মাগধী প্রাকৃত।

† “अनघस्य हज्ज:”, প্রা. প্র. ৪. ৪৩।

৮। সংস্কৃতে পদের অন্তে হসন্ত ম (য়) বা, অনুস্বার (ং) উভয়ই থাকিতে পারে, কিন্তু পালিতে নিত্য অনুস্বারই হয়। যথা—‘চিন্তম্’ পালিতে সর্বদা ‘চিন্তা’ হইবে ‘চিন্তম্’ হইবে না। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এই নিয়ম বৈকল্পিক (সন্ধিকল্প দ্রষ্টব্য)। *

৯। পালিতে বিসর্গের প্রয়োগ নাই। সংস্কৃতেৱ অকারান্ত পদের অন্তস্থিত বিসর্গ স্থানে পালিতে ওকার, ও অন্ত্র তাহার লোপ হয়। যথা—

দেব:	দেবো	মন:	মনো
<u>ধর্ম্য:</u>	<u>ধর্ম্যো</u>	<u>মিন্দু:</u>	<u>মিন্দু</u>
ক:	কো	অন্নি:	অন্নি
স:	সো	<u>বান্নি:</u>	<u>বান্নি</u>
এষ:	এসো	<u>ঘেনু:</u>	<u>ঘেনু</u>

১০। পদের মধ্যস্থিত বিসর্গ সম্বন্ধে নিয়ম এই :—

(ক) বিসর্গের পর শ, ষ, বা স থাকিলে, বিসর্গ স্থানে স হয়। যথা—

দু:সহ:	দুসহো
নি:সরতি	নিসরতি

* প্রাকৃতেও এই নিয়ম; “মো বিন্দুঃ,” “অশ্বি মস্ব,” প্রা. প্র. ৪.১২-১৩।

† অন্ত্রান্ত কতকগুলি বর্ণের পূর্কস্থিত বিসর্গ বর্ণান্তরে পরিণত হয়, অতএব তাহার নিয়ম তন্ত্ৰে স্থানে বলা হইবে।

নিঃশোক: নিঃশ্লোকো
 দুঃখীল: দুঃখীল্লো

(খ) বিসর্গের পর কোন বর্ণের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে বিসর্গের লোপ হয়, এবং সেই স্থানে ঐ বর্ণের প্রথম বর্ণ হয়। যথা—

পুনঃপুনর্ পুনশ্চুন
দুঃখং দুখং

(গ) সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত বিসর্গের লোপ হয়। যথা—

বয়ঃস্বঃ বয়ট্টো
দুঃস্বঃ দুট্টো

১১। সংস্কৃতের সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর পালিতে প্রায়ই * হ্রস্ব হয়। যথা—

দীর্ঘস্বর = হ্রস্বস্বর

তার্কিক: তল্লিকো উত্তীর্ণ: উত্তিস্থো
 মাস্কিক: মশ্চিকো বাহ্যায়ন: বাহ্যায়নো, (বাহ্যায়নো)
মার্কিবং মরুখং পরাক্রম: পরাক্রমো

* নিম্নলিখিত স্থলে হয় নাই—

হাসং হাসং আর্জবং আর্জবং
 মাষ্যং মাষ্যং মাষ্যং মাষ্যং

<u>तीर्थं</u>	<u>तिथ्यं</u>	धार्मिकः	धर्मिको
प्रक्रान्तः	पकन्तो	मार्जारः	मज्जारी
धान्यं	धञ्जं	<u>जीर्णः</u>	<u>जिष्णो</u>
<u>शय्यं</u>	<u>सुजयं</u>	<u>दीव्यति</u>	<u>दिव्यति</u>
	<u>कार्यं</u>	<u>कव्यं</u>	

समास-श्रुते एते नियमाभ्याम् कथन कथन कार्या ह्ये न। यथा—

तथाक्रमः	तथाक्रमो
वेदनास्कन्धः	वेदनाकन्धो
संज्ञास्कन्धः	संज्ञाकन्धो

उपसर्गस्य सहित धातुर्यो गे अतिविबल श्रुते ए नियमस्य
वाञ्छितार देखा यय। यथा—

आस्फोटयति	आस्फोटति
आस्तरति	आस्तरति
आच्छादयति	आच्छादति
आख्यति	आख्यति

कथन कथन छन्दोरङ्गस्य अत्र दीर्घ श्रुते इत्ये ह्ये। यथा—

“घिष्टं व (वा) हुतं व (वा) लोके ;”

“यदि व (वा) सावके ;”

“भोवादि (दी) नामको ह्येति ;”

“यथाभावि (वी) गुण्येन लो ।”

महाराष्ट्रपत्रिका, १६ ए: ।

“संयोगपूर्वो ह्यस्त्वः,” “दीर्घादिव्य वा,”—प्रा. प्र. (Appendix A) ३, ४ ।

১২। পালিতে রেফের প্রয়োগ নাই। সংস্কৃতে শব্দের কোন অবয়বে রেফ থাকিলে, পালিতে—

(ক) ঐ রেফের লোপ হয়;

(খ) যে বর্ণে রেফ থাকে, প্রায়ই তাহার দ্বি হয়; *

(গ) দ্বিত্ব হইলে সন্ধির নিয়মানুসারে সন্ধি হয়; † †

(ঘ) অন্তস্থ ব স্থানে বর্গীয় ব হয়। যথা—

<u>কর্ম</u>	<u>কম্</u>	নির্জল:	নিজ্জলো
সর্ব:	সব্বো	মার্জাব:	মজ্জাবো
<u>বর্তমান:</u>	<u>বত্তমানো</u>	<u>নির্বাণ</u>	<u>নিব্বান</u>
অর্ক	অক্কো	গর্ম:	গম্বো
বিচর্চিকা	বিচচ্চিকা	<u>অর্থ:</u>	<u>অথো</u> ‡
বর্ষণ	বস্সন	<u>তর্থ</u>	<u>তিত্থ</u>
নির্জজ:	নিজ্জজো	নির্যাতন	নিয্যাতন §

* সংস্কৃত শব্দটি পূর্বেই দ্বিত্ববিশিষ্ট হইয়া থাকিলে আর দ্বি হয় না।

† বর্ণের চতুর্থ বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বেস্থিত চতুর্থ বর্ণস্থানে ঐ বর্ণের তৃতীয় বর্ণ, এবং দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বেস্থিত দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে ঐ বর্ণের প্রথম বর্ণ হইবে।

‡ অর্থী ও অর্থী পদও হয়।

§ ১.৫১২ টিপনী দ্রষ্টব্য।

নির্জন:	নিজ্ঞানো	<u>নির্ভার:</u>	<u>নিজ্জারো</u>
বর্গ:	বর্গা	নির্নাদ:	নির্নাদী
নির্বাদী	নির্বাদী	জীর্ণ:	জিষ্ণো *

১৩। রেফ যদি হকারে থাকে, তবে ঐ রেফ স্থানে প্রায়ই র (অকারান্ত), এবং ক্চিৎ রি হয়। † যথা—

তর্হি	तरहि	महार्हः	महारहो
एतर्हि	एतरहि	गर्हणं	गरहणं

* প্রাকৃততেও এই নিয়ম, প্রা. প্র. ৩. ২।

নিম্নলিখিত কয়েক স্থানে এই নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায় :—

घर्कारा = सक्खरा, এখানে কী = क्ख হইয়াছে। गर्दभः = गदभो, এখানে রেফ রফলায় পরিণত। परामर्गः = परामासी, এখানে রেফ লোপ হইলেও সকারের দ্বিত্ব হয় নাই; কিন্তু সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী বলিয়া মকারে যে গুরুস্বর ছিল, আকার প্রদান করিয়া তাহা বৃদ্ধিত হইয়াছে; এরূপ বহু প্রয়োগ আছে, যথা—कूर्मार्थं = कातम्, এখানেও বেক লোপ করিয়া ও আকার প্রদান করিয়া ককার-স্থিত গুরুস্বরকে রক্ষা করা হইয়াছে। এইরূপ, आविष्कर्त्तव्यं = आवीकातम्, ইত্যাদি। (জেটব্য-১.১১৪) आर्षभः = आसभो, এখানে কেবল রেফের লোপ করা হইয়াছে, পূর্ববর্তী আকার গুরু স্বর বলিয়া অপর কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নাই। এইরূপ জর্মিঃ = जमि, ইত্যাদি। নিম্নলিখিত প্রয়োগ কয়টি লক্ষণীয়—

अर्घ्यः अरिषो, आर्घ्यं आरिष्णं, आवर्त्तिकं वैयावर्त्तिकं।

† সংস্কৃত পদ সমূহ পালিতে কিরূপ পরিবর্তিত হয়, 'সাধারণ কল্পে' তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে, অতএব সূত্রে বা নিয়মে ঐ শব্দস্বরের

গর্হতি	গরহতি	অর্হতি	অরহতি
অসর্হিত:	অসরহিতো	বর্হি	বরিহঁ
অর্হিত:	অরহিতো	✓বর্হী	বরিহী

১৪। নির-উপসর্গের রকারের সহিত হকারের সংযোগ থাকিলে, ঐ রকারের লোপ হয় ও নিস্থানে নী হয়। যথা—

নির্হরষং	নীহরষং	<u>নিহার:</u>	<u>নোহারী</u>
নির্হত:	নীহতো	নিহারক:	নীহারকো

১৫। পালিতে পদের আদিবর্ণ-গত রফলার প্রায়ই লোপ হয়। * যথা—

ক্রীত:	কীতো	<u>ক্রুত্য়তি</u>	<u>ক্রুত্য়তি</u>
✓ <u>গহুত্য়ং</u>	<u>গহুত্য়ং</u>	ত্রিপিটকং	তিপিটকং
ত্রিফলং	তিফলং	✓ <u>গ্রাম:</u>	<u>গামো</u>
ব্রীহি:	বীহি:	<u>ব্রতং</u>	<u>ব্রতং</u>
স্রব:	সবো	স্রীত:	সীতো (সীতং)
দ্রব:	দবো	✓ <u>দ্রস:</u>	<u>দ্রসো</u>

উল্লেখ না থাকিলেও বৃকিতে হইবে যে, সংস্কৃত শব্দেরই পালিতে পরিবর্তন বিষয়ে তত্ত্ব নিয়ম বলা হইতেছে।

* ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দের হয় না; যথা—ব্রাহ্মা, ব্রাহ্মণ্যো, ইত্যাদি। ভুগ:—ভুগ:—ভুগ:।

প্ৰেত:	পিতো	প্ৰায়:	পায়ো
ভ্ৰমর:	ভমরো	ভ্ৰান্ত:	ভন্তো
শ্রুতং	শ্রুতং	✓শ্রাবক:	শাবকো
শ্ৰেয়:	শ্ৰেয়্যো	শ্ৰদ্ধা	শদ্ধা
মক্ৰলণং	মক্ৰলণং	ক্ৰেপা	হেসা *

১৬। পদের মধ্যে রফলা থাকিলে, তাহার লোপ হয়, এবং যে বর্ণে রফলা থাকে, তাহার দ্বিভ্ব হইয়া যথোচিত মক্ষিকার্থ্য (১.১১২) হয়। † যথা—

পক্রম:	পক্রমো	✓পক্রান্ত:	পক্রন্তো
সময়:	সময়গো	✓নিদ্রা	নিদ্রা
নিগ্ৰহ:	নিগ্ৰহো	চপ্ৰত্যয়:	চপ্ৰত্যয়ো
অঘ্নাত:	অঘ্নাতো	অপ্ৰধান:	অপ্ৰধানো
ছত্ৰং	ছত্ৰং	অপ্ৰমাণং	অপ্ৰমাণং
✓সূত্রং	সূত্রং	অভ্রং	অভ্রং
✓সমুদ্র:	সমুদ্রো	পরিভ্রমণং	পরিভ্রমণং

* কিক্ৰ, হ্রী: = হ্রী, শ্রী: = শ্রী; এখানে রফলা স্থানে 'ই' হইয়াছে। বজ্জ: = বজ্জি, এখানেও ঐরূপ হইয়াছে। তুল:—হ্রস্ব: = রক্ষো।

† "दृदादिदि त-त्रय" ४.६ इइ, कातायनेन एइ श्रद्धाश्रुतारे निभ-

बहुव्रीहिः बहुव्रीहि अस्त्रः अस्त्री
 वैश्रवणः वैश्रवणो विश्रामः विश्रामो *

১৭। পদের মধ্যে বা অন্তে একাধিক ব্যঞ্জন বর্ণের পরে রফলা থাকিলে, ঐ রফলার লোপ হয়, এবং অপর কোন কার্য্য হয় না। যথা—†

। লিখিত পদগুলি পালিতে উভয়রূপেই প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু 'ত্রণ'-প্রত্যয়ান্ত পদগুলি সচরাচর দেখা যায় না। যথা—

	क्त्रं	क्त्तं	क्त्वं			
चित्रं	चित्तं	চিত্রং	যোক্ত্রং	যোক্ত্রং	যোত্রং	যোত্রং
सूत्रं	সুত্তং	সূত্রং	স্থক্ত্রং	স্থক্ত্রং	স্থক্ত্রং	স্থক্ত্রং
नेत्रं	নেত্তং	নেত্রং	মিত্রং	মিত্তং	মিত্রং	মিত্রং
पवित्रं	পবিত্তং	পবিত্রং	মাত্রং	মত্তং	মাত্রং	মাত্রং
पात्रं	পাত্তং	পাত্রং	পুত্রঃ	পুত্তো	পুত্রো	পুত্রো
तन्त्रं	তন্ত্তং	তন্ত্রং	কলত্রং	কলত্তং	কলত্রং	কলত্রং
यन्त्रं	যন্ত্তং	যন্ত্রং	বরত্রং	বরত্তং	বরত্রং	বরত্রং
अन्त्रं (?)	অন্ত্তং	অন্ত্রং	বন্ত্রং	বত্তং	বন্ত্রং	বন্ত্রং
मन्त्रं (?)	মন্ত্তং	মন্ত্রং	গুম্ত্রং (?)	গুম্মং	গুম্ত্রং	গুম্ত্রং
गोत्रं	গোত্তং	গোত্রং	দাত্রং	দত্তং	দাত্রং	দাত্রং

(?) চিহ্নিত পদ কয়টি যথাক্রমে √অদ, √মদ, ও √গুপ্ হইতে নিস্পন্ন।

* কিন্তু धात्री=धात्री ; ১১১২ টীকা (১১ পৃষ্ঠা) ড্রষ্টব্য।

† কিন্তু उन्नयः=उन्नयो, এখানে কোন পরিবর্তন নাই।

ব্ৰহ্ম:	ব্ৰহ্মী	ব্ৰহ্ম	ব্ৰহ্ম
তন্ম	তন্ম	মন্ময়তি	মন্ময়তি
ব্ৰহ্মাস:	ব্ৰহ্মাসী	ব্ৰহ্মা	ব্ৰহ্মা
ব্ৰহ্ম	ব্ৰহ্ম *	ব্ৰহ্ম:	ব্ৰহ্ম: †

১৮। পালিতে আত্র ও তাত্র শব্দের স্থানে যথাক্রমে অশ্ব ও তশ্ব হয়। † যথা—

ব্ৰহ্ম:	ব্ৰহ্মী	ব্ৰহ্ম:	ব্ৰহ্মী
ব্ৰহ্মাতক:	ব্ৰহ্মাতকী		

১৯। রেফ যকারে থাকিলে তাহাদের উভয়ের স্থানে পালিতে প্রায়ই 'রিয়' হয়; অথবা পূর্ব নিয়মানুসারে (১০§১২) ঐ রেফের লোপ হয়। § যথা—

ক্রিয়	ক্রিয়	ক্রিয়	পর্যঙ্ক:	পরিয়ঙ্কী
ব্যয়:	ব্যয়ী	ব্যয়	ক্রিয়	ক্রিয়

* ক্ত=ক্ত, ১, § ৫১।

† ক্ত=ক্ত, ১, § ৩০।

‡ "ব্ৰহ্মাতক্যোর্ব্", প্র. প্র. ১.৫৩। তুল:—ব্ৰহ্ম = ব্ৰহ্মলং,

১. §১৭ টীকা।

§ নিম্ন-উপসর্গের রকারের সহিত যকারের সংযোগ থাকিলে প্রায়ই দ্বিতীয় নিয়মানুসারে কার্য হইতে দেখা যায়। যথা—

নির্যাং	নির্যান	নির্যাংক:	নির্যানিকী
নির্যাস:	নির্যাসী	নির্যাসক:	নির্যাসিকী
নির্যাস:	নির্যাসী	নির্যাসক:	নির্যাসিকী

<u>মার্যা</u>	<u>মরिया</u>	<u>মय्या</u>	<u>পর্যাদানং</u>	<u>পরियाদানং</u>
<u>চর্যা</u>	<u>চरिया</u>		<u>পর্যায়ঃ</u>	<u>পরियाয়ো</u> *
<u>সুর্যঃ</u>	<u>सुरियो</u>		<u>তিরিক্</u>	<u>তিরियो</u>

২০। পদের আদিস্থিত ককার স্থানে প্রায়ঃ 'থ', এবং কখন কখন 'চ' বা 'ছ' হয়। যথা—†

* কিঙ্ক—

<u>পর্যদাহ্বাধুঃ</u>	<u>পথিবদাহ্বাসু</u>
<u>পর্যুপাসতি (উপাস্তে)</u>	<u>পথিবুপাসতি</u>
<u>পর্যস্তঃ</u>	<u>পথিরস্তো</u>

এতাদৃশ স্থলে 'যা' 'রিয়' হইয়া পরে বর্ণবিপর্যায় বশত 'থির' হইয়াছে। ১১৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

পরি-উপসর্গের যোগে 'যা' কেবল নিম্নলিখিত স্থলে 'ব্য' হইতে দেখা যায়; যথা—পর্যেঘণা = পর্যেঘনা।

নিম্নলিখিত স্থলে রকার লকার হইয়া দ্বিৎ প্রাপ্ত হইয়াছে (১১২৬)—

<u>পর্যস্তিক্কা</u>	<u>পল্লস্তিক্কা</u>
<u>পর্যঙ্কঃ</u>	<u>পল্লঙ্কঃ</u>
<u>বিপর্যাস্তঃ</u>	<u>বিপল্লাস্তো</u>

† সংস্কৃতের ✓ কৈ ৩ ✓ কৃপ-মূলক পালি পদগুলির আদিস্থিত ককার স্থানে বকার, এবং মধ্য বা অন্তস্থিত ককার স্থানে ঙ্কার হয়। যথা—

<u>ভাস্</u>	<u>ভাস্</u>	<u>ভাপনং</u>	<u>ভাপনং</u>
	<u>ভাপয়তি</u>	<u>ভাপয়তি</u>	

ख = ख, च = च, छ = छ

तीरं	खीरं	चयः	खयो
त्रियः	खत्तियो	चिपति	खिपति
त्रिन्तिः	खन्ति	चेमः	खेमो

चषः	खषो	छषो	
चुक्षः	चुक्षो	चूक्षो	चुक्षो
चुद्रः	खुद्रो	छुद्रो	(खुड्डो)

२१। पदेर मध्य वा अन्त-स्थित 'कृ'-'ह्या'ने
गणिते कथन कथन 'कृथ,' वा 'छृ' इय। यथा—

च = क्व

दक्षिणः	दक्खिणो	वक्ष्यामि	वक्खामि
रक्षणं	रक्खणं	विचक्षणः	विचक्खणो
अक्षयं	अक्खयं	अन्तरीक्षं	अन्तरीक्खं
वेक्षेपः	विक्खेपो	मक्षिका	मक्खिका
तितिक्षा	तितिक्खा	मोक्षः	मोक्खो

च = क्ख

पक्षः	पक्खो	पक्खो
-------	-------	-------

च = क्ख

विद्यायति	विन्नायति	विद्यापयति	विन्नापयति
विद्यापयेत्	विन्नापेत्थ	विद्यपयितुं	विन्नापेतुं

<u>अक्षि</u>	<u>अच्छि</u>	<u>अक्षि</u>
<u>अक्षः</u>	<u>अच्छी</u>	<u>अक्षी</u> *
तक्षकः	तच्छकी	
तरक्षुः	तरच्छु	
द्वक्षुः	द्वच्छु	

২২। পালিতে পদের আদিস্থিত 'দ্য'-স্থানে 'জ', এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'দ্য'-স্থানে 'জ্জ' হয়। যথা—

द्य = ज

<u>द्यतिः</u>	<u>जति</u>
<u>द्यतिमान्</u>	<u>जतिमा</u>
<u>द्योतकं</u>	<u>जोतकं</u>

द्य = ज्ज

<u>अद्य</u>	<u>अज्ज</u>	अनवद्यं	अनवज्जं
आपद्यते	आपज्जते	<u>विद्यते</u>	<u>विज्जते</u>

* এস্থানে क्ष = ক্স হইয়াছে; আবার স্থলবিশেষে क्ष = ক্স হয়, যথা—
आक्षः = अक्षী ।

কখন কখন পদমধ্যগত ককার স্থানেও খকার হয়। যথা—आद्या आद्या; अक्ष = अक्षु (১. § ৩৭); पक्ष = पक्ष = पक्ष (১. § ৩৮) । पक्ष, এস্থলে ককারের একবারে লোপ হইয়াছে ।

মধ্য	মজ্জা	বিদ্যা	বিজ্ঞা
মধ্য:	মজ্জ	অপরিদ্রু:	অপরিজ্ঞু *

২৩। পালিতে পদের আদিস্থিত 'ধ্য'-স্থানে 'ঝ', এবং মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ধ্য'-স্থানে 'জ্ঞ' হয়। † যথা—

ধ্য = ভ্

ধ্যান	ভ্যান
ধ্যায়তি	ভায়তি
ধ্যায়ী	ভায়ী

ধ্য = জ্ঞ

বুধ্যতে	বুজ্ঞতে	সিধ্যতি	সিজ্ঞতি
---------	---------	---------	---------

* উৎ-উপসর্গের তকার ও পরবর্তী বকার লইয়া যে 'দ্য' হয়, গাঁহর স্থানে 'জ্ঞ' না হইয়া 'য্য' হয়। যথা—

দ্য = য্য

উদ্যান	উদ্যান	উদ্যতি	উদ্যতি
উদ্যোগ:	উদ্যোগী	উদ্যুক্ত	উদ্যুক্ত
উদ্যুত:	উদ্যুত	উদ্যুক্ত:	উদ্যুত
উদ্যান	উদ্যান	উদ্যাম:	উদ্যাম
	উদ্যোগিক	উদ্যোগিক	

† পদের মধ্যে বা অন্তে বর্ণান্তরের সহিত সংযুক্ত বকারের পর বকলা থাকিলে, ঐ 'ধ্য'-স্থানে 'ঝ' না হইয়া 'ঝ' হয়। যথা—

সম্ভ্রা	সম্ভ্রা	সম্ভ্রা:	সম্ভ্রা
---------	---------	----------	---------

विध्यति	विज्झति	कुध्यति	कुज्झति
सुध्यति	सुज्झति	विराध्यति	विरज्झति
मध्यमं	मज्झिमं	<u>वध्यः</u>	<u>वज्झो</u>

२४ । पालिते प्रायश्चै पदेर आदिश्रित 'त्य'-स्थाने 'च', एवं मध्यं च अस्तु-श्रित 'त्य'-स्थाने 'ज्' इय ।* यथा—

त्य = च

<u>त्यागः</u>	<u>चाजो</u>	<u>त्यजति</u>	<u>चजति</u>
	त्यागवान्	चागवा	

त्य = च्

प्रत्ययः	पञ्चयो	नृत्यं	नञ्चं
<u>सृत्युः</u>	<u>मञ्चु</u>	इत्यनेन	इञ्चनेन
<u>अपत्यं</u>	<u>अपञ्चं</u>	सत्यं	सञ्चं
<u>जात्या</u>	<u>जञ्चा</u>	कृत्यं	कञ्चं
अत्ययः	अञ्चयो	अमात्यः	अमञ्चो
अत्यवदातः		अञ्चोदातो †	

* महाकुरूपसिद्धि, १८५. ४१ नू. ज्छेवा ।

† किञ्च अत्ययः = अत्ययो. (२.९१); दातूहः = दातूहो ; अरूप अत्रोप अत्रोत्तर विरल ।

২৫। পালিতে পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'থ্য'-স্থানে 'চ্ছ' হয়। * যথা—

থ্য = চ্ছ

নিপথ্য'

নিপচ্ছ'

তথ্য'

তচ্ছ'

মিত্থা

মিত্ছা

২৬। তবর্গ, গ, হ ও র ভিন্ন অপর কোন ব্যঞ্জন বর্ণের পর যকার থাকিলে, পালিতে প্রায়ই ঐ যকারের লোপ হয়, তৎসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হয়, সম্ভাবিত হইলে যথানিয়মে (১.১১২, টী.) সন্ধি হয় এবং অন্তস্থ ব-স্থানে বর্গীয় ব হয়। যথা—

<u>শক্যতে</u>	<u>সক্কতে</u>	সম্য:	সম্মো
শক্য:	সক্কো	দুম্য:	দুম্মো †
<u>শাক্ষ্যাতং</u>	<u>শাক্কাতং</u>	দম্যতে	দম্মতে
যোগ্য'	য়োগ্য'	রম্যতে	রম্মতে
পশ্যতে	পশ্চতে	<u>বৈপুল্য'</u>	<u>বৈপুল্ল'</u>
মুশ্যতে	মুশ্চতে	কৌশল্য'	কৌসল্ল'
ভীজ্য'	ভীজ্জ'	বিদ্যল্য'	বিসল্ল'

* মহাকল্প সিদ্ধি ১৮ পৃ., ৪১ সূ. দ্রষ্টব্য।

† 'ল্য'-স্থানে পালিতে কখন কখন বিকল্পে 'ল্ল' দেখা যায়। যথা—

শল্ল্য'

শল্ল'

শল্ল্য'

বাজ্যং	বজ্জং	বৃষ্যতি	বিষসতি
অপ্যেवं	অপ্পেवं	বিষ্যতি	বিষসতি
<u>কাব্যং</u>	<u>কব্বং</u> *	<u>শিষ্যঃ</u>	<u>সিষ্সো</u>
মথ্যং	মব্বং	করিষ্যতি	করিষসতি
দাতব্যং	দাতব্বং	তস্য	তস্স
দীব্যতি	দিব্বতি	ঘটস্য	ঘটস্স

২৭। 'হ'-স্থানে পালিতে 'য্' হয়।† যথা—

হ্য = য্

<u>অসহ্যঃ</u>	<u>অস্যহ্যো</u>	মহং	মথং
গুহ্যং	গুহ্যং	মুহ্যতি	মুয্হতি
দহ্যতি	দয্হতি	অসহং	অসয্হং
অবিবাহ্যঃ	অবিবাহ্যো	বুহ্যতি (উহ্যতি)	বুয্হতি § ;

কল্যাণং	কল্লাণং	কল্যাণং
শল্যকঃ	সল্লকো	সল্যকো
কল্যং	কল্লং	কল্যং

* কাব্যং ও পালিতে হয় ; এইরূপ—অপসব্যং = অপসব্যং ; বাক্যং = বাক্যং ; মাধ্যং = মাধ্যং । এস্থলে ঐ নিয়ম খাটে নাহে ।

† কিন্তু পদের আদিস্থিত 'হ'-স্থানে 'হীয' হয় । যথা—হ্যঃ = হীযো = হিযো (১. § ১১) ; হ্যস্তনী = হীযস্তনী । কখন কখন 'হ'-স্থানে 'য' দেখা যায়, যথা—লেহ্যং = লেয্যং ।

§ বিকল্পে 'বুহ্যতি' হয় ; "হবিপরিয়যে লো বা," (১. ৪. ৩)

২৮। পালিতে পদের আদিস্থিত 'ন্য' প্রায়ই 'ঞ', এবং পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ন্য' ও 'ণ্য' 'ঞঞ' হয়। যথা—

ন্য = জ

ন্যায়;

জায়ো *

ন্য = ঙ

ধান্যং	ধঙ্গং	শূন্যং	সুঙ্গং
কন্যা	কঙ্গা	অন্য:	অঙ্গী
কৌণ্ডিন্য:	কৌণ্ডিন্গী	বিহন্যতি	বিহঙ্গতি
	মন্যতি	মঙ্গতি	

ন্য = ঙ

দ্বিরণ্যং	দ্বিরঙ্গং	অরণ্যং	অরণ্গং
	কাণ্যং	কাণ্গং	

২৯। পদের আদিস্থিত 'জ্ঞ'-স্থানে 'ঞ', এবং মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'জ্ঞ'-স্থানে 'ঞঞ' হয়। যথা—

কাত্যায়নের এই সূত্রানুসারে য প্রত্যয় চইলে হকারের স্থান বিপর্যায় হয়, (তুলঃ—১. § ৪১), ও বিকল্পে 'ঘ'-স্থানে 'ণ' হয়। এতদনুসারে 'অসঙ্গঃ' এই পদস্থানে পালিতে 'অসঙ্গী', 'অসঙ্গী' এই উভয় পদই হইতে পারে। স্থানান্তরেও এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের পদ সাধারণত দেখা যায় না।

* কিন্তু, ন্যাসঃ = ন্যাসী ; ন্যায়োঃ = নিয়ৌঘো (১. § ৬০)।

স্ব = জ

<u>স্নাতি:</u>	<u>স্নাতি</u>	<u>স্নান'</u>	<u>স্নাথ'</u>
স্নাতক:	স্নাতকী	স্নাত:	স্নাতী

স্ব = জ

সংস্না	সংস্না	অভিস্না	অভিস্না
<u>পস্না</u>	<u>পস্না</u>	<u>বিস্নান'</u>	<u>বিস্নাথ'</u>
বিস্নমি:	বিস্নমি	বিস্ন:	বিস্না
	<u>স্নাস্না</u>	<u>স্নাস্না #</u>	

৩০। টকার ও তকারের পর কোন বর্ণের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে, তাহাদের স্থানে সেই বর্ণের প্রথম বর্ণ হয়। যথা—

ষট্কার্থ:	ছক্কার্থ †	ষট্‌পদ:	ছপ্‌দী
ষট্‌পস্নায়ত্	ছপ্‌স্নাস	ষট্‌ত্রিংশ:	ছত্রিংশী

* কখন কখন পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'জ'-স্থানে 'ণ' দেখা যায় ;
'জা' ভিন্ন অল্পত এ নিয়ম দেখা যায় না। যথা—

স্ব = য

<u>স্নাস্না</u>	<u>স্নাস্না</u>	<u>স্নাস্নম'</u>	<u>স্নাস্নত'</u>
স্নাস্নমি:	স্নাস্নমি	স্নাস্নমি:	<u>স্নাস্নমি</u> , <u>স্নাস্নমি</u>

তুলনীয়—রাজী = রাণী। আবার কখন 'জ'-স্থানে 'জ' দেখা যায়,
যথা—স্নাস্নান' = স্নাস্নান'।

† কিন্তু, ষট্‌কার্থ: (ষট্‌কার্থ') = ছক্‌কার্থ'; তদ্বিতকল্পের দ্বিতীয় নিয়ম স্ঠবা।

<u>সন্ধার:</u>	<u>সন্ধারো</u>	<u>ইসন্ধারং</u>	<u>ইসন্ধারং</u>
<u>সন্ধেপঃ</u>	<u>সন্ধেপঃ</u>	<u>সন্ধেপঃ</u>	<u>সন্ধেপঃ</u>
<u>সন্ধুস:</u>	<u>সন্ধুরিসো</u>	<u>সন্ধুসলং</u>	<u>সন্ধুসলং</u>
	<u>সন্ধুসলং</u>	<u>সন্ধুসফলং</u> †	

৩১। গকার, ডকার, ও দকারের সহিত কোন বর্ণের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণের যোগ থাকিলে, তাহাদিগের স্থানে ঐ বর্ণের তৃতীয় বর্ণ হয়।* যথা—

<u>সন্ধার:</u>	<u>সন্ধারো</u>	<u>সন্ধুস:</u>	<u>সন্ধুসো</u>
<u>সন্ধে:</u>	<u>সন্ধে</u>	<u>সন্ধে:</u>	<u>সন্ধে</u>
<u>সন্ধু:</u>	<u>সন্ধু</u>	<u>সন্ধুস:</u>	<u>সন্ধুসো</u>
<u>সন্ধু:</u>	<u>সন্ধু</u>	<u>সন্ধু:</u>	<u>সন্ধু</u>
<u>সন্ধু:</u>	<u>সন্ধু</u> †	<u>সন্ধু:</u>	<u>সন্ধু</u> ‡
<u>সন্ধু:</u>	<u>সন্ধু</u>	<u>সন্ধু:</u>	<u>সন্ধু</u> ‡

* ককার সন্ধেও এই নিয়ম; যথা—সন্ধুস: = সন্ধুসো ;

স্বা. প্র. ৩. ১।

† স্বা. প্র. ৩. ১।

‡ কিস্ত, দর্শন = দর্শন। দ্রষ্টব্য—১. ১৫৪।

§ 'বর্ণ' ও 'বিশ' শব্দের বকার অন্তর্ভুক্ত হইলেও, এখানে তাহা বর্ণীয় বলিয়া গণ্য গিয়াছে। পালিতে বকার ও বকারের বিপর্যায় ভূরি-ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্থতি:	উগতি	মহজ্জয়ং	মহব্ভয়ং
<u>উদ্বোধ:</u>	<u>উগ্বোসো</u>	<u>অজ্জতং</u>	<u>অব্ভুতং</u>
মহদ্বঘন:	মহগ্বনো	উজ্জত:	উব্ভূতো
মৌগ্গরিক:	মৌগ্গরিকো	মহ্জ্জল'	মহব্ভলং
<u>মৌগ্গলায়ন:</u>	<u>মৌগ্গলায়নো</u>	<u>ব্জ্জ দং</u>	<u>বুব্ভলং</u> *

৩২। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ঋ' ও 'ঌ'-স্থানে পানিতে 'ট্ঠ' হয়।† যথা—

ঋ = ট্ঠ

তুঋ:	তুট্ঠো	কঋং	কট্ঠং
পুঋ:	পুট্ঠো	অঋ	অট্ঠ
ধুঋ:	ধুট্ঠো	দ্রুঋব্যং	দ্রুট্ঠব্যং
নুঋ:	নুট্ঠো	ইঋকং	ইট্ঠকং ‡

ঌ = ট্ঠ

ষঌ:	ষট্ঠো	শ্ৰেঌ:	শ্ৰেট্ঠো
বাসিঌ:	বাসিট্ঠো	জ্যেঌ:	জ্যেট্ঠো
<u>কনিঌ:</u>	<u>কনিট্ঠো</u>	<u>নেদিঌ:</u>	<u>নেদিট্ঠো</u>

৩৩। পদের আদিস্থিত 'ঋ'-স্থানে 'থ', এবং মধ্য

* Cf. Bubble.

† প্রা. প্র ২. ১।

‡ কখন কখন 'ঐ' স্থানে 'ট্ঠ' দেখা যায়; যথা—অবট্ঠং = অবিট্ঠং।

ও অন্ত-স্থিত 'স্ত'-স্থানে 'থ', ও কখন কখন 'ত'
হয় ।* যথা—

স্ত = য †

স্তম্ভ:	যম্ভো	স্তূপ:	যূপো
স্তম্ভ:	যম্ভো	স্তোকং	যোকং
স্থির:	যিরো	স্থিতি:	যিতি
স্তোন:	যেনো	স্তনয়তি	যনয়তি

স্ত = ত্য ‡

হস্তিন:	হত্যিনো	বস্ত্রীয়তি	বত্বীয়তি
প্রস্তার:	পত্যরো	হস্ত:	হত্যো
প্রস্তাবনা	পত্যাবনা	স্বস্তি	সোত্বি
বিস্তৃতো	বিত্বিতো	অস্তি	অত্বি
আবস্তিক:	সাবত্বিকো	বস্ত্রং	বত্ব্যং
প্রস্তারয়তি	পত্যারয়তি	কপিলবাস্তু:	কপিলবত্ব্য
পর্যস্তিকা	পত্ব্যিকা	প্রাস্ত:	পত্ব্যো

* প্রা. প্র. ৩. ১২।

† কখন কখন আদিস্থিত 'স্ত'-স্থানে 'ছ' দেখা যায়; যথা—

স্তম্ভিতত্বং = স্তম্ভিতত্বং।

‡ কিছু উল্লেখ্য: = উল্লেখ্য, এখানে একটি তকারের লোপ ভিন্ন অপর কোন পরিবর্তন হয় না। আবার 'স্ত'-স্থানে কখন কখন 'ট্ঠ'
দেখা যায়; যথা—পরিবস্ত্ব্য: = পরিবত্ব্ব্যো।

স্ত = ত

অস্ত:	অস্তৌ	<u>দস্তরং</u>	<u>দস্তরী</u>
ভদ্রসুস্তং	ভদ্রসুস্তং	<u>ভ্যস্তুনী</u>	<u>ভীয়ন্তনী</u>

৩৪। পদের আদিস্থিত 'হ'-স্থানে 'থ', ও কখন কখন 'ঠ', * এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'হ'-স্থানে 'থ', ও 'টে' * হয়। যথা—

স্ত = থ

স্ত্যগনং	থগনং	<u>স্ত্যবির:</u>	<u>থেরো</u>
স্ত্যুল:	থুলো	স্ত্যাবর:	থাবরো

স্ত = ঠ

স্ত্যানং	ঠানং	স্ত্যানী	ঠানী
<u>স্ত্যিতি:</u>	<u>ঠিতি</u>	স্ত্যানাস্থানং	ঠানাঠানং
স্ত্যানান্তরং	ঠানান্তরং	স্ত্যানীয়:	ঠানীযো

স্ত = ত্য

দানপ্রস্ত্য:	দানপস্ত্যৌ	<u>অবস্ত্যা</u>	<u>অবস্ত্যা</u>
অবস্ত্যাপনং	অবস্ত্যাপনং	অবস্ত্যানং	অবস্ত্যানং†

* সাধারণত √স্ত্যা নিপ্পন্ন পদসম্বন্ধেই এই নিয়ম দেখা যায়।

† প্রা. প্র. হ. ১। কোন কোন স্থলে আবার 'হ'-স্থানে 'ত' দেখা যায়; যথা—

স্ত = ত

হস্তপ্রস্ত্যং	হস্তপস্ত্যং	<u>মধ্যস্ত্য:</u>	<u>মন্ত্যস্ত্যৌ</u>
---------------	-------------	-------------------	---------------------

স্থ = ঙ

उपस्थापयति	उपहापयति	<u>प्रस्थाय</u>	<u>पहाय</u>
प्रमादस्थान'	पमादहान'	वयःस्थः	वयद्दी
	<u>अस्थि</u>	<u>अष्टि</u>	

৩৫। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ৎস'-স্থানে প্রায়ই 'চ্ছ' হয়। * যথা—

ক্ষ = ক্ষ

<u>मक्ष्यः</u>	<u>मच्छो</u>	<u>वक्षः</u>	<u>वच्छो</u>
<u>वक्षरः</u>	<u>वच्छरो</u>	कुक्षा	कुच्छा
<u>दिक्षति</u>	<u>दिच्छति</u>	<u>जिघक्षा</u>	<u>जिघच्छा</u>
<u>चिकिषति</u>	<u>चिकिष्यति</u>	<u>बीभक्षः</u>	<u>बीभच्छो</u>
	मक्षरी	मच्छरी †	

৩৬। লকারের পর বর্গের (ক) প্রথম বা দ্বিতীয়

* প্রা. প্র. ২. ৪০। পদের আদিস্থিত 'ৎস' স্থানে 'থ' হয়; যথা—
ক্ষথঃ = থথ।

† 'উৎ'-উপসর্গের তকারের পর সকার থাকিলে, ঐ 'ৎস'-স্থানে প্রায়ই 'ন্থ' হয়, এবং অতি অল্প স্থানে 'চ্ছ' হইতে দেখা যায়। যথা—

ক্ষ = ক্ষ

<u>उत्सवः</u>	<u>उत्सवो</u>	<u>उत्सकः</u>	<u>उत्सको</u>
<u>औत्सुक्यं</u>	<u>उत्सुकं</u>	<u>उत्सारथं</u>	<u>उत्सारथं</u>
<u>उत्सिषति</u>	<u>उत्सिषति</u>	<u>उत्सिषति</u>	<u>उत्सিषति</u>

বর্ণ থাকিলে, লকার-স্থানে ঐ বর্ণের প্রথম বর্ণ হয় ;
 (খ) তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ থাকিলে, লকার-স্থানে ঐ বর্ণের
 তৃতীয় বর্ণ হয় ; (গ) এবং এতদ্ভিন্ন লকার যে বর্ণের
 পূর্বে থাকে, লকার-স্থানে সেই বর্ণই হয়, ও তাহা
 হইলে অন্তস্থ ব-স্থানে বর্ণীয় ব হয় । * যথা—

(ক)

उत्था	उत्था	वत्थलं	वत्थलं †
किञ्चल्लकः	किञ्चल्लको	यिल्लं	यिल्लं
कल्लः	कल्लो	जल्लः	जल्लो
	जल्लः	जल्लो	

(খ)

फला	फला	फलानी	फलानी
बलाति	बलाति	पगल्लः	पगल्लो

उत्थमः	उत्थमो	उत्थाहः	उत्थाहो
	उत्थो	उत्थो	

নিম্নলিখিত স্থানে 'ছ' হইয়াছে :—

उत्थहः	उत्थहो	उत्थाहनं	उत्थाहनं
--------	--------	----------	----------

বুল :—'নীলসুকীলসবথো:' প্রা. প্র. ২. ৪২।

* প্রা. প্র. ২. ২।

† কিন্তু, वत्थलं = वार्क (वत्थल = वत्थ = वार्क ১.১১০. টীকা); यत्थलं = यत्থ।

(গ)

বহুমীক:	বহুমীকো	বহুমুকং	বহুমুকং*
জাহ্নম:	জাহ্নমী	জাহ্নমিঞ্চ	জাহ্নমিঞ্চ †

৩৭। লকার ল-ভিন্ন ঙ যে বর্ণের শেষে থাকে, পালিতে ঐ বর্ণে প্রায়ই ইকার যোগ হয়, এবং ঐ বর্ণস্থিত স্বর লকারে যুক্ত হয়। যথা—

ক্লিন্ন:	কিলিন্নো	ক্লান্ন:	কিলান্নো
ক্লোয়:	কিলোসো	ক্লাম্যতি	কিলামতি
ক্লিষ্যতি	কিলিষ্যতি	ক্লাঘা	কিলিঘা

* কখন কখন 'ল্ল' স্থানে 'ম্ব' দেখা যায়; যথা—

ল্ল = ম্বো

গুল্ল:	গুম্বো
নির্গুল্ল:	নির্গুম্বো
শ্রাতুল্লী	শ্রিম্বলী

† 'ল্ল' স্থানে অনেক সময়ে 'ল্ল' দেখা যায়; যথা—(১.৫৩২)

ল্ল = ল্ল

কিঙ্ক	কিঙ্ক:	কিঙ্কো
	পল্ললং	পল্ললং
	খল্লখাট:	খল্লখাটো
	বৈল্ল:	বৈল্লো
	ভুরুবিল্লা	ভুরুবেল্লা

‡ পল্লবং, উল্লাসো, মল্লকো, মল্লিকা, মল্লিকো, মল্লো ইত্যাদি পদে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না।

স্লোক:	সিলোকো	স্লেষা	সিলেসুমা, (সোন্হা)
স্লিষ্টং	সিলিষ্টং	অস্লেষা	অসিলেসা
স্লাদতি	স্হিলাদতি	স্লাদ:	স্হিলাদো
স্লাঘ:	পিলক্কো	স্লাঘ:	পিলবো, (স্লাঘো) *

৩৮। পদের আদি বর্ণে বকার যুক্ত থাকিলে পালিতে প্রায়ই ণ তাহার লোপ হয়। † যথা—

জুল্লতি	জল্লতি	ল্বরতি (তি)	লরতি
ক্কথিতং	কথিতং	স্বীপ:	স্বীপো
ঘজ:	ঘজো	ঘনি:	ঘনি

* এইরূপ—স্লাঘস্মো, স্লাঘো, স্লাঘতি; এখানে পূর্বেক্ত নিয়মে কাজ হয় নাই। নিম্নলিখিত পদগুলি দ্রষ্টব্য :—

অন্হং	অন্হিঃ	(তুল:—৩১পৃ.*টাকা)
স্বীহা	পিহ্বা	
স্লিষ্ট:	সিলক্কো	
স্লাঘতি (তি)	পিলুবতি, স্লাঘতি	
স্লাঘ:	স্লাঘো	

† নিম্নলিখিত প্রভৃতি স্থানে এই নিয়মে কার্য হয় নাই :—

হাপরং	হাপরং
হারং	হারং, (ডুবারং)

‡ 'স্বি'-সংযুক্ত শব্দসমূহের অধিকাংশ স্থানেই সংযুক্ত বকারের লোপ হয় না, অতি অল্প স্থানেই হয়; আবার স্থল বিশেষে ব-স্থানে 'উ,' বা 'উব' হয়; যথা—

স্বিঘরং	স্বিঘরং	স্বিঘ:	স্বিঘো, দিঘো
---------	---------	--------	--------------

<u>ধ্বংসতি</u> (তি)	ধংসতি	<u>ত্বয়া</u>	<u>তয়া</u>
<u>ত্বয়ি</u>	<u>তয়ি</u>	ত্বচ: (ক্)	তচৌ
<u>স্বা</u>	<u>স্বা</u> †	<u>স্বামী</u>	<u>সামী</u>
	ধ্বাঙ্ক:	ধঙ্কী	

৩৯। পদের মধ্যে বা অন্তে কোন বর্ণে বকার যুক্ত থাকিলে, পালিতে তাহার লোপ হয়, এবং যে বর্ণে ঐ বকার যুক্ত থাকে, তাহার দ্বিত্ব হয়, ও সম্ভাবনা থাকিলে সন্ধি হয় (১.১১২ টীকা)। † যথা—

<u>দ্বিরহ:</u>	দ্বিরহো	<u>দ্বিগুণ:</u>	দ্বিগুণো
<u>দ্বিপ:</u>	দ্বিপো	<u>দ্বিতীয়:</u>	দ্বিতীযো
<u>দ্বিজিহ্ব:</u>	দ্বিজিহ্বো	<u>দ্বিবিধ:</u>	দ্বিবিধো
<u>দ্বি</u>	দ্বি, <u>দ্বি</u>	<u>দ্বিরার:</u>	<u>দ্বিরসো</u>

• পদের আদিস্থিত শ ও সকারের পর বকার থাকিলে স্থানে স্থানে তাহার লোপ, ও স্বর্গবিশেষে তাহার স্থানে 'উব' বা 'অব' প্রভৃতি (:১.১৫৭ দ্রষ্টব্য) হয়। নিম্নপ্রদর্শিত উদাহরণে তাহা কতকটা বুঝা যাইবে :—

<u>স্বা</u>	<u>স্বা</u> , <u>স্বানো</u> , <u>স্বানো</u> , <u>স্বানো</u> , <u>স্বানো</u>
<u>স্ব:</u>	<u>স্বি</u> , <u>স্বি</u>
<u>স্বামী</u>	স্বামী, <u>স্বামী</u>
<u>স্বস্তি</u>	<u>স্বস্তি</u> , <u>স্বস্তি</u>
<u>স্বর্গিক:</u>	স্বর্গিকো
<u>স্বর্গ্য</u>	স্বর্গ্য, <u>স্বর্গ্য</u>

† প্রা. প্র. হ. হ.।

পঞ্চাং	পঞ্চাং	পল্ললং	পল্ললং
কিণ্ণ:	কিণ্ণো	বৈশ্বানর:	বৈশ্বানরো
সাপেক্ষত্বং	সাপেক্ষত্বাং	বিশ্বাস:	বিশ্বাসো
একত্বং	একতাং	তপস্বী	তপস্বী
গমকত্বং	গমকতাং	তেজস্বী	তেজস্বী
<u>শ্রাহলং</u>	<u>সহলং</u>	অশ্ব:	অশ্বো
বিদ্বেষ:	বিদ্বেষো	বিশ্বং	বিশ্বাং
বিধ্বংস:	বিধ্বংসো	মনস্বী	মনস্বী
<u>অধ্বা</u>	<u>অধ্বা</u>	রক্ষ:	রক্ষাঃ*

৪০। সন্ধিজাত বকারের বহু স্থলে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। † যথা—

* কিন্তু নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই :—

সরস্বতী	সরস্বতী
<u>বিদ্বান</u>	<u>বিদ্বা</u>
<u>বন্ধুং</u>	<u>বন্ধুং</u>

লক্ষণীয় :—সত্বরং = সত্বরং। মহাদীপ: = মহাদীপো; বরদীপ: = বরদীপো; ইত্যাদি স্থলে ‘হ’ প্রভৃতি বস্তুত পদমধ্যবর্তী হইলেও উক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য হয় নাট; এখানে প্রথমে ‘দীপ’ স্থানে ‘দীপ’ করিগা তাহারপর সমাস করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অত্রত্রও এইরূপ। পিতৃজ্ঞাসা শব্দ পালিতে পিতৃজ্ঞাসা হয়।

† ‘ভ’ ও ‘দ্বান’ (জ্ঞা) প্রত্যয়ের বকারেরও কোন পরিবর্তন হয় না; যথা—মৃত্বা = মৃত্বা, মৃত্বান ইত্যাদি।

স্বল্পঃ	স্বপ্যো	স্বাগতং	স্বাগতং, (সাগতং)
অন্বৈতি	অন্বৈতি	স্বাখ্যাতঃ	স্বাখ্যাতো
ধাত্বন্তস্য	ধাত্বন্তস্ম	অন্বাচয়ঃ	অন্বাচয়ী
	অন্বৈষণা	অন্বৈষণা	*

৪১। হকারের পরবর্তী বকার পালিতে প্রায়ই স্বরহীন হইয়া হকারের পূর্বের গমন করে, এবং হকার পরবর্তী স্বর-যুক্ত হইয়া তাহার পরে থাকে। † যথা—

ঙ্ = ८

জিহ্বা	জিহ্বা	আঙ্হান'	আঙ্হান'
সাহ্‌য়ঃ	সাহ্‌হ্যো	আঙ্হা	আঙ্হা
	সমাহ্‌য়ঃ	সমাহ্‌হ্যো ‡	

৪২। বর্গীয় বকারের পর কোন বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্গ থাকিলে, বকার-স্থানে ঐ বর্গের তৃতীয় বর্গ হয়। § যথা—

* কিস্ত, সমন্বিতঃ	সমন্বিতো
সমন্বাগতঃ	সমন্বাগতো
সমন্বৈষতি (ইষ্যতি)	সমন্বৈষতি

† তুলঃ—১.১২৭।

‡ কিস্ত গঙ্‌রং = গব্‌ধরং ; গঙ্‌রং = গব্‌ধরং = গব্‌ধরং ;

§ = ম, (১.১০০. ৪)।

§ প্রা. প্র. ৩. ৩।

যন্ড:	সহো	কুজ:	কুজো
লুন্ড:	লুহো	লন্ড:	লন্ডো
স্বন্ড:	স্বহো	স্বারন্ড:	স্বারন্ডো

৪৩। পদের আদিস্থিত 'ক্' ও 'স্ব্' এর সকারের লোপ হয়, এবং 'ক'-স্থানে 'খ' হয়। যথা—

ক্ = খ

ক্‌ন্ড:	খন্ডো
ক্‌ন্ড:	খন্ডো *
ক্‌ন্ডাবার:	খন্ডাবারো

ক্ = খ

ক্‌লতি খলতি ক্‌লন্তি খলন্তি

৪৪। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ক্'-স্থানে প্রায়ই 'ক্‌খ', এবং কখন কখন 'ক্‌', ও 'খ' হয়। যথা—

ক্ = ক্‌

প্‌ক্‌লার:	প্‌ক্‌লারো	তিরক্‌লার:	তিরক্‌লারো
প্‌ক্‌লার:	প্‌ক্‌লারো	<u>প্‌ক্‌লন্ডতি</u>	<u>প্‌ক্‌লন্ডতি</u>

* ক্‌ন্ড শব্দের পালিতে খন্ড হওয়াই যুক্তিসঙ্গত; হয় ত প্রাচীন ভুলক্রমে খন্ড হইয়া গিয়াছে। অভিধানগদীপিকা-প্রভৃতি সর্বত্র খন্ড শব্দই দেখা যায়। (Cf. Childers).

प्रस्फन्दनं	पक्वन्दनं	प्रस्फन्दिवा	पक्वन्दिवा
वेदनास्फान्धः	वेदनाक्वन्धो	रूपस्फान्धः	रूपक्वन्धो

स्फ = क

मनस्कारः	मनकारो	नमस्कारः	नमकारो
	संस्कृतं		सकृतं, (संखतं)

स्फ = ख

संस्कारः संखारो संस्कृतं संखतं, (सकृतं) *

४६ । पदेन गद्या वा अलु-श्रित 'क' स्थाने श्ल-
विशेष्ये 'क', वा 'क्थ' इय । यथा—

ष्क = क

निष्केशः	निकेसो	निष्कामी	निकामी
दुष्करं	दुकरं	निष्काहः	निकृहो
निष्कषायः	निकसायो	निष्केशः	निकिलेसो
चतुष्कं	चतुक्	निष्कमः (†)	निकम्भो

ष्क = क्व

निष्कमः	निक्वमो	परिष्कारः	परिक्वारो
पुष्करं	पुक्वरं	शुष्कं	सुक्वं
	नैष्किकः	निक्विको †	

* किञ्च, भास्करः = भाकरो ।

† प्रा. प्र. इ. २ तु ।

৪৬। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'শ্চ' ও 'শ্ছ'-স্থানে প্রায়ই * 'চ্ছ' হয়। † যথা—

শ্চ = চ্ছ

আশ্চর্য্য:	অচ্ছরিয়ং	পশ্চাত্	পচ্ছা
ভাস্কিক:	বিচ্ছিকো	তিরশ্চ: (তির্যক)	তিরচ্ছী
নিশ্চয়:	নিচ্ছয়ো	দুশ্চরিত:	দুচ্ছরিতো
	নিশ্চরতি	নিচ্ছরতি	

শ্ছ = চ্ছ

নিশ্ছল:	নিচ্ছলো	নিশ্ছন্দ:	নিচ্ছন্দী
---------	---------	-----------	-----------

৪৭। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'শ্চ' স্থানে 'চ্ছ' হয়। ‡ যথা—

শ্চ = চ্ছ

অশ্চরা:	অচ্ছরা	লিশ্চতি	লিচ্ছতি
অশ্চরতি	অচ্ছরতি	বীশ্চা	বিচ্ছা §

* নিশ্চিনত: = নিশ্চিন্তো; নিশ্ছল: নিশ্ছলো; এখানে শ্চ = শ্ছ হইয়াছে।

† তুল:—“অ-ত্ম-শ্চা ছ: ;” প্রা. প্র. ২. ৪০।

‡ প্রা. প্র. ২. ৪০।

§ পদের আদিস্থিত 'শ্চ' স্থানে 'চ্ছ' হয়। যথা—শ্চাত: = ছাতো।

৪৮। পদের আদিস্থিত 'স্প' ও 'ফ' প্রায়ই * 'ফ' হয়; এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'স্প', 'ফ' ও 'স্প' স্থলবিশেষে 'ফ' ও 'ফ্' হয়।† যথা—

স্ব = ফ

	<u>স্বয়ং:</u>	<u>ফস্মো</u>	
<u>স্বয়তি</u>	<u>ফসতি</u>	<u>স্বষ্ট:</u>	<u>ফট্টো</u>
স্বন্দ:	ফন্দো	স্বন্দন'	ফন্দন'

স্ক = ফ

<u>স্কটিক:</u>	<u>ফটিকো</u>	স্কুলিঙ্গ'	ফুলিঙ্গ'
স্কোট:	ফটো	<u>স্কটন'</u>	<u>ফটন'</u>

স্ব = প্য ; ষ্য = প্য

বনস্বয়তি:	বনপ্যতি ‡	চতুষ্পদ:	চতুপ্যদো
	<u>বাব্ব:</u>	<u>ব্যপ্যো</u>	

স্ক = প্যক ; ষ্য = প্যক

বিস্কুরতি	বিপ্যকুরতি	বিস্কুলিঙ্গ'	বিপ্যকুলিঙ্গ'
<u>পুষ্ণ'</u>	<u>পুপ্যক'</u>	শষ্য'	সপ্যক'

* স্বৃহা = পিহা; স্বৃহয়তি = পিহেতি; এখানে কেবল সকারের লোপ হইয়াছে।

† প্রা. প্র. হ. হই।

‡ পদের মধ্যস্থিত 'স্ব' স্থানে 'প্যক' দেখা যায় না।

पुष्पितः पुष्पितः *

89। पदेषु आदिस्थित 'प' कथन कथन 'फ' ह्य ।†
यथा—

प = फ

<u>परशुः</u>	<u>फरसु</u>	पुष्पितः	फुष्पितो (पुष्पितो)
पुष्यः	फुस्यो	पशुं का	फस्यु का
<u>परुषः</u>	<u>फुरुषो</u>	<u>पलितः</u>	<u>फलितो</u>

९०। पदान्तुर्गत असंयुक्त ः 'य' कथन कथन 'य' ह्य । यथा—

कार्तिकेयः	कार्तिकेयो	कार्तिकेयो	कार्तिकेयो
वेनतेयः	वेनतेयो	वेनतेयो	वेनतेयो
रोहिणेयः	रोहिणेयो	रोहिणेयो	रोहिणेयो
गङ्गेयः	गङ्गेयो	गङ्गेयो	गङ्गेयो
कापेयः	कापेयो	कापेयो	कापेयो
<u>देयं</u>	<u>देयं</u>	हेयं	हेयं
<u>त्रेयं</u>	<u>त्रेयं</u>	चेयं	चेयं
<u>नेयं</u>	<u>नेयं</u>	<u>त्रेयः</u>	<u>सेयो</u>

* प्रा. प्र. इ. इ५ ।

† "परशु-परिघ-परिखासु फः ;" "पनसेऽपि ;" प्रा. प्र. इ. इ६-३७ ।

‡ असंयुक्त 'य' शाने ह्य ना ; यथा—आलस्यं = आलस्यं, हेतादि ।

॥ ९० "प्रसार्थ = पसारथ्य ; प्रसार्थ = पसारथ्य = पसारथ्य ।

मेयं	मेय्यं	ज्यायः	जेय्यो
स्तेयं	थेय्यं	भूयः	भिय्यो, (भोयो)
नैयायिकः	नेय्यायिको	वेयाकरणः	वेय्याकरणो

५१। पदान्तुर्गत 'ऊ'-स्थाने 'उ' ह्य। यथा—

भुक्तं	भुक्तं	सिक्तं	सिक्तं
रक्तं	रक्तं	युक्तं	युक्तं
भक्तिः	भक्ति	वक्ति	वक्ति
भक्तं	भक्तं	उक्तं	उक्तं
शुक्तिः	शुक्ति	मुक्तिः	मुक्ति
विविक्तं	विविक्तं	विभक्तं	विभक्तं *

५२। पदान्तुर्गत 'क्थ'-स्थाने 'थ' ह्य। † यथा—

क्थ = थ

<u>सिक्थं</u>	<u>सिथं</u>
सक्थ	सथि

५३। पदान्तुर्गत 'क्ष'-स्थाने 'त्' ह्य। यथा—

क्ष = त्त

सप्त	सत्त	<u>तप्तं</u>	<u>तत्तं</u>
------	------	--------------	--------------

* क्विद्ध, शक्तः = सक्को ; प्रतिसुक्तः पतिसुक्को (Cf. Childers).

तुल्यः—प्रा. प. ३. १।

† प्रा. प. ३. १।

দ্বিমং	স্বিসং	দীমং	দিমং
সুমং	সুমং	<u>গুমং</u>	<u>গুমং</u>

৫৪। পদান্তগত 'ক্' 'ধ্' ও 'ক্' স্থানে কখন কখন 'ড্' দেখা যায়। * যথা—

ক্ = ক্, ধ্ = ক্, গ্ধ = ক্

<u>বৃদ্ধি:</u>	<u>বুদ্ধি, বুদ্ধি</u>	<u>বৃহ:</u>	<u>বুদ্ধী</u>
<u>বৃধি:</u>	বৃহী	বর্ধমানো	বুদ্ধমানো
<u>বর্ধয়তি</u>	<u>বুদ্ধি</u> তি	বিদগ্ধতা	বিদুদ্ধতা
	<u>দগ্ধং</u>	<u>দক্</u>	

৫৫। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ঢ' অধিকাংশ স্থলেই 'লুহ্' (ক্হ) হয়। যথা—

ঢ = ক্হ

<u>ক্হ:</u>	ক্হী	বাঢ	বাঙ্হ
<u>আক্হ:</u>	আক্হী	পরিবৃঢ:	পরিবুদ্ধী
<u>ভঙ্ঘাতি:</u>	ভঙ্ঘাঙ্হি	বিঙ্ঘতি:	বিঙ্ঘঙ্হি

* তুল:—১.১৩১। √বৃধ্-নিম্ন পদ ভিন্ন অত্র একরূপ প্রয়োগ অতি অল্পই দেখা যায়, যথা—

<u>বৃহ:</u>	<u>বৃহী</u>	<u>বহ:</u>	<u>বহী</u>
<u>জুধ্</u>	<u>জুধ্</u>	<u>যুধ:</u>	<u>যুধী</u>

ইত্যাদি।

বিরুদ্ধ: বিরুদ্ধো দ্রুতয়তি দৃষ্ণয়তি *
 ৫৬। পদান্তর্গত 'ড' প্রায় সর্বত্রই ল্ (ळ) হয়
 দেখা যায়। যথা—

ड = ङ

বড্‌মি:	বঙ্‌মি	বড্‌বা	বঙ্‌বা
এডক:	এঙকো	এডমুক:	এঙমুকো
গুড়ুচী	গোঙুচী	গরুড:	গরুঙো
জড:	জঙো	কডার:	কঙারো †

৫৭। পদান্তর্গত 'অয়'-স্থানে বিকল্পে 'এ,' এবং
 'অব' স্থানে বিকল্পে 'ও' হয়। যথা—

अय = ए

কারয়তি	কারিতি	চিন্ময়তি	চিন্মেতি
জয়তি	জেতি	নয়তি	নেতি

* মিলিন্দ প্রশ্নের (১১৪৪) সিংহল-সংস্করণে "বাঙবনমলুপ্পবিড়ো"
 স্থানে "বালো" আছে; এখানে বাঙ বা বাল শব্দের সংস্কৃত বাট,
 অতএব ড = ঙ, বা ল হইয়াছে বলিতে হইবে।

† নিম্নলিখিত স্থানে 'ড'কারই পঠিত হয়। যথা—জুডব: = জুডবো ;
জুডমল: = জুডমলো ।

পদের আদিস্থিত 'ড' কখন কখন 'দ' হয়, যথা—ডিডিম: = দেডিমো
 (আ. ১. ২৫৬) ; ডুডুম: = দেডুমো (১. § ৮৭.)

গণয়তি গণেতি

বিকল্পে কারয়তি প্রভৃতি হয় ।*

অব = ঞী (১.১৯৭)

লক্ষণং	লোষণং	যবনকঃ	যোনকী
অঘনতঃ	অণতী	ব্যবহরতি	বোহরতি
	ব্যবহারিকঃ	বোহারিকী	†

৫৮। পদান্তর্গত 'য' কখন কখন লুপ্ত হয়। যথা—

মৌগলায়নঃ	মোগলাণী	মোগলায়নী
কাত্বায়নঃ	কচ্চানী	কচ্চায়নী
তপস্থায়কঃ	তপহ্বাকী	তপহ্বায়কী

৫৯। পদান্তর্গত 'য' স্থানে কখন কখন 'ইয়' হয়।
যথা—

য = ই

সামর্থ্যং	সমর্থিয়ং	সৌম্যং	সৌমিয়ং
কল্প্যঃ	কপিয়ী	দৃশ্যঃ	দৃশিয়ী

* কারেতি প্রভৃতি স্থলে যেমন অব স্থানে এ হইয়াছে, সেইরূপ কখন কখন অযি স্থানেও এ হয়। যথা—অ্যামর্থ্যং = অ্যচ্ছরিয়ং = অ্যচ্ছরিয়ং (১. § ১৯) = অচ্ছেরং (১. § ৪. টীকা দ্রষ্টব্য)।

† এখানে প্রথমে ব্যবহার শব্দ স্থানে বোহার করিয়া তাহার পর তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে :

মত্বা	মতিয়া	রাত্রা	রুতিয়া
<u>জ্যা</u>	<u>জিয়া</u>	মহাব্যঃ	মহগ্বিযো
	পিণ্ড্যালোপঃ	পিণ্ডিয়ালোপো	

৬০। পদের আদিস্থিত 'ব্য' ও 'ন্য়' এর যকার-স্থানে কখন কখন ইকার হয়; এবং স্থলবিশেষে ঐ ইকার দীর্ঘ হয়। যথা —

ব্য = ঘী

ব্যবদাতঃ	বীবদাতো	<u>ব্যতিক্রমঃ</u>	<u>বীতিক্রমো</u>
<u>ব্যতিহারঃ</u>	<u>বীতিহারো</u>	ব্যতিপততি	বীতিপততি
	ব্যতিবৃক্তঃ	বীতিবৃক্তো	

ন্য = নি

ন্যঘোধঃ নিগোধো (১.১২৮),

৬১। পদের আদিস্থিত 'ব্য' এর 'য' কখন কখন লুপ্ত হয়। যথা—

ব্য = ব

ব্যালঃ	বাভো	ব্যঙ্গঃ	বঙ্গো
ব্যায়ামঃ	বায়ামো	ব্যবজ্ঞষ্টঃ	ববজ্ঞষ্টো
	<u>ব্যবস্থাপনং</u>	<u>ববদ্বাপনং</u>	

নিম্নলিখিত স্থলসমূহে লোপ হয় নাই :—

ব্যাকুলঃ	ব্যাকুলো	ব্যাপারঃ	ব্যাপারো
----------	----------	----------	----------

ব্যাপকঃ ব্যাপকৌ ব্যচ্চনং ব্যচ্চনং
 ৬২। পদান্তগতি 'ণ' ও 'ন্ম' স্থানে 'ন্ম' হয়।
 যথা—

য়ম = য্ম

ষয়মাসঃ ছয়্মাসৌ

য়্ম = য্ম

উয়্মার্গঃ উয়্মগৌ উয়্মত্তৌ উয়্মত্তৌ
 উয়্মখঃ উয়্মখৌ উয়্মাদঃ উয়্মাদৌ
 উয়্মূলয়তি উয়্মূলয়তি *

৬৩। সকারের পর নকার থাকিলে, কোন কোন স্থলে 'স' স্থানে 'সি' হয়, এবং নকার পরস্থিত স্বরকে গ্রহণ করে। আবার কখন কখন সকার-স্থানে হকার হয়, এবং নকার হকারের পূর্বের গমন করে; এবং 'স'-স্থানে 'হ' হইলে 'ন'-স্থানে 'ণ' হয়। নিম্নলিখিত পদগুলি লক্ষণীয়—

স্নেহঃ সিনেহৌ, (স্নেহৌ, সেনহৌ)
 নিস্নেহঃ নিসিনেহৌ
স্নানং সিনানং নহানং
 স্নিগ্ধঃ সিনিগ্ধৌ, (নিহৌ)

স্রজা স্রণিসা, স্রজ্জা, (হ্রস্বা)

জ্যোত্স্না জহ্না (দৌমিনা) -

স্রত্‌স্র: ক্রিহ্নো, (সিস্বো, কসিণ্বো) *

৬৪। পদান্তর্গত 'স্র' এর শকার স্থানে হকার, ও ন-স্থানে ণকার বা ঞ্কার হয়; এবং উভয়ের স্থান-বিপর্যয় হয়। যথা—

স্র = হ্র, অথবা হ্র

যুস্মি: পহিহ প্রস্র: পহ্নো

৬৫। পদান্তর্গত 'স্র' এর ষকার প্রায়ই হকার হয়, এবং হকারের সহিত ণকারের স্থান-বিপর্যয় হয়; আবার কখন কখন 'স্র' স্থানে 'সিণ' বা 'সিণ্ণ' হয়। যথা—

স্র = হ্র

স্র = সিণ, বা সিণ্ণ

স্রজ্জা: স্রহ্নো

স্রজ্জাণী স্রহ্নো

স্রজ্জাণীষ স্রহ্নোষ

স্রজ্জা

স্রহ্না

স্রসিণা

* কিছু ভাষ্য: = সিনেহ। প্রাকৃতে স্র, স্রা, স্রা, স্রা, ও স্র স্থানে হ্র হয়। প্র. প্র. ২. ২২।

ক্ৰম্বঃ	ক্ৰব্বহী	কস্মিণী
পাৰ্ব্বিঃ	পব্বি	পাসব্বি *

৬৬। বর্ণের কোন বর্ণ ণ পূর্বে থাকিলে, পরবর্তী 'ন'-স্থানে প্রায়ই পূর্ববর্তী বর্ণের আদেশ হয়, সন্ধির সম্ভাবনা থাকিলে সন্ধি হয়, এবং কখন কখন বা উভয় বর্ণই ভিন্ন ভিন্ন স্বর গ্রহণ করে। যথা—

যজ্জোতি সজ্জোতি সস্কুনতি

* নিম্নলিখিত পদ কয়টি দ্রষ্টব্য :—

স্বহ্বহ	সব্বহ
তীহ্বাঃ	তিক্ষিণ্ণাণী, তিক্বণী, তিব্বহী
অমীহ্বা	অমিক্বণ্ণা, অমিব্বহ

১. §§ ৬৩, ৬৪, ৬৫ ও ৬৮ সূত্র পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ণ, ষ, স এবং স্র এর যথাক্রমে শ, ব ও স স্থানে হ হইয়াছে, এবং ন বা গকারাদির সহিত তাহার স্থানবিপর্যয় হইয়াছে। যথা— চৃশ্বিঃ = পব্বি = পব্বিহ্ব ; উষাঃ = উজ্জী = উজ্জীহ্ব ; অ্যোত্ত্বা = জুত্তা = জুত্তাহ্ব ; অস্মি = অস্মি = অস্মিহ্ব ইত্যাদি। স্কৃমা = স্কৃম্বহ্বা, এখানে পরবর্তী ব-স্থানে হ হইয়াছে, ২৩ পূর্ববর্তী স্কৃ বিলিষ্ট হইয়াছে মাত্র। শকারাদির স্থানে হকার হওয়া জেন্দপ্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাতে সুপ্রসিদ্ধ।

† 'ম'-ভিন্ন ; যথা—

নিম্বঃ নিম্বী নিম্বগা নিম্বগা

অ প্রাকৃতে স্র হয় ; প্র. প্র. ২. ৪৪।

নম্ন:	নম্নো*	শম্নি:	শম্নি, শম্নিনি, গিনি
ভগ্ন:	ভগ্নো	বিগ্ন:	বিগ্নো*
বিলগ্ন:	বিলগ্নো	সপত্ন:	সপত্নো*
উদ্ভিগ্ন:	উদ্ভিগ্নো	রত্ন	রত্নং
নিমগ্ন:	নিমগ্নো	গৃহপত্নো	গৃহপত্নানী
	প্রাপ্নোতি	প্যপ্নোতি,	পাপ্নোতি †

৬৭। পদস্থিত যফলা-স্থানে প্রায়ই 'উম্' ইহাতে
দেখা যায়। যথা—

ম = উম্

রক্তম্	রক্তম্, রক্তম্	সম্	সদুম্
কুটুম্	কুটুমল্	ইধম্	ইধুম্
বলম্	বটম্	শ্লেষা	শিলেসুমা, সেন্দ্বো (১.১৬৮)

* প্রা. প্র. হ. ২।

† যম্ স্থানেও যম্ হয়; যথা—সরম্ = সুরম্।

হকারের পর 'ন' বা 'ণ' থাকিলে তাহাদের স্থান-বিপর্যায় হয়, ও
কখন কখন 'ক্' স্থানে 'হন্' হয়। যথা—

যজ্ঞাতি	গণ্জাতি	পূর্বাঙ্গ:	পূম্ভাঙ্গো
মধ্যাঙ্গ:	মন্মন্ডো	স্বায়াঙ্গ:	স্বায়ন্ডো †
শিঙ্গ	শিন্ধ	জুতে	জুতে

আত্মা	আতুমা, অন্তা*	অত্মা	অসুমা, অন্তা
পদ্ম	পদুমং	সুদ্দমং	সুদ্দুমং
	পদ্ম	পদ্মমং,	পদ্মং

৬৮। শ, ষ, ও সকারে মফলা থাকিলে, পূর্বোক্ত নিয়ম ভিন্ন, (ক) কখন কখন তাহাদের স্থানে 'ম্হ' হয়; (খ) কখন কখন সকারের দ্বিত্ব হইয়া মকারের লোপ হয়; (গ) আবার কখন স্থলবিশেষে † তাহারা অবিকৃতই থাকে। যথা—

(ক) স্ম = ম্হ, ঞ = ম্হ, ঞ্ম = ম্হ

অস্মময়:	অম্হময়ী	অস্মি	অম্হি ‡
স্মীষ:	স্মিহী	স্মাণ	স্মাণ, স্মাণ
স্মেত্মা	সেহী, সিলেসুমী	স্মাকং	স্মাকং ‡

(খ) ঞ্ম = ঞ্ম

অনুস্মরতি

অনুস্মরতি

* এইরূপ—হৃষ্ম = হৃহঁ; উদ্ভান = উভ্বন; (সংস্কৃতে উদ্ভাল শব্দও আছে) প্রা. প্র. ৩.২। আবার প্ৰাণ্মা = প্ৰাণিস্মা; এখানে ম = হুম্ হইয়াছে।

† শ ও ষ স্থানে কেবল সকার হওয়া ভিন্ন।

‡ এতাদৃশ ভূরি উদাহরণের অস্ম নামকরণের পঞ্চমী ও সপ্তমীর রূপাবলী দ্রষ্টব্য।

§ প্রাকৃতে 'স্ম' ও 'স্ম' স্থানে 'ম্হ' (প্রা. প্র. ৩.৩২), এবং 'স্ম' ও কখন কখন 'স্ম' স্থানে 'স্ম' হয়। প্রা. প্র. ৩.২।

অনুস্মৃতিঃ	অনুস্মতি
জাতিস্মরঃ	জাতিস্মরৌ

(গ) স্ম ইত্যাদি অপরিবর্তিত ।

ঘস্মরঃ	ঘস্মরৌ
বেশ্ম	বেস্ম
অশ্মরী	অস্মরী
অশ্মা	অস্মা
রশ্মিঃ	রস্মি *

* নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি দ্রষ্টব্যঃ—

স্মিতং	মিতং, মিহিতং	শ্মশ্রু	মস্মু
স্মরতি	সরতি, সুমরতি	অপস্মারঃ	অপস্মারৌ
স্মৃতিঃ	সৃতি	রশ্মিঃ	রস্মি
স্মশ্রানং	মস্মানং, সুস্মানং (১.১৬৯ গ.)		

এইগুলি আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, এতাদৃশ স্থলে কোথাও কোথাও আদিস্থিত স বা শকারের লোপ হইয়াছে, যথা—অপস্মারঃ = অপস্মারৌ, এস্থলে প্রথমে স্মার = মার হইয়া তাহার পর অপ-যুক্ত হইয়াছে; কোথাও স্থানবিপর্যায় হইয়াছে, যথা—স্মিতং = মিহিতং = মিহিতং (স = হ); রশ্মিঃ = রস্মি = রস্মি; কোথাও বা ১.১৬৭ অনুস্মারে স্ম স্থানে ভম্ব হইয়াছে, যথা—স্মরতি = সুমরতি ।

साधारण क्लेश परिशिष्ट

पालित्ते कथन कथन—

७९ । (क) अ = आ, * यथा—

अलका आलका अलिन्दः आलिन्दो

प्रत्यमित्रः पञ्चामित्तो

(ख) अ = इ, यथा—

चन्द्रमाः चन्द्रिमा राजस्त्री राजित्थि १

(ग) अ = उ, यथा—

असूया उसूया असूयति उसूयति

मतिः मुति सम्भतिः सम्भुति

मत्तं मुत्तं निमज्जति निमज्जति

निमग्गः निमुग्गो पुक्कशः पुक्कसो

अदाचनं कुदाचनं नवतिः नवुति

(घ) अ = ए, यथा—

एकशय्या एकसेय्या फला, फेग्गु

१० । (क) आ = अ, † यथा—

लासिका लसिका

* तुलः—आ = अ ; १.११०. क ।

† राज + इत्थि = राजित्थि ; अक्किक्क (२.११) उट्ठेवा ।

‡ तुलः—अ = आ ; १.११२. क ।

(থ) ঞা = এ, যথা—

মাটকা মেটিকা

✓ ৭১। (ক) ই = ঞ, যথা—

কৌণ্ডিন্য: কোণ্ডিনো দ্বিত্বি(ত্র)জ্ব: দ্বিত্বিকবস্

(থ) ই = উ, যথা—

ইষু: উষু ইষু: উষু

শিশুক: সুসুকো পিচুমন্দ: পুচিমন্দো

(গ) ই = এ, যথা—

অন্নমহিষী অন্নমহেসী ডিণ্ডিম: দেণ্ডিমো

নিষাদ: নেসাদো

(ঘ) ই = ঞো, যথা—

ইন্দ্রাক: ঞোকাকো *

৭২। ই = ঞ, যথা—

কীসীষ কীসজ্জ ২১১১১

৭৩। (ক) উ = ঞ, যথা—

গুব: গব মুকুলং মকুলং, (মুকুলং)

* Childers ও George Turnour (Maháwanso, Index and Glossary, p. 19) মনে করেন সংস্কৃত ইন্দ্রাক হইতেই পাণ্ডি ঞোকাক হইয়াছে। কিন্তু আমার বোধ হয় ঞোকাক হইতে তাহা হইয়াছে।

स्फुरति फरति * फुलति फलति
 वायुः वायो तन्तुवायः तन्तवायो

(थ) उ=इ, यथा—

पुरुषः पुरिसो †
 पौरुषं पौरिसं
 कुटुम्बं कुटिम्बं, (कुटुम्बं)

(ग) उ=ए, यथा—

डुण्डुभः देड्डुभो

* (घ) उ=ओ, यथा—

प्रामुख्यं	पामोक्खं	गुडूची	गोळोची
गुच्छकः	गोच्छको	✓ कुट्टिमः	कोट्टमो
कुट्टकं	कोट्टकं	उट्टः	ओट्टो
पुष्करं	पोक्खरं	पुष्करिणी	पोक्खरणी
गुल्फः	गोप्फो	सुतसं	सोतसं

* तुल्यः—“पर्फरीकं (किप्रलयं) ;” “पर्फरीकादयश्च” (पाणिनि,
 उणादि, ४७८) एहे श्रद्धाश्रमारे √ स्फुर हठेते पर्फर करिमा ईकन्
 श्रुताये पर्फरीक गत जावन करा हय । बाशला ‘फन्-फन्’ ओ ‘फ्रन्-फ्रन्’
 शब्द एहे √ स्फुर हठेतेहे हठेयाछे ।

† श्राद्धतेओ एहे गत हय । “इतुपुखे रोः”, प्रा. प्र. १.२३ ।
 मागधी श्राद्धते पुरिस स्थाने पुल्लिङ्ग हय ।

१४ । (क) ज=झ, यथा—

कूर्परः कपरो

(थ) ज=ञो, यथा—

गुडूची गोळोची

१५ । (क) ए=इ, * यथा—

लङ्गेन्द्रः लङ्गिन्दो लङ्गेश्वर लङ्गिस्सरो

देवेन्द्रः देविन्दो महेन्द्रः महिन्दो

(थ) ए=ओ, यथा—

इषः दोषो

१७ । ओ=उ, यथा—

होत्रं हुत्रं तोत्रं तुत्रं

११ । (क) क=ख, यथा—

कीलः खीलो इन्द्रकीलः इन्द्रखीलो

कुजः खुज्जोर्ग

(थ) क=ग, † यथा—

मूकः मूगो शाकलं सागलं

(ग) क=ट, यथा—

कळोलं टळोलं

* मङ्गिकन्न (१.९१) उ४८५ ।

† “कुजे खः”, प्रा. प्र. २.३४ ।

‡ तुजः—ग=क, १.९१८. क ।

(घ) क=क, यथा—

भिषक् भिसक्को

(ङ) क=य, यथा—

स्वके पुरे सये पुरे

(च) क=व, यथा—

लकुचं लवुजं शुकः सुवो

१८। (क) ग=क, * यथा—

भृङ्गारः भिङ्गारो स्थगनं थकनं

छागलः छाकलो हस्तोपगः हत्यपको †

(थ) ग=घ, यथा—

गृहं घरं गृहिणी घरणी

गृङ्गाटकं सिङ्गाटकं

१९। घ=ङ, यथा—

लघुः लहु प्राघुणः पाहुणो ‡

२०। (क) ञ=ज, † यथा—

लकुचं लवुजं

* तुलः—क=ग, १.१११. थ।

† C. D., p. 21.

‡ “काञ्च पाहण विरहं दाकण” —विद्यापति।

† तुलः—ज=च, १.१८२. क।

(খ) চ=ত, যথা—

চিকিৎসা তিকিচ্ছা

৮১। চ্ছ=স্ম, * যথা—

সমুচ্ছয়ঃ সমুস্ময়ো সমুচ্ছয়তি সমুস্ময়তি

৮২। (ক) জ=চ, † যথা—

প্রাজয়তি পাচেতি ‡

(খ) জ=দ, § যথা—

প্রসেনজিত্ পসেনদি

জিঘক্সা দিগচ্ছা, (জিঘচ্ছা)

জাজ্বল্যতে দাদল্লতে

✓ জ্যোত্স্না দৌসিনা

(গ) জ=য, যথা—

নিজঁ নিয়ঁ

৮৩। (ক) ট=ঠ, যথা—

কণটকঁ কণঠকঁ, (কণটকঁ)

* ১.১৩৫ দ্রষ্টব্য।

† চ=জ, ১.১৮০।

‡ ১.১৬৭ দ্রষ্টব্য। ✓ জ্বল্ অর্থ গতি। বাংলায় রাখালের যষ্টিবাচক 'পাচনী' (সংস্কৃত প্রাজনী) শব্দ এই ধাতু হইতেই উৎপন্ন।

§ সিংহনী ভাষাতেও এই রূপ দেখা যায়। যথা—দুর্জন=দুহন।

(थ) ट=ड, यथा—

लेष्टुः (लोष्टुः) लेड्डु, निघण्टुः निघण्डु,

(ग) ट=ल, यथा—

स्फटिकः फलिको

(घ) ट=ळ, यथा—

आटविकः आळविको खेटः खेळो

पेटा पेट्ठा

८४। (क) ण=न, यथा—

चिरेण चिरेन

(थ) ण=ळ, यथा—

वेणुः वेळु मृणालं मुळालं

८५। (क) तु=ट, * यथा—

✓ प्रति	पटि	✓ घात्तः	घट्टो
वृत्तं	वण्टं	घान्नातकः	घग्खाटको
वर्त्तिः	वट्टि	घनावृत्तं	घनावटं
वर्त्तिका	वट्टिका	व्यावृत्तः	व्यावट्टो
वत्तुलं	वट्टुलं	निर्हत्तः	निहट्टो
वर्त्त	वट्टुमं	✓ क्ततः	कट्टो, (कतो)
✓ विवत्तः	विवट्टो	✓ कौवत्तः	कौवट्टो
	(विवत्तो)		

* "तस्य टः", "पत्तने", "न धूर्त्तादिषु", प्रा. प्र. ३.२२-२४।

হরীতকী হরীটকী *

(থ) ত=থ, যথা—

তুষ: থুসো কুন্ত: কুন্যো †

(গ) ত=দ, ঙ যথা ।

ভত ভহ বিতস্তি: বিদস্তি

পৃষত: পসদো কলন্তক: কলন্দকো

৮৬ । (ক) থ=ট, যথা—

অথ: অটো, (অটো)

(থ) থ=ঠ, যথা—

পৃথিবী পঠবী পন্থি: গণ্ঠি

৮৭ । (ক) হ=ট, যথা—

প্রাডুর্ভাব: প্রাটুর্ভাবী প্রাডুর্ভবতি প্রাটুর্ভবতি†

✓(থ) হ=ড, যথা—

দাহক: ডাহকো দহতি ডহতি

দংস: ডংসো

* উল্লিখিত উদাহরণসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তকারের সহিত বাবহিত বা অব্যবহিত 'র' বা 'ধ' সংযুক্ত থাকিলে স্থানে স্থানে 'ত' 'ট' হয়। অন্তর্ভুক্তি: = অন্তর্ভবতি, অন্তর্ভবন্তি = অন্তর্ভবন্তি, ইত্যাদি স্থলে হয় নাই।

† বিদ্যাসি (বি + √ দ্ভ, লুঙ, মধ্যম, একবচন)।

‡ হ=ত, ১.১৫৭. গ।

(ग) द=त, # यथा—

कुसीदः	कुसीतो	जमदग्निः	जमतग्नि
	खादनाय	क्षातनाय	

(घ) द=य, यथा—

खादितः	खायितो	खादनीयः	सायनीयो
--------	--------	---------	---------

(ङ) द=ळ, यथा—

परिदाहः	परिळाहो	वैदूर्यं	वेळुरियं
बुद्बुदं	बुळ्ळुळं	दोहदः	दोहळो
कोविदारः	कोविळारो	उदारः	उळारो

औदारिकः औळारिको

८८। (क) ध=भ, † यथा—

राजाधिराजः	राजाभिराजो	अधिरोहणे	अभिरोहणं
------------	------------	----------	----------

(ख) ध=ल, यथा—

अहगोधिका	अरगोलिका
----------	----------

(ग) ध=ह, यथा—

साधु	साहु
अत्यादधति (-धाति)	अत्तादधति
अभिअहधति (-धाति)	अभिसहधति

† त=द, १.१८६. ग।

† भ=घ, १.१८७. क।

(घ) घ=ळ्ह, यथा—

वैधकं हेळ्हकं

८९। (क) न=ण, यथा—

सम्पन्नं	सम्पन्नं	अवनतं	श्रीणतं
	विज्ञानं	विज्ञाणं	

(थ) न=ल, * यथा—

एनः एलं

नैनः नेलं

९०। (क) प=क, यथा—

✓ पिपीलकः किपिलको

(थ) प=व, यथा—

पिपासति	पिवासति	कपिः	कवि, (कपि)
कपित्यः	कवित्यो	गोपेन्द्रः	गोविन्दो
	पूपकं	पूवकं	

(ग) प्प=प्फ, यथा—

पिप्पलः	पिप्फलो	पिप्पलो	पिप्फली
---------	---------	---------	---------

९१। फ=फ, † यथा—

कफोणिः	कफोणि	स्फोटयति	पोटेति
--------	-------	----------	--------

* ल=न, १.५२७; ण=ल, १.५२८. थ।

† प=फ, १.५२९।

९२ । (क) ब=प, यथा—

अलावः

अलापु

(ख) ब=भ, यथा—

बुसं

भुसं

(ग) ब=व, यथा—

पिब

पिव

९७ । (क) भ=घ, * यथा—

अभिप्रायः

अधिप्यायो

✓ अभिप्रेतः

अधिप्येतो

(ख) भ=ह, † यथा—

प्रभवति

पहोति §

प्रभवनः

पहवन्तो,

पहोन्तो

प्रभूतः

पहूतो ‡

९८ । (क) य=अ, यथा—

प्रतिसंलयनं

पतिसंज्ञानं

कतिपयाहं

कतिपाहं

(ख) य=इ, यथा—

वग्रहः

तिहो

लयनं

लेनं

(तुलः— १.५५९)

(ग) य=ज, यथा—

गवयः

गवजो, (गवयो)

* घ=भ, १.५८८. क ।

† ह=भ, १.५१००. ख ।

§ सकीर्णकर्म, अव-उपसर्ग ज्ञेयः ।

‡ अपर उदाहरणैरेव अत्र आध्यात्मिकेन भूषात्तुर पदसमूह ज्ञेयः ।

(घ) य=ल, यथा—

यष्टिः लद्धि द्योतयति जोतलति

(ङ) य=व, अथवा व, यथा—

अवश्यायः	ओस्सावो	आयुधं	आवुधं, (आयुधं)
जरायुः	जरावु	जरायुजः	जरावुजो
कण्डूयनं	कण्डुवनं	पूयः (ः)	पुब्बो

१५ । र्=', यथा—

शर्वरी	संवरी	संप्रहर्षयति	संपहंसेति
संप्रहर्षणं	संपहंसनं	विदर्शयति	विदंसेति
समुत्कर्षिकः	समुक्कंसिको	अकार्षुः	अकंसु

✓ १६ । ल=न, * यथा—

ललाटं	नलाटं	लाङ्गलं	नङ्गलं
	देहली	देहनी	

१७ । व=उ, † यथा—

यवमकः	योमको	लवणं	लोणं
-------	-------	------	------

१८ । (क) श=छ, यथा—

शक्तृ	छकं	✓ शावः	छापो
शावकः	छापको	शवः	छवो

* न=ल, १.१४२. क ।

† उष्टेव्यः—१.१५१ ।

(थ) य=ड, यथा—

शाकं डाकं, (शाकं)

२९। (क) ष=छ, * यथा—

<u>षट्</u>	<u>छ</u>	<u>षष्ठः</u>	<u>छट्ठा</u>
षड्दशः	छद्दसो	षड्विंशति	छव्विंसति

✓ (थ) ष=ड, यथा—

✓ आकर्षणं	आकड्डनं	✓ अपकर्षति	आकड्डति
अनुकर्षणं	अनुकड्डनं	अपकर्षति	अपकड्डति

१००। (क) ह=ध, † यथा—

इह	इध	इहलोकः	इधलोको
	विमड्डति (-इति)	विमधति	

✓ (थ) ह=भ, ‡ यथा—

इंही	इभो	<u>मित्तद्रोही</u>	<u>मित्तद्रुभो</u>
	गह्वरं	गम्भरं	

* प्रा. प्र. २. ४१।

† ष=ह, १.१७८. क।

‡ भ=ह, १.१२०. थ।

সন্ধিকল্প

১। স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকিলে, (ক) কখন কখন পূর্ব স্বরের ও (খ) কখন কখন পর স্বরের লোপ হয়। * যথা—

(ক)

নো হি + এতং = নো হিতং, (নো হৈতত্) ।

যস্ম + ইন্দ্রিয়াণি = যস্মিন্দ্রিয়াণি, (যস্যেন্দ্রিয়াণি) ।

মহা + ইচ্ছো = মহিচ্ছো, (মহেচ্ছো) ।

লঙ্কা + ইন্দো = লঙ্কিন্দো, (লঙ্কেন্দ্রঃ) ।

মহা + ঘৌঘো = মহৌঘো, (মহৌঘঃ) ।

মী + অস্মি = মস্মি, (মেস্মি) ।

কতমো + অস্ম = কতমস্ম, (কতমঃ স্যাৎ) ।

সাধু + আবুসো = সাধাবুসো

তুষ্ণী + অস্ম = তুষ্ণস্ম, (তুষ্ণীকঃ স্যাৎ) ।

সীলবন্তো + এত = সীলবন্তেত, (শীলবন্তোঃ) ।

মনসি + ইচ্ছতি = মনসিচ্ছতি, (মনসীচ্ছতি) ।

(খ)

চত্তারো + ইমে = চত্তারোমে, † (চত্বার ইমে) ।

* সাধারণত, পরবর্তী স্বর গুরু হইলে পূর্ববর্তী স্বরের (গুরু হটলেও), এবং পূর্ববর্তী স্বর গুরু হইলে পরবর্তী লঘু স্বরের লোপ হয় ।

† সন্ধি না হইলে চত্তারো ইমে, মোগ্গজানো অস্মি, ইত্যাদি অপরিবর্তিতই থাকে ।

মোগল্লানো + অসি = মোগল্লানোসি, (মৌদ্গল্লায়নোসি) ।

তে + ইমে = তেমে, (ত ইমে) ।

তে + অপি = তেপি, (তেঃপি) ।

সচে + অজ্জ = সচেজ্জ, (সচেদ্য) ।

সজ্জা + ইতি = সজ্জাতি, (সংজ্জতি) ।

তে + অহং = তেহং, (তেঃহং) ।

যো + অহং = যোহং, (যোঃহং) ।

সো + অহং = সোহং, (সোঃহং) ।

ছায়া + ইব = ছায়াব, (ছায়েব) ।

অকতঙ্গু + অসি = অকতঙ্গুসি, (অকতঙ্গোসি) ।

আকাশে + ইব = আকাশেব, (আকাশ ইব) ।

বন্দে + অহং = বন্দেহং, (বন্দেঃহম্) ।

বসল্লো + ইতি = বসল্লোতি, (বসল্ল ইতি) ।

অস্সমণী + অসি = অস্সমণীসি, (অস্সমণ্যসি) ।

* পূর্বে ও পর-স্থিত উভয় স্বরকে লব্ধ হইলে অল্পতর স্বরের লোপ
করিতে দেখা যায় ; যথা—

ইতি + অপি = ইতিপি, ইত্বপি, (ইত্বপি) ।

গচ্ছামি + অহং = গচ্ছামহং, (গচ্ছাম্যহং) ।

দসহি + উপগতং = দসহুপগতং, (দশমিহুপগতং) ।

কিন্মু + ইমা = কিন্মুমা, (কিন্মিমা :) ।

অত্তারি + ইমানি = অত্তারিমানি (অত্তারীমানি) ।

২। সংস্কৃতের ন্যায় কোন কোন স্থলে অকার বা আকারের সহিত পরস্থিত ইকার ও ঙ্কার স্থানে এ, এবং উকার ও ঊকার স্থানে ও হয়। যথা—

অব + হ্রস্ব = অবিস্ব, (অবিত্য)।

অপ + হ্রস্ব = অপিতো (অপিতঃ)।

অপ + হ্রস্ব = অপিক্ষতি, (অপিক্ষতি)।

জিন + ইরিতং = জিনেৱিতং।

মুখ + অদকং = মুখোদকং।

চন্দ + অদ্যো = চন্দোদ্যো, (চন্দ্রোদ্যঃ)।

তীক্ষি + ইমানি = তীক্ষিমানি, (তীক্ষীমানি)।

মাতু + অপভানং = মাতুপভানং, (মাতুরপস্থানং)।

বত + অর্থং = বতর্থং (বতার্থং)।

দস + অপি = দসপি, (দশাপি)।

যদি + ইমস্ব = যদিমস্ব, (যদীমস্ব)।

উভয় স্বরই গুরু হটলে অত্র তর স্বরের লোপ হয় ; যথা—

নে + আগতা = নাগতা, (ত আগতাঃ)।

সীসবন্তো + এত্ব = সীসবন্তেত্ব, (সীসবন্তোঃ)।

এস্থলে পূর্বস্বর নৃপ্ত হইয়াছে।

কথা + এব = কথাব, (কথৈব)।

পাকো + এব = পাকৌব, (পাক এব)।

সখে + অঞ্জ = সখেঞ্জ, (সখেদ্ব্য)।

এস্থলে পরস্বরের লোপ হইয়াছে।

যথা + উদকে = যথোদকে ।

ন + উপতি = নোপতি, (নোপেতি) ।

বন্মুস্স + ইব = বন্মুস্সেব, (বন্মোরিব) । *

৩। অবর্ণ, ইবর্ণ ও উবর্ণের পর যথাক্রমে ঐ সকল বর্ণ থাকিলে সংস্কৃতের ন্যায় কখন কখন উভয়ে মিলিত হইয়া দোর্ঘ হয়। যথা—

তত্র + অয়ং = তত্রায়ং,

বুদ্ধ + অনুস্সতি = বুদ্धानুস্সতি, (বুদ্धानুস্সৃতি:) ।

১) সম্ভাৱা + অস্স = সম্ভাৱাস্স, (সম্ভাৱান্ স্স্যাত্) ।

পরবর্তী স্বর যদি সংযুক্তাক্ষরের পূর্ব বলিয়া গুরু হয়, তবে অধিকাংশ স্থলেই পূর্বস্বর লোপ হইতে দেখা যায়; ইহার ব্যভিচার অল্প স্থলে।
জ্ঞেবা :—

সম্ভাৱা + অস্স = সম্ভাৱাস্স, (সম্ভাৱান্ স্স্যাত্) ।

তথ্হা + অস্স = তথ্হাস্স, (তথ্হা স্স্যাত্) ।

কস্সা + অস্স = কস্সাস্স, (কস্সাদস্স) ।

মা + অস্সং = মাঙ্গং, (মান্যত্)

See T. D., vol. I., p. 4, note 2.

* নিম্নলিখিত স্থানে হয় না; যথা—

যস্স + ইন্দিয়াণি = যস্সিন্দিয়াণি, (যস্সেন্দিয়াণি) ।

তন্ন + ইমে = তন্নিমে, (তন্নেমে) ।

মহ্হা + ইহ্বিকো = মহ্হিহ্বিকো, (মহ্হিহ্বিক:) ।

তথা + উপমং = তথূপমং, (তথোপমং) ।

তেন + উপসস্কমি = তেণুপসস্কমি, (তেণোপসস্কমং) ।

तदा + अयं = तदायं ।

नायक + आचारो = नायकाचारो, (नायकाचारः) ।

२) सम्मन्ति + इध = सम्मन्तीध, (शाम्यन्तीह) ।

यानि + इध = यानीध, (यानीह) ।

५) बहु + उपकारं = बहुपकारं ।

मधु + उदकं = मधूदकं ।

४. १०४ । पूर्व अर नूणं इहेने, परवर्ती दुस अर कथन कथन दीर्घ इय । यथा—

सद्वा + इध = सद्दीध, (अद्देह) ।

तथा + उपमं = तथूपमं, (तथोपमं) ।

अप्यस्सुतो + अयं = अप्यस्सुतायं, (अल्प्यस्सुतोऽयं) ।

दुक्खो + अयं = दुक्खायं, (दुःखोऽयं) ।

इतर + इतरो = इतरीतरो, (इतरेतरः) ।

योपि + अयं = योपायं, (योऽप्ययं) ।

सर्धे + अहं = सचाहं, (सचेदहं) ।

कम्म + उपनिस्सयो = कम्मूपनिस्सयो, (कर्मोपनिस्सयः) ।

रत्ति + उपरतो = रत्तूपरतो, (रात्तुपरतः) ।

तद्वा + उपसम्मन्ति = तदूपसम्मन्ति, (तदोपशाम्यन्ति) ।

निम्नलिखित शब्दान् इय नाहे—

पञ्चहि + उपालि = पञ्चहुपालि, (पञ्चभिरुपाले) ।

নত্যি + অহ্ন = নত্যহ্ন, (নাস্ত্যন্যত্) ।

তত্র/ + হৃদং = তত্রিদং, (তত্রৈদং) ।

৫। পরস্বরের লোপ হইলে পূর্বস্বরও কচিৎ দীর্ঘ হয়। যথা—

স্তু + ইধ = স্তুধ, (স্থিহ) ।

সাধু + ইতি = সাধুতি, (সাধ্বিতি) ।

লোকস্ম + ইতি = লোকস্মাতি, (লোকস্মেতি) ।

দেব + ইতি = দেবতি, (দেবেতি) ।

বি + অতিসারেতি = বীতিসারেতি, (ব্যতিসারয়তি) ।

বি + অতিপততি = বীতিপততি, (ব্যতিপততি) ।

বি + অতিনামেন্তি = বীতিনামেন্তি (ব্যতিনাময়ন্তি)

সংঘাটি + অপি = সংঘাটীপি, (সংঘাটিরপি) ।

জীবিতহেতু + অপি = জীবিতহেতুপি (জীবিতহেতুরপি) ।

বিজ্জু + ইধ = বিজ্জুধ, (বিজ্যুদিহ) ।

কিঁস্তু + ইধ = কিঁস্তুধ, (কিঁস্তুদিহ) ।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই; যথা—

ইতি + অস্ম = ইতিস্ম, (ইত্যস্ম) ।

যস্ম + ইদানি = যস্মদানি, (যস্মেদানী) ।

ইদানি + অপি = ইদানীপি, (ইদানীমপি) । / য়া

চক্খু + ইন্দিয়ং = চক্খুন্দিয়ং, (চক্কুরিন্দিয়ং) ।

৬। স্বরবর্ণ (সাধারণত অকার) পরে থাকিলে

পূর্বস্থিত একার* স্থানে কখন কখন যকার^{= ২} হয়, এবং তাহা হইলে পরবর্তী অকার স্থানে আকার হয়। যথা—

মে + অয়ং = ম্যায়ং, (মেঃয়ং) ।

তে + অহং = ত্যাহং, (তেঃহং) ।

য়ে + অস্ম = য্যাস্ম, (য়েঃস্ম) ।

পব্বতে + অহং = পব্বত্যাহং (পর্বতেঃহং) ।

পব্বতে + অস্ম = পব্বত্যাস্ম, (পর্বতে স্যাৎ) ।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই; যথা—

র্ন + আগতা = নাগতা, (ন্ন আগতা:) ।

তে + অনাগতা = তেনাগতা, (তেঃনাগতা:) ।

৭। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত ওকার ৩ ও

উকার স্থানে ঙ্গ কখন কখন ব্ হয়। যথা— (a : u. Sans)

যাবতকো + অস্ম = যাবতক্স (যাবতক: স্যাৎ)

তাবতকো + অস্ম = তাবতক্স, (তাবতক: স্যাৎ) ।

কো + অথ্যো = ক্বথ্যো, (কোঃথ্য:) ।

যো + অয়ং = য্বায়ং, (য়োঃয়ং) । §

* প্রায়ই তে, মে, ও য়ে পদের একার ।

† সাধারণত ক, খ, য, ঞ তকারের পরস্থিত ওকার; মহাক্রপ-
সিদ্ধি, ৯পৃ. ২০ সূ. ।

‡ উকারের পর অসমান স্বরবর্ণ থাকিলে ।

§ ও স্থানে ব হইলে কখন কখন পরস্থিত অকার আকার হয় ।

সো + অস্স = স্বাস্স, (সোঃস্স) ।

সো + এব = স্বেব, (স এব) ।

যতো + অধিকরণং = যত্বাধিকরণং, (যতোঃধিকরণং) ।

অথ খো + অস্স = অথ খুস্স, (অথ খলু স্সাত্) ।

স্বো + অজ্জ = স্বজ্জ, (স্বল্লভ) ।

দু + আকারো = হাকারো, (হ্যাকারঃ) ।

বত্থু + এব = বত্থেব, (বস্সেব) ।

সু + আগতং = স্বাগতং ।

অনু + এতি = অন্থেতি ।

নত্থু + এব = নত্থেব ।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই ; যথা—

কো + অত্থো = কোত্থো, (কোঃত্থ্যঃ) ।

সো + অয়ং = সোয়ং, (সোঃয়ং) ।

চত্তারো + ইমে = চত্তারোমে, (চত্তার ইমে) ।

হোত্থু + ইতি = হোত্থুতি, (ভবত্থিত্তি) ।

সাধু + আবুসো = সাধাবুসো ।

কিন্তু + ইমা = কিন্তুমা, (কিন্ত্তিমাঃ) ।

সু + আগতং = স্বাগতং (স্বাগতং) ।

৮। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত ইবর্ণ
স্থানে প্রায়ই যকার হয়। যথা—

বি + অজ্জং = অজ্জং ।

- বি + আকতো = ব্যাকতো, (ব্যাক্ততঃ) ।
 বৃষ্টি + অস্ব = বৃষ্যস্ব, * (বৃষ্টিরস্ব) ।
 বৃষ্টি + অনুভূয়তে = বৃষ্যনুভূয়তে, (বৃষ্টিরনুভূয়তে) ।
 অগ্নি + আগারং = অগ্ন্যাগারং, (অগ্ন্যাগারং) ।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই । যথা—

- গচ্ছামি + অহং = গচ্ছামহং, (গচ্ছাম্যহং) ।
 পশ্বহি + অহ্নেহি = পশ্বহ্নেহি, (পশ্বহ্নিহ্নেহি) ।

৯। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্বস্থিত ইবর্ণ স্থানে 'ইয়', এবং উবর্ণ স্থানে 'উব' হয় । যথা—

- তি + অন্তং = তিয়ন্তং, (ত্যন্তং) ।
 তি + অহং = তিয়হং, (ত্রর্ধং) ।
 অগ্নি + আগারি = অগ্নিয়াগারি অগ্ন্যাগারি, (অগ্ন্যাগারি) ।
 পশ্বমী + অত্যে = পশ্বমিয়ত্যে, (পশ্বম্যর্থ্যে) ।
 সত্তমী + অত্যে = সত্তমিয়ত্যে, (সত্তম্যর্থ্যে) ।
বি + অজ্ঞনা = বিয়জ্ঞনা, অজ্ঞনা ।
 বি + অকাসি = বিয়াকাসি, ব্যাকাসি, (ব্যাকার্ষীৎ) ।
 পরি + এসনা = পরিয়েসনা, (পর্যেষণা) ।

* তন্ত্র প্রভৃতির ন্ত্র ভিন্ন তিনটি বর্ণ একত্র হইলে মধ্যস্থিত বর্ণটির গোপ হয় ।

পরি + আদানং = পরিয়াদনং, (পর্যাদানং) ।*

ভিক্খু + আসনে = ভিক্খুवासने, (ভিক্খুवासনে) ।

পুথু + আসনে = পুথুवासने, (পুথুवासने) ।

সযম্মু + আসনে = সযম্মুवासने, (সযম্মুवासने) ।

দু + অঙ্কিকং = দুবঙ্কিকং, (দুবঙ্কিকং) । †

১০। দীর্ঘস্বরের ঃ পরবর্তী 'এব' শব্দের একার

স্থানে বিকল্পে 'রি' হয়, এবং পূর্ব স্বর হ্রস্ব হয়। যথা—

যথা + এব = যথরিব, যথেষ, যথা এব, (যথেষ) ।

তথা + এব = তথরিব, তথেষ, তথা এব, (তথেষ) ।

১১। স্মথোচ্চারণ ও ছন্দোরক্ষার জন্য ব্যঞ্জনবর্ণের

পূর্বস্থিত হ্রস্ব স্বর কখন কখন দীর্ঘ হয়। § যথা—

সম্ম + ধম্মো = সম্মাধম্মো, (সম্মাধম্মো) ।

মুনি + চরে = মুনী চরে, (মুনিচরে) ।

* বি, পরি, ও নি উপসর্গের যোগে এতাবশ্য রূপ বহুল দেখা যায়। লক্ষণীয়ঃ—ইতি + এব = ইত্বেব ।

† স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ববর্তী স্বরের পর বকার আগম হয়। যথা—তি + অঙ্কিলং = তিবঙ্কিলং ; তি + অঙ্কিকং = তিবঙ্কিকং ; "মিগী মন্থাবুদিক্খতি (মন্তো + উদিক্খতি);" প + উচ্চতি = পবুচ্চতি ।

‡ সাধারণত 'যথা' ও 'তথা' শব্দের আকারের পর ।

§ তুলনীয়ঃ—ঐবদিক প্রয়োগ, তিস্ত + ন = তিস্তা নঃ (ঋ. স. ১.

২০. ৬ ; ইত্যাদি) ।

¶ "যুবং গামে মুনী চরে ।" *কি. ১৫*

खन्ति + परमं = खन्ती परमं, * (खान्तिः परमं) ।

जायति + सोको = जायती सोको, † (जायते शोकः) ।

১২। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে ‘সো’ ও ‘এসো’ শব্দের ওকার স্থানে অকার হয়। ‡ যথা—

सो + सीलवा = स सीलवा, (स शीलवान्) ।

सो + पञ्जावा = स पञ्जावा, (स प्रज्ञावान्) ।

एसो + धम्मो = एस धम्मो, (एष धर्मः) ।

কখন কখন আবার হয় না। যথা—

सो + मुनि = सो मुनि, (स मुनिः) ।

एसो + धम्मो = एसो धम्मो, (एष धर्मः) ।

১৩। অনুস্বার যে বর্ণের পূর্বে থাকে, তাহার স্থানে ঐ বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয়; § এবং লকারের পূর্বে থাকিলে তাহার স্থানে লকার হয়। যথা—

तण्डं + करो = तण्डङ्करो, (तण्ड्याकारः) ।

* “खन्ती परमं तपो तितिक्षा ।”

† “कामतो जायती सोको कामतो जायती भयं ।”

‡ कখন कখন स्वरवर्णो परे থাকিলে ‘এসো’ শব্দের ওকার স্থানে অকার হয়; যথা—एसो + अत्थो = एस अत्थो; एसো + आभोगो = एस आभोगो; एसো + इदानि = एस इदानि ।

§ এই নিয়ম স্থানবিশেষে নিতা, এবং স্থানবিশেষে বৈকল্পিক; উল্লিখিত উদাহরণসমূহের তন্ময়ঙ্কর প্রভৃতি চারিটি ও তৎসদৃশ স্থলে

রণং + জহো = রণঞ্জহো ।

সং + ঠিতো = সণ্ঠিতো, (সংস্থিত:) ।

জুতিং + ধরো = জুতিন্দরো, (জুতিধর:) ।

সং + মতো = সম্মতো, (সম্মত:) ।

সং + লাঘো = সম্ভাঘো, (সংলাপ:)

সং + লক্খণং = সমলক্খণং, (সংলক্খণং) ।

পুং + লিঙ্গং = পুল্লিঙ্গং, (পুংলিঙ্গং) ।

১৪ । ‘এব’ শব্দের ‘এ’, এবং ‘হি’ শব্দের ‘হ’ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত অনুস্বার-স্থানে বিকল্পে ‘ঞ’ হয়। যথা—
পঞ্চসং + এব = পঞ্চসঞ্চেব, * পঞ্চসং য়েব, † (প্রত্যাক্ষমেব) ।

তং + এব = তঞ্চেব, তং য়েব, (তদেব, তমেব) ।

এবং + হি = এবহি, এবং হি ।

তং + হি = তহি, তং হি, (তদ্বি, তং বি) ।

‘এব’ ভিন্ন অপর শব্দের ‘এ’ পরে থাকিলে অনুস্বার-স্থানে ‘ঞ’ হয় না। যথা—

এবং + এতং = এবং এতং (এবমেতৎ, এবমেতং)

তাহা নিত্য, এবং অপর স্থানে তাহা বৈকল্পিক; যথা—তং করোতি, তঙ্করোতি; তংখয়ং, তঙ্কয়ং; সংগতো, সঙ্কতো; ইত্যাদি ।

* ‘এব’ পরে অনুস্বার-স্থানে ‘ঞ’ হইলে তাহার দ্বিভ হয় ।

† ‘এব’ পরে পূর্ববর্তী অনুস্বারের স্থানে যেবার ‘ঞ’ হয় না, সেইবার অনুস্বারের পরে ‘ব’ আগম হয় ।

১৫। অনুস্বারের পর যকার থাকিলে উভয়ে
 মিলিত হইয়া বিকল্পে 'ঞঞ' হয়। যথা—
 { সং + যোগঃ = সঙ্যোগো, সংযোগো, (সংযোগঃ) ।
 { সং + যুক্তং = সঙ্যুক্তং, সংযুক্তং, (সংযুক্তং) ।
সং + যোজনং = সঙ্যোজনং, সংযোজনং, (সংযোজনং) ।
সং + যতো = সঙ্যতো, সংযতো, (সংযতঃ) ।
সং + যাচিকায় = সঙ্যাচিকায়, সংযাচিকায়,
 (সংযাচিকয়া) ।

অনুস্বার সর্বনামগত হইলে হয় না। যথা—
একং + যোজনং = একং যোজনং ।

তং + যাতং = তং যাতং, (তদ্যাতং, তং যাতং) ।

১৬। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে (সাধারণত ক্লীবলিঙ্গে
 যৎ, তৎ ও এতৎ শব্দের পরস্থিত) অনুস্বার স্থানে
 বিকল্পে দকার হয়। যথা—

তং + অন্তা = তদন্তা, (তদনাত্মা) ।

যং + অনিচ্ছং = যদনিচ্ছং, (যদনিত্যং) ।

এতং + অঘোচ = এতদঘোচ, (এতদঘোচৎ) ।

অন্যত্র 'ম্' হয়। যথা—

যং + আहु = যমাहु, (যদাহুঃ) ।

ধনং + এব = ধনমিব ।

নিन्दিতুং + অরহতি = নিन्दিতুমরহতি, (নিन्दিতুমর্হতি) ।

১৭। সাধারণত 'ইদম্' শব্দের পদ ও 'এব' পরে থাকিলে পূর্ববর্তী স্বরাস্ত শব্দের পর 'য' আগম হয়। *
যথা—

মা + ইদং = মায়িদং (মেট) ।

ন + ইদং = নয়িদং, (নেট) ।

ন + ইমস্স = নয়িমস্স, (নাস্স) ।

ন + ইমানি = নয়িমানি, (নেমানি) ।

ছ + ইমানি = ছয়িমানি, (ষডিমানি) ।

নব + ইমে = নবয়িমে, (নবেমে) ।

বা + এব = বায়েব, (বৈব) ।

ন + এব = নয়েব, (নৈব) ।

বোধি + এব = বোধি য়েব, (বোধিরেব) ।

তেসু + এব = তেসু য়েব, (তেস্বেব) ।

তে + এব = তে য়েব, (ত এব) ।

সো + এব = সো য়েব, (স এব) ।

১৮। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ববর্তী স্বরস্বরের পর 'ম্' আগম হয়। † যথা—

লঘু + এস্সতি = লঘুমেস্সতি, (লঘুেষ্ঠতি) ।

* পাটি + একং = পাটিয়েকং, (প্রতি + এক + য) ; এখানে অপর শব্দ পরে থাকিলেও হইয়াছে ।

† ছন্দোরক্ষা ও স্মৃতিসংরক্ষণের জন্য ।

गुरु + एस्सति = गुरुमेस्सति, (गुर्वेष्थति) ।

कसा + इव = कसामिव, (कशेव) ।

इध + आहु = इधमाहु, (इहाहुः) ।

गिरि + इव = गिरिमिव, (गिरिरिव) ।

जेय्य + अत्तानं = जेय्यमत्तानं, (जेयात्मानं) ।

एक + एक्कस्स = एकमेकस्स, (एकैकस्य) ।

येन + इध = येनमिध, (येनेह) ।

हायति + एव = हायतिमेव, (हीयत एव) ।

होतु + एव = होतुमेव, (भवत्वैव) ।

आकासे + अभिपूजयि = आकासेमभिपूजयि, (आकाशेऽभ्य-
पूजत्)* ।

१९ । अरवर्ण परे थाकिले कथन कथन पूर्ववर्ती

अररर पर 'द' आग्रस ह्य । यथा—

सम्भा + अज्ञा = सम्भदज्ञा, (सम्यगाज्ञा) ।

सम्भा + अत्यो = सम्भदत्यो, (सम्यगर्थः) ।

सम्भा + एव = सम्भदेव, (सम्यगेव) ।

सम्भा + अक्खातो = सम्भदक्खातो, (सम्यगाक्खातः) ।

मनसा + अज्ञा = मनसादज्ञा, (मनसाज्ञा) ।

* तुलः—“सुमेकः (सु + एकः) ;” अठपथवर्णक, १.६.६.२७ ।

+ ज्ञेयं श्ले सम्भा शब्देन आकारशाने अकार इहेना वाय ।

অন্ত + অর্থ = অন্তদর্থ, * (আত্মার্থ) ।

বহু + এব = বহুর্দেব, (বহুেব) ।

পুন + এব = পুনর্দেব, † (পুনরেব) ।

২০। স্বর পরে থাকিলে ঃ পূর্ববর্তী স্বরের পর কখন কখন 'ন' আগম হয় + যথা—

চিরং + আয়তি = চিরং নাযতি, চিরন্নাযতি, (চিরমায়তি:) ।

দ্বতো + আয়তি = দ্বতো নাযতি, (দ্বত আয়তি:) ।

অবিজ্জা + অহোসি = অবিজ্জা নাহোসি, (অবিজ্জা অমুত) ।

২১। স্বর পরে থাকিলে পূর্ববর্তী স্বরের পর কখন কখন 'ত' আগম হয় । § যথা—

যস্মা + ইধ = যস্মাতিহ, (যস্মাদিহ) ।

তস্মা + ইধ = তস্মাতিহ, (তস্মাদিহ) ।

অজ্জ + অগ্গে = অজ্জর্তগ্গে, (অদ্যায়ে) ।

২২। 'ইব' ও 'এব' শব্দ পরে থাকিলে কখন কখন

* বিকল্পে অন্তর্থ্যং হয় ।

† পুন + এব = পুনরেব, ইহাও হয় । পুন + অপরং = পুনাপরং ।

‡ 'আয়তি' প্রভৃতি শব্দের ;—মহাক্কপসিদ্ধি, ১২-১৩ পৃ. ৩৩ সূ. ।

§ যস্মা, তস্মা ও অজ্জ প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেই এই নিয়ম—মহাক্কপসিদ্ধি ।

ছন্দোরক্ষার জন্য পূর্ববর্তী স্বরের পর রকার আগম হয়।
যথা—

- রাজা + হ্রস্ব = রাজারিব, (রাজেব) ।
 বিজ্জু + হ্রস্ব = বিজ্জুরিব, (বিজ্জুদ্রিব) ।
 আরোগ্যে + হ্রস্ব = আরোগ্যেব, (আরোগ্যে হ্রস্ব) ।
 সাসপো + হ্রস্ব = সাসপোব, (সর্ষপ হ্রস্ব) ।
 সন্ধি + এব = সন্ধিব, (সন্ধিব) ।
 উসমো + হ্রস্ব = উসমোব, (ঋষম হ্রস্ব) । *

২৩। ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ববর্তী
স্বর স্থানে ওকার হয়। যথা—

- পগী + খলু = পগী খলু, (পগী খলু) ।
পর + সহস্রং = পরাসহস্রং, (পর:সহস্রং) ।

২৪। স্বর বা ব্যঞ্জন পরে থাকিলে হ্রস্বোচ্চারণের
জন্য কখন কখন পূর্ববর্তী স্বরের পর অনুস্বার (ং) আগম
হয়। যথা—

- ত + সম্ময়ুতা = তংসম্ময়ুতা, (তস্মম্ময়ুতা) ।
 ত + খণি = তংখণি, (তত্খণি) ।
 ত + সম্ভাবো = তংসম্ভাবো, (তস্ম্ভাবো) ।

* শ্রীকাংশসমূহ যথা—“নকল্পতরাজারিব তারকার্ণ;” “বিজ্জু-
রিবগ্ধকুটে;” “উসমোব;” “আরোগ্যেব সাসপো;” “সাসপোব
আরোগ্য;” “সন্ধিব সমাসেথ ।”

চক্ৰ + উদপাদি = চক্ৰং উদপাদি, (চক্ৰুদপাদি) ।

অব + সিরো = অবসিরো, (অবাক্ষিরা:) ।

যাব + চিধ = যাবচ্চিধ, (যাবচ্চেহ) ।

পুরিম + জাতি = পুরিমংজাতি, (পূৰ্বা জাতি) ।

অনু + থূলানি = অনুথূলানি, (অনুস্থূলানি) ।

পুল্ল + গমা = পুল্লঙ্গমা, (পূৰ্বঙ্গমা) ।

২৫। ছন্দোত্রিকা ও স্থখোচ্চারণের জন্তু কখন

কখন পূর্ববর্তী অনুস্বারের লোপ হয়। যথা—

এবং + অহং = এবাহং, * (এবমহং) ।

কথং + অহং = কথাহং, (কথাহং) ।

কং + অয়ং = ক্বায়ং, (কময়ং) ।

তাসং + অহং = তাসাহং, (তাসামহং) ।

বিদ্বং + অয়ং = বিদ্বনয়ং, (বিদাময়ং) ।

পরিয়সজ্ঞানং + দস্মনং = পরিয়সজ্ঞানদস্মনং

(আর্যসত্যানাং দর্শনং) ।

বুধানং + সাসনং = বুধানসাसनং, (বুধানাং শাসনং) ।

সং + রক্তো = সারক্তো, (সরক্ত:) ।

সং + রাগো = সারাগো, (সরাগ:) ।

সং + রক্ষো = সারক্ষো, (সরক্ষ:) ।

সং + হারো = সাহারো, (সহার:) ।

* বিকল্পে এবমহং হেতুপিও হয়।

— ২৬। অনুস্বারের পরবর্তী স্বরের কখন কখন লোপ হয়। * যথা—

অভিনন্দু + ইতি = অভিনন্দুন্তি, (অভ্যনন্দিষুরিতি)।

কৃতং + ইতি = কতন্তি, (কৃতমিতি)।

কিং + ইতি = কিত্তি, (কিমিতি)।

উত্তমং + ইতি = উত্তমং, (উত্তমমিতি)।

বীজং + ইতি = বীজং, (বীজমিতি)।

চক্রং + ইতি = চক্রং, (চক্রমিতি)।

কলিং + ইতি = কলিং, (কলিমিতি)।

ইদং + অপি = ইদাম্, (ইদমপি)।

উত্তরিং + অপি = উত্তরিম্, (উত্তরমপি)।

দাতুং + অপি = দাতুম্, (দাতুমপি)।

কিং + ইদানি = কিত্তানি, (কিমিদানী)।

হলং + ইদানি = হিত্তানি, (অলমিদানী)

উত্তমং + এব = উত্তমং, (উত্তমমিতি)।

সদিসং + এব = সদিসং, (সদিশমিতি)।

ত্বং + অসি = ত্বাসি, (ত্বমসি)।

বিকল্পে কিমিতি, দাতুমপি ইত্যাদি পদ হয় :

* ইতি, ইতি, অপি, ইদানি, এব, অসি প্রভৃতি ভিন্ন শব্দের স্বর পরে থাকিলে লোপ হয় না ; যথা—অহং + ইতি = অহমিতি ।

২৭। অনুস্বারের পরবর্তী 'অস্স' 'অস্সা' প্রভৃতি শব্দের 'অস্' ভাগের কখন কখন লোপ হয়। যথা—
 एवं + অস্স = एवंস, (এবমস্স)।
 पुष्कं + অস্সা = पुष्कंसा, (পুক্ষমস্সা:)।
 অন্তর্ভুক্ত এবমস্স ইত্যাদি হয়।

নামকল্প

১। বাংলার গ্রাম্য পালিতে দ্বিবচনের পৃথক্ বিভক্তি নাই; তাহার স্থানে বহুবচনের বিভক্তি প্রয়োগ করিতে হয়।

২। নামের উত্তর প্রয়োজ্য বিভক্তিগুলি এই—

	একবচনে	বহুবচনে
প্রথম	সি	যো
দ্বিতীয়া	অং	যো
তৃতীয়া	না	হি
চতুর্থী	স	নং
পঞ্চমী	স্মা	হি
ষষ্ঠী	স	নং
সপ্তমী	স্মি	সু
অষ্টমী	সি	যো

নামবিশেষের পরে এই সকল বিভক্তির কোন কোন-টির বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন হইয়া থাকে।

৩। তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনের বিভক্তি ছি স্থানে বিকল্পে মি হয়; এবং পঞ্চমীর একবচনে মা ও সপ্তমীর একবচনে মি স্থানে বিকল্পে যথাক্রমে ম্বা ও ম্বি হয়।

স্বরান্ত

পুংলিঙ্গ

৪। অকারান্ত ব্রহ্ম শব্দ।

এক.

বহু.

প্র.	ব্রহ্মী	ব্রহ্মা, (ব্রহ্মসে)*
দ্বি.	ব্রহ্মং	ব্রহ্মে, ^{অস্মি} ব্রহ্মে Pst.
ত্ৰ.	ব্রহ্মেণ †	ব্রহ্মেহি, ব্রহ্মেমি
	ব্রহ্মেণ Pst	ব্রহ্মেহি; Pst

* বন্ধনীর অন্তর্গত পদগুলি সাধারণত প্রচলিত নহে।

† কচায়ন “মৌ বা” (২. ১. ৫৪) এই স্বত্রে অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার একবচনে বা বিভক্তির স্থলে বিকল্পে মৌ হয় লিখিয়াছেন; যথা—অম্বো, অম্বলম্বো, মদম্বো, ইত্যাদি। তদনুসারে ব্রহ্ম শব্দের তৃতীয়ার একবচনে ব্রহ্মম্বো পদও হইবে। কখন কখন তৃতীয়ার একবচনে ম্বা দেখা যায়; যথা—ম্বাম্বা, ম্বাম্বা, ইত্যাদি। “মা কাষি মুম্বাম্বা মাং।”

চ.	বুছায় * বুছস্স †	বুছানং
প.	{ বুছা বুছস্সা, বুছস্সহা	বুছেহি, বুছেমি
ফ.	বুছস্স	বুছান
স.	{ বুছে বুছস্সি, বুছস্সিহি	বুছেসু
সম্বো.	বুছ বুছা ঙ্গ	বুছা

৫। ধম্ম (ধর্ম), § সঙ্ঘ, সুগত, নর, সুর, অসুর, উরগ, নাগ, যক্ক (যচ্চ), গম্বল্ল (গম্বল্ব), কিম্বর, মনুস্স (মনুস্স), পিসাচ (পিচ্চাচ), পেত (পেত), ইত্যাদি সমস্ত অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার।

* ক. বৃ. ২. ১. ৫৮; বা. ১১ পৃ. ১।

† কেহ কেহ বলেন বুছ শব্দের চতুর্থীর একবচনে বুছস্স হইবে, অপর কোন শব্দের এরূপ হয় না। T. D. p. 60; না. মা. p. 1.

‡ মহারূপসিদ্ধি ও তাহার টীকায় লিখিত হইয়াছে যে, অকারান্ত শব্দের সম্বোধনের একবচনে উভয় রূপের মধ্যে অনুরবর্তী লোককে সম্বোধন করিতে হইলে প্রথম রূপই ব্যবহার্য। ম. সি. ৩১ পৃ. ৭৪ নং।

§ ঘন্থ শব্দ কখন কখন ক্রীতলিঙ্গে প্রযুক্ত হয়; যথা—“ঘন্থানি সুত্তা”।

৬। ইকারান্ত অগ্নি (অগ্নি) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	অগ্নি <i>অগ্নী Pkt.</i>	অগ্নী <i>অগ্নী Pkt.</i>
	(অগ্নিনি, গিনি)*	অগ্নয়ো, (অগ্নিয়ো)*
দ্বি.	অগ্নি	অগ্নী <u>অগ্নয়ো</u>
ত্ৰ.	অগ্নিনা	অগ্নীহি, অগ্নীমি †
চ.	অগ্নিনো	অগ্নোন
	<u>অগ্নিস্ব</u>	
য.	অগ্নিনা	অগ্নীহি, অগ্নীমি †
	<i>অগ্নীকর-৫-১৫ Pkt.</i> <u>অগ্নিস্বা, অগ্নিস্বা</u>	
ষ.	অগ্নিনো	অগ্নীন
	অগ্নিস্ব	
স.	(অগ্নিনি*)	অগ্নিসু, অগ্নীসু
	<i>অগ্নীকর Pkt.</i> অগ্নিস্মি, অগ্নীহি,	

* কেবল অগ্নি শব্দেরই কখন কখন এইরূপ হয় ।

† ককারনের “স্বল্হিসু চ” (২.১.১৯) এই হ্রস্বস্বরসারে স্ব, ন ও হি বিভক্তিতে পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হইলেও ইকার ও উকার কখন কখন দীর্ঘ হয় না । ম. সি. ৩২ পৃ. ৮৭ সূ. । এতদনুসারে অগ্নীহি, অগ্নীমি এই দুই পদ হয় ।

সম্বোধ

অগ্নি

অগ্নী

অগ্নয়ো, (অগ্নিয়ো)

৭। হসি (ऋषि), মুনি, বোধি, সম্মি, রাসি (রাশি), গিরি, রবি, কবি, অরি, তিমি, জ্যোতি (জ্যোতিস্) সমাধি, প্রভৃতি সমস্ত পুংলিঙ্গ ইকারান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার।

৮। প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে কোন কোন ইকারান্ত শব্দের অন্তে যো না হইয়া নী হয়; যথা—সারমতিনো, সম্মাদিষ্টিনো, মিস্সাদিষ্টিনো, বজিব্রহ্মিনো, অধিপতিনো, জানিপতিনো, ইত্যাদি। কোন কোন শব্দের দুই রকমই হয়; যথা—সেনাপত্যো, সেনাপতিনো; গহ্বপত্যো, গহ্বপতিনো। লক্ষণীয় :—কপ্যো; এখানে ইকার স্থানে অকার হয় নাই; এতাদৃশ প্রয়োগ বিরল। কপ্যো পদও হয়।

৯। হসি (ऋषि) শব্দের সম্বোধনের একবচনে হসে (ऋषে) এই একটি অতিরিক্ত পদ হয়।

মুনি শব্দের সম্বোধনে মুনী পদও দেখা যায়। ষষ্ঠীর একবচনেও মুনী হয়।

১১। আহি শব্দের সপ্তমীর একবচনে এই কয়টি অতিরিক্ত পদ দৃষ্ট হয়; যথা—আহো (আহী), আহু, আহিঁ (অতিবিরল)। কেহ কেহ বলেন আহিনি পদও হয়।

১২। গিরি শব্দের মপ্তমীর একবচনে গিরি ; এবং রংসি (রশ্মি) শব্দের তৃতীয়ার একবচনে রংসি পদ কচিৎ দৃষ্ট হয় ।

১৩। অকারান্ত সখ (ইকারান্ত সখি) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	সখা	সখায়ো সখানো, সখিনো * W 27
দ্বি.	<u>সখারং</u> সখারং সখং†	সখায়ো সখানো সখিনো ‡
ত্ৰ.	সখিনা	সখেহি, সখেभि সখারেহি, সখারেभि
চ.	সখিস্ব সখিনো	সখীনং সখারানং
প.	<u>সখিনা §</u>	সখেহি, সখেभि সখারেহি, সখারেभि

* সখা পদও হয়—C. D., T. D.

† সখারং পদও হয়—F. F.

‡ সখী পদও হয়—F. F.

§ সখারা, সখারস্বা, পদও হয়—C. D., T. D., না. মা. ।

	एक.	बहु.
घ.	सखिस्त्र	सखीनं
	सखिनी	सखारानं
स.	सखे	सखेसु
		सखारिसु
सम्बो.	सख	सखायो
	सखे	सखानो
	सखा	सखिनो
	सखि	
	सखी	

१४ । अकाराख गामनी (गामणी) शब्द ।

	एक.	बहु.
प्र.	गामनी	गामनी
		गामनिनो
द्वि.	गामनीनं	गामनी
	गामनिं	गामनिनो
द्व.	गामनिना	गामनीहि, गामनीभि
च.	गामनिनो	गामनीनं
	गामनिस्त्र	

	এক.	বহু
প.	<u>গামনিমা</u>	গামনৌহি, গামনৌমি
ষ.	গামনিনো গামনিচ্ছ	গামনীনং
স.	গামনিচ্ছি', গামনিচ্ছি	গামনীসু
সম্বো.	গামনি	গামনৌ গামনিনো

১৫। সেনানী, সুধী, ঐভৃতি শব্দের রূপ এই
 অকার। *

১৬। উকারাস্ত্র মিক্বু (মিক্বু) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	মিক্বু PKt ডিগ্বু ৫	মিক্বু ডিগ্বু PKt. ৫
ডি.	মিক্বুং	মিক্বু মিক্বুবো
ঢ.	মিক্বুনা	মিক্বুহি, মিক্বুমি
চ.	মিক্বুনো মিক্বুচ্ছ	মিক্বুনং

* কেহ কেহ বলেন—সেত্বী, সারথী, চক্রবর্তী ও সামী শব্দের
 রূপ এই অকার। T. D. p. 74. ইহা শব্দের রূপ অষ্টেবা।

	এক.	বহু.
ঘ.	ভিক্বুনা ভিক্বুস্মা ভিক্বুস্মা	ভিক্বুহি, ভিক্বুমি
খ.	ভিক্বুনো ভিক্বুস	ভিক্বুন'
স.	ভিক্বুস্মি, ভিক্বুস্মি	ভিক্বুস
সম্বো.	ভিক্বু	ভিক্বু ভিক্ববো ভিক্ববে

১৭। কিতু, মানু, রাহু, সঙ্ঘু (যঙ্ঘু), উচ্ছু (উচ্ছু)
বেলু (বেণু), মম্বু (মৃত্যু), সিন্দু, বন্দু, মেহ, কারু, সেতু,
প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার ।

১৮। হেতু শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে হেতু,
হেতবো, হেতুয়ো এই তিন পদ হয়; কেহ কেহ বলেন হেতুনো
পদও হয় । সপ্তমীর একবচনে হেতৌ পদও হইয়া থাকে ।

১৯। জন্তু শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে
জন্তু, জন্তবো, জন্তুয়ো, ও জন্তুনো এই চারিটি পদ হয় ।

২০। গহ (গৃহ) শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার
বহুবচনে গহু, গরবো, ও গহনো হয় । *

* "ভিক্বুস্মমুত্তিতো নিশ্চ' বো য়োন, হেতু-ব্যাদিতৌ ।

বিমাষা, ন চ বো নো চ অস্ময়মুত্তিতৌ ভবে ॥" ম. সি. ৪৮ প্র. ।

২১। উকারাস্ত অভিমু শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	অভিমু	অভিমু অভিমুবো
দ্বি.	অভিমু'	অভিমু অভিমুবো
ত্ৰ.	অভিমুনা	অভিমুহি, অভিমুমি
চ.	অভিমুনো অভিমুস্ত	অভিমুনং
প.	অভিমুনা	অভিমুহি, অভিমুমি
ষ.	অভিমুনো অভিমুস্ত	অভিমুনং
স.	অভিমুচ্চি', অভিমুন্হি	অভিমুস্ত
সব্বো.	অভিমু	অভিমু অভিমুবো

২২। সয়ম্ভু (সয়ম্ভু), বৈস্বম্ভু (বিশ্বম্ভু) পরাভিমু, প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

২৩। সম্ভম্ভু শব্দের প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সম্বোধনের বহুবচনে সম্ভমুনো এই অতিরিক্ত পদ হয়।

২৪। সম্বম্ভু শব্দের প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সম্বোধনের

বহুবচনে সব্বস্সু, সব্বস্সনো এই দুই পদ হয়; অথত্র অমিসু শব্দের ঞায় রূপ।

২৫। মগ্গস্সু (মার্গস্স), ধম্মস্সু (ধর্মস্স), অতিস্সু (অর্থস্স), কালস্সু (কালস্স), বিস্সু (বিস্স), বিট্টু (বিট্ট), বেদগু (বেদগ), পারগু (পারগ), প্রভৃতি শব্দের রূপ সব্বস্সু শব্দের ঞায়।

২৬। উকারান্ত পিতু (ঋকারান্ত পিত) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	পিতা	পিতরো, (পিতা)
দ্বি.	পিতরং	পিতরো পিতরে
ত্ৰ.	পিতরা *	পিতরেহি, পিতরেমি
	পিতুনা	পিতুহি, পিতুমি
চ.	পিতু	পিতরানং
	পিতুনো	পিতানং
	পিতুস্স	পিতুনং, পিতুস্সং
প.	পিতরা *	পিতরেহি, পিতরেমি
	পিতুনা	পিতুহি, পিতুমি

* মতান্তরে পিত্বা ও পিত্বা পদও হয়। মাতু (মাত) শব্দের রূপ জট্টেবা।

	एक.	बहु.
ब.	पितु	पितरानं
	पितुनो	पितानं
	पितुस्स	पितूनं, पितुस्सं
स.	पितरि	{ पितरिस्स (पितुस्स, पितुस्स
	Pkt. 1) अरुणा	
स.	पित	पितरो
	पिता	

२९। भातु (भाट), जामातु (जामाट) अर्द्धति शब्देर रूप एहे प्रकार।

२८। उकारालु कत्तु (खकारालु कर्त्तु) शब्द।

	एक.	बहु.
प्र.	कत्ता	कत्तारो
द्वि.	कत्तारं	कत्तारो
		कत्तारि
द्वि.	कत्तारा कत्तारो	कत्तारेद्वि, कत्तारिभि
	कत्तुना	
च.	कत्तु	कत्तारानं
	{ कत्तुनो कत्तुस्स	कत्तानं
		(कत्तूनं)

	এক.	বহু.
প.	কত্তারা	কত্তারিহি, কত্তারিभि
খ.	কত্ত	কত্তারান
	কত্তনো	কত্তান
	কত্তুস্স	(কত্তুন)
স.	কত্তরি	কত্তারিসু
		(কত্তুসু)
সম্ব্যো.	কত্ত	কত্তারো
	কত্তা #	

২৯। কখন কখন কত্তু শব্দের অকারান্ত শব্দের
 স্তায় রূপ হয় ; যথা—সল্লকত্তু (শল্লকর্ত) শব্দের প্রথমার
 একবচনে সল্লকত্তো ।

✓ ৩০। সত্যু (শাস্তৃ),† ভস্তু (ভর্তৃ), নেতু (নেত)

* “উড়্বি হি কত্তে অতরমানো গম্ব্বা বেস্বান্নরং বদ ;” এখানে কত্তু
 (কর্তৃ) শব্দের সন্ধোধনে কত্তে হইয়াছে । “তেন হি ভো খত্তে যেন
 সন্ম্যৈথ্যক্সা ব্রাহ্মণ্য্য গহুপতিক্সা তেহুপসঙ্কম ;” এখানে খত্তু (ক্তৃ)
 শব্দের সন্ধোধনের একবচনে খত্তে হইয়াছে ।

† কেহ কেহ সত্যু শব্দের এই কয়টি পদ অধিক দেন—তৃতীয়া ও
 পঞ্চমীর একবচনে সত্যয়া (F. F., C. D.), চতুর্থী ও বহুবচনে
সত্যর্ন (F. F.) । মহারূপসিদ্ধি প্রভৃতিতে ইহাদের কোন উল্লেখ
 নাই ।

মাতৃ (মাতৃ), জতৃ (জতৃ), ছন্তৃ (ছন্তৃ), দাতৃ (দাতৃ),
প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৩১। ওকারান্ত গো শব্দ।

	एक.	बहु.
प्र.	गो	गावो गवो
द्वि.	गावं गवं †	गावो गवो
तृ.	<u>गावं †</u> <u>गावेन</u> गवेन ‡	गोद्वि, गोभि
च.	गावस्म गवस्म	{ गोनं गुन्नं गवं

* দ্বিতীয়া হইতে ষষ্ঠী পর্য্যন্ত সর্বত্রই একবচনে, এবং সপ্তমীর উভয় বচনে গো শব্দ স্থলে গাবে ও গবে আদিষ্ট হয়, এবং তাহাদের রূপ ওকারান্ত শব্দের জায় হয়।

† গবং পদও হয় (T. D.)।

‡ কচিৎ গবো পদ দৃষ্ট হয়।

	এক.	বহু.
প.	গাৱা গাৱস্সা, গাৱস্সহা	গোহি, গোমি *
	গৱা গৱস্সা, গৱস্সহা	
খ.	গাৱস্স গৱস্স	গোম' গুন্ন' গৱং
স.	গাৱে গাৱস্সিঁ, গাৱস্সিহি গৱে গৱস্সিঁ, গৱস্সিহি	গাৱেস্স গৱেস্স গোস্স গৱেস্সিঁ, গৱেস্সিহি
সম্বোধ.	গো	গাৱো গৱো

৩২। গো শব্দস্থানে সর্বত্র বিভক্তিতেই বিকল্পে গোণ আদেশ হয়, এবং তখন তাহার রূপ অকারান্ত শব্দের স্যায়; যথা—গোণী, গোণীয়া; গোণং, গোণে; ইত্যাদি। †

* গৱেহি পদও হয়—C. D. ~~গৱেহি~~ — also ~~গৱেহি~~।

† কচ্চায়নবৃত্তি-মতে (২. ১. ২৯) গোণ অকারান্ত; মহারূপসিদ্ধি-মতে গোম নকারান্ত।

বিকল্পে গু ও গবয আদেশও হয়। * গো শব্দের জ্বীলিঙ্গে গাবী হয়, ইহার রূপ জ্বীলিঙ্গ ঙ্কারান্ত স্ত্রী শব্দের আয়। † গো শব্দ জ্বীলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার রূপ ঠিক পুংলিঙ্গের আয়। ‡

জ্বীলিঙ্গ

৩৩। আকারান্ত কল্প (কন্যা) শব্দ।

	एक.	बहु.
प्र.	कञ्जा	कञ्जा <u>कञ्जायो</u>
द्वि.	कञ्जं	कञ्जा <u>कञ्जायो</u>
द्वि.	कञ्जाय	कञ्जाहि, कञ्जाभि

* जः—क. वृ. २.१.३० ; एখানে गुम ও गवयेहि এই দুইটি পদ ঐদন্ত হইয়াছে।

† म. सि. ५८ पृ. १८२ अ.।

‡ “तस्य पुल्लिङ्गे गोसहस्रै व रूपनयो”—म. सि. ६१. छ.

“आकारन्तं इ त्यजिङ्गं गोसहोति विभावये।

गोसहस्रै व पुल्लिङ्गे रूपमस्याहु केचन ॥”

उद्देवा—०.१.५३, टीका, १११ पृ.।

	এক.	বহু.
চ.	কস্সায়	কস্সান'
প.	কস্সায়	কস্সাহি, কস্সাভি
ঘ.	কস্সায়	কস্সান'
স.	কস্সায় কস্সায়ং	কস্সাসু
সম্বো.	কস্সে	কস্সা কস্সায়ো

৩৪। সস্সা (অস্সা), মেধা, পস্সা (প্রস্সা), তস্সা (তস্সা), বিস্সা (বিদ্যা), পুস্সা (পুস্সা), চিন্তা, নিস্সা (নিস্সা), * ইত্যাদি সমস্ত স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার।

৩৫। পালিতে অস্সা, অস্সা, অস্সা ও তাতা (তাত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে) এই চারিটি শব্দ মাতৃবাচী। ইহাদের সম্বোধনে আকার-স্থানে একার হয় না; যথা—ভোতি অস্সা, ভোতি অস্সা, ভোতি অস্সা, ভোতি তাতা। কখন কখন তাহাদের সম্বোধনে যথাক্রমে এই পদগুলি হয়—অস্স, অস্স, অস্স, তাত। কেহ কেহ বলেন ভোতি শব্দ

* “নিস্সে অস্সোব ভাস্সতি”—ইত্যাদি স্থলে নিস্সা শব্দের সপ্তমীর একবচনে নিস্সে পদও দেখা যায়। সংস্কৃত পরিঘট শব্দ পালিতে পরিঘা হয়। এই পরিঘা শব্দের স. এক. পরিঘতি পদ অতিরিক্ত দেখা যায়।

পূর্বে না থাকিলেই শেযোক্ত রূপগুলি হয়। প্রথমোক্ত পদসমূহ ভীতি শব্দ পূর্বে না থাকিলেও হয়।

৩৬। সংস্কৃত ঔকারান্ত নী শব্দ-স্থানে পালিতে নাবা হয়; অতএব ইহার রূপ কল্পা শব্দের ন্যায়।

৩৭। ইকারান্ত রক্তি (রাক্তি) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	রক্তি	রক্তি রক্তিয়ো, ৫৫৩৪
দ্বি.	রক্তিং	রক্তি রক্তিয়ো, ৫৫৩৪
ত্ৰ.	রক্তিয়া ৩	রক্তিহি, রক্তিমি
চ.	রক্তিয়া ৪	রক্তিীন
প.	রক্তিয়া ৫	রক্তিহি, রক্তিমি
ষ.	রক্তিয়া ৬	রক্তিীন
স.	রক্তিয়া ৭ রক্তিয়ং, ৫৫৩৪	রক্তিিসুং
সম্বো.	রক্তি	রক্তি রক্তিয়ো, ৫৫৩৪-১

এই সাধারণ রূপ ভিন্ন রক্তি শব্দের কয়েকটি বিশেষ রূপ আছে। যথা—প্র. দ্বি. সম্বো. বহু. রক্তিো; ত্ৰ. চ. প.

ঘ. স. এক. রত্না ; * এবং স. এক. রত্নং, রত্নি, ও রত্নৌ
পদ হয় ।

৩৮। সংস্কৃত ক্তি প্রত্যয়ান্ত যুক্তি (যুক্তি) প্রভৃতি
শব্দ, রত্নি (রত্নি), নন্দি, সন্দি, ভূমি, † পালি,
যুবতি, ধূলি প্রভৃতি ইকারান্ত জ্বীলিঙ্গ শব্দের রত্নি
শব্দের সাধারণ রূপের ঞায় রূপ হয় ।

৩৯। জাতি ও বোধি শব্দের রূপও এই প্রকার,
তবে কিছু বিশেষ আছে । যথা, জাতি শব্দ—প্র. দ্বি.
সম্বো. বহু. জত্থো, জত্থৌ ; হ. চ. প. ঘ. স. এক. জত্থা,
জত্থা; স. এক. জত্থং, জত্থং । বোধি শব্দ—প্র. দ্বি. সম্বো.
বহু. বোজ্জা ; ‡ দ্বি. এক. বোধিয়ং ; হ. প. এক. বোজ্জা ;
এবং স. এক. বোজ্জা । উভয়েরই এই সকল অতিরিক্ত
প্রদ কখন কখন দৃষ্ট হয় ।

* মহারূপসিদ্ধিতে (৫৬ পৃ. ১৮৫-১৮৬ নং.) রত্না আছে ; রত্নি + অ্যা
= রত্না ; কিন্তু অন্ত, তন্ত্র প্রভৃতি শব্দের ন্ত ভিন্ন পালিতে তিনটি
বর্ণ একত্র সংযুক্ত থাকে না, এই নিয়মাত্মসারে একটি তকারের লোপ
হওয়ার রত্না পদ হয় ; এবং তাহার পর ১.১১২৪ অনুসারে এখানে
আর রত্না হয় না ।

† “ভূম্বা স পতিতং পাসং গীবাথ পটিমুস্বতি”—ইত্যাদি প্রয়োগে
ভূম্বি শব্দের সপ্তমীর একবচনে ভূম্বা পদ দেখা যায় ।

‡ বোজ্জা = বোজ্জা. ছা = জ্ঞ. ১. ১২০ ।

৪০। ঙ্গেকারাস্ত্র নদী শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	নদী	নদী নদियो নজ্জো †
দ্ব.	নদিং (ঙ্গে) (নদিয়ং)	নদী নদियो নজ্জো
তৃত.	নদিয়া	নদীহি, নদীমি
চ.	নজ্জা † of ১৬ forms ১৩৩ঃ নদিয়া	নদীন'
প.	নদিয়া } নজ্জা } <i>১৩৩-১৩৪-১৩৫-১৩৬-১৩৭-১৩৮-১৩৯-১৪০-১৪১-১৪২-১৪৩-১৪৪-১৪৫-১৪৬-১৪৭-১৪৮-১৪৯-১৫০-১৫১-১৫২-১৫৩-১৫৪-১৫৫-১৫৬-১৫৭-১৫৮-১৫৯-১৬০-১৬১-১৬২-১৬৩-১৬৪-১৬৫-১৬৬-১৬৭-১৬৮-১৬৯-১৭০-১৭১-১৭২-১৭৩-১৭৪-১৭৫-১৭৬-১৭৭-১৭৮-১৭৯-১৮০-১৮১-১৮২-১৮৩-১৮৪-১৮৫-১৮৬-১৮৭-১৮৮-১৮৯-১৯০-১৯১-১৯২-১৯৩-১৯৪-১৯৫-১৯৬-১৯৭-১৯৮-১৯৯-২০০</i>	নদীহি, নদীমি নজ্জা } <i>প্ত.</i>
ষ.	নদিয়া নজ্জা	নদীন' ‡

* নদ্যো = নজ্জো, দ্য = জ্জ, ১.১ ২২।

† কেহ কেহ বলেন তৃত. চ. প. ষ. ও স. এক. নদ্যা, এবং স. এক. নদ্য' পদও হয়।—F. F., C. D.

‡ কখন কখন বঙ্গীর বহুবচনে নদীযান' পদও পৃষ্ট হয়।—C. D.

	এক.	বহু.
স.	নদিয়া	নদীসু
	নজ্জা	
	নজ্জং	
সম্বো.	<u>নদি</u>	নদী নদিয়ো নজ্জো

৪১। মছী, বেতরণী (বৈতরণী), বাপী, পাটলো, কাদলী, ঘটী, নারো, জুমারী, তরুণী প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৪২। ব্রাহ্মণী প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের বক্ষ্যমাণ অতিরিক্ত রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা, ব্রাহ্মণী শব্দ—
 প্র. দ্বি. সম্বো. বহু. ব্রাহ্মণ্যো, ত. চ. প. ষ. স. এক. ব্রাহ্মণ্যা, এবং স. এক. ব্রাহ্মণ্যং হয়, (অর্থাৎ ১.১২৮ অনুসারে স্য এখানে ঙ্গ হয় না)। এইরূপ দাসী শব্দ—
 প্র. দ্বি. সম্বো. বহু. দাস্যো, ত. চ. প. ষ. স. এক. দাস্যা, এবং স. এক. দাস্যং হয় (অর্থাৎ ১.১২৬ অনুসারে স্য এখানে ঙ্গ হয় না; দ্রষ্টব্য ১.১১১)।

৪৩। পোক্করিনী (পুস্করিনী) শব্দ—প্র. এক. পোক্করণী, বহু. পোক্করণী, পোক্করণিয়ো, পোক্করম্মো (পোক্ক-
রম্মো = পোক্করম্মো, স্য = ঙ্গ, ১.১২৮); ইত্যাদি নদীবৎ।

४४ । ऐकारलु इत्यी (स्त्री) शब्द ।

	एक.	बहु.
प्र.	इत्यी	इत्थी इत्थियो
द्वि.	इत्थियं इत्थिं	इत्थी इत्थियो
तृ.	इत्थिया	इत्थोहि, इत्थीभि
च.	इत्थिया	इत्थीनं
प.	इत्थिया	इत्थीहि, इत्थीभि
ष.	इत्थिया	इत्थीनं
स.	इत्थिया	इत्थीसु
सम्बो.	इत्थि <i>इत्थी इत्थी</i>	इत्थी इत्थियो

४६ । संस्कृत स्त्री शब्द पानिते इत्थी* ७ थो रूपे पठित ह्य । थो शब्देर रूप यथा—प्र. एक. थो, बहु. थियो ; तृ. च. प. ष. एक. थियं (†), च. ष. बहु. थोनं ; स. बहु. थिसु ; सम्बो. थि, थियो । अत्ररूप रूप देखा याय ना । †

४७ । पुठवी (पृथिवी), गावी, गुणवन्ती गुणवती,

* समासश्ले कथन कथन इत्थ हेकार ह्य ; यथा—इत्थिभावो. (स्त्रीभावः), इत्थिपुरिससहो (स्त्रीपुरसशब्दः) हेतादि ।

† F. F., Childers.

জুলবতী, শ্রীলবতী, যসবতী, মহন্তী মহতী, ভোতী (ভবতী), ভিক্বনী, মাতুলানী, পথ্যকানী, মহপতানী, রাজিনী, দণ্ডিনী, যক্বিনী, সীহিনী, ইত্যাদি শব্দের রূপ স্ত্রী শব্দের রূপের গায় । *

৪৭ । উকারান্ত যাগু (উকারান্ত যব্বাগু) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	যাগু	যাগু যাগুযো
দ্বি.	যাগুং	যাগু যাগুযো

* পালিতে জ্বীলিক্ আকারান্ত, হৈকারান্ত, ঞ্জৈকারান্ত, উকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের পর সপ্তমীতে নামের উত্তর প্রযোজ্য স্ত্রী বিভক্তি (৩.১২) স্বরূপত প্রযুক্ত না হইলেও, কখনো কখনো তাহা দেখা যায় । যথা— বলাকযোনি শব্দের স. এক. বলাকযোনিহি ; ক্বাসাবতী শব্দের স. এক. ক্বাসাবতিহি । বৈয়াকরণগণ বলেন :—

“গাথায়’ শুস্মিথে চাপি না-স-স্মাদি সরূপতো ।

নাকারান্ত-হবস্মান্তি-হত্যোহি পরতো গতা ॥

হি-সহো পন গাথায়’ হবস্মন্তিত্বিভি সছ ।

যাতো পরন্তমেতস্ব পযোগানি ভবন্তি হি ॥

যথা বলাকযোনিহি ন বিজ্জতি পুমো যদা ।

ক্বাসাবতিহি নগরে রাজা স্মাসী মহীপতি ॥”

	एक.	बहु.
ढ.	यागुया	यागूहि, यागूभि
च.	यागुया	यागूनं
प.	यागुया	यागूहि, यागूभि
ष.	यागुया	यागूनं
स.	यागुया यागुयं	यागूसु
सम्बो.	यागु	यागू यागुयो

४८ । धातु, * धेनु, दद् (दद्रु), कण्डु (कण्डु),
कच्छु, कणेर (करेणु), पियङ्गु (प्रियङ्गु), सस्सु (श्वस्सु),
अङ्गुति शब्दर रूप अङ्गुकार ।

४९ । उकाराञ्च वधू शब्द । †

	एक.	बहु.
प्र.	वधू	वधू वधुयो

* “धातु-सहो जिनमते इत्यिज्जत्तने मतो ।

सत्थे पुत्तिङ्गभावस्सिं कञ्जायनमते हिसु ॥”

† दीर्घ उकाराञ्च शब्दर रूप ठिक उकाराञ्च शब्दर छात्र, केवल
अथमार एकवचने अञ्चाञ्चर दीर्घ थाके ।

	एक.	बहु.
द्वि.	वधुं	वधु वधुयो
तृ.	वधुया	वधूहि, वधूभि
च.	वधुया	वधूनं
प.	वधुया	वधूहि, वधूभि
ष.	वधुया	वधूनं
स.	वधुया वधुयं	वधूसु
सम्बो.	वधु	वधु वधुयो

५० । जम्बू, सरभू, सरबू, सुतनू, चमू, वामोरू,
नागनासोरू, अङ्गति शब्दर रूप एहे अकार ।

५१ । उकाराख मातु (अकाराख मातु) शब्द ।

	एक.	बहु.
प्र.	माता	माता मातरो
द्वि.	मातरं	माता मातरे

द.	मातरा मातुया मत्या *	मातरेहि, मातरेभि मातूहि, मातूभि
च.	मातु मातुया मत्या मातुस्स	मातानं मातूनं † मातूस्स मातरानं
प.	मातरा मातुया मत्या	मातरेहि, मातरेभि मातूहि, मातूभि
ष.	मातु मातुया मत्या मातुस्स	मातानं मातूनं † मातूस्स मातरानं
स.	मातरि । मातुया २ मत्या ३ मातुयं, मत्वं ४	मातूस्स मातरेस्स

Handwritten notes in the left margin, including a large '2' and some illegible scribbles.

* केह केह मत्या पंन ह्याने मात्या पाठि करेन, न. जि. ; T. D. ;
C. D. ; Childers. "मत्या च पेट्या च कतं सुसाधु ।"
† केह केह मातुस्स एहे अधिक पंन पेन ; जहेवा—पिट भव ।

	एक.	बहु
सम्बो.	मात	माता
	माता	मातरौ *

৫২। दुहितु (दुहित्ठ) শব্দের রূপও এই প্রকার ; যথা প্র. এক. দুহিতা, बहु. দুহিতা, দুহিতরো ; ইত্যাদি। পালিতে दुहितु শব্দ প্রায় धीतु রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহারও রূপ मातु শব্দের या, किঞ্চিৎ বিশেষ আছে। যথা—

	५३।	धीतु (दुहित्ठ) शब्द।
	एक.	बहु
प्र.	धीता	धीता, धीतरौ
द्वि.	धीतरं	धीतरौ
	धीतं	धीतरे
द्व.	धीतरा	धीतरेद्वि, धीतरेभि
	धितुया	धीतूद्वि, धीतूभि
च.	धीतु	धीतानं
	धीतुया	धीतूनं
		धीतरानं

* সমাসে পূর্ক্বস্থিত मातु শব্দ স্থানে পালিতে कथन कथन मातु, माति, वा मत्ति হয়। যথা—माट्ठयामः = मातुगामो, माट्ठगोदं = मातिगोत्ते, माट्ठसम्भवः = मातिसम्भवो।

	এক.	বহু.
প.	ধীতরা ধীতুয়া	ধীতরেছি, ধীতরেমি ধীতুছি, ধীতুমি
ষ.	ধীতু ধীতুয়া	ধীতানং ধীতুনং ধীতরানং
স.	ধীতরি ধীতুয়া ধীতুয়ং	ধীতুসু ধীতরেসু

ইহা ভিন্ন প্র. দ্বি. বহু. ধীতু, এতৎ চ. ষ. এক. ধীতায়

পদ হয় । *

* ওকারাস্ত্র জ্যোতিষ গো শব্দের রূপের জ্ঞান প্রাপ্তব্য ৩ঃ৫৩২ ।
নামমালায় ওকারাস্ত্র জ্যোতিষ গো শব্দের রূপ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে :—

	এক.	বহু.
প্র.	গো, গাবী	গাবী, গাবো, গবো
দ্বি.	গাবিঁ, গাবঁ, গবঁ	গাবী, গাবো গবো
ত্ৰি.	* * *	গোছি, গোমি
চ.	* * *	গবঁ, গোনঁ, গুমঁ
প.	* * *	গোছি, গোমি
ষ.	* * *	গবঁ, গোনঁ, গুমঁ
স.	* * *	গোসু
সম্বো.	গো * *	গাবী, গাবো, গবো

ক্লীবলিঙ্গ

৫৪। অকারান্ত চিত্ত শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	চিত্তং	চিত্তা চিত্তানি
দ্বি.	চিত্তং	চিত্তে চিত্তানি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক অকারান্ত পুংলিঙ্গ বুদ্ধ শব্দের-
স্তায় রূপ।*

৫৫। ভ্জান (ধ্যান), পুস্ক (পুঙ্খ), পদুম (পদ্ম),
চীবর, সীল (শীল), ইন্দ্রিয়, সুসান (স্ময়ান),
ইত্যাদি শব্দের রূপ এই প্রকার।

* লক্ষণীয়ঃ—“চিত্তো ধম্মো ;” “সত্তারো সতিপট্টানা ;” “সত্তারো
সম্মাযধানা” (চিত্তো ধর্ম ; সত্তারি স্মৃতিপ্রস্থানানি ; সত্তারি সম্মক.
প্রধানানি) ; এতাদৃশ স্থলে চিত্ত, সতিপট্টান ও সম্মাযধান পুংলিঙ্গে
প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ; পরবর্তী বাক্যে তাহা
না হইলে সত্তারি পদ অবশ্য দিতে হইত।

৫৬। ইকারাস্ত্র অঙ্কি (অঙ্কি) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	অঙ্কি *	অঙ্কী অঙ্কীনি
দ্বি.	অঙ্কি'	অঙ্কী অঙ্কীনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ইকারাস্ত্র পুংলিঙ্গ অঙ্কি (অঙ্কি)
শব্দের স্তায় রূপ।

৫৭। স্কথি (স্কথি), দধি, বারি, অক্লি অক্ষি
(অক্লি), অচ্চি (অচ্চি, অচ্চিস্), ইত্যাদি শব্দের রূপ
এই প্রকার।

৫৮। ঙ্গেকারাস্ত্র গামনী (গামণী) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গামনি	গামনী গামনীনি
দ্বি.	গামনি'	গামনী গামনীনি

* কখন কখন প্রথমার একবচনেও দ্বিতীয়র একবচনের স্তায়
অঙ্কি' পদ দেখা যায়। এইরূপ অক্লি শব্দের প্র. এক. অক্লি' পদ হয়।
অত্র প্র. এইরূপ। দ্রষ্টব্য—২.১২০; ৩.১২১, ১৩৭পৃ. টীকা (*).

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঙ্কারান্ত পুংলিঙ্গ গামনী শব্দের
 ঞায় রূপ।

৫৯। স্তম্বী প্রভৃতি শব্দের ক্রীবলিঙ্গে রূপ এই
 প্রকার।

৬০। উকারান্ত মধু শব্দ।

	एक.	बहु.
प्र.	मधु	मधू मधूनि
द्वि.	<u>मधुं</u> Mark १	मधू मधूनि

তৃতীয়া প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গ উকারান্ত भिक्षु (भिक्षु)
 শব্দের ঞায় রূপ।

৬১। दाह, वस्य (वस), जत, वस, अस्तु, अस्तु
 (अस्तु) প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৬২। উকারান্ত गोत्रम् শব্দ।

	एक.	बहु.
प्र.	गोत्रम्	गोत्रम् गोत्रम्नि

	এক.	বহু.
দ্বি.	গোত্রম্	গোত্রমু গোত্রমুনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গ উকারান্ত্রীকোবলিঙ্গ শব্দের
ন্যায় রূপ ।

৬৩। স্বরম্ (স্বরম্), অমিম্, সয়ম্ (স্বয়ম্)
ধম্মম্ (ধর্মম্), প্রভৃতি শব্দের কোবলিঙ্গে রূপ এই
প্রকার ।

৬৪। ওকারান্ত্রীকোবলিঙ্গ (উকারান্ত্রীকোবলিঙ্গ) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প.	চিত্তগু	চিত্তগু চিত্তগুনি
দ্বি.	চিত্তগুং	চিত্তগু চিত্তগুনি

তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তিতে ঠিক উকারান্ত্রীকোবলিঙ্গ
মধু শব্দের ন্যায় রূপ ।

ব্যঞ্জনাস্ত *

পুংলিঙ্গ

৬৫। উকারাস্ত গুণ্যবন্তু (তকারাস্ত গুণ্যবন্ত)

শব্দ।

এক.

ষষ্ঠ.

ম. গুণ্যবা †গুণ্যবন্তীগুণ্যবন্তা ‡

* পালিতে ব্যঞ্জনাস্ত শব্দ নাই, ইহা পূর্বে (১.১৭) বলা হইয়াছে। এই প্রকরণে লিখিত শব্দরূপ পালিব্যাকরণে সাধারণত পুংলিঙ্গাদির মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। পাঠকগণের সুবিধার জ্ঞত সংস্কৃত-অনুসারে শব্দগুলিকে পৃথক করিয়া লিখিয়া ব্যঞ্জনাস্ত সংস্কৃত শব্দগুলিও পাশে পাশে লিখিত হইল।

† তুলঃ—“কৃষ্যবা,” বৈদিক প্রয়োগ, তৈ. স. ৬. ৩. ১০. ৩।

“ষিহ্মি বা” এই সূত্রানুসারে (ক. বৃ. ২. ১. ৪) ন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে ন্ত স্থানে বিকল্পে ন্ত হয়, এবং তাহা হইলে গুণ্যবন্তু শব্দের প্রথমার একবচনে বিকল্পে গুণ্যবন্তী পদ হইতে পারে; কিন্তু মহারূপসিদ্ধিতে ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় (৩৬ পৃ. ১০৫ সূ.) উক্ত হইয়াছে যে, কেবল ষিহ্মবন্তু শব্দেরই এই নিয়ম, অত্বেত্র এরূপ হইবে না; “পুন বালাহ্মকবর্ষে ষিহ্মবন্তুসহত্যে অস্মন্ন নিষিঘনত্ম্যে, তিন গুণ্যবন্তাদিহ্ম সাত্মিষ্মসঙ্গী।” কচ্চায়নবৃত্তিতে উদাহরণ স্বরূপ ষিহ্মবন্তী পদই প্রদর্শিত হইয়াছে। F. F. গুণ্যবন্তী পদও দিয়াছেন *Adis Muthy*

‡ মূলনিকৃতি ও শব্দনীতি ব্যাকরণ-মতে প্রথমা ও সম্বোধনের বহুবচনে বিকল্পে গুণ্যবা পদও হইয়া থাকে।

	এক.	বহু
দ্বি.	গুণবন্তং #	গুণবন্তে
ত্ৰ.	গুণবতা গুণবন্তেন	গুণবন্তেহি, গুণবন্তেभि
চ.	গুণবতো গুণবন্তস্ম	গুণবতং গুণবন্তানং
প.	গুণবতা গুণবন্তা	গুণবন্তেহি, গুণবন্তেभि
	গুণবন্তস্মা, গুণবন্তস্হা)	
ষ.	গুণবতো গুণবন্তস্ম	গুণবতং গুণবন্তানং
স.	গুণবতি গুণবন্তে	গুণবন্তেসু
	গুণবন্তস্মি, গুণবন্তস্হি	

* “স্ববস্ব বা অসিসু” এই হ্রস্বস্বসারে (ক. বৃ. ২. ১. ৪২; ম. সি. ৩৭ পৃ. ১০৬ হ্র.) দ্বিতীয়া, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনে সমগ্র ন্তু স্থানে বিকল্পে অ হয়; তাহা হইলে গুণবন্তু শব্দের ঐ সকল বিভক্তিতে যথাক্রমে গুণবং, গুণবস্ম, গুণবস্ম পদ হইতে পারে; কিন্তু মহাক্রপ-সিদ্ধিকার বুদ্ধপ্রিয় বলেন যে, এই নিয়ম কেবল সতিমন্তু (স্মৃতিমন্তু) ও বস্বমন্তু (বস্বমন্তু) শব্দ-সম্বন্ধে। অতএব সতিমন্তু শব্দের দ্বি. এক. সতিমন্তং, সতিমং; চ. প. এক. সতিমতো, সতিমন্তস্ম, সতি-

	एक.	बहु.
सम्बो.	<u>गुणवं</u>	गुणवन्तो
	<u>गुणव</u>	गुणवन्ता
	गुणावाः*	

७७। कुलवन्तु (कुलवत्), यसवन्तु (यशस्वत्)
 शीलवन्तु (शीलवत्), भगवन्तु (भगवत्), हिमवन्तु
 (हिमवत्), बन्धुमन्तु (बुद्धिमत्), चक्रुमन्तु (चक्षुषत्)
 इत्यादि मग्नल वन्तु (वत्), ओ मन्तु (मत्) प्रत्ययान्त
 पूंल्लिङ्ग शब्देन रूप एहे प्रकार ।

७७। अकारान्त गच्छन्त (तकारान्त गच्छत्) शब्द ।

	एक.	बहु.
प्र.	गच्छं	गच्छं †
	गच्छन्तो	गच्छन्तो
		<u>गच्छन्ता</u>
द्वि.	गच्छन्तां	गच्छन्ते

मस्स ; एवम् वन्तुमन्तु शब्देन द्वि. ए. वन्तुमन्तं, वन्तुमं ; च. घ. एक.
 वन्तुमतो, वन्तुमन्तस्स, वन्तुमस्स ; एहे सकल पद ह्य ।

*“तुय्हं धीता महावीर पञ्जावन्तं जितिव्वर” ; एहमेण पञ्जावन्तु
 शब्देन सम्बो. एक. पञ्जावन्त पद देखा वां ।

† “ते गच्छं चक्खं जममाना ;”—ते गच्छन्तस्स च्चुर्लभमाना ; ;
 “तुय्हं आ यस्सन्तो जानं पस्सं विहरथ ;”—यर्थं आशुयन्तो जानन्तः

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক গুণবন্তু শব্দের ন্যায় রূপ।

৬৮। চরন্ত (চরত্), তিষ্টন্ত (তিষ্টত্), বদন্ত (বদত্), সৃণন্ত (সৃণত্), পচন্ত (পচত্), প্রভৃতি সমস্ত অন্ত (অত্-শ্ল) ও স্মন্ত (স্মত্-শ্ল) প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার।

৬৯। মহন্ত (মহত্) ও অরহন্ত (অর্হত্) শব্দের প্রথম্যর একবচনে যথাক্রমে মহা, ও অরহা এই অতিরিক্ত পদ হয়।

৭০। भवन्त (भवत्) শব্দের রূপ गच्छन्त (गच्छत्) শব্দের ন্যায়, কেবল বিশেষ এই :—प्र. बहु. भवन्तो,

पश्यन्तो विहरथ; ইত্যাদি বহুবলে (अरहन्त প্রভৃতি করটি শব্দ ভিন্ন) गच्छन्त প্রভৃতি অন্ত (श्ल) প্রত্যয়ান্ত শব্দের বহুবচনে गच्छन्त প্রভৃতি পদ দেখা যায়; गच्छन्तो প্রভৃতি সাধারণত দেখা যায় না, যদিও ইহা সূত্রসম্মত। আচার্য্যগণ বলেন—

“बन्धत्ये कथञ्चि ताने जानमिच्छाद्यो यथा।

दिस्सन्ति नेवं बन्धत्ये गच्छन्तो इति-आद्यो ॥

बन्धत्ये कथञ्चि ताने सन्तो इच्छाद्यो पि च।

दिस्सन्ति नेवं बन्धत्ये गच्छन्तो इति दिस्सति ॥

अरहन्तोति बन्धत्ये एकन्तेनेव दिस्सति।

नेवं दिस्सति बन्धत्ये गच्छन्तो इति आद्यो ॥

अनेकसतपठेसु विहरन्तोति-आदिसु।

एकस्य पि बहुकत्ते पवन्ति न तु दिस्सति ॥” ইত্যাদি।

মোন্তো, মবন্তা ; ঢ. এক. মবতা, মোতা, মবন্তেন ; চ. ঘ. এক. মবতো, মোতো, মবন্তস্স ; সম্বো. এক. মো, মন্তে, মোন্ত, বহু. মবন্তো, মোন্তো, মবন্তা, মোন্তা ।*

৭১। সন্ত (সত্) শব্দের রূপও গচ্ছন্ত শব্দের শ্য, কেবল ঢ. বহু. সম্মি (সং সম্মি; ১.১৩১) পদ বিকল্পে হয় । †

* মোতা প্রভৃতি পদ দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, ১.১৫৭ (অবু=অো) হ্রস্বস্বারে, অথবা ১.১২৭ (ব=উ) হ্রস্বস্বারে মবতা প্রভৃতি শব্দই মোতা প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। মহারূপসিদ্ধিকারের মতে উল্লিখিত চারিস্থানেই এইরূপ পরিবর্তন হয়। কিন্তু “আমাবো ক্বচি যোসু বকারস্স” (ম. সি. ৩৭ পৃ. ১০২ ; ক. বু. ২.৪.৩৪) এই হ্রস্বের বোগবিভাগে অন্তর্ভুক্ত এইরূপ হয়। ব্যাকরণান্তরে এইজন্ম দ্বিতীয়া ও পঞ্চমীতেও এতাদৃশ রূপ দৃষ্ট হয়, যথা—ঢি. এক. মোর্ত, বহু. মোন্ত; প. এক. মোতা ;—F. F. কেহ কেহ বলেন সম্বো. বহু. মন্তে পদও হয় (মহন্ত শব্দেরও সম্বো. মন্তে, মহন্ত, মহন্ত, ও মহন্তা পদ হয়)। কচ্ছায়নবৃত্তিতে (২.৪.৩৩) উক্ত হইয়াছে যে, মবন্ত শব্দস্থানে মহে আদেশও হয়। কিন্তু কোথায় ইহা হয়, তাহা লিখিত নাই ; সম্ভবত জীলিঙ্গে সঙ্ঘোষনের এববচনেই তাহা হইবে। Cf. T. D. p. 70.

† কখন কখন বক্ষ্যমাণ পদগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে ;=জীবন্ত (জীবত্) শব্দের প্র. এক. জীবতো, “মা তে সুচ্চিত্য জীবতো ;” বজন্ত (বজত্) শব্দের ডি. এক. বজত, “পন্থস্সি বজত অং ;” অসন্ত (অসত্) শব্দের ক্রী. ডি. এক. অসত, (ডষ্টব্য ৩.১২৮), “অসত যোগ

१२। अकारान्त अत्ता (नकारान्त आत्मन्) शब्द ।

	एक.	बहु.
प्र.	अत्ता	(अत्ता)* अत्तानो
द्वि.	अत्तानं अत्तं	अत्तानो (अत्ते)*
तृ.	अत्तना (अत्तेन)	अत्तनेहि, अत्तनेभि (अत्तेहि, * अत्तेभि *)
च.	अत्तनो (अत्तस्म)	<u>अत्तानं</u>
प.	अत्तना (अत्तस्मा, अत्तन्हा)	अत्तनेहि, अत्तनेभि (अत्तेहि, * अत्तेभि) *
ष.	अत्तनो (अत्तस्म)	<u>अत्तानं</u>

पञ्चति ; "अनुकुञ्चन्त (अनुकुर्वन्) शब्देन घ. एक. अनुकुञ्चस्व, "किञ्चा-
नुकुञ्चस्व करेय्य अत्यं।"—E. M. "सा जानं येव आह न जानामीति,
पस्सं येव आह न पस्सामीति"—एथाने ज्जोनिञ्जे जानन्तो पस्सन्तो
हाने जानं पस्सं ; "सङ्खम्भो गरु कातब्बो सरं बुद्धानं सासनं"—
एथाने तृतीयार्थे सरं श्हेयाहे ।

* परगृहीतं टीका (*) जडेव ।

	এক.	বহু.
স.	অত্তনি (অত্তে †) অত্তসিঁ, অত্তসিঁহি)	অত্তনেসু
সম্বো.	অত্ত অত্তা	অত্তানো অত্তা ‡

৭৩। সংস্কৃত আत्मन् শব্দ পালিতে অত্ত ও আতুম হয়। আতুম শব্দের রূপ প্রথমা ও দ্বিতীয়াতে অত্ত শব্দেরই ন্যায়, এবং তৃতীয়া প্রভৃতিতে অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায়, † কিন্তু সাধারণত ইহার এই কয়টি রূপ দেখা যায়; যথা—প্র. এক. আতুমা, বহু. আতুমানো; দ্বি. এক. আতুমানং; চ. ঘ. বহু. আতুমানং।

৭৪। অকারান্ত রাজ (নকারান্ত রাজন্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	রাজা	রাজানো রাজা ‡

* মৌল্যলানবাকরণ-মতে; কাত্যায়ন, মহারূপসিদ্ধি ও বালাব-তারে এ সকল নাই।

† প্র. এক. আতুমা, বহু. আতুমানো; সম্বো. এক. আতুম, আতুমা, বহু. আতুমানো; দ্বি. এক. আতুমানং, আতুমং, বহু. আতুমানো; ল. এক. আতুমেণ, ইত্যাদি। ম. সি. ৪২ পৃ. ১০৫ সূ.

‡ মৌল্যলান প্রভৃতি মতে।

	এক.	বহু.
দ্বি	রাজানং রাজং	রাজানো
ত্ৰি	রাজ্ঞা রাজিণ (রাজিনা)*	{ রাজুহি, রাজুभि রাজেহি, রাজেभि
চ	রাজ্ঞো রাজিনো (রাজস্ম)*	{ রজ্ঞং রাজুনং রাজানং
প	রাজ্ঞা (রাজস্মা, রাজস্হা)	{ রাজুহি, রাজুभि রাজেহি, রাজেभि
ষ	রাজ্ঞো রাজিনো (রাজস্ম)* †	{ রজ্ঞং রাজুনং রাজানং
স	রাজ্ঞে রাজিনি (রাজস্মি, রাজস্হি)	{ রাজুসু রাজেসু
সম্বোধি.	রাজ রাজা	রাজানো রাজা #

* মৌফলাগায়ন প্রভৃতি মতে।

† কখন কখন ঘ. এক. রজস্ম পদও দেখা যায়—E. M.

৭৫। অকারান্ত ব্রহ্ম (নকারান্ত ব্রহ্মন্) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	ব্রহ্মা	ব্রহ্মানো
দ্বি.	ব্রহ্মানং ব্রহ্মা	ব্রহ্মানো
ত্ৰ.	ব্রহ্মানা *	ব্রহ্মোহি, ব্রহ্মোমি
চ.	ব্রহ্মস্ব ব্রহ্মুনো	<u>ব্রহ্মানং</u> <u>ব্রহ্মানং</u>
প.	ব্রহ্মুনা	ব্রহ্মোহি, ব্রহ্মোমি
ষ.	ব্রহ্মস্ব ব্রহ্মুনো	<u>ব্রহ্মানং</u> <u>ব্রহ্মানং</u>
স.	ব্রহ্মনি ব্রহ্মো †	ব্রহ্মোসু
সম্বো.	<u>ব্রহ্মো</u>	ব্রহ্মানো

* কেহ কেহ বলেন ত্ৰ. প. এক. ব্রহ্মাণা, এবং বহু. ব্রহ্মোহি, ব্রহ্মোমি পদও হয়—C. D. ; না. মা. ।

† “ঘন্ম” পর্য্যটন মনুলোস ব্রহ্মো ;” হেতাদি স্থলে ব্রহ্ম শব্দের স্ব. এক. ব্রহ্মো পদ দেখা যায়; আবার ব্রহ্মস্বিন্, ব্রহ্মস্বিন্দি পদও হয় । কেহ কেহ বলেন প্র. ও সম্বো. বহু. ব্রহ্মা পদও হয়—C. D. ; T. D.

१७। अकारान्त अह (नकारान्त अह्मन्) शब्द ।

	एक.	बहु.
प्र.	अहा	अहा अहानो
द्वि.	अहानं	अहानि
तृ.	अहुना	अहानिहि, अहानिभि
च.	अहुनो	अहानं
प.	अहुना	अहानिहि, अहानिभि
ष.	अहुनो	अहानं
स.	अहनि अहानि	अहानिसु
संख्यो.	अह	अहा अहानो

११। अकारान्त युव (नकारान्त युवन्) शब्द ।

	एक.	बहु.
प्र.	<u>युवा</u> *	(युवा) <u>युवानो</u> युवाना
द्वि.	युवानं	युवानि
	युवं	युवे

* कथन कथन प्र. एक. युनो पदो देधा वाद—E. M.

	एक.	बहु.
दृ.	<u>युवाना</u> युवानेन युवेन	युवानेद्भि, युवानेभि युवेद्भि, युवेभि
च.	युवानस्म युवस्म	युवानानं युवानं
प.	युवाना युवानस्मा, युवानम्हा	युवानेद्भि, युवानेभि युवेद्भि, युवेभि
ष.	युवानस्म युवस्म	युवानानं युवानं
स.	युवाने युवानस्मिं, युवानम्भि युवे युवस्मिं, युवम्भि	युवानेसु <u>युवासु</u> युवेसु
सम्बो.	युव युवा युवान युवाना	<u>युवानो</u> युवाना

१८ । मघव (मघवन) शब्देत्तु रूपं युव (युवन्) शब्देत्तु न्यायः ; यथा—प्र. एक. मघवा, बहु. मघवानो, मघवाना इत्यादि । एते शब्दो विरुद्धे वन्तु (वत्)

প্রত্যয়ান্ত করিয়া মঘবন্তু রূপে পরিগণিত হয়, এবং তখন তাহার রূপ গুণ্যবন্তু (গুণ্যবন্) শব্দের ন্যায় হইয়া থাকে ।

৭৯। মুহ (মুর্ধন্) শব্দের রূপ :—প্র. এক. মুহা, বহু. মুহা, মুহানো ; দ্বি. এক. মুহং, বহু. মুহানি ; ত্ৰ. প. এক. মুহনা ; স. এক. মুহনি, বহু. মুহানিসু ; অন্যত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ ।

৮০। আকারান্ত সা (নকারান্ত স্বন) শব্দের রূপ এই প্রকার :—

	এক.	বহু.
প্র.	<u>সা</u>	{ সা সানো
দ্বি.	সং সানং	{ সে (সানি)
ত্ৰ.	সেন (সানা)	{ সেহি, সেমি * সানেহি, সানেমি
স.	সস্ম	সানং
	<u>সায়</u>	

* কেহ কেহ বলেন ত্ৰ. প. বহু. সাহি, সামি হয়—
E.M. ; F.F. ; T.D. ; ম. সি.

	এক.	বহু.
প.	সা সন্মা, সন্হা (সানা)	সেহি, সেমি সানেহি, সানেমি
ঘ.	সস্ন *	সান } সাসু }
স.	সে সস্নি, সস্নি (সানি)	
সম্বো.	স	সা সানো †

৮১। দ্ধধম্ম (দ্বধর্মন্) শব্দের রূপ সস্ন
(সান্ন) শব্দের ন্যায় হইলেও কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে ;
যথা—প্র. এক. দ্ধধম্মা, বহু. দ্ধধম্মা, দ্ধধম্মানো ;
দ্বি. এক. দ্ধধম্মানং, বহু. দ্ধধম্মানি ; ত্র. প. এক.
দ্ধধম্মিনা ; অপর সর্বত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের
ন্যায় রূপ। কোন কোন স্থলে প্র. এক. দ্ধধম্মো পদও
দেখা যায়। ‡ পস্ককধম্ম (প্রত্যকধর্মন্), গাণ্ডীবধম্ম

* শব্দনীতির মতে স. ঘ. এক. সাস্ন পদ হয়। না. বা.

† স (সন্) শব্দের প্র. এক. সানো, সানো, সুবানো, সোম্বো, ও ২.
সম্বো পদও দেখা যায়।

‡ যথা “বারাণসিয়ং দ্ধধম্মো নাম রাজা রক্ষং কারেষি।”

(গাঘ্ৰীবধ্বন্) প্রভৃতি শব্দের রূপ সা (স্বন্) শব্দের ন্যায় ।

৮২। সংস্কৃত অন্-ভাগান্ত শব্দের পালিতে কখন কখন অকারান্ত শব্দের ন্যায় রূপ হয় । বিস্মকাম্ম (বিস্ম-কর্মন্), বিবস্তুচ্ছ্ * (বিস্তুচ্ছ্), পৃথুলোম (পৃথু-লোমন্) শব্দের অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ হয় । সংস্কৃত অথর্বন্ শব্দ পালিতে অথর্ব্বন রূপ ধারণ করে, ও অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় তাহার রূপ হয় ।

৮৩। বস্তুহ (বস্তুহন্) শব্দের প্র. এক. বস্তুহা, বহু. বস্তুহানী ; দ্বি. এক. বস্তুহং, বহু. বস্তুহে ; ত্র. প. এক. বস্তুহাস্তা, বহু. বস্তুহানিহি, বস্তুহানিভি ; চ. প. এক. বস্তুহিনী ; স. এ. বস্তুহানি, বহু. বস্তুহানিস্তু । অন্যত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গের ন্যায় । †

* নামমালায় বিবটচ্ছ্ (বিবটচ্ছ্ ?) শব্দের উল্লেখ আছে । ইহার প্র. এক. বিবটচ্ছ্ পদ হয় ।

† পালি-বৈয়াকরণগণ অস্তু শব্দের রূপ দেখাইয়া বলেন—‘হুঁ
‘হাস্তা ব্রহ্মা সখা চেব আতুমা সা পুমা রহা
দহুঁহধম্মা চ পস্তুচ্ছ্ধম্মা চ বিবটচ্ছ্ধা ।
বস্তুহা চ তথা বস্তুহিরা চেব যুবা পি চ
মঘ্বা অহুঁ-মুহুঁদি বিস্মাতম্মা বিমাবিনা ॥’’

८४ । अकारान्त पुम (अकारान्त पुमस्) शब्द ।

	एक.	बहु.
प्र.	पुमा (पुमो)	(पुमा) पुमानो
द्वि.	(पुमान्) पुमं	पुमानो २ (पुमाने) (पुमे)
तृ.	पुमाना पुसुना पुमेन	पुमानेहि, पुमानेभि (पुमेहि, पुमेभि)
च.	पुसुनो पुमस्स	पुमानं
प.	(पुमाना) पुसुना (पुमा पुमस्सा, पुमस्सा)	पुमानेहि, पुमानेभि पुमेहि, पुमेभि

रह (पापार्थक) शब्देर रूप एहे प्रकार देथा वाच—प्र. एक. रहा ; प्र. सम्भो. बहु. रहा, रहिनो ; द्वि. एक. रहानं, बहु. रहाने ; तृ. एक. रहाना, बहु. रहनेहि, रहनेभि ; प. बहु. रहानेहि, रहानेभि ; स. बहु. रहानेसु ; अशुद्ध पुंनिज अकारान्त शब्देर श्राय ।

	এক.	বহু.
ঘ.	পুমনো পুমস্	পুমানং
স.	পুমানি পুমে পুমস্শিঁ, পুমন্হি	(পুমানিসু) পুমানু পুমেসু
সম্বো.	পুন্স পুম	পুমানো পুমা *

৮৫। **সুমনস্**, **সুবচস্** প্রভৃতি সংস্কৃত অস-ভাগান্ত শব্দগুলির সকারের পালিতে লোপ হইয়া যায় (১-১১২), এবং তাহারা অকারান্ত বলিয়া গণ্য হয়। অতএব ইহাদের রূপ অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায়। যথা—**সুমনো** (**সুমনস্**, **সুমনা:**); **সুমেধো** (**সুমেধস্**, **সুমেধা:**), (প্র. এক. **সুমেধসো** পদও দেখা যায়); **বিমনো** (**বিমনস্**, **বিমনা:**); **দুৰ্ব্বচো** (**দুৰ্ব্বচস্**, **দুৰ্ব্বচা:**)। ইহাদের রূপ অকারান্ত পুংলিঙ্গের ন্যায়। কিন্তু **চন্দ্রমস্** শব্দের প্র. এক. **চন্দ্ৰিমা:**; অন্যত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ। সংস্কৃত **অম্বরস্** শব্দ পালিতে অকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ **অম্বরাসু** হয়।

* এই সমুদয় রূপ দেখিলে স্পষ্টই বুঝাযাইবে যে, পুম শব্দের রূপ বিকল্পে অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের জায় হইয়াছে।

৮৬। ইকারান্ত দণ্ডী (ইন্ভাগান্ত দণ্ডিম্) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	দণ্ডী	দণ্ডী দণ্ডিনো *
দ্বি.	দ্বিণ্ডিম্ দ্বিণ্ডিঁ	দণ্ডী দণ্ডিনো (দণ্ডিনে)†
ত্ৰ.	দণ্ডিনা	দণ্ডীহি, দণ্ডীভি
চ.	দণ্ডিনো দণ্ডিস্ম	দণ্ডীন
প.	দণ্ডিনা দণ্ডিস্মা, দণ্ডিস্মা	দণ্ডীহি, দণ্ডীভি
ষ.	দণ্ডিনো দণ্ডিস্ম	দণ্ডীন
স.	দণ্ডিনি (দণ্ডিনে)† দণ্ডিস্মিঁ, দণ্ডিস্মিঁ	দণ্ডীসু (দণ্ডিনেসু)†
সম্ব্যো.	দণ্ডি	দণ্ডী, দণ্ডিনো

* কখন কখন ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অসুসারে প্র. বহু. দক্ষিণ্যে ;
দ্বি. এক. দক্ষিণ্যে, বহু. দক্ষিণ্যে পদ দেখা যায়—C. D.

† মতনৌতি-অসুসারে ।

৮৭। ঘন্মী (ধর্মিন্), সঙ্ঘী (সঙ্ঘিন্), জাণী (জানিন্), গণী (গণিন্), মেধাবী (মেধাবিন্);
 ময়দক্ষাবী, ইত্যাদি (সংস্কৃত ইন্, বিন্-ভাঙ্গাঙ্ক) শব্দের
 রূপ এই প্রকার ।

ক্লীবলিঙ্গ

৮৮। অকারাঙ্ক মন (সকারাঙ্ক মনস্) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	<u>মনো</u>	মনা
	মনং	মনানি
দ্বি.	<u>মনৌ</u> *	মনে
	মন'	মনানি

তৃতীয়া প্রভৃতি সর্বত্র ঠিক চিত্ত শব্দের স্থায় ;
 কেবল বিকল্পে এই সকল পদ অধিক হয়, যথা—দ. প.
এক. মনসা ; চ. ষ. এক. মনসো ; স. এক. মনসি । †

* শব্দনীতি-অনুসারে ।

† সংস্কৃতে যে সকল শব্দ অস্-ভাঙ্গাঙ্ক, অতএব সকারাঙ্ক, পালিতে
 সেই সকল শব্দ অকারাঙ্ক (১.১৭) বলিয়া গঠিত হয় ; যথা—মনস্
 শব্দ পালিতে মন । অতএব চিত্ত প্রভৃতি শব্দও অকারাঙ্ক এবং
 মন প্রভৃতি (সংস্কৃত অস্-ভাঙ্গাঙ্ক) শব্দও অকারাঙ্ক ; অথচ চিত্ত
 প্রভৃতির রূপ হইতে মন প্রভৃতির রূপ কিছু পৃথক হইয়া থাকে ।
 এইরূপ পালিভাষাকরণিকগণ মনোগণ্য নামে একটি গণের সৃষ্টি

৮৯। সির (শিরস্), উর (উরস্), তেজ (তেজস্),
 পয় (পয়স্) যস (যয়স্) চেত (চেতস্), ইত্যাদি
 (সংস্কৃত অস্-ভাগান্ত) ক্রীবলিঙ্গ শব্দের রূপ এই
 প্রকার । *

করিয়া যস (যয়স্), পয় (পয়স্) প্রভৃতি শব্দকে ঐ গণের
 অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন । তাঁহাদের মতে মনোগম্য-অন্তর্গত শব্দসমূহ
 গুলিঙ্গ, তবে নপুংসক লিঙ্গও হইয়া থাকে । তাঁহারা বলেন, যে সকল
 শব্দের অন্তে তৃতীয়া, (মতান্তরে পঞ্চমী), চতুর্থী-ষষ্ঠী ও সপ্তমীর
 একবচনে যথাক্রমে সা, সো ও সি দেখা যায় (যথা—মনসা, মনসী,
 মনসি), এবং সমাস ও তদ্ধিত প্রত্যয়ে মধো হেকার দৃষ্ট হয় (যথা—
 মনসিকারো, মানসিকং), সেই সকল শব্দ মনোগম্য মধো বৃত্তিতে হইবে ।
 উক্ত হইয়াছে—

“যে চেতে না-স-সি-বিসয়ে সা-সো-স্বিন্তা भवन्ति च ।

समासतद्धितन्तत्त्वे मन्त्रेकारा भवन्ति च ॥

सोकारानुपयोगा च क्रियायोगिन्दि दिस्सरे ।

एवंविधा च ते सहा षेय्या मनोगम्ये इति ॥

* * * *

मनोगम्ये वृत्तनयो इत्थिजिङ्गे न सम्भति ।

पुनपुंसकजिङ्गसु सम्भन्ति च यथारहं ॥”

অতএব সংস্কৃত ক্রীবলিঙ্গ অস্-ভাগান্ত শব্দগুলির পালিতে উক্তর
 লিকেই রূপ হয় । মনু শব্দের রূপ দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে ।

* পালিতে এমন কতকগুলি শব্দ আছে, বাহাদের অর্থভেদে
 প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে ; যথা—পালি বয় শব্দের

৯০। অকারান্ত কন্ম (নকারান্ত কর্মন্) শব্দ।

কন্ম শব্দের রূপ ঠিক চিন্ত শব্দের শ্রায়; কেবল
 ৳. এক. কন্মনা, কন্মুনা; ৳. ৳. এক. কন্মুনো; ৳.
 এক. কন্মুনা; * স. এক. কন্মনি; এই পদ সকল অধিক
 হয়।

৯১। থাম (স্বামন্) শব্দের রূপ ঠিক মন
 (মনস) শব্দের শ্রায়; † কেবল কয়েকটি পদ কন্ম
 শব্দের অনুসারে হইয়া থাকে। যথা—৳. এক. থামিন,
থামুনা, থামসা; ৳. এক. থামুনো, থামস্স, থামসো; ৳.
 এক. থামুনা, থামা, থামসা; ৳. এক. থামুনো, থামস্স,
 থামসো; স. এক. থামে, থামস্মি, থামস্মি।

৯২। পব্ব (পর্বন্), ঘম্ম (ঘর্ম), বিস্স (বিশ্মন্), †

অর্থ হানি বা ক্ষয় ধরিলে সংস্কৃত হইবে অয়, তখন ঠহার রূপ অকারান্ত
 পুংলিঙ্গ শব্দের শ্রায়; বয়স অর্থ করিলে সংস্কৃত হইবে বয়স্, তখন
 ইহার রূপ মন শব্দের শ্রায়। এইরূপ পালি স্বর শব্দের অর্থভেদে
 এই সকল সংস্কৃত হইতে পারে, যথা—স্বরস্, স্বার, স্বর। অতএব এতাদৃশ
 স্থলে অর্থভেদ চিন্তা করিয়া রূপ করিতে হইবে।

* কেহ কেহ বলেন কন্মনা পদও হয়।

† প্রথমার একবচনে সাধারণত থামো পদই দেখা যায়, থামে
 দেখা যায় না। Childers এই শব্দের রূপ দেখিয়া মনে করেন যে,
 ইহার সংস্কৃত অপ্রচলিত স্বামস্ শব্দ হইতে পারে; অপর পক্ষে অস্বাম
 কতকগুলি পদ মূল স্বামন্ শব্দকেও প্রকাশিত করিতেছে।

বন্ম (বর্মন্), বন্ম (বর্মন্) প্রভৃতি শব্দের রূপ বিন্ত শব্দের ঞায় । কেবল বন্ম, বেস্স ও ঘন্ম শব্দের যথাক্রমে স্ব. এক. বন্মানি, বেস্সনি, ও ঘন্মানি পদ হয় । *

৯৩। ঐকরান্ত সুখকারী (সুখকারিন্) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	সুখকারি	সুখকারী সুখকারীনি
দ্বি.	সুখকারিঁ সুখকারিনং	সুখকারী সুখকারীনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে পূর্বোক্ত দণ্ডী (দণ্ডিন্) শব্দের ঞায় রূপ ।

৯৪। সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত সমস্ত শব্দের ক্রীবলিন্ধে রূপ এই প্রকার ।

৯৫। আয়ু (আয়ুস্), † চক্ৰু (চক্ৰুস্), বপু (বপুস্) প্রভৃতি শব্দের রূপ ঠিক মধু শব্দের ঞায়,

* ‘বন্ম’ বেস্স’ ঘন্ম’—ইমানি একধা মিঞ্জন্তি । কন্ম’ থামঁ হন্তি—ইমানি অনেকধা মিঞ্জন্তি ।”

† কখন কখন আয়ু শব্দের পুংলিঙ্গে প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—
“পুনরায়ু স মে লঙ্কো, एवं जानाहि मारिच ;” “আয়ু বস্স পরিকল্পীযো অহোষি।”

কেবল তৃতীয়া প্রভৃতির একবচনে বিকল্পে আয়ুস্মা,
প্রভৃতি পদ হয়। * ১৯৮

৯৬। উকারান্ত গুণবন্তু (গুণবত্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	<u>গুণবং</u>	<u>গুণবন্তা</u>
	<u>গুণবন্তং</u> †	<u>গুণবন্তানি</u>
		<u>গুণবন্তি</u>
দ্বি.	<u>গুণবন্তং</u>	<u>গুণবন্তে</u>
		<u>গুণবন্তানি</u>
		<u>গুণবন্তি</u>

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক পুংলিঙ্গের স্থায়।

৯৭। বন্তু, মন্তু (বত্, মত্) প্রত্যয়ান্ত শব্দ-
সমূহের ক্লীবলিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

* “আয়ুস্মাতি মনোগম্মাদ্ভিত্তা সিদ্ধং”—ম. সি. ৬৩ পৃ.। অষ্টব্য
৩ ১৮৮, টীকা। কখন কখন স্বকল্প শব্দের প্র. এক. স্বকল্প পদ দেখা
বায়। বৈয়াকরণিকেরা বলেন ইহা সন্ধির নিয়মে (২.১২৪) হইয়াছে।
এইরূপ ঘন্তু শব্দেরও প্র. এক. ঘন্তু পদ দৃষ্ট হয়।

† মৌকগলায়নবৃত্তিমতে।

৯৮। অকারান্ত গচ্ছন্ত (তকারান্ত গচ্ছত্) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	গচ্ছন্তং	গচ্ছন্তা
	<u>গচ্ছন্তাং</u>	গচ্ছন্তানি
দ্বি.	গচ্ছন্তাং	গচ্ছন্তে
		গচ্ছন্তানি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক পুংলিঙ্গ যায় ।

৯৯। অন্ত (যন্ত) প্রত্যয়ান্ত সমস্ত শব্দের ক্লীব-
লিঙ্গে রূপ এই প্রকার ।

১০০। মহ (মহত্) শব্দের রূপ—প্র. এক. মহং,
মহন্তাং, মহন্তা, বহু. মহন্তা, মহন্তানি ; দ্বি. এক. মহন্তাং,
বহু. মহন্তে, মহন্তানি । তৃতীয়া প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গের
যায় ।

मर्दनाम *

१०१ । सव्व (सर्व) शब्द ।

शृंगलिङ्ग

	एक.	बहु.
प्र.	सव्वो	सव्वे
द्वि.	सव्वं	सव्वे
तृ.	सव्वेन	सव्वेहि, सव्वेभि
च.	सव्वस्स	सव्वेसं
		सव्वेसानं
प.	सव्वस्सा, सव्वन्हा,	सव्वेहि, सव्वेभि
ष.	सव्वस्स	सव्वेसं
		सव्वेसानं
स.	सव्वस्सिं, सव्वन्हि	सव्वेसु
सव्वो.	सव्व	सव्वे
	सव्व्वा	

* महाशक्ति-मते मर्दनाम शब्द २१ टि, यथा—सव्व (सर्व), कतर, कतम, उभय, इतर, अज्ज (अग्य), अज्जतर (अग्यतर), अज्जतम (अग्यतम); पुब्ब (पूर्व), पर, अपर, दक्खिण (दक्षिण), उत्तर, अधर; य (यद्) त (तद्), एत (एतद्), इम (इदम्) किं (किम्), एक; उभ, द्वि, ति (त्रि), चतु . (चतुर्); तुम्ह (शुम्हद्), अन्ह (अस्मद्); इति सप्तवीचति सव्वनामानि । वाणाव-

১০২। সম্ব শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত কম্বা শব্দের ন্যায় রূপ, কেবল অধিকের মধ্যে বিকল্পে স. ঘ. এক. সম্বস্সা, বহু. সম্বাসং, সম্বাসানং ; * এবং স. এক. সম্বস্সং পদ হয়। †

১০৩। সম্ব শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্র. দ্বি. এক. সম্বং, বহু. সম্বানি ; সম্বো. এক. সম্ব, সম্বা, বহু. সম্বানি ; অন্যত্র পুংলিঙ্গের ন্যায় রূপ।

১০৪। কতর, কতম, ভ্ভময়, হুতর, অস্ব (অন্য), অস্বতর (অন্যতর), অস্বতম (অন্যতম) শব্দের তিন লিঙ্গেই সম্ব শব্দের ন্যায় রূপ। ‡

১০৫। পুস্ব (পূর্ব), পর, অপর, দক্ষিণ (দক্ষিণ), সম্বতর শব্দের সর্বত্রই সম্ব শব্দের ন্যায় রূপ, কেবল প্র. সম্বো. বহু. ও প. স. এক. বিকল্পে সুহ শব্দের ন্যায় ;

তারে (২৪ পৃ.) অঘর ও ভ্ভম শব্দ পঠিত হয় নাই, এবং দ্বি. তি ও স্তু শব্দও সর্কনামের মধ্যে গণ্য করা হয় নাই।

* চতুর্থী ও ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ দুইটি নির্ভায়ে হয়।

† শব্দনীতি-মতে স. ঘ. স. এক. সম্বস্সা পদও হয়।

‡ “অস্বতরো পুরিসো অস্বতরিস্সা ইতিয়া পটিবহ্বশ্চিন্তো হোতি”
(অন্যতর: পুস্বোন্যতরস্সাং-স্সিয়া প্রতিবহ্বশ্চিন্তো ভবতি)—ইত্যাদি
হলে অস্বতরস্সা স্থানে অস্বতরিস্সা পদের ন্যায় হুতর, এক, ত (তৎ),
য়ত (য়তৎ), ও অস্ব (অন্য) শব্দেরও তৃতীয়া চতুর্থী প্রভৃতিতে ইকার
যুক্ত পদও হয়, যথা—হুতরিস্সা, হুতরিস্সং; যকিস্সা, যকিস্সং ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গে **চ. প. স. এক.** বিকল্পে **কাম্মা** শব্দের আয়; এবং
ক্লীবলিঙ্গে **প. স. এক.** বিকল্পে **চিত্ত** শব্দের আয় রূপ হয়।

১০৬। **য (যদ্)** শব্দ।

য (যদ্) শব্দের রূপ সৰ্ব্বত্রই **সম্ব** শব্দের আয়; *
যথা—পুংলিঙ্গে, **প্র. এক.** **যো**, **বহু.** **যে**; **দ্বি.** **এক.** **যং**, **বহু.**
যে; **ত্ৰ.** **এক.** **যেন**, **বহু.** **যেহি**, **যেभि**; ইত্যাদি। †

১০৭। **ত (তদ্)** শব্দ।

ত (তদ্) শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে **সো**,
এবং স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচনে **সা** হয়, অন্যত্র সৰ্ব্বলিঙ্গে
ও সৰ্ব্ববিভক্তিতে **সম্ব** শব্দের আয় রূপ; বিশেষণ এই

* শব্দনীতি-অনুসারে এখানেও স্ত্রীলিঙ্গে **ত্ৰ. প. স. এক.** **যস্মা** পদ
অতিরিক্ত হইয়া থাকে; এবং ক্লীবলিঙ্গে **প্র. বহু. যা**; ও **দ্বি. বহু. যে**
পদও হয় (তুল:—**চিত্ত** শব্দের রূপ); “**যা পুন্বে.....নিমিত্তানি**
পদিস্সন্তি, তানি অস্ম পদিস্সরে।”

† **য (যদ্)** শব্দের এই সকল সন্ধি সাধারণত দৃষ্ট হইয়া থাকে :—
যো + অর্থ = য়ার্থ (য়োর্থ); **যো + অর্হ = য়ার্হ (য়োর্হ)**; **জ :**—২. §§ ৬-৭,
যে + অস্ম = য়াস্ম (য়েস্থ) **যং + তং = যন্তং (যন্তত্)**; **যং + ন্ন =**
য়ন্ন (যন্নং); **যং + যং + এব = যজ্জদেব (যাং যামেব)**; **জ :**—
২. §§ ১৫-১৬; **যং + অ্যায়সং = যদ্যয়সং**; এখানে সংকৃত (যদ্) রূপই
রহিয়াছে।

যে, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের প্রথমার একবচন ভিন্ন সর্বত্রই
ন শব্দের ন স্থানে বিকল্পে ন হইয়া থাকে। যথা—

পুংলিঙ্গ

	এক.	বহু.
প্র.	সো	তে নে
দ্বি.	তং নং	তে নে
ত্ৰ.	তেন নেন	তেহি, তেভি নেহি, নেভি

ইত্যাদি।

১০৮। কাম্বায়ন প্রভৃতি ব্যাকরণ মতে ন শব্দের
পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের স. স. এক. অস্ম ; প. এক. অস্মা ;
ও স. এক. অস্মি ; এই পদগুলি অতিরিক্ত হয়। *

১০৯। মৌগ্গল্লাল, পয়োগসিদ্ধি প্রভৃতি ব্যাকরণ
অনুসারে ন (নহ) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বিভক্তিবিশেষে আরও

* অর্থাৎ ন স্থানে বিকল্পে অ হয় ; (অথবা এই সকল স্থানে বিকল্পে
হম (হহম) শব্দের সাধারণ রূপ হয় ; তুলঃ—হম শব্দের রূপ) এ সম্বন্ধে
কাম্বায়ন-স্বত্র দুইটি এই—‘সো-স্মা-স্মি-সং-সাস্বল্লং’ ; ”হমসহস্ম স ;”
২. ২. ১৬-১৭।

কয়েটি অতিরিক্ত রূপ হয়। অতএব তাহার রূপ এই প্রকার—

	এক.	বহু.
দ্ব. প.	তস্মা, নস্মা তায়, নায় অস্মা	তাহি, তাभि নাম্বি, নাभि
ত্ৰ. ঘ.	তস্মায়, তস্মা নস্মায়, নস্মা তায়, নায় অস্মায়, অস্মা তিস্মায়, তিস্মা *	তাসং, তাসানং নাসং, নাসানং আসং, আসানং সানং
স.	তস্মং, তস্মা † নস্মং, নস্মা অস্মং, অস্মা তিস্মং, তিস্মা তায়ং, তায় নায়ং, নায় ‡	

* জড়ৈবা ৩.১১০৪, টীকা।

† কখন কখন জ্যোতিষে. স. এক. তাসং পদও দেখা যায়; আবার পুংলিঙ্গে ঘ. এক. তবসস্মা পদও কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।—E. M.

‡ পালিব্যাকরণে সর্বনাম শব্দের মধ্যে পঠিত না হইলেও ত (তদ্) শব্দের সমানার্থক ত্ব (ত্বদ্) শব্দ পালিতে আছে; যথা—“অথ বিস্মা-সতে ত্বম্হি গৃহ্যৎ চক্ষ ন রক্ষতি;” “রতি ত্বাসু পতিভিত্তা;” বীজানি

১১০। এত (এতদ্) শব্দ।

এত (এতদ্) শব্দের পু. প্র. এক. এসো ; স্ত্রী প্র. এক. এসা ; অন্ত্র সর্বলিঙ্গে ও সর্ববিভক্তিতে সম্ব শব্দের জায় রূপ, কেবল স্ত্রীলিঙ্গের তৃতীয়া প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে ; যথা—

৬.	প.	এক.	এতায়	এতিস্সা	
৭.	প.	এক.	এতায়	এতিস্সা	এতিস্সায়*
৮.		এক.	এতায়	এতিস্সং	এতস্সং
					এতায় †

১১১। ইম (ইদম্) শব্দ।

পুংলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	ইয়ং	ইমে
দ্বি.	ইমং	ইমে

অস্ম কুঙ্কন্তি।” ইহার রূপ ত শব্দের জায় যথা—পু. প. এক. স্যো ; স্ত্রী. প্র. এক. স্যা ; স্ত্রী. প্র. এক. ইং ; ইত্যাদি। ইহার প্রয়োগ অত্যন্ত বিরল।

* কখন কখন এতস্সা পদও দেখা যায় ; ভূগ:—“এতিমাসমি” ; —ক. বু. ২. ১. ১২।

† ‘অবাদেশ’ বুঝাইলে সংস্কৃতের জায় পালিতেও দ্বিতীয়, তৃতীয়ের একবচনে ও বহু-সপ্তমীর দ্বিবচনে এত (এতদ্) শব্দের তকারস্থানে নকার হয় ; যথা—দ্বি. এক. ইমং, ইত্যাদি।

	एक.	बहु.
ढ.	अनेन इमिना *	एहि, एभि इमेहि, इमेभि
च. ष.	अस्म इमस्म	एसं एसानं इमेसं इमेसानं
प.	अस्मा † इमस्मा	एहि, एभि इमेहि, इमेभि
स.	अस्मि ‡ इमस्मि, इमस्मि	एसु इमेसु

द्वौनिष्ट

	एक.	बहु.
प्र.	अयं इमं	इमा इमायो इमा इमायो
ढ. ष.	इमाय	इमाहि, इमाभि

* मरुत्तिय—तदमिना (= तदमिना, तदनेन)—E. M.

† अस्मा अपठ इव ।

‡ अस्मि अपठ इव ।

চ. ষ.	ইমায় ইমিস্সা, ইমিস্সায় অস্সা, অস্সায়	ইমাসং ইমাসানং
স.	ইমায়ং ইমিস্সং অস্সং	ইমাসু
	ক্রৌণিকৈ	
	এক.	বহু.
অ. ঙি.	ইদং ইদং	ইমানি

অন্যত্র পুংলিঙ্গের ন্যায় ।

১১২ । কোনো কোনো মতে * ইম (ইদম্) শব্দের পূর্বেবাক্ত রূপ ভিন্ন ক্রৌণিকৈ ল. প. এক. অস্সা, ইমিস্সা ; চ. ষ. বহু. অস্সং ; এবং স. এক. ইমায় ; এই পদগুলি অধিক হয় । †

১১৩ । অমু (অদস্) শব্দ ।

* মোগলানবৃত্তি, পয়োগসিদ্ধি ইত্যাদি ।

† E. Müller স. এক. ইমাসং পদ অধিক দিয়াছেন ।

পুংলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	অসু #	অসু অসুযো
দ্বি.	অসুং	অসু, অসুযো
ত্ৰ.	অসুনা	অসুহি, অসুমি
চ.	অসুনো	অসুসং
	অসুস্বা †	অসুসানং
প.	অসুনা	অসুহি, অসুমি
	অসুস্মা, অসুস্মা	
ষ.	অসুনো	অসুধং
	অসুস্বা †	অসুসানং
স	অসুস্মি, অসুস্মি	অসুসু ঙ
	ত্রৌলিঙ্গে	
প্র.	অসু (অসুস্মি)	অসু অসুযো

* পয়োগসিদ্ধি ও বাস্কাবতার-মতে অসু পদও হয়। জহেবা ক. বৃ. ২. ৩. ১৩; ম. সি. ৭১ পৃ., ২৩৫ সূ.।

† মহাক্ৰুপসিদ্ধি মতে অসুস্বা হয়; আবার সহনীতি-মতে অসুস্বা পদও হয়।

‡ লক্ষণীয়—প্রথম, চতুর্থী ও বচীর বহু১৫ন তিন মর্কসই মিক্ৰু শব্দের আয় রূপ হইয়াছে।

	এক.	বহু.
দ্বি.	অমং	অমু অসুযো
ত্ৰ.	অসুযা	অমুহি, অমুভি
চ.	অসুযা অমুস্সা	অমুসং অমুসানং
প.	অসুযা	অমুহি, অমুভি
ষ.	অসুযা অমুস্সা	অমুসং অমুসানং
স.	অসুযং অমুস্সং	অমুসু *

F M ১১১৩/১ অমুস্সং

ক্রোবলিঙ্গ

	এক.	বহু.
প্র. দ্বি.	(অসু) অসু-সুযা	(অমু) অমু-সুযা

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক পুংলিঙ্গের যায়। †

* পয়োগসিদ্ধি-মতে ত্ৰ. প. এক. অসুস্সা, এবং স. এক. অসুযা পদও হয়।

† “সম্বতো কো” (ক. ভূ. ২. ৩. ১৮) এই শ্রুত্যানুসারে সর্বনাম শব্দের উত্তর বিকল্পে ক প্রত্যয় হয়। অসু শব্দের উত্তর ক প্রত্যয় করিলে অসুক ও অসুক পদ হয়। মহাকরণসিদ্ধিতে (৭১ পৃ. ২৪০ শ্র.)

১১৪। কিং (কিম্) শব্দ।

কিং (কিম্) শব্দ স্থানে সর্বত্র ক আদেশ করিয়া সম্ব শব্দের ঞায় রূপ করিতে হয়; বিশেষ এই যে, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনে কিস্ম; এবং সপ্তমীর একবচনে কিস্মি, ও কিস্মি পদ অধিক হয়।* যথা—

পুংলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	কী	কৈ
দ্বি.	কিঁ	কৈ
ত্ৰ.	কিন	কৈছি, কৈমি
চ.	কিস্ম	কৈসঁ
	<u>কিস্ম</u>	কৈসানং
প.	কিস্মা, কিস্মা	কৈছি, কৈমি
ষ.	কিস্ম	কৈসঁ
	<u>কিস্ম</u>	কৈসানং

ইহার রূপ এই প্রকার দেওয়া হইয়াছে—প্র. এক. অস্মকৌ, বহু. অস্মকা (অস্মকে নহে); দ্বি. এক. অস্মকঁ, বহু. অস্মকৈ; এইরূপ প্র. এক. অস্মকৌ, বহু. অস্মকা (অস্মকে নহে); দ্বি. এক. অস্মকঁ। অতএব বলিতে হয় যে, উক্ত গ্রন্থের মতে ইহাদের রূপ ব্রহ্ম শব্দের ঞায়।

* মহাক্ষপসিদ্ধি ও পয়োগসিদ্ধি প্রভৃতি মতে।

	এক.	বহু.
স.	কস্মিঁ, কস্মি	কিসু
	কিস্মিঁ, কিস্মি	

জ্বীলিঙ্গৈ ঠিক সৰ্ব্ব শব্দেৰ গ্ৰায়। * জ্বীবলিঙ্গৈ
 প্র. দ্বি. এক. কঁ, বহু. কৈ, কানি পদ হয়; কেহ কেহ
 বলেন প্র. দ্বি. এক. কিঁ পদ হইয়া থাকে। † অন্তত্ৰ
 পুংলিঙ্গৈৰ গ্ৰায়। ‡

* কেবল মতান্তরে স. এক. কায পদ অতিরিক্ত হয়।

† পয়োগসিদ্ধি, মহ্কারুপসিদ্ধি প্রভৃতি মতে।

‡ পালিতে কণন কথন কো পদ গণ্ডমার্থ ও প্রকারার্থে প্রযুক্ত
 হইতে দেখা যায়। যেমন—“কো তে বল্লং মহ্কারাজ ?” এখানে কো
 শব্দেৰ অর্থ ক্র অর্থাৎ কোথায়ে; এইরূপ “কো তু ত্বং সাম জীবসি ?”
 এখানে কো শব্দেৰ অর্থ কথং অর্থাৎ কি প্রকারে; অতএব একাদেশ স্থলে
 কো শব্দ একটি নিগাত অবায় বৃদ্ধিতে হইবে। উক্ত হইয়া থাকে—

“কো তে বল্লং মহ্কারাজ ইতি-অ্যাহিসু পালিসু।

ক্র-সহত্যে বস্তুতীতি অ্যেয়া কো ইচ্ছয়ং সুতি ॥

পেতন্নাং সামমহ্কারিষু কো তু ত্বং সাম জীবসি।

ইতি পাঠে কথং-সহ্কারিমিথ্যে বস্তুতীতি চ ॥

এতেসু দ্বিসু অ্যত্থেসু দ্বিত্তো কো ইচ্ছয়ং রবো।

নিপাতীতি গচ্ছিতম্বো সুতিসামস্তুতো বতো ॥”

কঁ শব্দেৰ সহিত নাম পদেৰ সমাগ হইলে কিংনাম ও কোনামো এই

উক্ত পদ হয় :—

১১৫। তুম্হ (যুস্মত্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	ত্বং	তুম্হে
	তুवं	
দ্বি.	ত্বং	তুম্হে
	তুवं	তুম্হাং
	তবং	
	তং	
ত্ৰ.	ত্বয়া	তুম্হেহি, তুম্হেभि,
	তয়া	
চ.	(৫), তব, ৩৫ (M. ১১১) ৫০	তুম্হাং,
	<u>তুম্হ</u>	
	<u>তুম্হ</u> Mac. ১০২	
প.	ত্বয়া	তুম্হেহি, তুম্হেभि
	তয়া	

“কিং-সহস্র সমাসসিদ্ধি সঙ্ঘি নামরবেণ বে।

কিন্নামো ইতি কোনামো ইতি স্বেব গতি দিধা ॥

কোনামো তে উপল্লায়ো ইচ্ছাদেত্য নিদক্ষনং।

সহস্রেন সমাসসিদ্ধি কিং কিং ইচ্ছিব ন্যতে ॥”

কিং শব্দের উত্তর সংস্কৃতের গ্রায় চি (চিত্) ও স্মন ভিন্ন পাতিতে •
 স্মন প্রত্যয়ও হইয়া থাকে ; যথা—কোপি (কচ্চিত্), কেচন, কিঞ্চন,
 ইত্যাদি।

এক.	বহু.
য. (৫) তব, ত্বৎ,	তুম্বাহং :
তুম্বং *	(৫)
তুম্বং	
স. ত্বয়ি	
তয়ি	তুম্বেসু

মতান্তরে † দ্বি. এক. ও বহু. তুম্বং ; এবং প. এক.

তুম্বা পদ হয় ।

ইহা ভিন্ন ত্ব. ‡ চ. ঘ. এক. তে ; এবং প্র. দ্বি. ত্ব. ঞ.

ব. বহু. বো ; § এই পদদ্বয় হয় । ৭

* সংস্কৃত ঐয়োগ—

“অপ্রমেয়ং বলং তুম্বং ন ত্বয়া বলবন্তরঃ।” রামা. বাল. ৫৪-১৫।

“যজ্ঞিহায়ৈ বর্ষতে নাম তুম্বমু”—শ্রীমদ্ভাগবতং, ৩.৩৩.৩।

† মৌম্বাস্তানবুত্তি।

‡ ত্বৎবা সংস্কৃত ঐয়োগ—

“হাতযৌ যদ্বি বাবয়্যং প্রিয়যি তে বরঃ প্রমৌ ।

কিমর্থং তে প্রতিজ্ঞাতং রামস্ত্যাপ্যমিবেচনমু ॥”

“হা বৃশংস ক রামস্তে নীত ইত্যপি.চাত্ৰবনু ।” রামায়ণ, অযোধ্যা. ।

ইত্যাদি ভূরি ঐয়োগ আছে ; ত্বঃ—রামা. অৱণ্য. ৩.৪৯ ।

§ এত সমস্ত পদ সংস্কৃতের ভায় বাক্যের পূর্বে প্রযুক্ত হয় না ।

৭ তুম্ব (তুম্বত্ব) শব্দের এত সন্ধিগুলি সাধারণত দেখা যায়—

ত্বং + রতি = ত্বম্ভি (ত্বম্ভিতি, ত্বাম্ভিতি ইত্যাদি) ।

११७ । अन्ह (अन्नाद् शब्द ।

	एक.	बहु.
प्र.	अहं	मयं, अहं अन्हे
द्वि.	मं ममं	अन्हाकं अन्हे
तृ.	मया	अन्हेहि, अन्हेभि
च.	मम	अन्हाकं, अन्हाकां ;
	ममं ममं * अन्हे	
प.	मया	अन्हेहि, अन्हेभि

तं+एव = तञ्जेव, तं येव. (त्वामेव) ।

तया+अण्ण = तयण्ण (त्वयाद्य) ।

ते+अहं = त्वाहं (तेऽहं) ।

ते+अत्यु = तयत्यु (तेऽस्तु) ।

* गण्डत अत्रोक्तं—“साधवो हृदयं मय्यं साधूनां हृदयम्बहं ॥”

ओमङ्गावत. १. ४. ५१ ।

“एतद् ब्रूहि महान् कामो मय्यं शुश्रूषवे पितः ।” तत्रैव १०. २४. ३ ।

	এক.	বহু.
ঘ.	সম	অস্মাকাং
	সমং	অস্মাকাং, অস্মাহুঃ।
	সম্বং	
	অস্মং	
ঙ.	ময়ি	অস্মেসু

মতান্তরে প্র. বহু. অস্মা ; দ্বি. এক. অস্মং, বহু. অস্মং, অস্মা ; ও ঘ. বহু. অস্মাসু ; এই পদ গুলিও হয় । *

ইহা ভিন্ন হ. চ. ঘ. এক. সী ; এবং প্র. দ্বি. হ. চ. বহু. নী ; এই পদদ্বয় হয় । †

* মোগল্লানবৃত্তি-প্রভৃতি মতে ।

† অস্ম্ (অস্ম) শব্দের এই কয়টি সন্ধি সাধারণত দেখা যায়—

নী + অস্মং = স্নাস্মং (স্নাস্মহম্) ।

তাসং + অস্মং = তাসাস্মং (তাসামহম্) ।

হস্ম + অস্মং = হস্মাস্মং (হস্মাহম্) ।

সস্মে + অস্মং = সস্মাস্মং (সস্মেদহম্) ।

সস্মে শব্দের অর্থালোচনার জন্য গ্রন্থকার-সম্পাদিত মিলিন্দপত্র

(১ পরিশিষ্টে, ১০ পৃ.) জ্ঞেয়া ।

১১৯। কতি শব্দ।

কতি শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, এবং তিন লিপ্সেই ইহার
রূপ সমান। যথা—

		বহু.
প্র.	দ্বি.	কতি
ত্ৰ.	প.	কতীহি, কতীমি
চ.	ষ.	কতীনং, কতিন্নং
স.		কতীসু

১২০। দ্বি শব্দ।

দ্বি শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, এবং তিন লিপ্সেই ইহার
রূপ সমান। যথা—

		বহু.
প্র.	দ্বি.	দুবি
		দ্বী
ত্ৰ.	প.	দ্বীহি, দ্বীমি,
চ.	ষ.	দুবিন্নং, দ্বিন্নং *
স.		দ্বীসু

* অহনীতি ও অকনিবতি ব্যাকরণে দ্বিন্নং পদ দেখা যায়।

১২১। তি (ত্রি) শব্দ । *

	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্র. দ্বি.	<u>তথ্যো</u>	<u>তিস্ম্যো</u>	<u>তীণি</u> †
দ্ব. প.	তীহি	তীহি	তীহি
	তীভি	তীভি	তীভি
স্ব. ষ.	তিস্মং	<u>তিস্মন্নং</u> ‡	তিস্মং
	<u>তিস্মন্নং</u>		<u>তিস্মন্নং</u>
স.	তীসু	তীসু	তীসু

১২২। চতু (চতুর্) শব্দ ।

	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্র. দ্বি.	চত্ভারো	<u>চতস্ম্যো</u>	চত্ভারি
	চতুরো		চত্ভারি
দ্ব. প.	চতুহি	চতুহি	চতুহি
	চতুভি §	চতুভি	চতুভি

* ইহা ও বক্রমাংশে চতু (চতুর্) প্রভৃতি শব্দ নিত্যবহুবচনান্তঃ ।

† তুলনীয়—“হি বা তি বা উদকপুসিতানি ;” এখানে তীণি স্থানে তি হইয়াছে ।

‡ ব্যাকরণবিশেষে তিস্মং, তিস্মন্নং, পদও দেখা যায় ।

§ তিন লিঙ্গেই বিকল্পে চতুভি পদ দেখা যায় ।

ব. প্র.	চতুর্ন	চতস্সন *	চতুস'
স.	চতুস	চতুস	চতুস

১২৩। পঞ্চ (পঞ্চন্) শব্দ।

ত্রিলিঙ্গে সমান রূপ।

প্র.	দ্বি.	পঞ্চ
দ্ব.	প.	পঞ্চদ্বি, পঞ্চমি
ত্ৰ.	প.	পঞ্চত্ৰ
স.		পঞ্চস

১২৪। ছ (ষঢ়), ৭ সত্ত (সমন্), ষট্ (ষট্‌ন্), ষ্ণ (নবন্), দশ (দশন্), একাদস (একাদশন্), দ্বারস বা দ্বাদস বা বারস (দ্বাদশন্), তৈরস বা তৈস (ত্রয়ো-দশন্), চতুদস বা চতুদস বা চৌদস (চতুর্দশন্), পঞ্চদস বা পসুরস (পঞ্চদশন্), সোরস বা সৌস (ষোড়শন্), § সত্তদস বা সত্তরস (সমদশন্), ও অদ্বাদস বা অদ্বারস (ষ্ঠাদশন্) শব্দের রূপ পঞ্চ শব্দের ন্যায়।

* চতুর্ন পদও হয়, এবং কেহ কেহ বলেন 'চতস্সন' পদও হইয়া থাকে।

† স. বহু. দ্বস্স পদ দেখা যায়; "দ্বস্স লোকো সসুপ্পমো।"

‡ তুস:—প. বহু. "ইমেহি অট্টীহি তমগ্গপুগ্গলং।"

§ ছ-দস (ষড়-দশ) হইতে সৌস পদ ২য় (ক. ব. ২. ৮. ২১, ২২, ২৬)। অতএব দস শব্দের দ স্থানে যে স হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা

১২৫। একুনবীষতি (একোনবিংশতি) শব্দ । #

এক.

প্র.	সম্বোধি.	একুনবীষতি
দ্বি.		একুনবীষতি
ত্ৰ.	ষ. }	একুনবীষতিয়া
প.	ষ. }	
স.		একুনবীষতিয়া
		একুনবীষতিয়ং

তৃতীয়া প্রভৃতিতে বিকল্পে একুনবীষত্বা পদও হইয়া থাকে ।

১২৬। বীষতি (বিংশতি), একবীষতি (এক-

বীষতিতেছে । ক. ব্র. ২. ৮. ৩৬ স্বত্রানুসারে দ স্থানে ল হয় । এবং এই ল প্রকৃত স্থলে নিতাই ল হয় । তেরস, চত্বাশীষ শব্দে তাহা বিকল্পে হয় । সৌরস শব্দও আছে । কিন্তু আচার্যগণ বলেন—“‘‘লো নিষ’’ সোলসেবাস্ত চত্বাশীষে চ তেরসে । অস্মত্ব্য ন চ ছৌতায়’’ ববস্থিত-বিমাসতো ॥” ম. সি. ১৬৬ পৃ. ; জটবা ঐ টীকা, p. 102 ।

* বীষতি (বিংশতি) হইতে নবতি (নবতি) পর্য্যন্ত সংখ্যাশব্দক শব্দ সকল সংস্কৃতের স্থায় একবচনে প্রযুক্ত হয় ; বিংশতি প্রভৃতির দ্বি বা বহুব বিবক্ষা হইলে সংস্কৃতে ষেরূপ তাহাদের দ্বিবচন বা বহুবচনেও প্রয়োগ হইয়া থাকে, পালিতেও সেইরূপ বহুবচনে প্রযুক্ত হয় । বীষতি হইতে নবতি পর্য্যন্ত সমস্ত শব্দই ক্রীলিঙ্গ । অতএব ইহাদের রূপ ক্রীলিঙ্গ শব্দের স্থায় হইবে । একুনবীষতি শব্দের রূপ রুচি শব্দের স্থায় ।

বিংশতি), হেবীসতি বা হাবীসতি বা বাবীসতি (হাবিংশতি) ইত্যাদি সমস্ত তি-ভাগান্ত স্ত্রীলিঙ্গ সংখ্যা শব্দের রূপ এই প্রকার।

১২৭। বিংশতি প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের স্থানে পালিতে বোসতি, বীসা; একবীসতি, একবীসা; হাবীসতি, হাবীসা; তিসতি, তিসা; চতালীসতি, চতালোসা; ইত্যাদি উভয় রূপই হইয়া থাকে। ইহাদের রূপ যথাক্রমে ইকারান্ত ও আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের গায়। কিন্তু বীসা, একবীসা ইত্যাদি আকারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে বীসা, একবীসা প্রভৃতি পদের স্থানে নাধারণত বীসং, একবীসং ইত্যাদিই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। *

১২৮। সত (যত), সহস্র (সহস্র), লক্ষ (লক্ষ), প্রভৃতি ক্লীবলিঙ্গ শব্দের চিত্ত শব্দের গায়, এবং কোটি, পকোটি, (প্রকোটি) প্রভৃতি শব্দের বন্তি শব্দের গায় রূপ হয়।

* লক্ষ্য—“অন্তে নিম্নাছীতস্ব”, ক. বৃ. ২. ৮. ২৪। সু্যাসে বীসা প্রভৃতির আকারের লোপ হয়, যথা—বীসথোজনানি, অল্পত্রও এই রূপ।

१२९। पालिते वीसति (विंशति) इहेते मन्था-
शब्द श्रुति एहे :-

२० वीसति *	३३ तेत्तिसति
२१ एकवीसति	३४ चतुत्तिसति
२२ हेवीसति	३५ पञ्चत्तिसति
हावीसति	३६ छत्तिसति
बावीसति	३७ सत्तिसति
२३ तेवीसति	३८ अट्टत्तिसति
२४ चतुवीसति	३९ एकूनचत्तालीसति
२५ पञ्चवीसति	४० चत्तारीसति
पसुवीसति	चत्तालीसति
२६ छब्बीसति	तालीसति
२७ सत्तवीसति	४१ एकचत्तारीसति
२८ अट्टवीसति	एकचत्तालीसति
२९ एकूनत्तिसति	४२ द्विचत्तारीसति
३० तिसति	द्विचत्तालीसति
३१ एकत्तिसति *	हाचत्तारीसति
३२ इत्तिसति	हाचत्तालीसति
वत्तिसति	हेचत्तारीसति

* विकल्पे वीसां अङ्कति ; अष्टका—७. १ १२१।

	द्वेवत्तालीसति	५२	द्वेपञ्चासा
४३	तेचत्तारीसति		द्वेपञ्चासा
	तेचत्तालीसति		द्विपञ्चासा
	तिवत्तारीसति		द्विपञ्चासा
	तिवत्तालीसति	५३	तिपञ्चासा
४४	चतुचत्तारीसति		तिपञ्चासा
	चतुचत्तालीसति	५४	चतुपञ्चासा
४५	पञ्चवत्तारीसति		चतुपञ्चासा
	पञ्चवत्तालीसति	५५	पञ्चपञ्चासा
४६	छवत्तारीसति		पञ्चपञ्चासा
	छवत्तालीसति	५६	छपञ्चासा
४७	सरुचत्तारीसति		छपञ्चासा
	सत्तवत्तालीसति	५७	सत्तपञ्चासा
४८	अट्टवत्तारीसति		सत्तपञ्चासा
	अट्टवत्तालीसति	५८	अट्टपञ्चासा
४९	एकूनपञ्चासा		अट्टपञ्चासा
५०	<u>पञ्चासा</u>	५९	एकूनसट्ठि
	पञ्चासा	६०	<u>सट्ठि</u>
५१	एकपञ्चासा	६१	एकसट्ठि
	एकपञ्चासा	६२	द्विसट्ठि

द्वेसद्वि	७५ पञ्चसत्तति
द्वासद्वि	७६ छसत्तति
६३ तिसद्वि	७७ सत्तसत्तति
तेसद्वि	७८ अट्टसत्तति
६४ चतुसद्वि	७९ एकून-असीति
६५ पञ्चसद्वि	८० असीति
६६ छसद्वि	८१ एकासीति
६७ सत्तसद्वि	८२ द्वियासीति
६८ अट्टसद्वि	द्वे-असीति
६९ एकूनसत्तति *	द्वासीति
७० सत्तति	८३ ते-असीति
७१ एकसत्तति	त्रियासीति
७२ द्वेसत्तति	८४ चतुरासीति
द्विसत्तति	चुल्लासीति
द्वासत्तति	८५ पञ्चासीति
७३ तिसत्तति	८६ छासीति
तेसत्तति *	८७ सत्तासीति
७४ चतुसत्तति	८८ अट्टासीति

* विकल्पे अङ्किते त्ति शब्दे रि इय ; यथा—एकूनसत्तति, एकून-सत्तरि ; सत्तति, सत्तरि ; एकसत्तति, एकसत्तरि ; द्वेत्तादि ।

८८ एकूननवति	८४ चतुनवति
८० नवति	८५ पञ्चनवति
८१ एकनवति	८६ छनवति
८२ द्विनवति	८७ सत्तनवति
द्वानवति	८८ अट्टनवति
८३ तिनवति	८९ एकूनसतं
तेनवति	१०० सतं

१०० ।	सतं	(एकेर	पर	२	शून्य)
	सहस्रं	"	"	७	"
	नहुतं	"	"	४	"
	लखं	"	"	५	"
	सतसहस्रं	"	"		"
	कोटि	"	"	१	"
	पकोटि	"	"	१४	"
	कोटिपकोटि	"	"	२१	"
	नहुतं	"	"	२८	"
	निन्नहुतं	"	"	७५	"
	अखोद्विषी	"	"	४२	"
	बिन्दु	"	"	४८	"
	अब्जुदं	"	"	५७	"

निरञ्जुदं	(एकेर पर	७७	शून्य)
अहहं	” ”	१०	”
अबलं	” ”	११	”
अटटं	” ”	८४	”
सोगन्धिकं	” ”	२१	”
उप्लं	” ”	२८	”
कुमुदं	” ”	१०५	”
पुण्डरीकं	” ”	११२	”
पदुमं	” ”	११३	”
कथानं	” ”	१२७	”
महाकथानं	” ”	१७७	”
असंख्यं	” ”	१४०	”

* ईहा एक मते ; ईश्वरा बलेन—शत हहेते लक्षपर्याप्त क्रमशः दश-दश षुण वाड़ाहेते हहेवे, एवंग कोटि हहेते असंख्य पर्याप्त क्रमशः शतलक्षशुण (१००, ००,०००) वाड़ाहेते हहेवे । यथा—“एतासु संख्यासु कामेन सतादिलक्षपरियन्तं दसह्नि गुणितं भवति, कोट्यादिकं असंख्यपरियन्तं सतलक्षह्नि सतलक्षह्नि गुणितं भवति ।” उक्त हहेश्वरा थाके—

“दसादि याव कोट्यन्ता सुञ्जेकेका च वहुये ।

अवसेसेसु सन्नत्य सत्त सत्तेव वहुरे ॥

सत्त सुञ्जा भवे कोटि उत्तरि सत्त खो गुणे ।

सत्तालीससत्तं सुञ्जा असंख्येयन्ति वुचति ॥”

১৩১। পূত্রগবাচী শব্দ ।

পঠমো, পঠমা, পঠমং ; দ্বিত্যো, দ্বিত্যা, দ্বিত্যং ;
তত্টিয়ো, তত্টিয়া, তত্টিয়ং ; চতুর্থ্যো, চতুর্থ্যা, চতুর্থ্যং *
চতুর্থ্যং (তুরীয়ো, তুরীয়া, তুরীয়ং) ; পঞ্চমো, পঞ্চমী-
পঞ্চমা, পঞ্চমং ; ছট্টো, ছট্ठी-ছট্ঠা, ছট্ঠং ; ছট্ঠমো, ছট্ঠমী-

আবার কোনো কোনো আচার্য বলেন, শত হইতে অশ্বখোত্র পর্যন্ত
সর্বত্রই ক্রমশ দশ-দশ গুণ করিতে হইবে ; ইহা কাণ্ডায়নের অভিন্নত—
“যাব তদুত্তরি দশগুণিতং চ”, ক. ব. ২.৮. ৫১। জট্টবা—“পঞ্চায়াঃ শত-
সহস্রাদি ক্রমাৎ দশগুণ্যোত্তরম্ ;” “একং দশ শতশ্চৈব সহস্রময়ুতং তথা ।
লক্ষং চ নিযুতং চৈব কোটিরবুদ্মেব চ ॥ ষট্ঃ খর্বো নিখর্বশ্চ শ্লষ্ণ-
পদ্মৌ চ সাগরঃ । অন্ত্যং মধ্যং পরার্থেচ দশশ্লষ্ণা যথাক্রমম্ ॥”
অক্সোহিণী হইতে গণনায় সংখ্যান্বয়ের পৌর্কোপর্যো মতভেদ আছে ;
কেহ কেহ বলেন,—অক্সোহিণী, ত্রিন্দু, অব্বুদং, নিরব্বুদং, অবব্বং,
অটটং, অহহুদং, কুমুদং, সোগন্ধিকং, উপ্পজং, পুণ্ডরীকং, পডুমং, কথানং,
মহাকথানং, অসংখ্যেয়ং ; কেহ কেহ এইরূপ গণনা করেন,—সতং,
সহস্সং, অয়ুতং, লক্কসং, পয়ুতং, কোটি, অব্বুদং, পডুমং, খব্বো,
মহাখব্বো, মহাপডুমং, সংজু, সমুহো, অনন্তং, মন্কং, পরহুং, অমতং,
সংখ্যং, অসংখ্যেয়ম্ । শেবোক্তপ্রকার গণনা সংস্কৃতশাস্ত্রিতো প্রসিদ্ধ ।
আবার—“সতং সহস্সং অয়ুতং পয়ুতং নিযুতং তথা । কোটিরব্বুদমিশ্চৈব
ক্রমাৎ দশগুণ্যোত্তরম্ ॥”

* “নদাহিতো বা ইতি ইপ্পাণ্যো, ...ইত্যিয়মতো আপাণ্যোতি
আপাণ্যে পঞ্চমা”—ম. বি. ১২৩ পৃ. ৩৫০ স. ।

ছদ্দমা, ছদ্দমং ; সত্তমী, সত্তমী-সত্তমা, সত্তমং ; অদ্দমী, অদ্দমী-অদ্দমা, অদ্দমং ; দয়মী, দয়মী-দয়মা, দয়মং ; একাদসমী, একাদসী, * একাদসমং ; বারসমী-ছাদসমী, ছাদসী, বারসমং-ছাদসমং ; তেরসমী, তেরসী, তেরসমং ; চতু-
 দসমী, চতুদসী-চাতুদসী, চতুদসমং ; পঞ্চদসমী-পষরসমী, †
 পঞ্চদসী-পষরসী, পঞ্চদসমং-পষরসমং ; সোড়সমী, সোড়সী,
 সোড়সমং ; সত্তরসমী-সত্তদসমী, সত্তদসী-সত্তরসী, সত্ত-
 দসমং-সত্তরসমং ; অষ্টাদসমী-অষ্টারসমী, অষ্টাদসী-অষ্টারসী,
 অষ্টাদসমং-অষ্টারসমং ; একুনবীসতিমী, একুনবীসতিমী-
 একুনবীসতিমা, একুনবীসতিমং । অতঃপর সংখ্যাবাচক
 তত্ত্ব শব্দের উত্তর ম যোগ করিলেই তৎসমুদয়
 পূরণবাচক হইবে, যথা—বীসতিমী, একবীসতিমী,
 ইত্যাদি । ‡

* এক প্রভৃতি শব্দের পর দশ শব্দ থাকিলে পূরণার্থে ক্রোলিঙ্গ
 ছে প্রত্যয় হয়—“একাদিতো দসস্বী,” ক. বু. ২. ৮. ৩৩ ; ম. সি. ১৫৬
 ৫. ৩৬৬ স্ত. । এতদনুসারে একাদসমা বা একাদসমী প্রভৃতি পদ
 হইবে না ।

† কিন্তু “অপ্সুপোসথো পষরসো ;” এখানে পূরণার্থে পষরসো
 হইয়াছে । মশাকপনিকর টীকাকার বলেন (p. 102) ইহা নিপাতনে
 সিদ্ধ ।

‡ “স্বস্ত্রাপুরথো মো”—ক. বু. ২. ৮. ৩০ । C. D. বলেন (p.
 114, §§ 274-275) পঞ্চ প্রভৃতি শব্দের এই কয়টিও পূরণবাচক পদ
 ।

১৩২। অর্ধদ্বিতীয় প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত শব্দের
অর্থে পালিতে এই কয়টি শব্দ প্রযুক্ত হয়—

অর্ধদ্বিতীয়ঃ = দিবন্তী, দিয়ন্তী, (দেড়) ।

অর্ধতৃতীয়ঃ = অকৃত্তিঅ্যো, অকৃত্তিঅ্যো, (আড়াই)

অর্ধচতুর্থঃ = অকৃত্তী, (সাড়ে তিন) ।

আখ্যাতকম্প

১। পালিতে আত্মনেপদ (অন্তনোপদ) ও পরস্মৈ-
পদ (পরস্মপদ) উভয়ই আছে ; কিন্তু আত্মনেপদের
প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প ।

২। পালিতে সংস্কৃতের আত্মনেপদী ধাতুগুলিকে
প্রায়ই পরস্মৈপদে ও পরস্মৈপদী ধাতুগুলিকে কখন কখন
আত্মনেপদে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা, সংস্কৃত
√ম্, মবতি ; √বৃধ্, বৃক্ষতি ; √মন্, মম্বতি ; √ম্ভু,
মম্বতি ; ইত্যাদি ।

৩। কর্মবাচ্যে, ভাববাচ্যে, ও কর্মকর্তৃবাচ্যে
আত্মনেপদ হয়, ইহা সাধারণ নিয়ম ; কিন্তু বস্তুত পালিতে

ভূম—দম্বথ, কুম, ও মন্যে । কিন্তু ইহা কাত্যায়ন বা মহারূপসিদ্ধিতে
স্মৃতিতও হয় নাট । “অনুস্মেহি যতা” —ক. বৃ. ২. ৮. ৪১ ; ম. ষি.
১৬৪ পৃ. ২২১ ক্র. ।

ইহা বৈকল্পিক । যথা—√প্চ, প্চতে ঐদনো দেবদন্তেণ,
প্চতি বা ; প্চতে ঐদনো সয়মেঘ, প্চতি বা ; এইরূপ
√লভ্, লভতে, লভতি ; √মন, মনতে, মনতি ; ইত্যাদি ।

৪ । পালিতে ভাদি, রুধাদি, দিবাদি, স্বাদি, ত্র্যাদি, তনাদি ও চুরাদি, এই সপ্ত গণে ধাতুসমূহ বিভক্ত হইয়াছে । * অদাদি, জুহোত্যাди ও তুদাদি ধাতুসমূহকে ভাদিগণেরই অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে,† যদিও ইহাদের রূপ বিভিন্ন দৃষ্ট হয় ।

৫ । পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমরা সংস্কৃতের ষ্টায় দশ গণেই ধাতুসমূহকে বিভক্ত করিব ।

৬ । পালিতে প্রযুক্ত ধাতুরূপ গুলি সাধারণত সংস্কৃতানুযায়ী, কেবল স্বর বা ব্যঞ্জনের ন্যূনাধিক পরি-

* ‘ভূবাদি চ রুধাদী চ দিবাদি স্বাদযৌ গম্যা ।

ক্রিযাদৌ চ তনাদৌ চ চুরাদৌ স্তিঘ সন্তঘা ॥” ম. সি. ২১৪ পৃ.
ধাতুমঞ্জুষাতেও (১১ পৃ.) এই কবিতাটি ধৃত হইয়াছে, কিন্তু জুহোত্যাदि নামেও এখানে ধাতু উল্লিখিত হইয়াছে । মহারূপসিদ্ধিকার জুহোত্যাदि গণ পৃথক্ নির্দেশ করিয়াও ভাদিগণের অবান্তররূপে গ্রহণ করিয়াছেন ।

† অত্রুহিকা তুদাদৌ চ ভূবাদি চ তথা পরৌ ।

জুহোত্যাदि चतुह्रैवं अन्यौ भूवादयो ह्य ॥”

বর্তন দেখা যায়। স্থূলত সংস্কৃত পদের সাদৃশ্য দেখিয়া পালিতে ধাতুরূপ ঠিক করা অধিক কঠিন নহে।

৭। সংস্কৃতে কালাদি-অনুসারে ধাতুগণ দশ প্রকারে প্রযুক্ত হয়, যথা—লট্, বিধিলিঙ্, লোট্, লঙ্, লিট্, আশীর্লিঙ্, লুট্, লৃট্, লৃঙ্ ও লুঙ্। পালিতে আশীর্লিঙ্ ও লুটের ব্যবহার নাই। অতএব পালিতে ধাতুসমূহ আট প্রকারে ব্যবহৃত হয়। যথা—

১	বর্তমানা (বর্তমানা)	=	লট্ -
২	সম্মী (সম্মী)	=	বিধিলিঙ্
৩	পঞ্চমী	=	লোট্
৪	হীযন্তনী (হ্মস্তনী)	=	লঙ্
৫	পরোক্ষা (পরোক্ষা)	=	লিট্ -
৬	মবিষ্মন্তী (মবিষ্মন্তী)	=	লৃট্
৭	কালানিপত্তি	=	লৃঙ্
৮	অজ্ঞাতনী (অজ্ঞাতনী)	=	লুঙ্

৮। পালিতে পরোক্ষা বা লিট্ লকারের প্রয়োগ

অত্যন্ত অল্প।

৯। লঙ্ ও লুঙ্ এই উভয় লকারের মধ্যে বস্তুত ভেদ থাকিলেও অর্কাটীন সংস্কৃতের ঞায় পালিতেও তাহাদিগের ভেদ দেখা যায় না, অ বিশেষে অতীত কাল মাত্র বুঝাইতেই তাহাদের প্রয়োগ হয়।

১০। গুণ হইলে ই ঙ্গ স্থানে এ, উ উ স্থানে ও ; এবং বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের স্থানে যথাক্রমে ঐ ঔ, এবং অকারস্থানে আকার হয়। স্থানে স্থানে সংস্কৃতির এই গুণ-বৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া পালিতে ধাতুরূপ করিতে পারা যায়।

বর্তমানা (বর্তমানা)

লট্

১১। লটের বিভক্তি যথা—

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক.	বহু	এক.	বহু.
প্রথ.	তি	ন্তি	তি	ন্তে (২)
ম.	সি	থ	সি	ন্তে same. (৪)
স্ত.	মি	ম	য়	ন্তে ৫-২-

(ক) ভাদি

১২। ভাদি ও তুদাদি-গণীয় ধাতুর উত্তর অকার আগম হয়। এবং ভাদিগণীয় ধাতুর অন্ত্য স্বর ও উপাস্ত লঘু স্বরের গুণ হয়।

১৩। বিভক্তির ব ও ম পরে থাকিলে পূর্বস্থিত
অকার আকার হয়।

১৪। বিভক্তির অ বা ণ পরে থাকিলে পূর্ববাস্তত
অকারের লোপ হয়।

১৩। √ভূ

পরশ্চৈপদ		আত্মনেপদ	
এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ. ভবতি	ভবন্তি	ভবতি	ভবন্তে
ম. ভবসি	ভবথ	ভবসে	ভবস্বে
ত. ভবামি	ভবাম	ভবে	<u>ভবাম্হে</u> *

১৪। √ভূ স্থানে বিকল্পে হ্র আদেশ হয়। তখন
তাহার রূপ এই প্রকার—

	এক.	বহু.
প্রথ.	হ্বতি	হ্বন্তি
ম.	হ্বসি	হ্বথ
ত.	হ্বমি	হ্বম

১৫। √পচ, √যজ, √বহ, √ঘম (ঘা) প্রভৃতির
রূপ এই প্রকার; যথা—পচতি, পচন্তি; ইত্যাদি।

১৬। √ঠা (স্থা)

√ঠা স্থানে বিকল্পে তিহ্র আদেশ হয়; তখন তাহার
রূপ এইপ্রকার—তিহ্রতি, তিহ্রন্তি; তিহ্রসি, ইত্যাদি।

“অপর পক্ষে—

* বুজ:—“তবানাগমনে স্বন্মি মর্য ভক্ষীভবামহি।

	एक.	बहु.
प्रथ.	<u>ठानि</u>	<u>ठन्ति</u>
म.	ठानि	ठाय
उ.	ठामि	ठाम

১৭। জুহোত্যাদিগণীয় কয়েকটি ধাতু ভিন্ন সমস্ত আকারান্ত ধাতুরই এই দ্বিতীয় প্রকারোক্ত রূপের স্থায় রূপ হইয়া থাকে। *

১৮। কখন কখন (প্রায়ই মং, ভন্, প্রতি, ভ, নি উপসর্গ পূর্বের থাকিলে) √ঠা স্থানে ঠঙ্ আদেশ হয়, যথা—मण्डहति, मण्डहन्ति; उट्टहति, उट्टहन्ति; ইত্যাদি। मण्डहति, निहति, ইত্যাদি পদও হয়। †

১৯। কখন কখন (প্রায় অঘি ও ভন্ উপসর্গ পূর্বের থাকিলে) ঠা ধাতুর আকার স্থানে একার হয়; যথা—अघिहति, अघिहन्ति; उट्टेति, उट्टेन्ति; ইত্যাদি।

২০। √पा

पा ধাতু স্থানে বিকল্পে পিব আদেশ হয়; যথা—

* √गा (गौ) ধাতুর गायति, गायन्ति; ইত্যাদিও হয়। এইরূপ / भा (घ्यै) হইতে भायति, भायन्ति; ইত্যাদি।

† কেহ বলেন—प्रति (प्रति) ও उ (उत्) পূর্বক ঠা ধাতুর ষাক্রমে এই পদও হয়—प्रतिहति, उट्टति।—C. D.

পিবতি, পিবন্তি ; ইত্যাদি । অন্য পক্ষে—পাতি, পন্তি ; ইত্যাদি । পিব এত ব বিকল্পে ব হয় ।

২১। √দিস (দ্বয়)

দিস স্থানে বিকল্পে পস্ম, দিস্ম, ও দক্স আদেশ হয় ;
যথা—পস্মতি, পস্মন্তি ; দিস্মতি, দিস্মন্তি ; দক্সতি,
দক্সন্তি ; ইত্যাদি ।

২২। √গম

গম ধাতু স্থানে বিকল্পে গচ্ছ ও ঘম্ম আদেশও হয় ;
যথা—গচ্ছতি, গচ্ছন্তি ; * ঘম্মতি, ঘম্মন্তি ; গমেতি,
গমেন্তি ; † ইত্যাদি ।

* যে সমস্ত ধাতুর উপাস্ত স্বর শুরু, তাহাদের পরস্থিত লটের প্রথম পুরুষের বহুবচনে অন্তি ও অন্তি স্থানে (অর্থাৎ উভয়পদেই) বিকল্পে (অথবা কখন কখন) রে আদেশ হয় ; “গচ্ছপুন্সস্মরতো পরস্ম পঠমপুৰিসবহুবচনস্ম রে বা ছোতি”—ম. সি. ১৩৬ পৃ. ৪২৬ স্. ; ১৩৮ পৃ. ৪২১ স্. । এতদনুসারে গচ্ছন্তি, গচ্ছন্তী স্থানে বিকল্পে গচ্ছরে পদ হইবে । এখানে গম স্থানে গচ্ছ আদেশ করিয়া লক্ষণ সম্বয় করা গিয়াছে ।

† “লৌপঘ্ণতমকারো” (ক. বৃ. হ. ৪. ২১ ; ম. সি. ১৬৩ পৃ. ৪৩২ স্.) এই সূত্রানুসারে ভাদিগণীয় ধাতুর উত্তরস্থিত (বিকরণ) অকারের বিকল্পে লোপ হয়, ও তাহার স্থানে একার হইয়া থাকে । এই নিয়মানুসারে ভু ধাতুর ভবেতি, ভবেন্তি ইত্যাদি পদও হইতে পারে ।
R. F. গমতি, গমন্তি প্রভৃতি পদও বিরাজেন ।

২৩। √বদ

বদ ধাতুস্থানে বিকল্পে বজ্জ আদেশ হয়; রূপ যথা—
বজ্জতি, বজ্জন্তি; বজ্জতি, বজ্জন্তি; বদতি, বদন্তি;
বদেতি, বদেন্তি; ইত্যাদি।

২৪। √যম

যম ধাতুস্থানে বিকল্পে যচ্ছ আদেশ হয়; যথা—
যচ্ছতি, যচ্ছন্তি; যমতি, যমন্তি; ইত্যাদি।

২৫। √সদ

সদ ধাতুস্থানে সীদ আদেশ হয়; যথা—সীদতি,
সীদন্তি; ইত্যাদি।

২৬। √জি

ইহার রূপ যথা—জয়তি, জয়ন্তি; ইত্যাদি। আবার
জেতি, জেন্তি; জেমি, জেম; জেমি, জেম। * জি ধাতু
পালিতে ক্র্যাদিগণীয়রূপেও প্রযুক্ত হয়, তখন ইহার রূপ
এই প্রকার—†

* অয়=য়; ১.১৫৭।

† জ্র:—৪.১৭৭। সংস্কৃতের জ্র পালিতেও কোন কোন ধাতু
একাধিক গণে পঠিত হয়, ও তদনুসারে তাহাদের রূপ হইয়া থাকে।
যথা √বিদ ভাদি, কখাদি, দিবাদি, ও চুরাদি গণের মধ্যে পালিতে
পঠিত হয়, এবং তাহাদের রূপ যথাক্রমে বেদতি, বিন্দতি, বিক্সতি,
ও বেদতি বা বেদ্যতি হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে গণভেদে অর্থভেদও √
হইয়া থাকে।

	एक.	बहु.
प्रथ.	जिनाति	जिनन्ति
म.	जिनासि	जिनाथ
उ.	जिनामि	जिनाम

২৭। √নী, নয়তি, নয়ন্তি ; নেতি, নেন্তি ; ইত্যাদি।

২৮। সর (सृ) ; সরতি, সরন্তি ; ইত্যাদি।

অপরগণের অন্তর্গত হইলেও অধিকাংশ সংস্কৃত ঞ্কারান্ত ধাতুর রূপ বিকল্পে এই প্রকার হইয়া থাকে।

২৯। সংস্কৃতে লট্, বিধিলিঙ্, লোট্ ও লঙ্ এই চারি লকারেই গম্ প্রভৃতি ধাতুর স্থানে গচ্ছ্ প্রভৃতি আদেশ হয়, কিন্তু পালিতে সমস্ত লকারেই এবং কখন কখন ক্ৎপ্রত্যয়েও ঐ সমস্ত আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিকরণ (অর্থাৎ ভ্রাদিগণের উত্তর অ, দিবাদিগণের উত্তর য, ইত্যাদি) সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

(খ) অদাদি *

৩০। *√ इ ण

* পালিব্যাকরণমতে এই সমস্ত ধাতু ভ্রাদিগণেরই অন্তর্গত।

† পালিব্যাকরণে इ ধাতু একটিমাত্র, এবং গতি ও অধ্যয়ন উভয় অর্থেই তাহা প্রযুক্ত হয়।

	এক.	বহু.
প্রথ.	এতি	এন্তি, যন্তি
ম.	এসি	এথ
ভ.	এমি	এম #

৩১। √যা, যাতি, যন্তি ; ইত্যাদি। √বা,
√ভা, √পা প্রভৃতির রূপ এই প্রকার।

৩২। √ব্রু

পরস্মৈপদ

	এক.	বহু.
প্রথ.	ব্রুতি, ব্রুৱীতি	ব্রুবন্তি
ম.	ব্রুসি	ব্রুথ
ভ.	ব্রুমি	ব্রুম

পরস্মৈপদে প্রথম পুরুষের এক ও বহুবচনে যথাক্রমে,
ব্রু ধাতুর আহু ও আহু এই দুই পদও হয়। †

আত্মনেপদ

	এক.	বহু.
প্রথ.	ব্রুণে	ব্রুবন্তে
ম.	ব্রুসে	ব্রুন্হে ‡
ভ.	ব্রুবে	ব্রুন্হে

* কচিৎ অযতি, ও সমুদয়ন্তি পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা ভাদি-
গণীয় √অয (মতিন্হি, ঘা. ম. ৫৩) হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

† ম. সি. ২০০ চ. ৪৮৮ স্ত. । জটবা—৪.১১২২।

‡ মহারূপসিদ্ধিতে ব্রুবন্হে পদ আছে।

७७। √सी (शी), सेति, सेन्ति; सेते, सेन्ते; इत्यादि ।
पक्के सयति, सयन्ति; इत्यादि ।

७८। √अस

	एक.	बहु.
प्रथ.	असि	सन्ति
म.	असि, अहि	अथ
उ.	असि, अहि	अस, अह *

७९। √आस

	एक.	बहु.
प्रथ.	अच्छति	अच्छन्ति
म.	अच्छसि	अच्छथ
उ.	अच्छामि	अच्छाम

उप उपसर्गपूर्वक आस धातुर रूप एहे प्रकार—
उपासति, उपासन्ति; इत्यादि ।

७७। √हन

	एक.	बहु.
प्रथ.	<u>हनति, हन्ति</u>	हनन्ति
म.	हनसि †	हनथ
उ.	हनामि	हनाम

* “न पि ते भतकम्हसे” एथाने उ. बहु. अम्हसे एहे विचिअ पद हए ।

† किञ्च “मत्तो ह्वारं हनासि ।”

হন ধাতু স্থানে বিকল্পে সর্বত্র বধ আদেশ হয় ;
তখন তাহার রূপ—বধতি, বধন্তি, ইত্যাদি ।

৩৭। √বচ, বচতি, বচন্তি, ইত্যাদি । *

৩৮। √দুহ, দুহতি, দুহন্তি ; ইত্যাদি । পক্ষে
দৌহতি, দৌহন্তি ; ইত্যাদি ।

৩৯। √লিহ, লিহতি, লিহন্তি ; ইত্যাদি ।
পক্ষে লৌহতি, লৌহন্তি ; ইত্যাদি ।

৪০। √রুদ, রুদতি, রুদন্তি ; ইত্যাদি । পক্ষে
রৌদতি, রৌদন্তি ; ইত্যাদি ।

৪১। √বিদ, বিদতি, বিদন্তি ; ইত্যাদি ।

(গ) তুদাদি

৪২। √পুচ্ছ (প্রচ্ছ), পুচ্ছতি, পুচ্ছন্তি ; ইত্যাদি ।

৪৩। √হস (হ্‌স্)

হস ধাতুস্থানে বিকল্পে হ্‌চ্ছ আদেশ হয়, যথা—
হ্‌চ্ছতি, হ্‌চ্ছন্তি ; ইত্যাদি । পক্ষে এসতি, এসন্তি ;
ইত্যাদি ।

* কখন কখন প্রথম পুরুষের একবচনে বক্তি (বক্তি)
পদও দেখা যায় । তি বিভক্তি পরে থাকিলে কখন কখন পূর্নস্থিত অ
প্রত্যয়ের লোপ হয় ; “তিন্দি ক্‌শি অ্যস্বয়ী লোপী”—ম. সি. ২০০
ট ৪৮৮ ম. ।

४४ । √गिर-गिह (गृ), गिरति, गिरन्ति; इत्यादि ।
गिहति, गिहन्ति; इत्यादि ।

४५ । √मर (मृ)

मर धातु शाने विकल्पे मीय्य * ७ मीय आदेश इय ।
यथा—मीयति, मीयन्ति; मीयति, मीयन्ति; मरति,
मरन्ति; इत्यादि (४.९७७) ।

४७ । √सिच, सिञ्चति, सिञ्चन्ति; इत्यादि ।

४९ । √लिप, लिम्पति, लिम्पन्ति; इत्यादि ।

४८ । √मुच, मुञ्चति, मुञ्चन्ति; इत्यादि ।

४९ । √विद, विन्दति, विन्दन्ति; इत्यादि ।

५० । √फुस (सृश्), फुसति, फुसन्ति; इत्यादि ।

(घ) दिवादि

५१ । दिवादिगणैश्च धातुर उद्धर य प्रत्यय इय ।

५२ । √दिव, दिवति, दिवन्ति; इत्यादि । †

५३ । √सिव, सिवति, सिवन्ति; इत्यादि ।

५४ । √युध, युञ्जति युञ्जन्ति; इत्यादि । ‡

* केह केह बलेन मिय्य । ‡ द्य=ज्ज; १.९ २२ ।

† अ=ज्ज; १.९ २७ ।

৫৫। √বুধ, বুজ্জতি, বুজ্জন্তি; ইত্যাদি।

√বুধ (বুধ) ও √বিধ (ব্যধ) এইরূপ।

৫৬। √পদ, পজ্জতি, পজ্জন্তি; ইত্যাদি। †

৫৭। √নহ, নয্হতি, নয্হন্তি; ইত্যাদি। ‡

৫৮। √তুস (তুস), তুস্জতি, তুস্জন্তি; ইত্যাদি। §

৫৯। √মন, মজ্জতি, মজ্জন্তি; ইত্যাদি। ¶

৬০। √সম (সম), সম্জতি, সম্জন্তি; ইত্যাদি। §

৬১। √জন, জন ধাতু স্থানে জা আদেশ হয়;
যথা—জায়তি, জায়ন্তে; ইত্যাদি।

৬২। √দা, দীযতি, দীযন্তি; ইত্যাদি। **

৬৩। √জর (জ), †† ইহার রূপ এই প্রকার—
জীযতি, জীযন্তি; ‡‡ জীযতি, জীযন্তি; জীরতি, জীরন্তি;
আবার জরতি, জরন্তি; ইত্যাদিও হয় (জ: ৪.১৪৫)।

* ঘ্র=জ্ঞ; ১.১২০। † দ্য=জ্ঞ; ১.১২২।

‡ স্ত=য্হ; ১.১২৭। ¶ ন্য=জ্ঞ; ১.১২৮।

§ স্য=স্জ; ন্য=ম্জ; ১.১২৬।

** মহাকরণসিদ্ধিতে এই দা ধাতু (দানার্থক) দিবাदिগণে পঠিত
হইয়াছে। ম. সি. ২০৫ পৃ. ৩২৭স্থ। জুহোত্যাदिগণে √দা দ্রষ্টব্য। ধাতু-
মঞ্জরীর দানার্থক √দা ভাদি, দিবাदि ও জুহোত্যাदि গণে পঠিত হইয়াছে।

†† পালিব্যাকরণমতে ইহা ভাদিগণীয়।

‡‡ কেহ কেহ বলেন জীযতি জীযন্তি।

(ঙ) রুধাদি

৬৪। রুধাদিগণীয় ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয় হয়, এবং ধাতুস্থিত পূর্বস্বরের পর নিগ্গঙ্ঘীত বা অনুস্বার আগম হয়, এবং ঐ অনুস্বারস্থানে পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।

৬৫। √বঘ

পরস্মৈপদে^(১) বন্ধতি, বন্ধন্তি; ইত্যাদি। আত্মনে-
পদে বন্ধতি, বন্ধন্তে; ইত্যাদি।

৬৬। রুধাদিগণীয় ধাতুর উত্তর পূর্বকথিত অ প্রত্যয় স্থলে বিকল্পে হ, ই, এ ও ঐ হইয়া থাকে। অতএব বঘ ধাতুর পূর্বোক্ত ভিন্ন এই সকল রূপও হইয়া থাকে—

বন্ধতি	বন্ধন্তি
বন্ধীতি	বন্ধন্তি
বন্ধেতি	বন্ধেতি
বন্ধোতি	বন্ধোতি

৬৭। √মিহ, মিহতি, মিহন্তি, মিহীতি,
মিহেতি, মিহোতি, ইত্যাদি।

৬৮। √ছিদ, ছিহতি, ছিহন্তি, ছিহীতি,
ছিহেতি, ছিহোতি, ইত্যাদি।

७९। √भुज, भुञ्जति, भुञ्जति^२, भुञ्जीति, भुञ्जति^३, भुञ्जति^४, इत्यादि ।

१०। √युज, युञ्जति, युञ्जति, युञ्जीति, युञ्जति, युञ्जति, इत्यादि ।

(८) आदि

११। आदिगणीय धातुर उभर (धातुविशेषे) णु, णा, ष षण प्रत्यय हर । षण हईले णु स्थाने षो हर ।

१२। √सु (सु)

(क)

	एक.	बहु.
प्रथ.	सु <u>णो</u> ति	सु <u>णो</u> न्ति
म.	सुणो <u>सि</u>	सुणो <u>थ</u>
उ.	सुणो <u>मि</u>	सुणो <u>म</u>

(थ)

प्रथ.	सु <u>णा</u> ति	सु <u>णा</u> न्ति
म.	सुणा <u>सि</u>	सुणा <u>थ</u>
उ.	सुणा <u>मि</u>	सुणा <u>म</u>

৭৩। √হি, প্রায়ই প (প্র) পূর্সক, পহিষোতি-
পহিষাতি, পহিষন্তি; ইত্যাদি।

৭৪। √বু (বু), বুষোতি-বুষাতি, বুষন্তি; ইত্যাদি।
বুষোতি পদও হয়। * √মি (শ্রেফণ), † মিনোতি-
মিনাতি, মিনন্তি; ইত্যাদি। ‡

৭৫। প + √অপ (প্র + √আপ্)

	এক.	বহু.
প্রথ.	<u>পাপুষাতি</u>	পাপুষন্তি
ম.	পাপুষাসি	পাপুষাথ
ভ.	ষাপুষামি	পাপুষাম
বিকল্পে	<u>পাপুষোতি</u> ,	<u>পপ্যোতি</u> ; ইত্যাদি।

৭৬। √সক (শক্)

* বু (বু) ধাতু ভাদিগণেও আছে, এবং তাহা হইতে এই সকল
পদ হয়—বিবরতি, সংবরতি, পাপুরতি, পারুপতি, অবপুরতি, অবা-
পুরতি (মূল:—অবাপুরণ)।

† মহাকল্পসিদ্ধিতে (২০৭ পৃ. ৪২৮ সূ.) “মি পেষ্যথি” রহিয়াছে।
ধাতুমঞ্জরী “মি হিঁলনে” ও “মী পমায়ী” লিখিত হইয়াছে (১২১);
কিন্তু উভয়ই ক্র্যাদিগণীয়, ত্রঃ—৪.১৭৭, ৮৪।

‡ এখানে পকার, সকার, হইয়াছে— অজ্ঞাত স্থানে গকারের অস্ত
সংস্কৃত রূপ চিহ্ননীয়।

সক্ণাতি, সক্ণন্তি ; ইত্যাদি । বিকল্পে সক্কীতি, সক্কন্তি ; ইত্যাদি । *

(ছ) ক্র্যাদি

৭৭। ক্র্যাদিগণায় ধাতুর উত্তর না প্রত্যয় হয়, ণ ও পূর্ববর্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয় ।

৭৮। √কী (ক্রী)

	এক.	বহু.
প্রথ.	কিণাতি	কিণন্তি
ম.	কিণাসি	কিণাথ
ভ.	কিণামি	কিণাম

৭৯। √ধু, ধুনাতি, ধুনন্তি; ইত্যাদি ।

৮০। √লু, লুনাতি, লুনন্তি ; ইত্যাদি ।

৮১। √অস (অয়, ভক্ষণ), অস্জাতি, অস্জন্তি ; ইত্যাদি ।

৮২। √জা (জ্ঞা), জা ধাতু স্থানে জা আদেশ হয় ; যথা—জানাতি, জানন্তি ; ইত্যাদি । *জানো নৱ২২৩*

* কোন কোন স্থানে সক্ণাতি ও সক্কতি পদও দৃষ্ট হয় । আবার কখন কখন সক্কনান্তি (দন্ত্য ন) পঠিত হয় । এইরূপ √শি হইতে শিনোতি, শিনান্তি ইত্যাদি ।

† স্থলবিশেষে এই না স্থানে য়া হয় ।

৮৩। √গহ (ঘহ), গহাতি, গহন্তি ; গাহতি, গাহন্তি) ইত্যাদি । আবার ঘেপতি, ঘেপন্তি ; ইত্যাদি ।

৮৪। √মা (মান), মা ধাতুর আকার স্থানে ইকারে হইয়া যায়, যথা—মিনাতি, মিনন্তি ; ইত্যাদি ।

(জ) তনাদি

৮৫। তনাদিগণীয় ধাতুর উত্তর ও (ঙ্গ করিলে ঙী) প্রত্যয় হয় । *

৮৬। √তন

পরস্মৈপদ

	এক.	বহু.
প্রথ.	তনোতি	তনোন্তি
ম.	তনোসি	তনোথ
স্ত.	তনোমি	তনোম

আত্মনেপদ

	এক.	বহু.
প্রথ.	তনুতী	তন্বন্তে
ম.	তনুসে	তনুন্হে
স্ত.	তন্বে	তনুন্হে

* পালিব্যাকরণমতে ঙ-প্রত্যয় করিয়া তাহার স্থানে উকার করা হয় ।

৮৭। √কর (ক্র)

পরশ্মৈপদ

এক.	বহু.	
প্রথ.	করোতি	করোন্তি, কুব্বন্তি
ম.	করোসি	করোথ
ত.	করোমি *	করোম

আশ্বনেপদ

এক.	বহু.	
প্রথ.	কুব্বতে	কুব্বন্তে
ম.	কুব্বসে	কুব্বন্তে
ত.	কুব্বে	কুব্বন্তে

কর (ক্র) ধাতুর উত্তর বিকল্পে যির প্রত্যয় হয়, এবং তাহা হইলে রকারের লোপ হইয়া থাকে ; যথা—কয়িরতি, কয়িরন্তি ; কয়িরসি, কয়িরথ ; ইত্যাদি । †

* কখন কখন কুম্ভি দেখা যায় ; তুল:—“অঙ্গলি কুম্ভি কৈকি”
—রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ; “হা ঘিক্ কোঢ়সি সহায় কিঞ্চ কুব্বমি”—
ললিতবিস্তর, ২৭০ পৃ. ।

† ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি পদ পাওয়া যায়, যথা—পরশ্মৈপদ
প্রথ. এক. কুব্বতি ; আশ্বনে. এক. কুব্বতে, বহু. কুব্বন্তে ; ম. এক.
কুব্বসে, বহু. কুব্বন্তে ; ত. বহু. কুব্বান্তে । F. F. ; Childers.

(ब) जूहोत्यादि

८१। √ ह्र

	एक.	बहु.
प्रथ.	जूहोति	जूहोन्ति
म.	जूहोसि	जूहोथ
उ.	जूहोमि	जूहोम

पाठे

प्रथ.	जूहति *	जूहन्ति
म.	जूहसि	जूहथ
उ.	जूहामि	जूहाम

८८। √ हा

	एक.	बहु.
प्रथ.	जहाति	जहन्ति
म.	जहासि	जहाथ
उ.	जहामि	जहाम

* कथन कथन १.९४१ अश्यात् जूहति, जूहन्ति इत्यादि दृष्टेः
पाठे ।

८२ । √ दा

	एक.	बहु.
प्र.	ददाति	ददन्ति
म.	ददासि	ददाथ
उ.	ददामि	ददाम

पक्षे

प्रथ.	दज्जति *	दज्जन्ति
म.	दज्जसि	दज्जथ
उ.	दज्जामि	दज्जाम

आवार

प्रथ.	देति	देन्ति
म.	देसि	देथ
उ.	देभि, दन्मि	देम, दन्म †

९० । √ धा, दधाति, दधन्ति ; इत्यादि । पक्षे
धेति, धेन्ति ; इत्यादि । ‡

* विकल्पे ४. ५ २२ टीका अशूसारे दज्जति, दज्जन्ति ; इत्यादि ।

† आद्यनेपदे एहे करेकटि पदो पांउया वाय—उ. एक. ददे, बहु. दामसे, ददामसे, ददन्ह (तुलः—मज्जन्ह) । पत्रेभ्यः प्र. एक. दाति पदो कचिं पृष्टे ह्य ।—E. M.

‡ कथं प्र. एक. दधति पदो ह्य ; तुलः उपज्जाया अन्तरा-
धायति सिद्धो ।

✓ উপসর্গ ও অব্যয় যোগে দ্বিদ্ধাবস্থায় ধা ধাতুর পরভাগের ধা স্থানে কখন কখন হ হয; যথা—পিদহতি, পিদহন্তি; ইত্যাদি। সহহতি (সহধাতি), সহহন্তি, ইত্যাদি।

(৩) চুরাদি

৯১। চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর অ্য প্রত্যয় হয়, এবং ১.১৫৭ অনুসারে অ্য স্থানে বিকল্পে ঞ হয়। *

৯২। √চুর, চোরয়তি, চোরয়ন্তি; চোরিতি, চোরিন্তি; ইত্যাদি। †

৯৩। এইরূপ—

√চিন্ত, চিন্তয়তি, চিন্তেতি।

√গণ, গণয়তি, গণেতি।

√মন্ত (মন্ত্র), মন্তয়তি, মন্তেতি।

√বিদ, বেদয়তি, বেদেতি। ‡

√ঘট, ঘাটয়তি, ঘাটেতি; ঘটয়তি, ঘটেতি; ইত্যাদি।

* পালিব্যাকরণধতে যি ও ঞ প্রত্যয় হয়।

† চুরাদিগণীয় ধাতুর যথাসম্ভব গুণ-বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

‡ বেদীয়তি, বেদীয়ন্তি; ইত্যাদিও হয়। তুলঃ—“কর্মিণ্যঃ প্রবেদয়ন্তি”—সুওকোপনিষৎ, ১.২.৯।

পঞ্চমী

লোট্

৯৪। লোটের বিভক্তি যথা—

পরস্মৈ.

আত্মনে.

	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	তু	অন্তু	তং (১৭)	অন্যং
ম.	হি	য	স্মু (১৮)	স্বী
ত.	মি (২০)	ম	এ	স্বামস্বী

৯৫। লট্ লকারের ঞায় ধাতুর শেষে উল্লিখিত বিভক্তি যোগ করিলেই সাধারণত লোটের রূপ হয়।

৯৬। মধ্যম পুরুষের একবচনে হি বিভক্তির পূর্বে অকার থাকিলে বিকল্পে তাহার লোপ হয়। যেবার লোপ হয় না, সেবার পূর্বস্থ অকার স্থানে আকার হয়।*

৯৭। √মু

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	भवतु	भवन्तु
ম.	<u>भव, भवाहि</u>	भवथ
ত.	भवामि	भवाम

* এখানে আদর্শরূপ কয়েকটিমাত্র ধাতুর রূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

आअने.

	एक.	बहु.
प्रथ.	भवतं	भवन्तां
म.	भवन्सु	भवन्हो
उ.	भवे	<u>भवामसे</u>

भू स्थाने ङ् इहेने, होतु, होन्तु ; होहि, होय ;
इत्यादि इहेया थाके ।

९८ । √ अस (अदादि)

	प्रथ.	बहु.
प्रथ.	अत्यु	सन्तु
म.	<u>आहि</u>	अत्य
उ.	अस्मि, अस्मि	अस्म, अस्म

९९ । √ गम, गच्छतु, गमेतु, गन्मसु, इत्यादि ।

१०० । √ दिस (दृश्), पस्सतु, दिस्सतु, दक्खतु, इत्यादि ।

१०१ । √ ब्रू

परत्सेअ.

	एक.	बहु.
प्रथ.	ब्रूतु	ब्रूवन्तु
म.	ब्रूहि	ब्रूथ
उ.	ब्रूमि	ब्रूम

आञ्जनेपदे ब्रूतं, ब्रुवन्तं ; इत्यादि ।

१०२ । √दा

परस्मै.

	एक.	बहु.
प्रथ.	ददातु	ददन्तु
म.	ददाहि	दुदाथ-
उ.	ददामि	ददाम
पक्षे	देतु, देन्तु ; दज्जतु, दज्जन्तु ; इत्यादि ।	

आञ्जने.

	एक.	बहु.
प्रथ.	ददतं	ददन्तं
म.	<u>ददस्व</u>	<u>ददन्वो</u>
उ.	ददे	ददामस

१०७ । √हृ, जुहोतु, जुहोन्तु जुह्वन्तु ; इत्यादि ।

१०४ । √कर (क्त)

परस्मै.

	एक.	बहु.
प्रथ.	करोतु, कुरुतु	करोन्तु, कुब्बन्तु
म.	करोहि, कुरु	करोथ
उ.	करोमि	करोम

আত্মনে.

প্রথ.	কুরতং	কুব্বন্তং
ম.	কুরস্তু, কুরস্তু	কুরন্তো
উ.	<u>কুব্বে</u>	<u>কুব্বামসে</u>

১০৫। √গহ (যহ্), গহ্বাতু, গহ্বন্তু ; ইত্যাদি ।

১০৬। √জা (জা) পরস্মৈ. প্রথ. এক. জানাতু, বহু.

জানন্তু ; ম. এক. জান, জানাহি, বহু. জানাথ ;
ইত্যাদি । আত্মনে. প্রথ. এক. জানতং, বহু. জানন্তং ;
ইত্যাদি ।

সত্তমী (সসমী)

বিধিলিঙ —

১০৭। বিভক্তিগুলি যথা —

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	এথ্য, এ	এথ্যুং	এথ	এরং
ম.	এথ্যাসি, এ	এথ্যাথ	এথো	এথ্যন্তো
উ.	এথ্যামি, এ #	এথ্যাম	এথ্যং, এ	এথ্যান্হে

* পালিব্যাকরণ-মতে প্রথম, মধ্যম ও উত্তম তিন পুরুষেই একবচনে
‘প্রথমত যথ্য প্রভৃতি বিভক্তি বিহিত হইয়াছে, কিন্তু হ-অন্ত বহু পদ
পাওয়া যায় বলিয়া এখানে তাহাকেও একটি পৃথক্ বিভক্তি গণ্য করা

১০৮। √মু

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	ভবেয্য, ভবে	ভবেয্যং
ম.	ভবেয্যাসি, ভবে	ভবেয্যাস্থ
উ.	ভবেয্যামি, ভবে *	ভবেয্যাম

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্রথ.	ভবেথ	ভবেথং
ম.	ভবেথো	ভবেথ্যন্থো
উ.	ভবেয্যং, ভবে	ভবেয্যান্থে

মু হানে হু হইলে তাহার রূপ এই প্রকার হয়—

হইয়াছে। বুদ্ধপ্রিয় বলিয়াছেন—“য্য, য্যাসি, য্যামি ইচ্ছিতেষাং
বিক্রপ্যেন একারাদেশী”—ম. সি. ১৮০ চ. ৬৩৮ স্। কখন কখন
পরস্মৈপদে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের একবচনেও য্য দেখা যায়; যথা—
(ম. এক.) “স চে ত্বং যস্মাং যাজিয্য।” লক্ষণীয়—প্রথ. এক. “জানি-
য্যতি”, এখানে য্যতি হইয়াছে (E. M.); আবার উত্তম পুরুষের
বহুবচনে এমসি, এসু ও এম কখন কখন দেখা যায়; যথা—উ. বহু-
বিঘমেমসি, পস্মিসু, জানিসু, দক্সিম। আত্মনেপদে উত্তম পুরুষের এক
বচনেও কখন কখন বিকল্পে য় বিভক্তি হয়।

* ভবেয্য পদও হয়; পূর্বটীকা দ্রষ্টব্য।

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	হিয্য #	হিয্যুং
ম.	হিয্যাসি	হিয্যাথ
ত.	হিয্যামি †	হিয্যাম ঙ্

১০৯ । √গম

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	গচ্ছেয্য, গচ্ছে	গচ্ছেয্যুং
ম.	গচ্ছেয্যাসি, গচ্ছে	গচ্ছেয্যাথ
ত.	গচ্ছেয্যামি, গচ্ছে	গচ্ছেয্যাম

এইরূপ গমিয্য গমি, গমিয্যুং ; ইত্যাদি । §

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্রথ.	গচ্ছেথ	গচ্ছেবঁ

* হ্রস্বৈয্য ও হ্রস্বৈয্য পদও দেখা যায়—E. M.

† কখন হ্রস্বৈয্যামি পদও মুছে হয়—E. M.

‡ হিয্য পদও হয়—ম. সি. ১৯৬ পৃ. ১

§ কখন কখন (প্রায়োগানুসারে) পরস্মৈগণে প্রথম পুরুষের এক-বচনে যয্য স্থানে ত্বঁ হয় ; এবং তদনুসারে গচ্ছে, গম্ গ্ প্রভৃতি পদও হইয়া থাকে । ম. সি. ১৮১ পৃ. ১

	एक.	बहु.
म.	गच्छेथो	गच्छेथन्वो
उ.	गच्छेथ्यं, गच्छे	गच्छेथ्यान्वो

इत्यादि । *

११० । √ठा (स्या)

तिष्ठेथ्य, तिष्ठेथ्युं ; इत्यादि । ठेथ्य, ठेथ्युं ; इत्यादि ।

१११ । √दा

परस्मै.

	एक.	बहु.
प्रथ.	ददेथ्य, ददे †	ददेथ्युं
म.	ददेथ्यासि	ददेथ्याथ
उ.	ददेथ्यामि	ददेथ्याम

एहेरूप देथ्य, देथ्युं ; इत्यादि । दञ्ज आदेश श्हेले—

	एक.	बहु.
प्रथ.	दञ्जेथ्य, दञ्जे	दञ्जेथ्युं
म.	दञ्जेथ्यासि	दञ्जेथ्याथ
उ.	दञ्जेथ्यामि	दञ्जेथ्याम

* वद् धातुति धातुर रूपं एहे धकार । कित्त वद् धातुर प्रथ. बहु-
वञ्जु (अथवा वञ्जु), एवम् म. एक. वञ्जासि ऽ वञ्जेसि पदं ऽ ष्टे ह्य ।

† क्वचित् हे पदं मेधा वार ।

প্রথ. এক. দজ্জা (দজ্জাত্), বহু. দজ্জং, এবং উ.
এক. দজ্জং (দজ্জাম্) পদও হইয়া থাকে ।

আত্মনেপদে দদেথ, দদেং ; ইত্যাদি । * দ্বিত্ব না
হইলে দেথ, দেথ্যুং ; দেথ্যামি, ইত্যাদি ।

১১২ । √ধা, দধেয়, দধে, ইত্যাদি ; অপি-উপসর্গ-
পূর্বক পিদেহেয়, পিদেহে, ইত্যাদি ।

১১৩ । √ভু, জুহেয়, জুহে, জুহেয়ুং ; ইত্যাদি ।

১১৪ । √হা, জহেহ, জহে, জহেয়ুং ; ইত্যাদি ।

১১৫ । √অস (অদাদি)

এক.

বহু.

প্রথ. অস্ম, সিয়া

অস্মু, সিয়ং

ম. অস্ম

অস্মথ

উ. অস্মং

অস্মাম

১১৬ । √ব্রু

পরশ্চৈ.

এক.

বহু.

প্রথ. ব্রুবেয়, ব্রুবে .

ব্রুবেয়ুং

* ঐতিহাসিকসারে কখন কখন আত্মনেপদে মধ্যম পুরুষের একবচনে
যে বিভক্তি স্থানে বিকল্পে হ্রস্ব হয় । তদনুসারে হ্রস্বী, হ্রস্ব এই
ভিন্ন পদই হইয়া থাকে ।

	एक.	बहु.
म.	ब्रुवेय्यासि	ब्रुवेय्याथ
उ.	ब्रुवेय्यामि	ब्रुवेय्याम

आञ्जनपदे ब्रुवेथ इत्यादि ।

१११ । √तन, तनेय्य तने, तनेय्युं ; इत्यादि ।

११८ । √कर (क)

कर धातुर कस्येक प्रकार रूप इहेया थाके, यथा—

परस्मै.

(क)

	एक.	बहु.
प्रथ.	करिष्य, करे	करिष्युं
म.	करिष्यासि	करिष्याथ
उ.	करिष्यामि	करिष्याम

(थ)

प्रथ.	कयिरा	कयिरुं
म.	कयिरासि	कयिराथ
उ.	कयिरामि	कयिराम

(গ)

প্রথ.	কুব্বেয্য, কুব্বে	কুব্বেয্যু* #
ম.	কুব্বেয্যাসি	কুব্বেথ
উ.	কুব্বেয্য	কুব্বেয্যাম

আত্মনে.

প্রথ.	কুব্বেথ, কুব্বেথ কথিরাথ	কুব্বেরং
ম.	কুব্বেথো	কুব্বেয্যন্থো
উ.	কুব্বে, করি করিয়ং	করিয়ান্থে কুব্বেয্যান্থে

১১৯। √কী (কী), কিপেয্য কিপে, কিপেয্যুং ;
ইত্যাদি ।

১২০। √গহ (গহ), গহেয্য গহে, গহেয্যুং ;
ইত্যাদি ।

১২১। √জা (জা), জানেয্য, জানেয্যুং ; ইত্যাদি ।
ইহা ভিন্ন প্রথ. এক. জানিয়া, জন্না ও জানেয্যাসি, এবং
উ. এক. জানিসু পদও হয় ।

* করেয্যুং, কথিরং ও কুব্বেয্যুং এই তিন স্থানে Charles Duro-
selle বর্ধাক্রমে করেয্যুং, কথিরং ও কুব্বেয্যুং পাঠ করিয়াছেন। ইনি
বলেন (খ) অণালীর রূপে মধ্যম ও উচ্চম পুরুষের একবচনেও কথিরা
পদ হয় ।

১২২। √ছিদ, ছিন্দেয়্য ছিন্দে, ছিন্দেয়্যং; ইত্যাদি।

১২৩। √যা, প্রথ. এক. যায়েয়্য; √নহ (নহা),
প্রথ. এক. নহায়েয়্য; নি+√বা, প্রথ. এক. নিব্বায়েয়্য
(লক্ষণীয়—পরিনিব্বয়ে); ইত্যাদি।

পাঙ্কবা (পরোক্ষা)

লিট্

১২৪। বিভক্তিগুলি যথা—

পরস্মৈ.

আত্মনে.

	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	অ	ভ	অ	ই
ম.	এ	ত্ব	ত্বী	ন্ত্বী
ভ.	অ	ন্ত্	ন্ত্	ন্ত্

পূর্বের বলা হইয়াছে পালিতে লিট্ লকারের
প্রয়োগ নিতান্ত অল্প। এজন্য মূল পালি ব্যাকরণের
ন্যায় আমরাও প্রয়োগানুসারে * কয়েকটি মাত্র ধাতুর
রূপ প্রদর্শন করিব।

* মহারূপ সিদ্ধিকার বলিয়াছেন—লিট্ ও লঙের রূপ প্রয়োগানু-
সারে করিতে হইবে—“পরোক্ষাচ্ছীয়ননীসু পুন রূপানি সম্বল্য পযোম-
মবুগম্ভস পযোজেন্ভানি”—ম. সি. ১১০ ঘ.।

১২৫। এই লকারের মোটামুটি নিয়ম সংস্কৃতেরই
 ন্যায়, যথা—জুহোত্যাদিগণীয় ধাতুর ন্যায় ধাতুর দ্বিত্ব ;
 পূর্ববর্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব ; পূর্ববর্তী কবর্গ স্থানে যথাক্রমে
 চবর্গ, ও বর্গের দ্বিতীয় বর্গ স্থানে প্রথম, ও চতুর্থ বর্গ
 স্থানে তৃতীয়বর্গ, এবং হ স্থানে জ হয়। বাজ্জনাদি প্রত্যয়
পরে ধাতুর উত্তর ইকার আগম হয়।

১২৬। √মু

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	অমূষ	অমূষু
ম.	অমূষে अमूषे	অমূষিত্য
স্ত.	অমূষ	অমূষিন্হে

আত্মনে.

প্রথ.	অমূষিত্য	অমূষিরি
ম.	অমূষিত্যৌ	অমূষিন্হৌ
স্ত.	অমূষি	অমূষিন্হে

১২৭। √পচ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	পপচ	পপচু

	एक.	बहु
म.	पपचे	पपचित्य
उ.	पपच	पपचिन्ह

आश्चने.

प्रथ.	पपचित्य	पपचिरे
म.	पपचित्यो	पपचिन्हो
उ.	पपचि	पपचिन्हे

१२८। √गम

अत्रोच्च.

	एक.	बहु.
प्रथ.	जगम, जगाम *	जगमु
म.	जगमे	जगमित्य
उ.	जगम	जगमिन्ह

आश्चने.

प्रथ.	जगमित्य	जगमिरे
म.	जगमित्यो	जगमिन्हो
उ.	जगमि	जगमिन्हे

* कथन कथन उपास्य अकारान्न वृत्ति ह्य। म. सि. १८४ पृ. ४६१ सू. ।

१२९। ब्रू धातुर प्रथ. एक. ब्राह्, एवं बहु. ब्राहु,
 ७ ब्राह्मं पदं ह्य। *

मविस्सन्ती (भविस्सन्ती) *future*
 लृट्

१३०। विभक्तिशुलि यथा—

परस्मै.		आत्मने.	
एक.	बहु.	एक.	बहु.
प्रथ. स्सति	स्सन्ति	स्सते	स्सन्ते
म. स्ससि	स्सथ	स्ससे	स्सन्हे
उ. स्सामि	स्साम	स्सं	स्साम्हे

१३१। लृट् लकारे धातुर उततर प्राग्गइ इकार
 आगम ह्य।

१३२। √मू

परस्मै.

	एक.	बहु.
प्रथ.	भविस्सति	भविस्सन्ति
म.	भविस्ससि	भविस्सथ
उ.	भविस्सामि	भविस्साम

* ङहेवा—४.११७२ ; म. सि. १७० पृ. ४४४ अ. ; २०० पृ. ४४४ अ. ।

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্রথ.	ভবিষ্যতে	ভবিষ্যন্তে
ম.	ভবিষ্যধে	ভবিষ্যন্তে
ত.	ভবিষ্যং	ভবিষ্যান্তে

১৩৩। √মু স্থানে হ্রু আদেশ হইলে নিম্নলিখিত
রূপগুলি * হইয়া থাকে—

	(ক)		(খ)	
	এক.	বহু.	এক	বহু.
প্রথ.	হেতি	হেন্তি	হেস্মতি	হেস্মন্তি
ম.	হেসি	হেথ	হেস্মসি	হেস্মথ
ত.	হেমি	হেম	হেস্মামি †	হেস্মাম

	(গ)		(ঘ)	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	হেহিতি	হেহিন্তি	হেহিস্মতি	হেহিস্মন্তি
ম.	হেহিসি	হেহিথ	হেহিস্মসি	হেহিস্মথ
ত.	হেহামি	হেহাম	হেহিস্মামি	হেহিস্মাম

(২.১৩৩)
P. 177

* হ্রু এর উকার স্থানে বিকল্পে হ্র, হ্রহ ও অহ্র আদেশ হয়, এবং
তাঁহা হইলে বিভক্তির স্ম অংশের বিকল্পে লোপ হয়।

† আত্মনেপদে হেস্ম হয়।

	(७)		(८)
प्रथ. K	होहिति होहन्ति	होहिस्यति होहिस्यन्ति	
म.	होहिसि होहिय	होहिस्यसि होहिस्यथ	
उ.	होहामि होहाम	होहिस्यामि होहिस्यामः*	

१७४ । √दिस (दृश्)

दक्खति	दक्खन्ति
दक्खस्यति	दक्खस्यन्ति †
— दक्खति	दक्खन्ति ‡
पस्सिस्यति	पस्सिस्यन्ति

१७५ । √सक, सक्विस्यति, सक्विस्यन्ति ; आञ्चने-
सक्खित्ते, सक्खित्ते ।

१७७ । √वच, वक्खति वक्खन्ति । §

१७९ । √मुच, मोक्खति मोक्खन्ति ।

* केह केह बलेन—उ. एक. हेव्यामि ओ होयामि एवम् बहु.
हेव्याम ओ होव्याम पदं ह्य—F. F. ; आवार प्र. एक. हेतिति ओ
होतिति पदं इहेया थाके—C. D.

† उः—§§२१, २२ ।

‡ एतादृश श्ले संस्कृत रूपं ओ साधारणकालेन नियम चिन्तनीय ;
च = वक्ख, १.१२१ ; -कचित् प्रथ. एक. दिक्खति पदं पृष्ठे ह्य ।

§ लक्ष्मीय—आञ्चने. उ. एक. पवक्खिस्य' ; उः—दक्खिस्यति ।

१७८ ।	√भुज,	भोक्वति	भोक्वन्ति ।
१७९ ।	√वस,	वच्छति	वच्छन्ति । *
१८० ।	√रुद,	रुच्छति	रुच्छन्ति *
		रोदिस्वति	रोदिस्वन्ति । P. 179
१८१ ।	√लभ,	लच्छति	लच्छन्ति ; †
		लभिस्वति,	लभिस्वन्ति ।
१८२ ।	√गम,	गच्छिस्वति	गच्छिस्वन्ति ;
		गमिस्वति	गमिस्वन्ति ।
१८३ ।	√छिद,	छच्छति	छेच्छन्ति ;
		छिन्दिस्वति	छिन्दिस्वन्ति ।
१८४ ।	√रुध,	रुन्धिस्वति	रुन्धिस्वन्ति ।
१८५ ।	√जन,	जायिस्वति	जायिस्वन्ति ; ‡
		जनिस्वति	जनिस्वन्ति ।
१८६ ।	√जा (जा),	जस्वति	जस्वन्ति ;
		जानिस्वति	जानिस्वन्ति । §

* एषाने षु१७ हेटे-आगम छत्र नाहे; स्व = च्छ, १.१७५ ।

† सं. लप्स्यते, स्व = च्छ, १.१८१ ।

‡ १.१७१ ।

§ १.१८२ ।

१४१ ।	√जि, जेस्सति	जेस्सन्ति ;
	जिनिस्सति	जिनिस्सन्ति । *
१४८ ।	√कौ (क्री), केस्सति	केस्सन्ति ;
	किणिस्सति	किणिस्सन्ति । †
१४९ ।	√सु (शु) सोस्सति	सोस्सन्ति ; ‡
	सुणिस्सति	सुणिस्सन्ति । §
१५० ।	√गह (ग्रह), गण्हिस्सति	गण्हिस्सन्ति ; ¶
	गह्हिस्सति	गह्हिस्सन्ति ;
	गहेस्सति	गहेस्सन्ति । **
१५१ ।	√दा,	<u>दस्सति</u> दस्सन्ति ;
	ददिस्सति	ददिस्सन्ति ;
	दज्जिस्सति	दज्जिस्सन्ति ††
१५२ ।	√घा,	दस्सति (? धस्सति),

अपि-पूर्वक पिदहिस्सति, परि-पूर्वक √परिदहेस्सति । ‡‡

* ४.१२७ ।

† ४.११८ ।

‡ आश्राने. उ. एक. सुस्सं पद तथा दास । + २४१५

§ ४.११२ । अहेकण—पह्हिनिस्सति, (प्र+√हि); पापुनिस्सति,
(प्र+आप्); पण्हिस्सति, (प्र+√ह्वा); परिदधस्सति, (परि+√घा);

जः—४.११२ ।

¶ ४.११३ ।

** अश्राने हेकार एकार हहेवाट्ठे; जहेवा—परिदहेस्सति, ४.११५२ ।

†† ४.११७ ।

‡‡ म. सि. २०७ पृ. ४२४ सू. ।

१५७ । √इ (गति), ऐस्सति ऐस्सन्ति ।

१५८ । √जर (जृ), जीरिस्सति जीरिस्सन्ति ।

१५९ । √मर, मरिस्सति मरिस्सन्ति ।

१५७ । √कर (कृ)

(1) करिस्सति करिस्सन्ति

इहा भिन्न निम्नलिखित पदसमूह दृष्टे ह्य—

एक.	बहु.
प्रथ. (२) काहति	काहन्ति
म. काहसि	काहथ
उ. काहामि	काहाम

इकार-आगम परे—^(३)काहति, काहन्ति ।

१५९ । √नह (ह्ना), नहायिस्सति ; परि+नि+
√वा, परिनिव्वायिस्सति ; किञ्च आत्त्रने. उ. एक. परि-
निव्विस्सं । †

* प्रथ. एक. एहति पदो देखा वार । आवार आत्त्रने. उ. एक.
एसं (एस्सं हहेते) पदो ह्य ।

† “ह्वस्सिम मग्गिनो आभं” — एधाने ह्वन धातुर उ. बहु. ह्वस्सिम*
(ह्वनिस्साम) पद देखा वार ।

কাল্লাতিপত্তি (কাল্লাতিপত্তি:)

লুঙ্

১৫৮। বিভক্তিগুলি যথা—

	পরশ্বেপদ		আশ্বনেপদ	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	স্মা	স্মাস্ত	স্মথ	স্মাস্ত
ম.	স্মে	স্মথ	স্মসে	স্মহে
ভ.	স্মাং	স্মাহা	স্মাং	স্মাহসে

১৫৯। কখন কখন পরশ্বেপদে প্রথ. এক. স্মা ও ম. এক. স্মে স্থানে স্ম, * এবং ভ. বহু. স্মাহা স্থানে স্মাহ হয়।

১৬০। লুঙ্ লকারে ধাতুর পূর্বে অকার আগম হয়, কিন্তু কখন কখন ঐ অকারের লোপ হইয়া যায়। অপর সমস্ত কার্য লুট্ লকারের ঞায়।

কখন কখন অতীত কাল অর্থেও भविस्सन्ती প্রযুক্ত হয়, যথা—
‘সন্ধাবিস্সং’, “অনেকজাতিসংসারং |সন্ধাবিস্সং অনিচ্ছিসং।” বৈয়াকরণিকগণ বলেন—

“অতীতেঃপি भविस्सन्ति” তন্স্মাজবচনিচ্ছয়ং ।

অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সন্তি-আহিস্সং ॥”

ত্র :- ৪. § ১৭৬, টীকা।

* তুলঃ—সংস্কৃত রূপ।

१७१। √म्

परस्मै.

	एक.	बहु.
प्रथ.	अभविस्सा, अभविस्स	अभविस्संसु
म.	अभविस्से, अभविस्स	अभविस्सथ
उ.	अभविस्सं	अभविस्सन्हा, अभविस्सन्ह

अकारेर लोप ह्हेले भविस्स, भविस्संसु ; इत्यादि ।

आञ्जने.

	एक.	बहु.
प्रथ.	अभविस्सथ	अभविस्संसु
म.	अभविस्सथे	अभविस्सन्हे
उ.	अभविस्सं	अभविस्सान्हसे

१७२। √गम

	एक.	बहु.
प्रथ.	अगच्छिस्सा, अगच्छिस्स	अगच्छिस्संसु
म.	अगच्छिस्से, अगच्छिस्स	अगच्छिस्सथ
उ.	अगच्छिस्सं	अगच्छिस्सन्हा

अगच्छि धातुर्-रूपेण एते प्रकारे ।

হীযসনী (স্বস্বনো) -

লঙ্ #

১৬৩। মূল বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
মথ.	আ	জ	ত্ব	ত্বু'
ম.	মী	ত্ব	মী	ম্ব'
ত.	ম	ম্বা	ম্ব'	ম্বম্ব

১৬৪। লঙের পরস্মৈপদে কখন কখন মথ. এক. আ স্থানে অ, বহু. জ স্থানে ত ও ত' ; ম. এক. মী স্থানে ম ; এবং ত. এক. ম স্থানে ম্ব হয়। অতএব পরস্মৈ-পদের বিভক্তিগুলিকে এইরূপে লিখিতে পারা যায়—

* অতীতকাল বুঝাইতে পালিতে অধিকাংশ স্থলেই বঙ্গমাণ অস্বননী বা লঙ্ প্রযুক্ত হয়, লঙ্ লকারের প্রয়োগ নিতান্ত অল্প। দাতার্বম নামক পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ৬৯ শ্লোকের মধ্যে কেবল দুই স্থানে (৪৫ ও ৫৫ শ্লোকে) লঙের প্রয়োগ দেখিয়াছি, অতীত কাল বুঝাইতে লঙ্ প্রযুক্ত হইয়াছে।

	এক.	বহু.
প্রথ.	আ, ঞ	জ, ড, ড'
ম.	ঞ, ঞ	ত্
ত.	অ, ঞ	ন্হা

আত্মনেপদে কখন কখন প্রথ. এক. ত্ স্থানে য আদেশও হইয়া থাকে । *

১৬৫ । লঙ্ লকারে ধাতুর পূর্বের অকার আগম হয় । এই অকার পদ্যে ছন্দের অনুরোধে কখন কখন লুপ্ত হইয়া থাকে । †

১৬৬ । √ মু

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ	অমবা	অমবু	অমবত্য	অমবত্যু
ম.	অমবো	অমবত্য	অমবসে	অমবল্
ত.	অমব, অমব	অমবন্হা	অমবিন	অমবন্হসে

* বখা—“স্বা গম্বাস্বন্নমরখং স্বামম্বেরমবোশয ;” দিম্বদেহো অদ্বশয ;” এইরূপ স্বীয়শয, অজায়শয ।

† ভূগনীর সংস্কৃত প্রয়োগ—সুখীবায শ তবু স্বল্লং শ্রাংগ্হু রামো ভদ্রমতঃ—রামায়ণ, বা. ১.৫৫ । ঙ্ঠেবা—৪.১৬০, ১৭৮ ।

১৬৭। মূ ধাতু স্থানে ক হইলে—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	অহুবা	অহুবু, অহুবু	অহুবত্য	অহুবন্ত্যু
ম.	অহুবৌ	অহুবত্য	অহুবসে	অহুবন্ত্হঁ
ত.	অহুর্বা	অহুবন্ত্হা	অহুর্বি	অহুবন্ত্হসে

১৬৮। ✓ পচ

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	অপচা	অপচু	অপচত্য	অপচন্ত্যু
ম.	অপচৌ	অপচত্য	অপচসে	অপচন্ত্হঁ
ত.	অপচ	অপচন্ত্হা	অপচি	অপচন্ত্হসে

১৬৯। ✓ গম

	পরস্মৈ.	আত্মনে.
	অগচ্ছা	অগচ্ছ্য
	অগমা	অগমু
	অগচ্ছত্য	অগচ্ছন্ত্যু
	অগমত্য	অগমন্ত্যু

১৭০। ✓ হিস (इय्), প্রথ. এক. অহসা, অথবা অহিস্মা ; ত. এক. অহস, অহসঁ ; ইত্যাদি । *

* কখন কখন ত. এক. অহসামি পদও পৃষ্ঠে হয়—E. M.

११०। √ वच

एक.

बहु.

प्रथ.	अवचा, अवच	अवचु, अवचुं
म.	अवचो, अवच	अवचुत्य
उ.	अवचं, अवच	अवचन्हा *

१११। √ ब्रू, अब्रुवा, अब्रुवु।

११२। √ कर (क्त)

एक.

बहु.

प्रथ.	अकरा, अका	अकर
म.	अकरो	अकरोत्य, अकत्य
उ.	अकरं, अकं	अकरन्हा, अकन्ह

आञ्जने. प्रथ. एक. अकरत्य ; उ. एक. अकरिं, बहु.

अकरन्हसे ।

११३। √ दा

एक.

बहु.

प्रथ.	अददा	अददु
म.	अददो	अददित्य
उ.	अददं	अददन्हा

* आञ्जनेपदे प्रथ. एक. अवचथ, अबीचथ एहे उभय पदहे ह्येरा धाके ; ४.११७४, टीका ; म. सि. १२१ पृ. ४२० न्. ।

বিকল্পে প্রথ. এক. অহা, বহু. অদুং; ইত্যাদি।
 আত্মনে. প্রথ. এক. অদহত্য, ত. বহু. অদহন্থসে।

অজ্ঞাতনী (অজ্ঞাতনী) *Horis*

লুঙ্

১৭৪। মূল বিভক্তিগুলি যথা—

পরস্মৈ.		আত্মনে.	
প্রথ.	বহু.	এক.	বহু.
ই	তং	আ	জ
ম.	ম্য	মে	ন্থং
ত.	ন্থা	ম	ন্থে

১৭৫। পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একবচনে ই স্থানে কখন কখন হু হয়।

“সম্বতী তং হুন্তু” (ক. বৃ. ২. ৪. ২২) এই সূত্রানুসারে সর্বত্রই প্রথম পুরুষের বহুবচনে তং স্থানে বিকল্পে হুন্তু আদেশ হয়; কিন্তু পালি পুস্তকসমূহে হুন্তু ও হুন্তুং এই উভয় রূপই দেখা যায়।

মধ্যম পুরুষের একবচনে আ স্থানে কখন কখন হু, এবং উত্তম পুরুষের বহুবচনে ন্থা স্থানে কখন কখন ন্থ হয়।

১৭৬। অতএব পরস্মৈপদের বিভক্তিগুলি বস্তুত
এইরূপ দাঁড়ায়—

	এক.	বহু.
প্রথ.	ই, হ্র	ওঁ, ইন্ম, হ্রম্ *
ম.	আ, হ্র	য
ভ.	ইং ণ	ন্হা, ন্হ

১৭৭। আত্মনেপদে প্রথম পুরুষের একবচনে
কখন কখন আ স্থানে হ্রয, এবং উত্তম পুরুষের একবচনে
অ স্থানে কখন কখন ঞ হয়। অতএব আত্মনেপদের
বিভক্তিগুলি এইরূপ—

	এক.	বহু.
প্রথ.	আ, হ্রয	জ
ম.	ঐ	ন্হ
ভ.	অ, ঞ	ন্হে

* প্রথ. এক. আ, এবং বহু. ভ ও ঞ্চ বিভক্তিও দেখা যায়; জঃব্য
বস্তু ধাতুর রূপ ৪.১১১৪; হ্রা ধাতুর রূপ ৪.১১১৮; তা ধাতুর রূপ,
৪.১১২০০; ক্র ধাতুর রূপ, ৪.১১২০৮।

† পদ্যে কখন কখন লুঙ্ লকারে উত্তম পুরুষের একবচনে হ্র
স্থানে হ্রয ও হ্রম্ দেখা যায়; যথা—গচ্ছিস্ব, বন্দিষ্ব, মম্ববিশ্বস্ব,
অম্বাবিশ্ব ইত্যাদি। জঃ—৪.১১৫৭, টীকা।

১৭৮। ব্যঞ্জনাদি বিভক্তি পরে থাকিলে লুঙ্ লকারে ধাতুর উত্তর প্রায় ইকার আগম হয়।

১৭৮। লুঙ্ লকারে ধাতুর পূর্বে, বিকল্পে অকার আগম হয়।*

১৭৯। পরস্মৈপদে কখন কখন স্বরান্ত ধাতুর পর নিম্নলিখিত বিভক্তি যোগ করিলেই সাধারণত লুঙের পদ পাওয়া যায়,—†

	এক.	বহু.
প্রথ.	সি	সুঁ
ম.	সি	সিত্য
ত.	সিঁ	সিন্ধা, সিন্ধ

ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরও সময়ে সময়ে এই সকল বিভক্তি প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

১৮০। √ মু

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	অমবী, অমবি	অমবুঁ, অমবিঁস্তু
ম.	অমবো, অমবি	অমবিত্য
ত.	অমবিঁ	অমবিন্ধা, অমবিন্ধ

* দ্রঃ—৪.১১১৬০, ১৬৫।

† অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিভক্তির পূর্বে হু আগম হয়; ব্যঞ্জনাদি

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্রথ.	অমবা, অমবিত্য	অমবু
ম.	অমবিসে	অমবিন্ধে
ত.	অমব, অমবং	অমবিন্ধে

অকার আগম না হইলে প্রথ. এক. ভবী, ভবি, বহু. ভবুং, ভবিস্তু ; ইত্যাদি । সর্বত্র এইরূপ বৃদ্ধিতে হইবে ।

১৮১ । ভূ স্থানে হ্র আদেশ হইলে এই প্রকার রূপ হয়—

	এক.	বহু.
প্রথ.	অহোসি, অহু *	অহিসুং, অহবুং
ম.	অহোসি	অহোসিত্য
ত.	অহোসিং, অহুং	অহোসিন্ধ, অহুন্ধ

১৮২ । √ পচ

	এক.	বহু.
প্রথ.	অপচী, অপচি	অপচুং, অপচিসু
ম.	অপচো, অপচি	অপচিত্য
ত.	অপচি	অপচিন্ধা, অপচিন্ধ

বিভক্তিতে এই স্ব হ্রকারের পূর্বে আগম হইয়া থাকে । ম. সি. ১৯৬ পৃ. ৪৭৪ নং ।

* অহু গদও হয় ; অহু + এব = অহুদেব, ২. § ১১৯ ।

১৮৩। √ গম

(ক)

	এক.	বহু.
প্রথ.	<u>অগচ্ছি</u>	অগচ্ছুঁ, অগচ্ছিঁসু
ম.	অগচ্ছো, অগচ্ছি	অগচ্ছিত্য
স্ত.	অগচ্ছিঁ	অগচ্ছিন্হা, অগচ্ছিন্হ

(খ)

	এক.	বহু.
প্রথ.	অগমী, <u>অগমি</u> অগমাসি	অগমুঁ, অগমিঁসু অগমিসুঁ *
ম.	অগমো, অগমি	অগমিত্য, <u>অগমুত্থ</u>
স্ত.	অগমিঁ	অগমিন্হা, অগমিন্হ অগমুন্হ

(গ)

	এক.	বহু.
প্রথ.	<u>অগচ্ছি</u>	অগচ্ছুঁ, অগচ্ছিঁসু
ম.	অগচ্ছো, † অগচ্ছি	অগচ্ছিত্য
স্ত.	অগচ্ছিঁ	অগচ্ছিন্হা, অগচ্ছিন্হ

* অগমিসু পদও কচিৎ দৃষ্ট হয়।

† মহাকরপসিক্কিতে অগচ্ছো লিখিত আছে। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ না পাওয়ার উচিত বোধে অগচ্ছো পদই লিখিত হইল। Frank Furterও ইহাই দিয়াছেন।

(ঘ)

লুঙ্ লকারে গম ধাতু স্থানে বিকল্পে গা আদেশ হয়, * এবং তখন তাহার রূপ এই প্রকার—

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	<u>অগা</u>	অগাং
ম.	অগা	অগত্য

আত্মনে.

ভ.	অগাং	অগন্টে †
----	------	----------

১৮৪। √ লম্, ইহার পরবর্তী প্রথম ও উত্তম পুরুষের একবচনের বিভক্তিস্থানে বিকল্পে যথাক্রমে ত্য ও ত্যং হয়। যথা—

	এক.	বহু.
প্রথ.	<u>অলত্য</u> , অলমি	অলমিস্ত, অলমিস্তং
ম.	অলমি ঃ	অলমিত্য
ভ.	<u>অলত্যং</u> , অলমিঁ	অলমিন্হা

* তুলঃ—সংস্কৃত √ হৃৎ, অগাত্ ইত্যাদি।

† Frank Furter ভ. বহু. অগন্টে পদ দিয়াছেন, ইহা পরস্মৈ-পদের।

‡ অলত্য পদও হয়, E. M., F. F.; কিন্তু কাত্যায়নবৃত্তিও মহারূপসিদ্ধিতে তাহার কোন সূচনা পাওয়া যায় না।

১৮৫। √ দিস (দৃশ্)

এক.

বহু.

প্রথ. অপস্মী, অপস্মি অপস্মিসু

ম. অপস্মি, অপস্মি অপস্মিত্য

স. অপস্মি অপস্মিন্

এইরূপ প্রথ. এক. অহক্বি বহু. অহক্বিসু, অহক্বু

,, ,, অহক্বাসি ,, অহক্বাসু

,, ,, অহসাসি ,, অহসাসু, অহসু *

১৮৬। √ সক (শক্), অসক্বি অসক্বিসু

১৮৭। √ কুম (কৃষ্), অক্বোসি অক্বোসিসু

অক্বোচ্ছি অক্বোচ্ছিসু। †

* আবার অহসাসু পদও দেখা যায়, ম. সি. ১৫০/১৫১

† এ সম্বন্ধে কচ্ছায়ন লিখিত সূত্রটি এই—“কুমস্মাদী চ্ছি”
 হ. ৪. ১৩। কিন্তু মহারূপসিদ্ধিতে (১৯২পৃ. ৪৬৫ সূ.) কুম (কৃষ্)
 স্থানে কুম্ব (কৃষ্) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে ভ্রম, তাহা স্পষ্টই
 বুঝা যায়, কেন না, কুম্ব ধাতুর রূপশ্রেণীতে ঐ সূত্র সেখানে উদ্ধৃত
 হইয়াছে, এবং ধম্পদের “অক্বোচ্ছি মং” এই শ্রেণীতে উদাহরণটি লিখিত
 হইয়াছে, এবং বিকল্পে অক্বোসি পদও প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্রীযুক্ত
 সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-প্রকাশিত কচ্ছায়ন ব্যাকরণেও মহারূপ-
 সিদ্ধির স্থায় ভ্রান্ত পাঠ দ্রুত হইয়াছে। সিংহল-প্রকাশিত পুস্তকে ঠিক
 পাঠই আছে। সম্ভবত এই ভ্রম বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং
 তাহার একমাত্র কারণ এই যে, কুম্ব অপেক্ষা কুম্ব হইতে অক্বোচ্ছি পদ
 হইলে সাধন সুসঙ্গত হয়। √ কুম্ব হইতে কুম্বিন্ পদ পাওয়া যায়।

- ১৮৮। √ গহ (গ্রহ), { অগহি অগহিসু ;
 অগহি অগহিসু ;
 অগহেসি অগহেসু ।
- ১৮৯। √ রঘ, অরন্ধি অরন্ধিসু ।
- ১৯০। √ ছিদ, অচ্ছিন্দি অচ্ছিন্দিসু । †
- ১৯১। নি + √ সদ, নিসীদি নিসীদিংসু, নিসীদিংসু ।
- ১৯২। √ ভাস (ভাষ), অভাসি অভাসিসু ।

১৯৩। অস (অদাদি) †

এক.

বহু.

প্রথ.	আসি	আসুং, আসিসু ‡
ম.	আসি	আসিত্য
স্ত.	আসি	আসিন্দা

১৯৪। √ বচ

এক.

বহু.

প্রথ.	অবোচি §	অবোচুং, অবোচু ॥
-------	---------	-----------------

* আবার ছিঞ্জি প্রভৃতিও হয় ।

† চতুর্নকার ভিন্ন অত্র বিকল্পে ভূ খাতুর রূপ হয় ।

‡ মহাক্রপসিদ্ধিতে (১২২ পৃ. ৪৮৬ পৃ.) আসু আছে, তুলঃ—

বচ খাতুর বহুবচনের রূপ, ৪. § ১২৪ ।

§ তুলঃ—সংস্কৃত অবোচত্ । উত্তম পুরুষের একবচনে সংস্কৃতের জ্ঞান অবোচং পদও দেখা যায়—F. F.

¶ ৪. § ১৭৬, ১ম টীকা ।


	এক.	বহু.
ম.	অবোধী	অবোধুত্থ
স.	অবোধিঁ	অবোধুত্থা

আত্মনেপদে অবচিৎ ইত্যাদি ।

১৯৫ ।	√ হ্র, অহ্রুত্বী, অহ্রুবি	অহ্রুত্বং ।
১৯৬ ।	√ হ্রন, অহধি অহনি	অহধিঁসু ; অহনিঁসু ।
১৯৭ ।	√ হ্রা, অজহাসি অজহি	অজহিঁসু, অজহাসুঁ ; অজহুঁ, অজহিঁসু ।
১৯৮ ।	√ দা, অদদি অদন্নি অদাসি	অদদুঁ, অদদিঁসু ; অদন্নিঁসু ; অদাসুঁ । *

১৯৯ । √ ঘা, অঘাসি † ইত্যাদি ; উপসর্গ-পূর্বক হইলে, যথা অপি উপসর্গ-পূর্বক পিৎহি, ইত্যাদি ।

২০০ । √ ঠা, অঠাসি, অঠসু ; * উপসর্গপূর্বক, সং-পূর্বক সঘঠহি, সঘঠহিঁসু ; ইত্যাদি ।

২০১ । √ পা, অপিবি, অপাসি । — 

২০২ । √ জা (জা), অজানি
অজাসি

অজানিঁসু ;
অজাসুঁ ।

* ৪.১১.১৭৬, ১ম টীকা ।

† মহাভাগসিদ্ধিতে অদাসি আছে, সম্ভবত ইহা মুদ্রণদোষ ।

२०७। √ जि, अजिनि अजिनिंसु ;
अजेसि अजेसुं ।

२०८। √ हि, अहिणि, अहिणिंसु ; प (प्र) पूर्वक,
पाहेसि, पाहेसुं ।

२०९। प + √ आप (प्राप्), पापुणि, पापुणिंसु ।

२०६। √ नी, अनयि अनयिंसु ।

२०७। √ हु, अजुहि अजुहिंसु ; #
अजुहोसि अजुहोसुं ।

२०८। √ कर (क)

(क)

	एक.	बहु.
प्रथ.	अकारि	अकारिंसु, अकंसु † अकर्त्
म.	अकारि	अकारित्य
उ.	अकारिं	अकारिम्ह,

(ख)

प्रथ.	अकासि	अकासुं
म.	अका	अकासित्य
उ.	अकासिं	अकासिम्ह

आत्तनेपदे अकासित्य इत्यादि ।

* ङः—४.९२०९ ।

† ४.९२१०, अथय टोका ।

২০৯। চুরাদি ও গিজন্ত খাতুর লুঙে রূপ করিতে হইলে অয স্থানে য করিয়া (১.১৫৭) লুঙের প্রদর্শিত দ্বিতীয় প্রকার (৪.১৭৯) বিভক্তি যোগ করিতে হয়।

২১০। √ চুর

	এক.	বহু.
প্রথ.	অচোরিসি	অচোরিসু'
ম.	অচোরিসি	অচোরিসিত্থ
ভ.	অচোরিসিঁ	অচোরিসিহ্,

২১১। √ মন্ত (মন্ম), অমন্তোসি অমন্তোসু'।

২১২। ভপ + √ নম (ণিজন্ত), ভপনামেসি, ভপনামেসু'।

গিজন্ত

(কারিত)

২১৩। প্রেরণা বা প্রবর্তনা বুঝাইলে খাতুর উত্তর সংস্কৃতে গিচ্ প্রত্যয় হয়, পালিতে তাহার স্থানে অয ও আপয প্রত্যয় * হইয়া থাকে, এবং এই প্রত্যয় হইলে

* পালিব্যাাকরণমতে এই প্রত্যয় দুইটি শ্য ও আপয। পদবর্তী (৭.১২১৫) রূপসাধনের জন্ত বৈয়াকরণিকগণ শি ও আপ নামে আরও দুইটি প্রত্যয় বিধান করেন। ক. বৃ. ৩.২.৭।

वर्धमानस्य धातुर गुण ७ वृद्धि ह्य। अग्राण् कार्ये
संस्कृतेर ग्राय।

२१४। √ कर (क)

(क)

	एक.	बहु.
प्रथ.	<u>कारयति</u>	कारयन्ति
म.	कारयसि	कारयथ
उ.	कारयामि	कारयाम

(थ)

प्रथ.	<u>कारापयति</u>	कारापयन्ति
म.	कारापयसि	कारापयथ
उ.	कारापयामि	कारापयाम

२१५। पूर्वे उक्तं ह्येयाह पदान्तर्गत अय स्थाने
समये समये ए ह्य (१ § ५६), तदनुसारे अत्येक धातुरे
निजन्ते आर ह्ये प्रकार रूप ह्येवे। यथा कर धातुर—

(ग)

	एक.	बहु.
प्रथ.	<u>कारिणि</u>	कारिन्ति
म.	कारिसि	कारिथ
उ.	कारिमि	कारिम

(घ)

	एक.	बहु.
प्रथ.	<u>कारापेति</u>	कारापेन्ति
म.	कारापेसि	कारापेथ
उ.	कारापेमि	कारापेम

अत्रान्त्र लकारेण यथासंभव एहै प्रकारं रूप इहेवे ।

२१७ । √ पच, पाचयति, पाचेति ; पाचापयति,
पाचापेति ।

२१९ । √ गृह्, * गूहयति, गूहयन्ति ।

२१५ । √ दुस (दुष्), दूषयति, दूषयन्ति ।

२१७ । √ हन, घातयति, घातेति ; घातापयति,
घातापेति ; वधेति, वधापेति ।

२२० । √ गम, गमयति ; गामयति, गामेति ;
गच्छापयति, गच्छापेति ।

२२१ । √ सम (शम), समयति, समेति ।

२२२ । √ जन, जनयति, जनेति ।

२२३ । नि + √ यम, नियामयाति, नियामेति ।

२२४ । √ घट, घटयति ; घटापयति, घटापेति ।

२२५ । √ बुध, बोधयति, बोधेति ; बुध्नापयति,
बुध्नापेति ।

* गृह् ङ दुस धातुन उकार शाने उकार इत् ।

* ২২৬। √ গহ (গহ), ^{Mark ১২৩৫} গাহয়তি, গাহতি; গাহাপয়তি,
গাহাপেতি; গণ্ধাপয়তি, গণ্ধাপেতি। *cf. Asoka edicts*

২২৭। √ হা, জহাপয়তি, জহাপেতি; হাপয়তি,
হাপেতি।

২২৮। √ দা, দাপয়তি, দাপেতি।

২২৯। অপি + √ ধা, পিধাপয়তি, পিধাপেতি;
পিদহাপয়তি, পিদহাপেতি।

২৩০। √ হু, জুহাপয়তি, জুহাপেতি, জুহাবেতি। *

২৩১। √ স্তু (স্তু), স্নাতয়তি, স্নাতেতি।

২৩২। √ জি, জয়াপয়তি, জয়াপেতি।

২৩৩। √ চুর, চোরাপয়তি, চোরাপেতি।

২৩৪। √ চিন্ত, চিন্তাপয়তি, চিন্তাপেতি

মনস্ত

২৩৫। নিজের ইচ্ছা বুঝাইলে সংস্কৃতে ধাতুর উভয় মনু প্রত্যয় হয়, ও সাধারণত জুহোত্যাদিগণীয় ধাতুর ঞায় কার্য্য হয়। সা ধা র ৭ ক ল্পে যে সকল নিয়ম উক্ত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে পালিতে মনস্ত পদ নির্গয় করা কঠিন নহে।

২৩৬।

	সংস্কৃত	পালি
✓	ভুজ্, বুভুক্ষতি	বুভুক্কতি
✓	ঘস্ (অদ্), জিঘক্সতি	জিঘক্কতি
✓	শ্চু, শুশ্চুষতি (তে)	শ্চুশ্চুসতি
✓	পা, পিপাসতি	পিবাসতি *
✓	জি, জিগীষতি	জিগিস্তি †
✓	হ্, জিহীর্ষতি	জিগিস্তি

২৩৭। √তিজ্, √গুপ্, √কিত্, ও √মান্ ধাতুর
উত্তর স্বার্থে সন্ প্রত্যয় হয়।

	সংস্কৃত	পালি
✓	তিজ্ তিতিক্সতি (তে)	তিতিক্কতি
✓	গুপ্ জুগুপ্সতি (তে)	জিগুক্কতি
✓	কিত্, চিকিৎসতি	চিকিক্কতি { তিকিক্কতি
✓	মান্, মৌমাংসতি	বীমাংসতি

২৩৮। সনন্ত ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিলে
এইরূপ পদ হয় —

✓ তিজ্, তিতিক্কয়তি ; তিতিক্কাপয়তি।

* ১.১২০, ৫।

† জি ও হ্ বা হ্র ধাতু স্থানে পালিতে মি আদেশ হয়।

৪.১২৪• আখ্যাতকল্প, যঙস্ত-যঙ্লুগস্ত ২৩১

✓ কিত্, তিকিচ্ছয়তি, তিকিচ্ছতি ; তিকি-
চ্ছাপয়তি, তিকিচ্ছাপেতি ।

✓ ভুজ্, বুমুক্শয়তি ; বুমুক্শাপয়তি ।

যঙস্ত ও যঙ্লুগস্ত

২৩৯। ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য ও আতিশয্য অর্থ
বুঝাইলে ধাতুর উত্তর সংস্কৃতে যঙ্ ও যঙ্লু লুক্ হয়।
পালিব্যাকরণে এ সম্বন্ধে বিশেষ* সূত্র দেখা না গেলেও
তৎসদৃশ কয়েকটি প্রয়োগ দেখা যায়;† নিম্নে তাহা
উদ্ধৃত হইতেছে, ইহা দ্বারা ঐ সকল পদের অনেকটা
পরিচয় পাওয়া যাইবে।

২৪০।

	পালি	সংস্কৃত
✓ দল, ঙ্	দাদল্লতি	জাজ্বল্যতি (তি)
✓ কুম্ (ক্লম), চঙ্কমতি		চঙ্কমীতি
✓ গম্,	জঙ্কমতি	জঙ্কমীতি

* “ক্বাদিঘোষানমেকস্মরাণং ইভাবৌ ;” “নিগ্গাহীতশ্চ ;”—

ক. ব. ২. ২. ১, ৬।

† কিন্তু সংস্কৃতির ন্যায় ইহারা পৌনঃপুন্য ও অতিশয় অর্থ প্রকাশ
করে কি না, তাহা সেখানে উক্ত হয় নাই।

‡ পালির √দল্ ধাতু সংস্কৃত √জ্বল্ ধাতুর রূপান্তর ; অ=দ,

১.১৮২, ৬ ; তুলঃ—১.১২২।

✓ চল,	চঞ্চলতি	চঞ্চলীতি
✓ লপ,	লালপ্যতি	লালপ্যতি (তি)
	লালপতি	লালপীতি *

নামধাতু

২৪১। নামধাতু-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম সমস্তই সংস্কৃতের ন্যায়।

২৪২। আচরণ অর্থে কর্তৃবাচ্যে উপমান পদের উত্তর আয় প্রত্যয় হয়। যথা—পদ্মত, পদ্মতায়তি ; সমুহ, সমুহায়তি ; চিচ্চিত, চিচ্চিতায়তি ; ধুম, ধুমায়তি, ইত্যাদি।

২৪৩। আচরণ অর্থে কর্মবাচক উপমান পদের উত্তর ইয় প্রত্যয় হয়। যথা—ছন্ন, ছন্নীয়তি ; পুন্, পুন্নিয়তি, ইত্যাদি। †

২৪৪। নিজের ইচ্ছা বুঝাইলে শব্দের উত্তর ইয় প্রত্যয় হয়। যথা—অন্নানো পন্নমিচ্ছতি (আন্ননঃ পান্নমিচ্ছতি) পুন্নিয়তি ; এইরূপ বত্ (বত্), বত্‌থীয়তি ;

* দ্রষ্টব্য—✓কথ, কাকচ্ছতি ; লক্ষণীয়—সাকচ্ছতি।

† ইহার গিজস্ত করিলে পদ্মতায়তি, পুন্নিয়তি, ইত্যাদি পদ হয়।

পরিক্কার (পরিক্ষার), পরিক্কারোয়তি ; চীবর, চীবরী-
য়তি ; পট, পটীয়তি ; পুত্ (পুত্), পুত্ীয়তি ; ইত্যাদি ।

২৪৫ । করণ প্রভৃতি অর্থে, অর্থাৎ 'তাশ করে,'
বা 'তাশ দ্বারা করে' ইত্যাদি অর্থে ধাতুর উত্তর
সংস্কৃতের ঞায় অয় (বা ণিচ্) প্রত্যয় হয়, এবং যথাসম্ভব
ণিজস্তু প্রকরণের কার্য্য হয় । যথা—দৃষ্ৎ (দৃষ্ট) কৰোতি
দৃষ্ৎয়তি ; এইরূপ পমাণ (প্রমাণ), পমাণয়তি ;
চিত্ৰ, চিত্ৰয়তি ; হস্তিনা অতিক্রমতি (হস্তিনা অতি-
ক্রামতি) অতিহস্তয়তি ; বোণায় (বীণয়া) উপগায়তি
উপবীণয়তি , কুশলং পুচ্ছতি (কুশলং পৃচ্ছতি) কুশলয়তি :
আবার বিসৃদ্ধা হোতি (বিসৃদ্ধা ভবতি) বিসৃদ্ধয়তি ।
এইরূপ যথাসম্ভব বহি (বহিঃ), বাহ্নেতি ; বৈর (বৈর),
বৈরায়তি, যেন (স্তেন), যেনেতি * ইত্যাদি । †

* ১.১.৫৭ ।

† জষ্টব্য—পরিয়োসান, পরিয়োসানতি ; সারঞ্জ, সারঞ্জতি ।
আবার কখন কখন আর ও আল প্রত্যয়ও হয়, যথা—সত্তরায়তি
(সত্তরং কৰোতি), উপক্রমায়তি (উপক্রমং কৰোতি) ; ক. বু. ৩.২.৮ ।

কস্ম ও ভাব বাচ্য

২৪৬। সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও ধাতুর উত্তর কস্ম, ভাব, ও কস্মকর্তৃ বাচ্যে য প্রত্যয় হয়। *

২৪৭। যকার বর্ণান্তরের সহিত যুক্ত হইলে কিরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা সাধারণকল্পে উক্ত হইয়াছে; তদনুসারে কস্মাদি বাচ্যের পদনির্ণয় সহজ।

২৪৮। কস্ম ও ভাব বাচ্যে পালিতে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ উভয়ই প্রযুক্ত হয়। যথা—

পশ্যতি	পশ্বতি	পশ্বতি
বুধ্যতি	বুজ্জতি	বুজ্জতি
ভ্রম্যতি	ভ্রম্বতি	ভ্রম্বতি
	বৃশ্বতি	বৃশ্বতি

২৪৯। য প্রত্যয় হইলে সমস্ত ধাতুরই উত্তর বিকল্পে ইবর্ণ (অর্থাৎ ইকার বা ঐকার) আগম হয় যথা—

√ তৃষ (তৃষ্),	তৃশ্বতি,	তৃশ্বিযতি
√ পৃচ্ছ (পৃচ্ছ),	পৃচ্ছতি,	পৃচ্ছিযতি

* কখন কখন কর্তৃবাচ্যেও য প্রত্যয় দেখা যায়, যথা—“ভূমিতো ... হৃদ্যো ... পোরায়ং পকতিং হিত্বা তস্মৈব অন্ত্রবিধীয়তি”; এইরূপ ‘সিক্কাপদং সমাদিযামি ;’ “ততো চে ত্তরিং ষাদিযেয্য।”

✓ दंस (दन्श्),	दसियति
✓ भञ्ज,	भञ्जियति
✓ सुप (स्वप्),	सुपियते
✓ नन्द,	नन्दियते
✓ मङ्ग,	मङ्गीयति
✓ मथ,	मथीयति

२५० । निम्नलिखित रूपशुलि लक्ष्ये—

- ✓ इ, ईयते ; ✓ ह, ह्यते ; ✓ लु, लूयते ; ✓ सु, सूयते ।
 ✓ भू, भूयते ; ✓ लू, लूयते ; ✓ पू, पूयते ।
 ✓ जन, जायते, जञ्जते ; ✓ तन, तायते, तञ्जते ।
 ✓ वह, उयते, वुहति ; ✓ यज, इजते ; ✓ वच, उच्चते, वुच्चते ।

- ✓ इस (इष्), इस्सते, इस्सति, एसीयति, इच्छीयति ;
 ✓ दिस (दृष्), दिस्सति, पस्सीयति, दक्खीयति ; ✓ यम, यमीयति, यच्छीयति ; ✓ गम, गच्छीयति, गच्छीयते ;
 ✓ वद, वज्जीयति, वदीयति ; नि + ✓ सद, निसज्जते ।

- ✓ दा, दीयते ; ✓ पा, पीयते ; ✓ ठा (स्था), ठीयते ;
 ✓ मा, मीयते ; ✓ हा, हीयते ; ✓ घा, धीयते ।

- ✓ कर (क), करीयति, करिष्यति, करिष्यते, कयिरत्ति, कय्यति ; ✓ जर (ज), जीरीयति, जीय्यति ।

√ চুর, ষোরিয়তি ; √ চিন্ত, চিন্টিয়তি ; √ মু+
শিচ্, মাণীয়তি ।

২৫১। অন্যান্য লকারে যথাসম্ভব বিভক্তি যোগ
করিলেই রূপ পাওয়া যাইবে। বাহুল্যভয়ে কেবল
পচ ধাতুর সমস্ত লকারের সংক্ষিপ্ত রূপ উদাহরণস্বরূপে
প্রদর্শিত হইতেছে ।

√ পচ

প্রথম পুরুষ

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
লট্	পচতি	পচন্তি	পচতে	পচন্তে
বিধিলিঙ্	পচে	পচেয়ুঁ	পচেথ	পচেরং
	পচেথ্য			
লোট্	পচতু	পচন্তু	পচতং	পচন্তং
লঙ্	অপচা	অপচু	অপচথ	অপচন্তুঁ,
			অপচথ	
লিট্	পচথ	পচথু	পচথিত্য	পচথিরে
লট্	পচিস্সতি	পচিস্সন্তি	পচিস্সতে	পচিস্সন্তে
লঙ্	অপচিস্সা	অপচিস্সাম্	অপচিস্সথ	অপচিস্সিস্
	অপচিস্স			

४.१२५७ आख्यातकर्म, कर्म ७ भाव वाच्य २७१

लुङ् अपञ्चि अपञ्चिसु अपञ्चित्य अपञ्चु
पञ्चि पञ्चिसु पञ्चित्य पञ्चु

२५२ । आर्द्धधातुके कथन कथन य प्रत्ययैर लोप
ह्य ; यथा—√पञ्च, लृट्, पञ्चिस्सते, पञ्चिस्सते ।

२५३ । √भू+णिच्

अथमपूरुव

परस्मैपद

आत्मनेपद

	एक.	बहु.	एक.	बहु.
लट्	भावीयति	भावीयन्ति	भावीयते	भावीयन्ते
विधि.	भावीयेथ्य	भावीयेथ्युं	भावीयेथ	भावीयेरं
लोट्	भावीयतु	भावीयन्तु	भावीयतं	भावीयन्तं
लङ्	अभावीया	अभावीयु	अभावीयथ्य	अभावीयथ्युं,
लृट्	भावीयिस्सति	भावीयिस्सन्ति	भावीयिस्सते	भावीयिस्सन्ते
लृङ्	अभावीयिस्सा	अभावीयिस्संसु		
		अभावीयिस्सथ	अभावीयिस्संसु	
लुङ्	अभावीयि	अभावीयिंसु		
		अभावीयित्य	अभावीयू	

सङ्कीर्णकण्ठ

अवयव

उपसर्ग

१। संस्कृतेर न्याय पालितेऽपि उपसर्ग कृडिः ।
धातुप्रभृतिर सहित संयोगे उपसर्गसमूहेर यादृश
परिवर्तनं भवति, तांसां धातुना काल्पित्वा आलोचनां कर्तुं
सम्पर्कं जानायादिति । एतन्मते उदाहरणं स्वरूपं कथं
मात्रं पदं प्रदर्शितं भवति । यथा—

प (प्र), प्रबलः = प्रबलो ; अप्रदुष्टः = अप्रदुष्टो । *

परा, पराजितः = पराजितो ; पराक्रमः = पराक्रमो । †

अप, अपमानः = अपमानो ; अपेतः = अपेतो ।

सं, समासः = समासो ; सन्धिः = सन्धिः ।

अव, अवस्था = अवस्था ; अवशेषः = अवशेषो ;

अवतरणं = अवतरणं ; अववादः = अववादो । ‡

व्यवहरति = व्यवहरति, व्यवच्छिद्यते = व्यवच्छिद्यते ।

अधि-उपसर्गेर सहित अध्वक्त्राः = अध्वक्त्राः ;

अध्ववगाढः = अध्ववगाढो ।

अनु, अनुमतः = अनुमतो ; अनुपघातः = अनुपघातो ;

अन्वेति = अन्वेति ।

* १.१११६, १७ ।

† १.११११ ।

‡ १.११११ ।

नी (निर्),	निर्गतः=निगतो ; निर्भरः=निश्चरः ; निर्हरणं=नीहरणं ; निर्हारः=नीहारः ।*
दु (दुर्),	दुर्गमं=दुर्गमं ; दुर्हारः=दूहारः । †
अभि,	अभ्यागमनं=अभ्यागमनं ; अभ्यन्तरं=अभ- न्तरं ; ‡ अभीरितं=अभीरितं ।
वि,	विवर्तः=विवटो ; विचिञ्चं=विचिञ्चं ; व्यति- हारः=वीतिहारः ; व्यतिक्रमः=वीतिक्रमः ; व्यतिपतति=वीतिपतति । § अब उपसर्ग पत्रे थाकिले व्यवहारः=वोहारः । ¶
अधि,	अधिशीलः=अधिशीलो ; अध्यायः= अध्यायो ; अध्युणमुक्तः=अधिहणमुक्तः ॥
सु,	सुहितः=सुहितो ; सुजातः=सुजातो ।
उ(उत्),	उगच्छति=उगच्छति ; उत्पन्नः=उत्पन्नो ।**
अति,	अतीतः=अतीतो ; अत्यन्तं=अत्यन्तं । ††

* १.१११२, १४ ।

† ११ प्र. (*) टीका जडेय ।

‡ १.१२७ ।

§ १.११७०-७१ ।

¶ १.१५१ ।

॥ १.१२० ।

** १.११७०-७१ ; § २० टीका ; § ७५, (†) टीका ।

†† १.१२४ ।

পতি (পতি), পতিরূপং = পতিরূপং ; অপতিপত্তি: = অপতি-
পত্তি ; প্রত্যেকং = প্রত্যেকং ; প্রতিভানং পটিভানং ;
প্রতিবহঃ = পটিবহো । *

পরি, পরিহৃত: = পরিবৃত্তো ; পর্যাধানং = পরিয়াধানং ;
পর্যুপাসতি (স্লে) = পরিক্রিয়াসতি । †

অপি, অপিধানং ।

উপ, উপসর্গ: = উপসঙ্গো, উপেচা = উপেক্ষা ।

আ (আহ্), আवास: = আवासো ; আক্রোশ: = অক্রোসো ;
আহ্নাত: = অহ্নাতো । ‡

“ধাত্বত্য়' বাধতে কোচি কোচি তমশুবত্ততি ।
তমেবহে বিশেষেন্তি উপসঙ্গগতী তিধা ॥”

সর্বনামধটিত অব্যয়

২। নিম্নলিখিত পদগুলি তত্তৎ সর্বনাম হইতে
সপ্তমার্থে নিম্পন্ন হইয়া থাকে—

কিং, কুহিঁ, কুহিঁস্বানং, কুহঁ, কহঁ, কা, কুত্র, কুত্থ,
কত্থ, কিম্মিচ্চি ।

* ১.১১১৫, ১৬, ২৪, ৮৫ (ক) ।

† ১.১১১৯ ; ১৬ পৃ. (৬) টীকা জটব্য ।

‡ ১.১১১১ ।

ত (তত্), তহিঁ, তহঁ, তত্, তত্ ।

য (যত্), যহিঁ, যত্, যত্ ।

ইম (ইদম্), ইহ, ইধ ।

এত (এতদ্), এত্, এত্, এত্ ।

সব্ব (সর্ব), সব্বত্, সব্বত্, সব্বধি ।

পর, পরত্, পরত্ ।

অস্ম (অন্য) প্রভৃতি অপরাপর সর্ব্বনাম শব্দেরও উত্তর
সপ্তমার্থে ত্ ও ত্ প্রত্যয় হয় ; যথা—অস্মত্, অস্মত্ ;
ইতরত্, ইতরত্ ; অস্মত্, অস্মত্ ইত্যাদি ।

৩। পঞ্চমী ও কখন কখন তৃতীয়া ও সপ্তমী প্রভৃতি
বিভক্তির অর্থে সমস্ত শব্দেরই উত্তর তো (তস্) প্রত্যয় হয় ;
যথা—কিঁ, কুতা ; ত, ততা ; য, যতা ; ইম, ইতো ; এত,
এতো ; সব্ব, সব্বতো ; পুরিস, পুরিসতো ; ইয়ী, ইয়িতো ;
মিক্খুনী, মিক্খুনিতো । *

৪। তত্তৎ শব্দ হইতে নিম্নলিখিত পদগুলি
কাল-অর্থে নিম্পন্ন হইয়া থাকে :—

কিঁ, কদা, কুদাম্বন ।

ত, তদা, তদানি, তরহিঁ ।

য, যদা ।

* তো প্রত্যয় হইলে পূর্ববর্তী দীর্ঘ স্বর হয় হয় ।

সব্ব, সদা, সম্বদা ।

ইম, অধুনা, ইদানি, এতরছি ।

অম্ম, অম্মদা ।

এক, একাদা ।

৫। তত্ত্ব শব্দ হইতে নিম্নলিখিত পদগুলি প্রকার-অর্থ প্রকাশ করে—ত, তথা, তথ্য ; য, যথা, যথ্য ; ইম, ইত্যং ; সম্ব, সম্বথা, সম্বথ্য ; * অম্ম, অম্মথা ।

বিভক্ত্যর্থ-প্রকাশক

৬। প্রথমার্থে ণ অতি, সম্মা (সক্কা) সম্মো (সম্মং) ।

৭। সম্বোধনার্থে—শ্রমণগণের সম্বোধনে আবুসো ; হীনব্যক্তির সম্বোধনে রে, অরে, হরে ; দাসীপ্রভৃতির সম্বোধনে জে ।

* “সম্বনামেছি পকারবচনে তু থা (ক. ব. ২. ৮. ৫৫) এই স্বত্রের বৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকারবচনার্থে সর্বনাম শব্দের উত্তর থা প্রত্যয়ের স্থায় যন্তা প্রত্যয়ও হয় ;—“তু-সহস্কাহ্বাং কিমত্যং ? যন্তা-প্পাছযো চ ভবতি ।” এই নিয়মে তথ্যতা, যথ্যতা ইত্যাদি পদ হয় । বস্তুতঃ সংস্কৃতের যথাত্বানু, তথাত্বানু, সর্বাথাত্বানু ইত্যাদি শব্দ হইতেই ঐ সকল পদ হইয়াছে । এই অংশই অভিধানপ্রদীপিকার (১১৫২) “যথ্যং তু যথ্যার্থং” উক্ত হইয়াছে । See Childers.

† অর্থাৎ প্রথম বিভক্তির অর্থের সহিত ইহাদের অবয়ব হয় ।

८। अथवा ७ द्वितीयाग्र अर्थे दिवा, भिय्यो (भूयः),
नमो ।

९। तृतीयाग्रर्थे सयं (स्वयं), सामं, * र्त्वं (स्वं), समं,
सम्मा (सम्यक्) ।

१०। मधुगार्थे समन्ता-सामन्ता-समन्ततो (समन्तात्),
परितो (परितः), अभितो (अभितः), एकम्मं
(एकध्मं, = एकत्वं), एकमन्तं (एकान्ते), हेहा (प्रधस्तात्),
उपरि, तिरियं (तिर्यक्), * सम्मुखा (सम्मुखं),
परम्मुखा (पराङ्मुखं), आवि (आविः, = प्रकाशः), रद्दो
(रहः), तिरो (तिरः), चन्तो (चन्तः), चन्तत्तं
(चन्थात्तं), बह्दिहा (बह्दिर्धा), बाहिरा-बाहिरं (बहिः,
बाह्यं), ओरं (अवरं, अस्मिन् पक्ष इत्यर्थः), पारं (परस्मिन्
पक्ष इत्यर्थः), आरा-आरका (आरात्, दूरे) पच्छा
(पश्चात्), चुरं (परत्त), पुरे (पुरः), प्रेच्च (प्रेत्य,
परलोके) ।

११। कानवाची मधुगार्थे सम्पति (सम्पत्ति), आयति
(भविष्यत्काले), अज्ज (अद्य), अपरज्जु (अपरियुः),
परज्जु (परियुः); सुवे-स्वे (सुवः), उत्तरसुवे (उत्तराह्नः)
दिच्च्यो (द्वः), परे, सज्ज (सद्यः), सायं, पातो (प्रातः),

* देशादर्थे 'स्यर' ।

† "तिरियन्ति समन्ततो"—महात्कपिर्बिहटीका, p. 47.

কালং-কালং (কাল্যং), দিবা, রসং (রাত্রং—রাত্রী), নিশ্চং
 (নিত্যং), সততং, অবিচ্ছিন্নং-অবিচ্ছিন্নং (অবিচ্ছিন্নং), সুহুং
 (সুহুঃ), সুহুতং (সুহুতঃ), ভূতপূৰ্ণং (ভূতপূৰ্ণং), পুরা,
 ইত্যাদি ।

১২ ।

অত্রাণ্ড অব্যয় *

অব্যয়	অর্থ
অঙ্গ	সম্বোধন
অঙ্গদন্তু	একাংশ, একান্ত, নিশ্চয়
অন্তং	অন্তং, আদর্শন
অন্তি	অস্তি
অন্তু	অন্তু
অন্তা	একাংশ, একান্ত
অন্ত্যে	অন্ত্যে, সংশয়
অন্ত্যেলাম	অন্ত্যে নাম, সংশয়
অন্ত্যকং	অন্ত্যকং
অন্ত্যু	পদপূরণ
অন্ত্য	হাঁ, সম্মতি, স্বীকার
অন্ত	প্রেরণা, প্রবর্তনা

* অ, ত্ব, ত্বি, প্রভৃতি সুপরিচিত বে অব্যয়গুলি সর্বদা সংস্কৃত
 ব্যবহৃত হয়, তৎসমূহের এখানে বাহ্যিক-বিবেচনার সঙ্কলিত হইল না ।

ईसं	ईषत्, अल्ल, मन्द
ईसकं	” ” ”
उद	उत, विकल्ल, अपि-अर्थक
उदाहु	उताहो, विकल्ल
एत्तावता	एतावता, परिच्छेद, परिमाण
एनं	एतत्
ओपायिकं	सम्प्रति, श्रौकार
कच्चि	कच्चित्, श्वाभिप्रायप्रकाश
किंनं	किं तत्
किंसु	किंस्वित् (?), प्रश्न
किञ्चि	किञ्चित्
कित्तावता	कियता, परिच्छेद, कि-परिमाण
किर	किल
कीव	कियत्
चरहि	तर्हि (?), पदपूरण ^१
खो	खलु
चे	चेत्
तं	तत्
तग्घ	एकांश, एकासु, निश्चय
तथरिष	तथेव
तावता	परिच्छेद, तत्परिमाण

<u>দুহু</u>	<u>দুহু</u>
ন	তত্
নুন	নুন
পগী	প্রগী, প্রভাত
পচ্ছা	পছাত্
পতিরূপং	প্রতিরূপং, ভাল, সম্মতি
পন	পুন:
<u>পরসবে</u> *	<u>পরস্ব:</u>
<u>পস্যহ</u>	<u>প্রসহ্য</u>
<u>পুথু</u>	পৃথক্, পৃথগ্ভাব
পুনপ্পনং	পুন: পুন:
পুরত্যা	পুরস্তাত্
<u>বলবং</u>	<u>বলবত</u>
মন	মনাক্, অল্প
<u>মুস্বা</u> /	<u>মুস্বা</u>
যং	যত্
যগ্ধে	পদপূরণ
যথরিত্ব	যথৈব
যাবতা	যৎপরিমাণ
লহুং, বা লহু	শীঘ্র, সম্মতি, নিশ্চয়

* Tha Do Oung পরসবে পদ বিয়াছেন।

वथ	वत, पदपूरण
विय	उपमा
विसुं	असंघात, पृथग्भाव
वे	वै
सचे	तच्चेत्, चेत्
सच्छि	साक्षी, साक्षात्, प्रत्यक्ष
सहं	आहं, अक्षायुक्त, आनूकूल्य
सहिं	साहं, मह
सनिकां	शनिकैः, शनैः
सन्मा	सम्यक्, प्रशंसना
ससक्तं	एकांश, निश्चय
सहसा, साहसा	इठात्, अतिरिक्त
<u>सामि</u>	<u>अर्द्ध</u>
<u>साहु</u>	साधु
सुटं	पदपूरणे
सुवत्यि	स्वस्ति, मङ्गल
<u>सुवे</u> , (१५)	<u>स्तः</u>
<u>सेव्यथापि</u>	<u>तद्यथापि</u>
<u>सेव्यथीदं</u>	<u>तद्यथेदं</u>
ह	पदपूरण
<u>हवे</u>	ह वै एकांश, निश्चय

কুদন্ত

অন্ত (শত্), আন ও মান (শানচ্), সন্ত (শত্)

১৩। সংস্কৃতের যন্ত প্রত্যয়-স্থলে পালিতে অন্ত, মানচ্ প্রত্যয়-স্থলে আন বা মান, এবং স্বন্ত প্রত্যয়-স্থলে স্মা বা স্মন্তু প্রত্যয় হয়। সংস্কৃতে যন্ত ও স্বন্ত পরস্মৈপদীয়, ও মানচ্ আত্মনেপদীয় ধাতুর উত্তর ব্যবহৃত হয়; কিন্তু পালিতে তাহার নিয়ম নাই, নির্বিশেষে* উভয় ধাতুরই উত্তর ঐ সকল প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। †

১৪। অন্ত ও স্মা বা স্মন্তু † প্রত্যয়ান্ত শব্দের

* “বস্তুমানে মানন্তা” (ক.বু. ৪. ২. ১৬; ম. সি. ২৬১৫. ৬০৬ সূ.)—এই স্থত্রানুসারে বর্তমান কালে মান ও অন্ত প্রত্যয় হয়। আবার “সিসে স্মা লু (স্মন্তু) মানানা” (ক.বু. ৪. ৬. ৩২; ম. সি. ২৬৫. ৫৩৪ সূ.)—এই স্থত্রানুসারে ভাবস্যাৎ কালে স্মা, অন্তু, মান ও আন প্রত্যয় হয়। অন্তু প্রত্যয়ের উকারের লোপ হইয়া যায়, অন্ত মাত্র থাকে; † তএব অন্তু ও পূর্বস্থত্রোক্ত অন্ত বস্তুত একই দাঁড়ায়। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে অন্ত, মান, আন ও স্মা এই চারিটি প্রত্যয় ভবিষ্যৎ-কালে, এবং ইহাদের মধ্যে অন্ত ও মান বর্তমান কালেও প্রযুক্ত হয়। আন প্রত্যয় যে বর্তমানে প্রযুক্ত হয় তাহা ইহা হইতে পাওয়া গেল না। বুদ্ধপ্রিয় বলেন “সিসে স্মা লু মানানা” এই স্থত্রে স্মা ও অন্তু এই দুইটি প্রত্যয় নহে, কিন্তু স্মন্তু নামে একটি মাত্র প্রত্যয়; “অথবা ..স্মন্তু ইতি যকৌব পশ্চ্যযৌ দৃষ্টম্ভৌ”—ম. সি. ২৬৬. ৫. ৬৩৪ সূ.।

† স্মন্তু'র উকারের লোপ হইয়া যায়।

গচ্ছন্ত (৩.১৬৭) শব্দের ঞায়, এবং ঞান ও মান
প্রত্যয়ান্ত শব্দের বুছ (৩.১৪) শব্দের ঞায় রূপ ।

১৫। √গম+অন্ত, গচ্ছ্, গচ্ছন্তো; + মান,
গচ্ছমানো; * + স্মন্তু, গমিস্সাং ।

√কর+অন্ত, কুব্বন্তো, করোন্তো; + মান, কুব্ব-
মানো; + ঞান, করানো; + স্মন্তু, করিস্সাং ।

√ভুঞ্জ+অন্ত, ভুঞ্জন্তো; + মান, ভুঞ্জমানো; +
ঞান, ভুঞ্জানো; + স্মন্তু, ভুঞ্জিস্সাং ।

√খাদ+অন্তো, খাদন্তো; + মান, খাদমানো;
+ ঞান, খাদানো; + স্মন্তু, খাদিস্সাং ।

√চর+অন্ত, চরন্তো; + মান, চরমানো; +
ঞান, চরানো; + স্মন্তু, চরিস্সাং ।

√স্বস (অদাদি) + মান = সমানো; √সুস (শুষ)
+ মান = সুস্বমানো ।

১৫। অন্ত বা স্মন্তু ও স্মন্তু প্রত্যয়ান্ত শব্দের
স্ত্রীলিঙ্গে ই প্রত্যয় হয়, এবং তাহা ইহলে অন্ত প্রভৃতির
নকারে বিকল্পে লোপ হয়। যথা—গচ্ছন্তী, গচ্ছন্তী;
করিস্সন্তী, করিস্সন্তী। ইহাদের রূপ ইত্যী শব্দের ঞায়
(৩.১৪৪)। ঞান ও মান প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঞা

* সংস্কৃতের ঞায় কৰ্ম্ম ও ভাববাচ্যে য প্রত্যয়ের পরেও মান প্রত্যয়
হয়; যথা—গমন্তীতি অত্বে গচ্ছ্যমানো, গম্মমানো ।

প্রত্যয় হয় ও কচ্ছা শব্দের ঞায় (৩.১৩৩) রূপ ; এবং
ক্লীবলিঙ্গে চিন্স শব্দের ঞায় (৩.১৫৪) রূপ হইয়া
থাকে ।

তাবী

১৬। কর্তৃবাচ্যে অতীতকালে সমস্ত ধাতুরই উত্তর
তাবী প্রত্যয় হয়, এবং তাহা হইলে নির্ঠা প্রত্যয়ের ঞায়
কার্য্য হইয়া থাকে ; যথা—মুক্তবান্ এই অর্থে √মুক্ত +
তাবী = মুক্তাবী ; হৃতবান্ এই অর্থে √হৃত + তাবী =
হৃতাবী ; এইরূপ √বস + তাবী = বসিতাবী ।

১৭। তাবী ও বক্ষ্যমাণ আবী (৫.১১৯) প্রত্যয়ান্ত
পদসমূহের দ্বন্দ্বী শব্দের ঞায় (৩.১৮৬) রূপ হয় ।

১৮। তাবী ও বক্ষ্যমাণ (১.১৯) আবী প্রত্যয়ান্ত
শব্দের জীবলিঙ্গে হনী প্রত্যয় হয় । যথা—হৃতাবী হুতা-
বিনী ; ময়দক্ষ্যাবী ময়দক্ষ্যাবিনী । ইহাদের রূপ হৃদ্বী
শব্দের ঞায় (৩.১৪৪) ।

ঐ উভয় প্রত্যয়ান্ত শব্দের ক্লীবলিঙ্গে গামনী শব্দের
ঞায় (৩.১৫৮) রূপ হইয়া থাকে ।

আবী

১৯। শীল ও সাধুকামী, এই অর্থে কর্তৃবাচ্যে ধাতুর
উত্তর আবী প্রত্যয় হয় । আবী প্রত্যয় হইলে সকল

কার্যই তাবী প্রত্যয়ের স্থায় হয়। যথা—ভয়ং যস্মিন্ত্
সোলং যস্ম (ভয়ং দ্রষ্টং সোলং যস্ম), ভয়দস্মনে সাধুকারী
(ভয়দর্শনে সাধুকারী) ইতি বা ভয়দস্মাবী ।

উ

২০। কর্তৃবাচ্যে নীলাদি-অর্থে পার প্রভৃতি উপপদ-
পূর্বক $\sqrt{\text{গম}}$ ধাতু, উপপদ-পূর্বক $\sqrt{\text{বিদ}}$ (জ্ঞানার্থক)।
ধাতু, ও উপসর্গ বা অপর উপপদ-পূর্বক $\sqrt{\text{জা}}$ (জ্ঞা) ধাতুর
উত্তর জ প্রত্যয় হয়। * যথা পারগু (পারগ):, লোক-
বিদু (লোকবিত), বিস্ত (বিস্ত:), সম্বিস্ত (সম্বিস্ত:)।
ইহাদের রূপ পূর্বে উক্ত হইয়াছে (৩.১২৪)। †

ত, তবন্ত, (জ, জবন্ত)

২১। সংস্কৃতের জ ও জবন্ত প্রত্যয়স্থলে, পালিতে
যথাক্রমে ত ও তবন্ত প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয় হইলে

* জ প্রত্যয় হইলে ধাতুর অন্তস্বর ও $\sqrt{\text{গম}}$ ধাতুর মকারের লোপ
হয়। তুল :—অস্মিণ:, “জঙ্ ন্য গম্বাদীলামিতি বক্তব্যম্”—বার্তিক,
পাণিনি, ৬.৪.৪০।

† জ প্রত্যয়াস্ত শব্দের দ্বীলিঙ্গে নী প্রত্যয় হয়; এবং তাহা
হইলে জ স্থানে ত হইয়া থাকে। যথা সম্বিস্ত সম্বিস্তনী; লোকবিদু
লোকবিদুনী, ইত্যাদি। ইহাদের রূপ ইহা শব্দের স্থায় (৩.১৪৪)।

যথাসম্ভব ধাতুসমূহের তত্ত্ব পরিবর্তন ও সংস্কৃতির ন্যায় কার্য্য হয়। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

২২। ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অকারান্ত শব্দের ন্যায়, এবং তবন্তু প্রত্যয়ান্ত শব্দের গুণবন্তু (৩.১৬৫) শব্দের ন্যায় রূপ হয়।

২৩। $\sqrt{\text{ভু}} + \text{ত} = \text{ভুতো}$; $+ \text{তবন্তু} = \text{ভুতবা}$ । *
 $\sqrt{\text{বচ}} + \text{ত} = \text{বুত্তো}$, ভত্তো ; $\sqrt{\text{বসো}} + \text{ত} = \text{ভত্তো}$, বুত্তো ,
 ভসিত্তো , বুসিত্তো , বসিত্তো ; † $\sqrt{\text{যজ}} + \text{ত}$ যিত্তো ।

* তবন্তু-প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহের জ্বলিঙ্গে ই প্রত্যয় হয়, ও বিকল্পে ন্তু-এর নক্সারের, লোপ হয় ; যথা—ভুতবত্তী, ভুতবন্তী ।

† দ্রষ্টব্য—“বসত্তো ভত্ত্য ;” “বস্স বা ব্ব ;”—ক. বু. ৪. ৩. ৪-৫ ; ম. সি. ২৪৩ ট. ৫৫৫-৬০০ স্ ; “হসবন্তেন বসিত্তগন্ডকুটী ;” “ভসিত্তো ব্রহ্মস্বহিয়ং।” ত্রীযুক্ত সতীশচন্দ্রবিদ্যাভূষণ মহাশয়-সম্পাদিত কচ্ছায়ন-পালিবার্ণাকরণে (p. 333) “বসত্তো ভত্ত্য” এই স্বত্রের ভত্ত্য স্থানে ভত্ত পাঠ ধরিয়া বুত্তো স্থানে বুত্তো, এবং “বস্স বা ব্ব” (p.334) সাহায্যে ভত্তো পদ দেখান হইয়াছে। সিংহল-প্রকাশিত পুস্তকে ও মহারূপ-সিদ্ধিতে ভত্ত্য পাঠই আছে, এবং তদনুসারে ৪.৩.৪ স্বত্রে বুত্তো পদ দর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সিংহল প্রকাশিত ৪.৩.৫ স্বত্রে “ভত্তো বুত্তো বা” উদাহরণ লিখিত হইয়াছে। প্রয়োগে বুত্তো পদও পাওয়া যায়। See E. Müller's Pali Grammar. পালিবার্ণাকরণে বস্স ধাতু তিনটি, যথা—বস্স নিবাসী, বস্স ভাস্সাহনী, ও বস্স (বৃষ্) সীঘনে। পূর্বোক্ত

√ মন্জ + ত = মঙ্গো ; √ নত (নৃৎ) + ত = নন্তং,
নন্তং ; √ মুস (য়্‌স্) + ত = মুক্সং ; √ বুধ (বৃধ) + ত =
বুদ্ধী ; অপি + √ নহ + ত = পিলহং ; √ বদ + ত =
রোদিতং, রোণং, কৃষং ; * পরি + √ কত (কৃৎ) + ত =
পরিকর্তং । †

√ দা + ত = দন্তং, দিনং ; √ ধা + ত = দ্বিতং, ধাতং ।

√ মুহ + ত = মুচ্ছো ; √ গৃহ + ত = গৃচ্ছো ; √ বহ
+ ত = বৃচ্ছো । ‡

√ আস + ত = আসীনো ; √ চুর + ত = চরিতো, চিষ্যো ।

কৃত্য প্রত্যয়

২৪ । সংস্কৃতের কৃত্য-সংজ্ঞক প্রত্যয়গুলি § কোন-না-
কোন রূপে পালিতে প্রযুক্ত হয়, এবং কখনো কখনো
ত্রিভুক্তের চতুর্লকারের স্যায় বিকরণ প্রত্যয়ও অঙ্গম হইয়া

রূপসমূহ নিবাস-অর্থক বস ধাতুর ; আচ্ছাদন-অর্থক বস ধাতুর রূপ
বল্যো (বস্) ; এবং সীচন-অর্থক বস ধাতুর রূপ বহী (বৃহ) । ম.
সি. ২৪৩ স্ক. ২৫২ ট. ।

* নকারান্তে দেখা যায়, যথা—হন্তং ।

† পরিকর্তং পদও আছে ।

‡ সর্বত্রই সংস্কৃত রূপের অন্ত সা ধা ব গ ক ল্লের নিয়ম স্বর্ভব্য ।

§ তন্ম, অণীয়, য ।

থাকে। সংস্কৃত পদসমূহ মনে করিলে পালির এই সকল পদ নিশ্চয় করা অতিসহজ। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি লক্ষণীয় :—

√ভূ + তন্ম = ভবিতন্ম, + অনীয় = ভবনীয়; √সী (শী) + তন্ম = সয়িতন্ম, + অনীয় = সয়নীয়।

√ভ (ভত) + √পদ + তন্ম = ভপ্পজিতন্ম, + অনীয় = ভপ্পজনিয়; √বৃধ + তন্ম = বৃজিতন্ম, + বৃজনীয়; √সু (শু) + তন্ম = সৃণিতন্ম, + অনীয় = সৃণীয়; √গৃহ (যহ) + তন্ম = গৃহিতন্ম, অনীয় = গৃহনীয়; প (প্র) + আপ + তন্ম = পত্ণিতন্ম, + অনীয় = পাপুণীয়, পাপণীয়।

√হর (হ) + য = হারিয়; √কর (ক্র) + য = কারিয়; √লভ + য = লভয়; √সাস (শাস) + য = সিস্তো; √ভূ + য = ভূয়।

√দা + য = দেয়; √মা + য = মেয়, + তন্ম = মেতন্ম, মাতন্ম, মিনিতন্ম; √কর (ক্র) + য = ক্রত্ণিতন্ম (ক্রত্ণ); √ভর (ভৃ) + য = ভরো (ভৃত্য)।

২৫। কৃত্য প্রত্যয়ের মধ্যে পালিতে তথ্য নামক একটি প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে; যথা—√জা (জা) + তথ্য

* যয়ত্।

† জ্জেষ্য সংস্কৃত রূপ হার্য ১.১২১।

‡ সংস্কৃত হার্য; জ্জেষ্য—১.১২০। পালিব্যাাকরণের মতে এতাব্ধানে তথ্য প্রত্যয় হয়। লক্ষণীয়—√সক + তথ্য = সাক্ত্যেয়।

= আত্ম্যং ; দিস (दृग्) + तथ्य = दृढ्यं ; प (प्र) +
√ आप + तथ्य = पत्तयं । *

१, १ान, १ून (१.)

২৬। সংস্কৃতের জ্ঞা প্রত্যয় স্থলে পালিতে ত্বা, ত্বান ও তুন প্রত্যয় হয়। ইহাদের মধ্যে তুন প্রত্যয়ের প্রয়োগ অল্প স্থানে হইয়া থাকে। নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে :—

√कर (क्) + त्वा = कत्वा, करित्वा ; + त्वान =
कत्वान ; + तून = कतून । √गम + त्वा = गत्वा ; +
त्वान = गत्वान ; + तून = गतून । √हल + त्वा ; = हत्वा
+ त्वान = हत्वान ; + तून = हतून ।

√सु (श्रु) + त्वा = सत्वा, सुणित्वा ; √जि + त्वा =

* क. व. ४. १. १८ ; म. सि. २२६ पृ. ५३८ सु. १। कित्त त्रियुक्त
सतीशच्छेदविद्याभूषण महाशय-प्रकाशित कक्षायन व्याकरणे (p. 317, सू १३)
नेत्य प्रत्यय धरिणा स्तोत्र्यं, दिद्व्यं & पत्तयं उदाहरण देवता हईयाछे ।
सिंहल-प्रकाशित पुत्रके आतय्यं प्रभृतिहै आछे । अमृतनिकाये
(Part II, p. 48) आतय्यं, दृढ्यं, पत्तय्यं एहै तिनटि पदहै एकत्र
पाठया वाय ; आवार एहै स्थानेर आतय्यं, दृढ्यं, पत्तय्यं पाठे
वालावतारे (p. 61) नेत्य & तथ्य एहै उतर पाठेहै देखा वाय । तूलः—
स्तोत्र्यं। Childers (E. Senart एर कक्षायनसंकरण-अनुसारे, p. 476)
पत्तयो पद दिय। प्राप्त + तथ्य एहै संस्कृत व्युत्पत्ति दियारहेन ।

জিত্বা, জেত্বা, জিনিত্বা ; প (প্র) + √আপ + ত্বা = পত্বা ;
পাপ্রণিত্বা ; √দিস (দৃশ্) + ত্বা = পসিত্বা ; * √হা
+ ত্বা = জহিত্বা, জহত্বা ; + ত্বান = জহিত্বান ; √ছিদ
+ ত্বা = ছিত্বা, ছেত্বা, ছিন্দিত্বা ; √মিদ + ত্বা =
মিত্বা ; √দা + ত্বা = দত্বা, দদিত্বা ।

য (ল্যপ্)

২৭। সংস্কৃতের ল্যপ্ প্রত্যয় স্থলে পালিতে য প্রত্যয় হয় ; কিন্তু সংস্কৃতের ঞায় ধাতুর পূর্বে উপসর্গাদি থাকিবার বিশেষ নিয়ম নাই, উপসর্গ না থাকিলেও য প্রত্যয় হইতে পারে, এবং উপসর্গ থাকিলেও ত্বা প্রভৃতি প্রত্যয় হইয়া থাকে । যথা—

√ বন্দ + য = বন্দ্য, অমি-পূর্বক অমিবন্দ্য, + ত্বা = অমিবন্দিত্বা ; उप + √नी + য = উপনীয, + ত্বা = উপনীত্বা ; नि + सि (च्चि) + য = নিসিয়ায়, + ত্বা = নিসিত্বা ।

২৮। আকারান্ত ধাতুর পরবর্তী য প্রত্যয়ের কখন কখন লোপ হইয়া থাকে । যথা—অমি + √आ (ग्ना) + য = অমিহ্না (অমিহ্নায়) ; अनुपा + √दा + য =

* আবার দিত্বা ও দিত্বান পদও হইয়া থাকে ।

অনুপাদা (অনুপাদায়), পটিসং + √স্বা (স্বা) + য =
পটিসংস্বা (পতিসংস্বায়) । *

তু, তবে ইত্যাদি

২৯। সংস্কৃতের তুম্ প্রত্যয়-স্থলে পানিতে তুং ও
তবে ঞ প্রত্যয় হয়। ইহার মধ্যে তবে প্রত্যয়ের প্রয়োগ
অত্যন্ত্র। যথা—

√কর + তুং = কস্তুং, কাতুং ; √মন + তুং = মস্তুং, মনিতুং ;
√হন + তুং = হস্তুং, হনিতুং ।

√স্ব (স্ব) + তুং = সোতুং, সুণিতুং ; √জি + তুং = জেতুং,
জিনিতুং ; √ভুজ + তুং = ভোস্তুং, ভুচ্ছিতুং ; প + √হা + তুং =
পজ্জহিতুং, পহাতুং ; √জা (জা) + তুং = জাতুং, জানিতুং ;
√গহ + তুং = গহিতুং, গণ্ণিতুং ।

√কর + তবে = কসতবে, কাতবে ; √নী + তবে = নেতবে ;
বিষ্য (বিপ্র) + √হা + তবে = বিষ্যহাতবে । নি + √ধা +
তবে = নিধাতবে ।

৩০। আবার কখন কখন তুম্-অর্থে তায়ে ও তুয়ে

* লক্ষণীয়—অমিবচ্ছিত্বা (অমিবচ্ছ), অগচ্ছিত্বা (অগচ্ছ)
এখানে য ও ত্বা উভয় প্রত্যয়ই একসঙ্গে হইয়াছে। আবার সমুদ্রাচ্ছায়
(সমুদ্রচ্ছ), অসুবিচ্ছ (অসুবিচ্ছ) ।

† বৈদিক সংস্কৃতে তবে, যথা—“সৌমিন্দ্রায় প্রাতবে ;” অথবা^১
তবেচ্ছ, “দ্বয়মে মাষি সূতবে ;” গাণিনি ৩.৪.১ ।

প্রত্যয় দেখা যায়। যথা— $\sqrt{\text{দিস}}$ (दृश्) + ताये =
 दक्षिताये ; * $\sqrt{\text{मण}}$ + तुये = गणेतुये ; $\sqrt{\text{मर}}$ (मृ)
 + तुये = मरितुये । †

কারক ঙঃ

৩১। পালিতে জপ্তম্যার্থে কখনো কখনো দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—“একং সময়ং ভগবা সাবখিয়ং বিহরতি,” একং সময়ং = একস্মিন্ সময়ে ; “পুব্বসময়ং নিবাসেত্বা,” পুব্বসময়ং = পূর্বাসময়ে ; “একং অন্তং নিসিন্ধা খো তে ভিক্ষু,” একং অন্তং = একস্মিন্ অন্তে ।

৩২। কখনো কখনো জপ্তম্যার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—“তেন খো পন সময়েন ভগবা এতদ্বোচ,” তেন সময়েন = তস্মিন্ সময়ে ; “য়েন ভগবা তেনুপসংকামিসু,” যেন তেন = যস্মিন্ তস্মিন্ ।

* এইরূপ অধিবৃত্তায়ৈ (= दृषितुं) ।

† লক্ষণীয়— $\sqrt{\text{इ}}$ হইতে इत्सि ; তুলঃ— सि , सेन् , असि ইত্যাদি বৈদিক প্রত্যয়, পালিনি, ৩.৪.৯ ।

‡ পালিতে কারক, সমাস, তদ্ধিত ও দ্বীপ্রত্যয়-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম ঠিক সংস্কৃতের জায়, এজন্য ৩৭সমুদয় উল্লেখ না করিয়া কেবল বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি লিখিত হইতেছে ।

সমাস

৩৩। পানিতে কখন কখন সমাসে সন্ধি হয় না।
যথা—“জ্বলিতপজ্বলিতমহা-অগ্নিকব্ধী;” “স্নেহম-
জনপদ-অমম্ব...পরিবৃত্তো,” “আবহ-জমিবেগজনিতং হলা-
হুলসহ;” “হুতি-আদিষু পালিসু।”

৩৪। সমাসে পূর্ববর্তী আকারান্ত ও ঙ্কারান্ত
শব্দের আকার ও ঙ্কার কোন কোন স্থানে হ্রস্ব হয়।
যথা—বারাণসি-রজ্জা, হুত্বি-ভাবা, কুটি-পুৰিসো, দাসি-
দাসা, হুত্বি-পুৰিসা; পরিস-গতো (পরিসা = পরিষত্),
সঙ্কলিক-বন্দনং (সঙ্কলিকা = সৃঙ্কলিকা); ইত্যাদি।
অন্যত্র আবার হয় না; যথা—মহীপালো, মিক্ণুণীমহী,
থেরীগাথা, বেদনাভয়া, সজ্জাসঙ্কারবিজ্ঞাণং, বিজ্ঞাসিষ্যং,
ইত্যাদি। *.

তদ্ধিত

ইম

৩৫। ‘জাত’ প্রভৃতি অর্থ শব্দের উত্তর ইম প্রত্যয়
হয়। যথা—পচ্ছা জাতো (পশ্বাত্ জাত:) ইতি পচ্ছা +
ইম = পচ্ছিমো; এইরূপ অন্ত + ইম = অন্তিমো; মজ্জ

* লক্ষণীয়—“সম্বমমুগীতিন,” এখানে ২.১৩৮ অনুসারে মকার
আগম হইয়াছে।

(মধ্য) + হম = মজ্জিমো; পুরা + হম = পরিমো; উপরি + হম = উপরিমো; হুহ্বা (অঘস্তাত্) + হম = হুহ্বিমো; গন্য (গন্য) + হম = গন্যিমো; ইত্যাদি ।

ঈষ

৩৬। 'তাহার এই স্থান' এই অর্থে ষষ্ঠ্যন্ত পদের উত্তর ইয় প্রত্যয় হয়। যথা—মদনস্স ঠানং (মদনস্স স্থানং) ইতি মদন + ইয় = মদনীয়ং; এইরূপ বন্ডন + ইয় = বন্ডনীয়ং; মুচ্চনস্স (মোচনস্স) + ইয় = মুচ্চনীয়ং; উপাদান + ইয় = উপাদানীয়ং ।

আয়িত্ত

৩৭। উপমার্থে উপমাবাচী শব্দের উত্তর আয়িত্ত প্রত্যয় হয়। যথা—ধুবো বিয় দিস্সতীতি (ধুব ইব হৃষ্যত ইতি) ধুবাযিত্তং; এইরূপ তিমির + আয়িত্ত = তিমিরাযিত্তং । *

ল

৩৮। 'তন্নিশ্চিত' বা 'তাহা ইহার স্থান' এই অর্থে ল প্রত্যয় হয়, ও ঐ ল স্থানে ল হইয়া থাকে। যথা—দুহুনিচ্চিতং (দুহুনিশ্চিতং), অথবা দুহুঠানং (দুহুস্থানং)

* সংস্কৃতে ধুবাযিত্তলং, তিমিরাযিত্তলং ইত্যাদি পদ আচারার্থে য প্রত্যয় করিয়া নির্ধা ত ও তাহার পর ভাবে ল প্রত্যয় করিলেই হইতে পারে ।

এই অর্থে দুহু + ল = দুহুল্ল ; এই রূপ বেদনিষ্মিতং অথবা বেদস্য ঠানং এই অর্থে বেদ + ল = বেদল্ল ।

স্তন

৩৯। কখন কখন ভাবার্থে স্তন প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা—পুথুজ্জনস্য भावो (पुथुगजनस्य भावः) এই অর্থে পুথুজ্জন + স্তন = পুথুজ্জনস্তনং ; এইরূপ বেদনস্য भावो এই অর্থে বেদন + স্তন = বেদনস্তনং ।

ইন্সিক, ঠেয়

৪০। বিশেষ বা তারতম্য-অর্থে সংস্কৃতের ঞায় তর, তম প্রভৃতি ভিন্ন পালিতে ইন্সিক প্রত্যয় অধিক হয় ; এবং সংস্কৃতের ইয়স্ প্রত্যয়-স্থানে পালিতে ইয় প্রত্যয় হইয়া থাকে। * যথা—पापतरो, पापतमो, पापिस्त्रिको, पापियो, पापिद्वो ; पटुतरो, पटुतमो, पटिस्त्रिको, पटियो, पटिद्वो ।

কথন্তুং

৪১। সংস্কৃতে কত্বন্তু প্রত্যয়-স্থানে পালিতে কন্তু প্রত্যয় হয়। যথা—एककन्तुं, द्विकन्तुं, त्रिकन्तुं, चतु-कन्तुं, इत्यादि ।

* ইন্সিক ও ইয় প্রত্যয়াস্ত শব্দ সতল অকারান্ত ; জীলিঙ্গে ইহাদের উত্তর আ প্রত্যয় হয়, যথা—पापिस्त्रिका, पापिया ।

ত্ৰীপ্ৰত্যয় *

৪২। মিক্‌ প্ৰভৃতি শব্দের উত্তর ত্ৰীলিঙ্গে নী প্ৰত্যয় হয়; যথা—মিক্‌ মিক্‌নী, বন্‌ বন্‌নী, পট্‌ পট্‌নী, গহপতি গহপতানী । †

৪৩। নিম্নপ্ৰদৰ্শিত শব্দগুলির উত্তর ই ও হনী প্ৰত্যয় হইয়াছে যথা—যক্‌ যক্‌নী, যক্‌নী ; নাগ নাগনী, নাগনী ; মিগ মিগনী, মিগনী ; সীহ সীহনী, সীহনী ; অগ্ধ অগ্ধনী, অগ্ধনী ; কাক কাকনী, কাকনী ; আবার মানুস মানুসা, মানুসী, মানুসিনী ; রাজ রাজনী ।

সম্পূর্ণ

* জটব্য—৫.১১১১৫, ১৮, ২০ টকা, ৪০ টকা ।

† এখানে ইকার স্থানে আকার হইয়াছে ।

পালি পাঠাবলি

नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्भासम्बुद्धस्य

—:0:—

पठमो वर्गो

१

बुद्धं सरणं गच्छामि ।
धम्मं सरणं गच्छामि ।
सङ्घं सरणं गच्छामि ।

दुतियम्भि

बुद्धं सरणं गच्छामि ।
धम्मं सरणं गच्छामि ।
सङ्घं सरणं गच्छामि ।

ततियम्भि

बुद्धं सरणं गच्छामि ।
धम्मं सरणं गच्छामि ।
सङ्घं सरणं गच्छामि ।

इति सरणगमनं ।

२

आदिच्चं पक्कति । कण्टकं महति । विसं गिलति ।
द्वसं करोति । कहुमङ्गारं करोति । सुवण्णं तीयूणं अटकं

वा करोति । देवदत्तो निवेशनं पविशति । गामं गच्छन्तो
 रुक्लमूलं उपगच्छति । ब्राह्मणो यद्भदसं कम्बलं याचते ।
 समिद्धं धनं भिक्षते । सिद्धं धनं बोधेति आचरियो ।
 रुक्लं रुक्लं पति विज्जु विज्जोतति । भगवा भिक्षू
 एतदवोच । वासिया रुक्लं ^{५.३५} तच्छति । दत्तेन वोहिं
 क्षुनाति । अहिना ददो नरो । बुहेन जितो मारो ।
 गरुडेन हतो नागो । उपगुप्तेन बहो मारो ।

३

बुद्धस्य धम्मस्य सङ्घस्य च सिलाघते । तिथिया संभणानं
 इत्थयन्ति । दुज्जना गुणवन्तानं ^{५.३५} उभय्यन्ति । भिक्षुस्य
 भुञ्जानस्य पानियेन वा ^{by lamant} विधूपनेन वा उपतिट्ठेय्य ।
 समिद्धानं पिहयन्ति दक्षिहा । ^{५.३५} आहं भय्याने अपरज्जामि ।
 भगवतो ^{५.३५} पच्चस्सो ते भिक्षू । ^{५.३५} आरोचयामि वो भिक्षुवे,
 आमन्तयामि वो भिक्षुवे, ^{५.३५} पटिवेदयामि वो भिक्षुवे ।
 षायस्सतो ^{५.३५} उपालितेरस्स ^{५.३५} उपसम्पदापेक्खो उपतिस्सो ।
 भगवति, ब्रह्मचरियं वसति कुलपुत्तो । ^{५.३५} अह्मन सङ्घसम्मतिया
 भिक्षुस्य ^{५.३५} विप्पवत्थं न वेदति । ^{५.३५} अह्मन सङ्घसम्मतिया
 , यथा नो भगवा व्यकिरेय्य, तथापि तेसं व्याकरिस्साम ।
 बह्मपकारा भिक्षुवे, मातापितरो पुत्तानं । खेत्तस्स पभु

अयं गहपति, अरञ्जस्त्र अयं लुप्तको । हिमवन्ता पभवन्ति
महानदियो । अचिरवतिया पभवन्ति कुनदियो । पापा
चित्तं निवारये । जेतवने अन्तरधायति भगवा ।

इतो मधुराय चतसु योजनेसु सङ्खस्त्रगगरं अत्यि । तस्य
बहुजना वसन्ति । इतो भिक्खवे एकनवुतिकपे विपस्सी
नाम सम्भासम्बुद्धो लोके उप्पज्जि । इतो तिस्स मासानं
अच्चयेन परिनिब्बायिस्सामि । छन्नवुतो नं पासण्डानं धम्मानं
पवरं यदिदं सुगतविनयं ।

४

अतीते मगधरुडे राजगहनगरे एको मगधराजा रज्जं
कारिसि ।

तस्य सुमेधो नाम ब्राह्मणो पटिवसति । सो अज्जं
कम्मं अकत्वा ब्राह्मणकम्ममेव उग्गहि ।

तं पन भिक्खुं सत्यां आमन्तेसि—पुब्बे पण्डिता
अनायतनेपि विरियं अकंसु ।

यो वो आनन्द, मया धम्मो च विनयो च देसितो
पञ्चसो, सो वो ममच्चयेन सत्या ।

तुम्हेपि दानं देथ, सौकं रक्खथ, धम्मेन समेन रज्जं
करोथ । राजा तस्स सरीरकिसिं कारित्वा अस्मारोहस्स

महन्तं यसं दत्त्वा, सत्त राजानो ^{सकठानानि} पेसेत्वा यथा-
कमुं गतो । ✓

न सक्का खो पन मया एकस्स मरणदुक्कं अञ्जस्स उपरि
पक्खिपितुं ।

अथ खो भिक्षिन्दो राजा कतावकासो निपच्च गुरुणो
पादे, सिरसि अञ्जलिं कत्वा एतदवोच—‘भन्ते नागसेन,
इमे तिलिया एवं भणन्ति ।’

राजा धम्मदेसनं सुत्वा तुट्टमानसो वन्दित्वा निविसन-
मेव गतो । अन्तेवासिकोपि आचरियं वन्दित्वा द्विम-
वन्तेव गतो । बोचिसत्तो पुञ्च तथेव विहरन्तो अपरि-
होणन्मानो कासं कत्वा ब्रह्मलोके ^{तत्र यत्किञ्चि} निव्वसि ।

अरहन्तं सम्भासम्बहं विज्जाचरणसम्पहं सुगतं लोक-
विदुं पेनुत्तरं पुरिसदम्भसारथिं सत्थारं देवमनुस्सानं सिरसा
नमामि ।

ताता, अठ इदानि ^५ मैहल्लथो । तुण्हे इमं गणं परि-
हरथ । मनुस्सा सस्सखादकानं मारणत्थाय तत्थ तत्थ ओपातं
खमन्ति, सूखानि रोपेन्ति, पासाणयन्तानि सज्जेन्ति,
कूटपासादयो पासे ओज्जेन्ति । बहू भिगा विनाधं

पापुष्यन्ति । तुम्हे तुम्हाकं मिगगणे गहेत्वा अरञ्जे पव्वतपादं पविसित्वा सस्नानं उद्वटक्काले आगच्छेय्याथ ।

म/ तेसं पन गमन~~गणे~~ मनुस्सा जानेन्ति—इमस्मिं काले मिगा पव्वतं आरोहन्ति, इमस्मिं काले आरोहन्तोति । ते तथ तथ पटिच्छद्दहानि निलीना वह्म मिगे विज्झित्वा मारेन्ति ।

एवं मे सुतं—एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अञ्जतरो भिक्खु अहिना दग्घो कालकतो होति । अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसंकमिंसु । उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्तं निसिद्धा खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदबोचं—इध भन्ते, सावत्थियं अञ्जतरो भिक्खु अहिना दग्घो कालकतोति ।

७

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारयमाने बोधिसत्तो मिगयोनियं पटिसन्धिं गण्ठि । सो मातु कुच्छित्तो निक्खन्तो सुवस्यवसो अहोसि । अक्खीनि च-^{मिग्ग}स्स मण्डिगुळ-

सदिसानि अहेसुं, सिङ्गानि रजतवष्णानि, मुखं रत्तकम्बल-
 पुञ्जवस्त्रं, हृत्यपादपरियन्ता लाखापरिकम्पकाता विय,
 बालधि चमरस्त्र विय अहोसि ; सरीरं पन-स्त्र महन्तं अस्त्र-
 पोतकप्यमाणं अहोसि । सो पञ्चसतमिगपरिवारो अरञ्जे
 वासं कप्येसि नामेन नियोधमिगराजा नाम ।

८

महामित्तत्थेरस्सापि मातु विसगण्डरोगो उप्पज्जि ।
 धीतापि-स्सा भिक्खुनीसु पब्बजिता होति । सा तं
 आह—‘आगच्छ अय्ये, भातु अन्निकं गत्वा मम अफासुभावं
 आरोचेत्वा भेसज्जं आहरा-ति ।’ सा गत्वा आरोचेसि ।
 थेरो—‘नाहं मूलभेसज्जादीणि संहरित्वा भेसज्जं पचितुं
 जानामि । अपि च ते भेसज्जं आचिक्खिस्सं । अहं यतो
 पब्बजितो न मया लोभसहगतं चित्तेन इन्द्रियानि
 भिन्दित्वा विसभोगेण आलोकितपुब्बं,—इमिना सञ्च-
 वचनेन मातुया मे फासु होतु । गच्छ, इमं वत्वा उपासिकाय
 सरीरं परिमज्जा-ति ।’ सा गत्वा इममत्थं आरोचेत्वा
 तथा अज्जासि । उपासिकाय तं खणं येव गण्डो फेणपिण्डो
 विय विलीयित्वा अन्तरधीयि ।

कुरण्डकलेणे किर सत्तं^६ बुद्धानं अभिनिकवमणचित्त-
 कम्मं मनोरमं अहोसि । सखहुत्ता भिक्खू सेनासनचारिकं^{अपराधक-}
 आहिण्डन्ता चित्तकम्मं दिस्वा 'मनोरमं भन्ते, चित्तकम्मन्ति'
 आहंसु । थेरो आह—'अतिरेकसद्धि मे आवुसो, वस्सानि
 लेणे वसन्तस्स ; चित्तकम्मं अयीत्ति-पि न जानामि, अज्ज-
 दानि चक्खुमन्ते निस्साय जातन्ति ।'

थेरेन किर एत्तकं अद्धानं वसन्तेन चक्खुं उन्मीलित्वा
 लेणं न उल्लोकितपुब्बं । लेणद्वारे च-स्स महानागरक्खोपि
 अहोसि, सोपि थेरेन उडं न उल्लोकितपुब्बो । अनु-
 संवच्छरं भूमियं केसरनिपातं दिस्वा-वतस्स पुप्फितभावं
 जानाति ।

राजा थेरस्स गुणसम्पत्तिं सुत्वा वन्दितुकामो तिक्खत्तं
 पेसेत्वा अनागच्छन्ते थेरे तस्मिं गामे तरुणपुत्तानं इत्थीनं
 थने बन्धापेत्वा अल्लापेसि—ताव दारका यद्वा मा अलिंसु,
 याव थेरो आगच्छतीति । थेरो दारकानं अनुकम्पाय
 महागामं अगमासि । राजा सुत्वा 'गच्छथ भणे, थेरं पवेसयथ,
 सीलानि गण्डिस्सामीति' अन्तोपुरं अतिहरापेत्वा, वन्दित्वा
 भोजेत्वा 'अज्ज भन्ते, ओकासो नत्थि, स्से सीलानि गण्डि-
 स्सामीति' थेरस्स पत्तं गहेत्वा, थोकं अनुगत्त्वा देविया सीहं
 वन्दित्वा निवत्ति ।। थेरो राजा वा वन्दतु, देवो वा, 'सुखी

होतु महाराजा-ति' वदति । एवं सत्त दिवसा गता ।
 भिक्षू पाहंसु—'किं भन्तै, तुम्हे रञ्जेपि वन्दमाने, देवियापि^{देविया}
 वन्दमानाय सुखी होतु महाराजा-तिञ्चेव वदथाति ?' थेरो
 'नाहं आवभो, राजा-ति वा देवीति वा व्यवस्थानं
 करोमीति' वत्वा सत्ताहातिक्रमे थेरस्स इध वासो दुक्खोति
 रञ्जा विस्सज्जितो कुरण्डकमहालेणं गत्वा रत्तिभागे चंक्रमं
 अभिरुहि, नागरुक्खे अधिवत्या देवता दण्डदौपिकं गहेत्वा
 अट्ठासि । अथ-स्स कम्मद्धानं अतिपरिसुद्धं पाकटं अहोसि ।
 थेरो किन्नु खो मे अज्ज कम्मद्धानं अतिविय पकासतीति
 अत्तमनो मज्झिमयामसमनन्तरं सकलपब्बतं उन्नादयन्तो
 अरहत्तं पापुणि ।

१०

(1) यथा हि लोके दुक्खस्स पटिपक्खभूतं सुखं नाम अत्थि,
 भवे सति तेष्यटिपक्खेन विभवेनापि भवितव्वं, (ii) यथा च उल्ले
 सति तस्स वूपसमभूतं सीतम्भि अत्थि, एवं रागादीनं वूप-
 समेन निव्वाणेनापि भवितव्वं (iii) यथा (पापकस्स कामकस्स
 धम्मस्स पटिपक्खभूतो कल्याणो अणवज्जअन्धोपि अत्थि येव,
 एवमेव पापिअयि जातिया सति, सब्बजातिक्लेपनतो
 अजातिसंज्ञातेन निव्वाणेनापि भवितव्वमेव । तेन वुत्तं—

“यथापि दुक्ते विज्जन्ते सुखं नामापि विज्जति ।

एवं भवे विज्जमाने विभवोपि इच्छितब्बको ॥

यथापि उण्हे विज्जन्ते अपरं विज्जति सीतलं ।

एवं तिविधग्गि विज्जन्ते निब्बानं इच्छितब्बकं ॥

यथापि पापे विज्जन्ते कल्याणमपि विज्जति ।

एवं जातिन्हि विज्जन्ते अजातिन्धि इच्छितब्बकन्ति ॥”

यथा नाम गूथरासिन्हि निमग्गेन पुरिसेन दूरतो पञ्च-
वक्षपदुमसब्बकं महातळाकं दिखा 'कतरेन तु खो मग्गेन
एत्थ गन्तब्बन्ति' तं तळाकं गवेसितुं युत्तं, यं तस्स अगवेसनं, न
सो तळाकस्स दोसो; एवं किलेसमलधोवने अमतमहा-
निब्बानतळाके विज्जन्ते तस्स अगवेसनं न अमतमहानिब्बान-
महातळाकस्स दोसो । यथा हि चोरेहि संपवारितो पुरिसो
पलायनमग्गे विज्जमानेपि (सचे) न पलायति, न सो मग्गस्स
दोसो, पुरिसस्सेव दोसो; एवमेव किलेवेहि परिवारित्वा
गहितस्स पुरिसस्स विज्जमाने येव निब्बानगामिन्हि सिवे
मग्गे, मग्गस्स अगवेसनं नाम न मग्गस्स दोसो, पुग्गलस्सेव
दोसो । यथा च व्याधिपीळितो पुरिसो विज्जमाने व्याधि-
तिकिच्छके वेज्जे, (सचे) तं वेज्जं गवेसित्वा व्याधिस तिकिच्छा-
पेति, न सो वेज्जस्स दोसो; एवमेव खो किलेसव्याधिपीळितो
किलेसवूपसमनमग्गकोविदं विज्जमानमेव पाचरियं न

गवेसति, तस्मैव दोसो, न किलेसविनासकस्स आचरियस्सा-ति ।

तेन वुत्तं—

“यथा गूथगतो पुरिसो तळाकं ^{दोसो} दिस्वान पूरितं ।

न गवेसति तं तळाकं न दोसो तळाकस्स सो ॥

एवं किलेसमलधोवे विज्जन्ते अमतन्तले ।

न गवेसति तं तळाकं न दोसो अमतन्तले ॥

यथा अरौहि परिरुद्धो ^{अत्तकं अत्तकं} विज्जन्ते गमने पथे ।

न पलायति सो पुरिसो न दोसो अत्तकस्स सो ॥

एवं किलेसपरिरुद्धो ^{अत्तकं} विज्जमाने सिवे पथे ।

न गवेसति तं मगं, न दोसो सिवमत्तसे ॥

यथापि व्याधितो पुरिसो विज्जमाने तिकिच्छके ।

न तिकिच्छापेति तं व्याधिं न सो दोसो तिकिच्छके ॥

एवं किलेसव्याधीहि दुक्खितो पटिपीळितो ।

न गवेसति तं आचरियं, न सो दोसो ^{तेसो} विनायके-ति ।”

Jat. Vol. I, pp. 4-5

११✓

विमयो संवरत्थाय, संवरो अविपटिसारत्थाय, अवि-
पटिसारो पामोञ्जत्थाय, पामोञ्जं पीतत्थाय, पीति
पक्षितत्थाय, पक्षिणि सुखत्थाय, सुखं समाधत्थाय, समाधि
यथाभूतभाषदस्सत्थाय, यथाभूतभाषं निम्बिदत्थाय,
निम्बिदा विरामत्थाय, विरागो विमुत्तत्थाय, विमुत्ति

विमुक्तिजाणदस्सनत्याय, विमुक्तिजाणदस्सनं ^{विमुक्तिजाणदस्सनं} अनुपादा परि-
निब्बानत्याय । वि. म. ६

दुतियो वग्गो

रतनत्तयाभिवादनं

यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले

मारं ससेनं महतिं विजेत्वा ।

सम्बोधिमागच्छि अनन्तजाणो

सोकुत्तमो, तं पणमामि बुद्धं ॥ १ ॥

^{५६१३} षट्ठङ्गिको अरियपथो जनानं

मोक्खप्यवेसायुर्ज्जिकोव मग्गो ।

धम्मो अयं सन्तिकरो पणीतो

नीयाणिको, तं पणमामि धम्मं ॥ २ ॥

सङ्घो विसुत्तो वरदक्खिण्यो

^{५६५१} सन्तिन्द्रियो सब्बमलप्यहीणो ।

शुचिदि, नेकेदि समिच्चिपत्तो

अजासवो, तं पणमामि सङ्घं ॥ ३ ॥

बुद्धवन्दना

बुद्धं जीवनपरियन्तं सरणं गच्छामि ।

ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता ।

पञ्चपद्मा च ये बुद्धा, अहं वन्दामि सब्बदा ॥ १ ॥

नत्थि मे सरणं अद्दं, बुद्धो मे सरणं वरं ।

एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं ॥ २ ॥

उत्तमङ्गेन वन्देहं पादपंसुत्तरुत्तमं ।

बुद्धे यो कलितो दोसो, बुद्धो खमतु तं मम ॥ ३ ॥

नमो नमो बुद्धदिवाकराय

नमो नमो गोतमचन्दिमाय ।

नमो नमोनन्तगुणस्सवाय

नमो नमो साकियनन्दनाय ॥ ४ ॥

ब्रह्मिन्ददेविन्दनरिन्दराजं

बोधिं सुबोधिं करुणागुणगं ।

पद्मापदीपञ्जलितं जलन्तं

वन्दामि बुद्धं भवपारतिष्ठं ॥ ५ ॥

नमो ते करुणगार नमो ते अतिसागर ।

नमो ते अमताकार नमो ते नरभाकार ॥ ६ ॥

नमो ते इतसंसार नमो ते नरकपूर ।

नमो ते अगताधार नमो ते अमत्तस्सव ॥ ७ ॥

रंसिमालं नमो तुयं नरम्बुरुहमण्डन ।
 जलमानं नमो तुयं भवारङ्गदवानल ॥ ८ ॥
 इधानन्तगुणाधारं सुवन्द्यैरतनाकर ।
 पादे वन्दामि ते नाथ संज्ञाय नतमुहना ॥ ९ ॥
 कुसुमं फुल्लितं एतं पद्महेत्वान् चञ्चलम् ।
 बुद्धसेतुं सरित्वान् आकाशमपि पूजये ॥ १० ॥
 गन्धसन्धारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना ।
 पूजये पूजनेय्यन्तं पूजाभाजनमुत्तमं ॥ ११ ॥
 घतसारप्यदित्तेन दीपेन तमधंसिना ।
 तिलोकदीपं संखुहं पूजयामि तमोनुदं ॥ १२ ॥
 सततविततकिञ्चित्तिं धस्तकन्द्यपट्यं
 तिभवहितविधानं स्व्वलोकिककेतुं ।
 अमितमतिमनःघं सन्दिदं मेरुसारं
 सुगतमहमुदारं रूपसारं नमामि ॥ १४ ॥

B. A. pp. 69, 99

धर्मवन्दना

// स्वाक्षातो भगवता धर्मो सन्दिदिको अर्कासिको एहि-
 पक्षिको ओपणयिको पक्षितं वेदितव्यो विद्महीति ।

धनं जीवितपरियन्तं सरणं गच्छामि ।

नत्थि मे सरणं भद्रं धनो मे सरणं वरं ।

एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं ॥ १ ॥

इतदुरिततुसारं मोहपङ्कोपतापं

मनकामलविकासं जन्तुनं सेसकानं

कुमतिकुमुदनासं बहुपुष्पाचलगा

उदितमहमुदारं धन्वभानुं नमामि ॥ २ ॥

B. A. 75

सङ्खवन्दना

सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो, उजुपटिपन्नो भगवतो
सावकसङ्घो, जायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो, सामीचि-
पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो । यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि,
एतं पुरिमपुगला, एव भगवतो सावकसङ्घो पाहुणेय्यो
पाहुणेय्यो दक्खिणेय्यो अञ्जलिकरणिण्यो, अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं
लोकस्सा-ति ।

सङ्घं जीवितपरियन्तं सरणं गच्छामि ।

नत्थि मे सरणं भद्रं सङ्घो मे सरणं वरं ।

एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं ॥ १ ॥

सकलविमलसोलं धूतपापारिजालं

सुरनरमहनीयं पाहुणेय्याहुणेय्यं

उजुपथपटिपत्रं पुञ्जस्त्रेत्तं जमानं

गणमहमभिवन्दे सारदं सादरेन ॥ २ ॥

B. A. 77

दस अकुसलधम्मा

कायकम्मं तिग्धा वुत्तं वाचाकम्मं चतुब्बिधं ।

मनसा तिविधं चेति दस कम्मपथा इमे ॥ १ ॥

पाणघात-परहृब्बं परदारञ्च कायतो ।

मुसा पेसुञ्ज-फरुसं सम्फपलापी वाचतो ।

अभिञ्जा चेव व्यापादो मिच्छादिद्वि च मानसो ॥ २ ॥

Therapigingir

B. A. 109

निञ्चपञ्चवेक्खाधम्मा

जराधम्मोन्दि जरं अनतीतो, व्याधिधम्मोन्दि व्याधिं

अनतीतो, मरणधम्मोन्दि मरणं अनतीतो, सब्बेहि मे

पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो, कम्मसक्कोन्दि

कम्मदायादो कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसंरणो, यं कम्मं

करिस्सामि कल्याणं वा पापकं वा तस्स दायादो

भविस्सामि । ✓

B. A. 68

मेत्ताभावना

(क)

अहं भवेरो होमि, अव्यापज्जो होमि, अनोघो होमि,
सुखी भत्तानं परिहरामि । अहं विय मय्हं आचरियुप-
ज्जाया मातापितरो हितसत्ता मज्झत्तीकसत्ता वेरी
सत्ता भवेरा होन्तु, अव्यापज्जा होन्तु, अनोघा होन्तु, सुखी
भत्तानं परिहरन्तु, दुक्खा सुच्चन्तु, यथालहसम्पत्तितो मा
विगच्छन्तु कम्मस्सका ।

इमस्मिं विहारे, इमस्मिं गोचरगामे, इमस्मिं नगरे,
इमस्मिं लङ्कादीपे, इमस्मिं जम्बुदीपे, इमस्मिं चक्रवाळे
इस्सरजना, सीमट्टकदेवता, सब्बे सत्ता भवेरा होन्तु,
अव्यापज्जा होन्तु, अनोघा होन्तु, सुखी भत्तानं परिहरन्तु,
दुक्खा सुच्चन्तु, यथालहसम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कम्मस्सका ।

पुरिमाय दिसाय, दक्खिणाय दिसाय, पच्छिमाय
दिसाय, उत्तराय दिसाय, पुरत्थिमाय अनुदिसाय,
दक्खिणाय अनुदिसाय, पच्छिमाय अनुदिसाय, उत्तराय
अनुदिसाय, हेट्ठिमाय दिसाय, उपरिमाय दिसाय सब्बे
सत्ता सब्बे पाप्पा सब्बे भूता सब्बे पुग्गला सब्बे भत्तभात्र-
पट्ठियापप्पा सब्बा इत्थियो सब्बे पुरिसा सब्बे परिया
सब्बे अनरिया सब्बे देवा सब्बे मनुस्सा सब्बे अमनुस्सा सब्बे

दससील

पाथातिपाता वेरमणोसिक्खापदं समादियामि ॥१॥

अदिक्खदाना वेरमणोसिक्खापदं समादियामि ॥२॥

अन्नचरिया वेरमणोसिक्खापदं समादियामि ॥३॥

सुसावादा वेरमणोसिक्खापदं समादियामि ॥४॥

सुरानेरयमज्जपमादहाना वेरमणोसिक्खापदं

समादियामि ॥५॥#

विकासभोजना वेरमणोसिक्खापदं समादियामि ॥६॥

नच्चगीतवादिस्सविसुकादस्सना वेरमणोसिक्खापदं

समादियामि ॥७॥

मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनहाना वेरमणो-

सिक्खापदं समादियामि ॥८॥ †

उच्चासनमहासयना वेरमणोसिक्खापदं समादियामि ॥९॥

जातरूपरजसपटिगहणा वेरमणोसिक्खापदं

समादियामि ॥१०॥ ✓

H. P. 81

मज्झिमा पटिपदा

हेमि भिक्खवे अन्ता पब्बजितेभ न सेवितम्भा । कतमे

हे ? यो चायं कानेसु कामसुखसिक्खानुयोगो हीनो

• इदं पक्कं पक्कसीलं नाम ।

† इदं अट्ठकं अट्ठसीलं नाम ।

गम्भी पोथुञ्जिनिको अनरियो अनत्यसंहितो, यो चायं
अत्तकिलमथानुयोगो दुक्खो अनरियो अनत्यसंहितो ; एते
खो भिक्खवे उभे अन्ते अनुपगम्भ मज्झिमा पटिपदा तथा-
गतेन अभिसम्बुद्धा चक्खुकरणी आणकरणी उपसमाय
अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति ।

कतमा च सा भिक्खवे मज्झिमा पटिपदा तथागतेन
अभिसम्बुद्धा...निब्बानाय संवत्तति ? अयमेव अरियो—

अट्टङ्गिको मग्गो

सेव्यथीदं—सम्मादिट्ठि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्मा-
कम्मन्तो, सम्माजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मा-
समाधि । अयं खो भिक्खवे मज्झिमा पटिपदा तथागतेन
अभिसंबुद्धा...निब्बानाय संवत्तति ।

ध. च.

चत्तारि अरियसच्चानि

[चत्तारि अरियसच्चानि—दुक्खं अरियसच्चं, दुक्खसमुदयं ।
अरियसच्चं, निरोधो अरियसच्चं, दुक्खनिरोधगामिनी
पटिपदा अरियसच्चं ।]

इदं खो पम भिक्खवे, दुक्खं अरियसच्चं—जातिपि दुक्खा,
जरापि दुक्खा, व्याधिपि दुक्खा, मरणम्पि दुक्खं, अपिप्येहि

सम्बन्धयोगो दुःखो, पियेहि विषययोगो दुःखो, यस्मि इच्छं न
लभति तस्मि दुःखं ; संखितेन पञ्चपादानकवन्धा दुःखा ।

इदं खो पन भिक्खवे, दुःखसमुदयं अरियसच्चं—यायं
तण्हा पोनीभविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभि-
नन्दिनी, सेय्यथीदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा ।

इदं खो पन भिक्खवे दुःखनिरोधं अरियसच्चं—यो तस्सा
येव तण्हाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति
अनालयो ।

इदं खो पन भिक्खवे दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा
परियसच्चं—अयमेव अरियो अट्टङ्गिको मग्गो ।

ध. च.

तृतीयो वग्गो

सन्धवजातकं

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारित्ते बोधिसत्तो
ब्राह्मणकुले निब्बन्ति । मातापितरो तस्स जातग्गिं गहेत्वा
तं सोळसवत्सपदेसे ठितं आहंसु—‘किं तात, जातग्गिं
गहेत्वा अरहे अग्निं परिअरिस्ससि, उदाहु तयो वेदे
उत्तमिस्सत्वा कुट्टम्भं सण्हपेत्वा अरावासं वसिस्ससीति ?’

सो 'न मे घरावासेनयो, अरद्धे अग्निं परिचरित्वा
 ब्रह्मलोकपरायनो भविस्सामोति' जातग्निं गृह्णत्वा माता-
 पितरो वन्दित्वा अरद्धं पविसित्वा पशुसालाय वासं कथित्वा
 अग्निं परिचरि। सो एकदिवसं निमन्तितद्दानं गत्वा
 सपिना पायासं लभित्वा 'इमिना पायासं महाब्रह्मणो
 यजिस्सामोति' पायासं आहरित्वा अग्निं जालित्वा 'अग्निं
 ताव भगवन्तं सप्ययुक्तं पायासं पायेमोति' पायासं अग्निं
 पक्वपि। बहुसिनेहं पायासे अग्निं पक्वित्तमत्ते येव
 अग्निं अशुग्गताहि सच्छिद्धिं पशुसालं भापेत्सि। ब्राह्मणो
 भीततसितो पलायित्वा बहि ठत्वा 'कापुरिसेहि नाम
 सन्यवो न कातव्वो, इदानी मे इमिना अग्निना किच्छेन
 कता पशुसाला भापिताति' वत्वा पठमं गायमाह—

"न सन्यवस्मा परमत्थि पापियो

यो सन्यवो कापुरिसेन होति।

सन्तप्यतो सपिना पायसेन

किच्छा कतं पशुकुटिं अददुहीति ॥"

सो एवं वत्वा 'न मे तया मित्तदुभिना अत्योति' तं
 अग्निं उदकेन निव्वापित्वा साखाहि पोथत्वा अन्तो हिमवन्तं
 पविसन्तो एकं सामामिगि सीहस्रं च व्युग्धस्रं च द्दोपिगो
 च सुखं लेहन्तिं दिस्वा 'सप्युरिसेहि सच्चिं सन्यवा परं सेवो
 नाम नत्योति' चिन्तेत्वा दुतियं गायमाह—

“न सन्धवस्त्रा परमस्यि सेय्यो
 यो सन्धवो सप्पुरिसेन होति ।
 सीहस्य व्यग्धस्य च दोपिनो च
 सामा मुखं लेहति सन्धवेना-ति ॥”

एवं वत्वा बोधिसत्तो अन्तो हिमवन्तं पविसित्वा इति-
 पब्बज्जं पब्बजित्वा, अभिज्ञा समापत्तियो च निब्बत्तेत्वा ;
 जीवितपरियोसाने ब्रह्मलोकूपगो अहोसि । ✓

Jat. Vol. II. p. 43

गिरिदन्तजातकं

अतीते वाराणसियं सामराजा नाम रज्जं कारिसि ।
 तदा बोधिसत्तो अमच्चकुले निज्जत्तित्वा वयपत्तो तस्स अत्य-
 धन्नाशुसायाको अहोसि । रज्जो पण पण्डवो नाम
 मज्जल्लसो ; तस्स गिरिदन्तो नाम अस्सबन्धो, सो खप्पो
 अहोसि । अस्सो सुखरत्तुके गहेत्वा तं पुरतो पुरतो गच्छन्तो
 दिस्सा ‘मं एसो सिक्खापेतीति’ सञ्जाय तस्स अशुसिक्खन्तो
 खप्पो अहोसि । तस्स खप्पभावं रज्जो आरोचेत्तु । राजा
 वेत्तं पियेसि । ते गम्भा अस्सस्य सरीरे रोगं अपस्सन्ता
 ‘रोगं अस्स न पस्सामा-ति’ रज्जो कथयिंत्तु । राजा बोधिसत्तं

पेसेसि—‘गच्छ वयस्स, एत्थ कारणं जानाहीति ।’ सो गत्वा
खञ्जस्सबन्धसंसग्गेन तस्स खञ्जभूतभावं अत्वा रञ्जो तं अत्थं
आरोचेत्वा संसग्गदोसेन एवं होतीति दस्सेन्तो पठमं
गाथमाह—

“दूसितो गिरिदन्तेन हयो सामस्स पण्डवो ।

पोराणं पकत्तिं हित्वा तस्सेव अनुविधीयतीति ॥”

अथ न राजा ‘इदानि वयस्स, किं कत्तब्बन्ति’ पुच्छि ।
बोधिसत्तो ‘सुन्दरं अस्सबन्धं लभित्वा यथापोराणो
भविस्सतीति’ वत्वा दुतियं गाथमाह—

“सचेव* तनुजो† पोसो सिखराकारकप्पितो ।

आनने तं गहेत्वान मण्डले परिवत्तये ।

खिप्पमेव पइत्वान तस्सेव अनुविधीयतीति ॥”

राजा तथा कारेसि । असो पकत्तिभावे पट्टिडासि ।
राजा ‘तिरच्छानानम्मि नाम आसयं जानिस्सतीति’ तुड-
चित्तो बोधिसत्तस्स महन्तं यसं अदासि ।

Jat. Vol II, p. 98

* सचे+एव । † त+अनुजो ; तस्स अनुजो अनुकूपघातोर्ति अत्थो ।
३० थी

एकपञ्चजातकं

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारन्ते बोधिसत्तो
 उद्विचन्नाह्वयकुले निव्वत्तित्वा वयप्पत्तो तक्कसिलायं तयो
 वेदे सब्बसिप्पानि च उगण्हित्वा कच्चि कालं घरावासं
 वसित्वा मातापितुञ्चं अच्चयेन इसिपब्बज्जं पब्बजित्वा
 अभिह्मा च समापत्तियो च निव्वत्तेत्वा हिमवन्ते वासं
 कप्पेसि । तथ चिरं वसित्वा क्षोणम्बिलसेवनत्थाय
 जगपदं आगन्त्वा वाराणसिं पत्वा राजुत्थाने वसित्वा
 पुनदिवसे सुनिवत्थो सुपाकतो तापसाकप्पसम्भो भिक्खाय
 नगरं पविसित्वा राजद्वारं पापुणि । राजा सीहपञ्चरेण
 ओलोकितो तं दिस्वा इरियापथे पसोदित्वा अयं तापसो
 सन्तिन्द्रियो सन्तमानसो युगमत्तदस्सो पदवारे पदवारे
 सङ्गस्यथविकं ठपत्तो विय सीहविजम्भितेन आगच्छति,
 सचे सन्तधम्मो नामेको अत्थि इमस्स तेजम्भन्तरेण भवि-
 तब्बन्ति चिन्तेत्वा एकं अमञ्चं आलोकिसि । सो 'किं करोमि
 देवा-ति' आह । 'एतं तापसं आनेहोति ।' सो 'साधु
 देवा-ति' बोधिसत्तं उपसङ्गमित्वा वन्दित्वा इत्यतो भिक्खा-
 भाजनं गहेत्वा 'किं महापुञ्जा-ति' वुत्ते 'भन्ते, राजा
 पक्कोसतीति' आह । बोधिसत्तो 'न मयं राजकुलपगा,
 हिमवतका नामन्हा-ति' आह । अमञ्चो गन्त्वा तमस्य
 रज्जा आरोचेसि । राजा 'अञ्चो अन्हाकं कुलपकी नत्थि,

आनेहि नन्ति' आह । अमञ्चो गन्वा बोधिसत्तं वन्दित्वा
 याचित्वा राजनिवेसनं पवेसेसि । राजा बोधिसत्तं वन्दित्वा
 समुत्थितसेतच्छत्ते कञ्चनपल्लहे मिसीदापेत्वा अत्तनो पटियत्तं
 नानगरसभोजनं भोजेत्वा 'भन्ते, कुहिं वसथा-ति' पुच्छि ।
 'हेमवतका मयं महाराजा-ति ।' 'इदानि कहं गच्छथा-ति ।'
 'वस्सारत्तानुरूपं ^{satthaka-patya samyagjano-satth} सेनासनं उपधारेम महाराजा-ति ।' 'तेन
 हि भन्ते, अन्हाकं ज्ञेव उय्याने वसथा-ति' पतिञ्चं गहेत्वा,
 सयम्पि भुञ्जित्वा बोधिसत्तं आदाय उय्यानं गन्वा पणसालं
 मापेत्वा, रत्तिद्वानदिवाठानानि कारित्वा पब्बज्जितपरिक्खारे
 दत्वा, उय्यानपालं ^{pathaya-siddhanta-ge-ya} पटिच्छापेत्वा, ^{making-one-to-lead-to} नगरं पाविसि । ततो
पट्टाय बोधिसत्तो उय्याने वसति । राजापि-स्य दिवसे
 दिवसे इत्तिक्वत्तं उपट्टानं गच्छति । ✓

तस्म पन रञ्जो दुडुकुमारो नाम पुत्तो अहोसि चण्डो
 फरुसो । नेव राजा दमेतुं असक्खि, न सेसजातका ।
 अमञ्चापि ब्राह्मणगहपतिकापि एकतो हुत्वा 'सामि, मा
 एवं करि, एवं कातुं न लग्भा-ति' कुञ्जित्वा कथेत्तापि
 कथं गाहापेतुं न सक्खिंसु । राजा चिन्तेसि उपेत्वा मम
अय्यं सोलवन्तं तापसं, अहो इमं कुमारं दमेतुं ^{he-also} समयो नाम
 नत्थि, सो येव नं दमेस्सतीति ।' 'सो कुमारं आदाय
 बोधिसत्तस्स सन्तिकं गन्वा 'भन्ते, अयं कुमारो चण्डो
 फरुसो, मयं इमं दमेतुं न सक्कोम । तुम्हे तं एजेन

उपायेन सिक्खापेया-ति' कुमारं बोधिसत्तस्स नित्यादेत्वा पक्कमि ।

बोधिसत्तो कुमारं गहेत्वा उय्याने विचरन्तो एकतो एकेन एकतो एकेना-ति द्वीहि येव पत्तेहि एकं निम्बपोतकं दिस्वा कुमारं आह 'कुमार, एतस्स ताव रुक्खस्स पोतकस्स पष्णं खादित्वा रसं जानाहीति ।' सो तस्स एकं पष्णं संखादित्वा रसंज्त्वा ^{किं} धीति सह ^{खेत्तेन} भूमियं ^{निद्रुभि} निद्रुभि । 'किं एतं कुमारा-ति' वुत्ते 'भन्ते, इदानेवस्स रुक्खो हलाहल-विस्सूपमो, वड्ढन्तो पन वड्ढ मनुस्से मारिस्सतीति' निम्ब-पोतकं उप्पाटेत्वा हत्थेहि परिमहित्वा इमं गाथमाह—

'एकपष्णो अयं रुक्खो न भुम्या चतुरङ्गलो ।

फलेन विसकप्येन महायं किं भविस्सतीति ।'

अथ नं बोधिसत्तो एतदवोच—'कुमार त्वं इमं निम्ब-पोतकं "इदानेव एवं तिस्सको, महल्लककाले कुतो इमं निस्साय वड्ढीति" उप्पाटेत्वा महित्वा छड्डेसि यथा त्वं एतस्मिं पटिपज्जि, एवमेव (त्वं) रड्ढवासिनोपि 'अयं कुमारो दहरकाले येव एवं चण्डो फरुसो, महल्लककाले रज्जं पत्वा किं नाम करिस्सति, कुतो अग्घ्हाकं एतं निस्साय वड्ढीति' तव कुलसन्तकं रज्जं अदत्वा निम्बपोतकं विय तं उप्पाटेत्वा रट्ठा पब्बाज्जनियकस्स करिस्सन्ति । तस्मा निम्बरुक्ख-परिभागतं हित्वा इती पड्ढाय खन्तिमेत्तानुइयसिम्भो

होहीति । सो ततो पट्टाय निहतमानो निखिसेवने
खन्तिमेत्तानुद्दयसम्पन्नो हुत्वा बोधिसत्तस्य ओवादे ठत्वा पितु
अच्येन रज्जं पत्वा दानादीनि पुञ्जकम्भानि कत्वा यथाकम्भं
अगमासि ।

Ja. Vol. I. p. 505.

इक्षीसजातकं

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारित्ते, वाराणसियं
इक्षीसो नाम सेट्ठि अहोसि असीतिकोटिविभवो पुरिस-
दोससमन्नागतो खञ्जो कुपी विसम-अक्खिमण्डलो अस्सडो
अप्पसन्नो मच्छरी, नेवं अञ्जेसं देति न सयं परिभुञ्जति,
रक्खसपरिग्गहीतपोक्खरणी विय-स्स गेहं अहोसि ।
मातापितरो पन-स्स याव सत्तमा कुलपरिवत्ता दायका
दानपतिनो । सो सेट्ठिद्वानं लभित्वा येव कुलवसं नासेत्वा
दानसालं भापित्वा, याचके पोथेत्वा निक्कट्टित्वा धनमेव
सण्ठेपति । सो एकादिवसं राजपट्टानं कत्वा असनो घरं
आगच्छन्तो एकं मग्गकिलन्तं जुनपदमनुसं एकं सुरावीरकं
आदाय पीठके निसीदित्वा, अम्बिलसुराय कोसं पूरेत्वा
पूतिमच्छकेन उत्तरिभङ्गेन पिवन्तं दिस्वा सुरं पातुकामो
हुत्वा चिन्तेसि—सचाहं सुरं पिविस्सामि, मयि पिवन्तं
वद्द पिवितुकामा भविस्सन्ति, एवं मे धनपरिक्खयो

भविष्यतीति । ✓ सो तथं अधिवासेतो विचरित्वा
 गच्छन्ते काले अधिवासेतुं असक्रान्तो विहृतकपासो विय
 पण्डुसरीरो भवोसि, धमनिसन्युतगतो जातो । अथेक-
 दिवसं गम्भं पविसित्वा मञ्चकं उपगूहत्वा निपज्जि । तमेनं
 भरिया उपसंकमित्वा पिट्ठिं परिमज्जित्वा 'किं ते सामि,
 अफासुकन्ति' पुच्छि । सव्वं हेट्ठाकथितनियमेनेव वेदि-
 तव्वं । * 'तेन हि एककस्सेव ते पड्ढोनकं सुरं करोमीति'
 पुन वुत्ते 'गेहे सुराय करियमानाय बद्धं पञ्चासिसन्ति,

* 'न मे किञ्चि अफासुकं अत्थीति ।' 'किन्न खो ते राजा कुपितो-
 ति ?' 'राजापि मे न कुप्पति ।' 'अथ किन्ते पुत्तघीताहि वा दासकम्म-
 कारोहि वा किञ्चि अमनापं कतं अत्थीति ?' 'एवरूपमि नत्थि ।'
 'किस्सिच्चि पुन ते तण्हा अत्थीति ?' एवं वुत्तेपि धनहानिभयेन
 किञ्चि अवत्वा निस्सहो-व निपज्जि । अथ नं भरिया 'कथेहि सामि,
 सिस्सिन्तेतण्हा-ति' आह । सो वचनं परिगलन्तो विय 'अत्थि मे
 एका तण्हा-ति' आह । 'किन्तण्हा सामीति ।' ('सुरं पातु-) कामो-
 न्दि ।' 'अथ किमत्थं न कथेसि ? किं त्वं दल्लिहो ? इदानि सकल-
 सक्खरनिगमवासीनं (प्रह्वानकं सुरं करिस्सामीति) ।' 'किं तेहि,
 अत्तनो कम्मं कत्वा (पिविस्सन्तीति) ।' 'तेन हि एकरक्खवासीनं
 (पड्ढोनकं करोमीति) ।' 'आनाम-हं तव मह्हाधनभावन्ति ।' 'इमस्सि-
 गेहमत्ते सव्वं पड्ढोनकं कत्वा (करोमीति) ।' 'आनाम-हं तव
 मह्हाधनासयभावन्ति ।' 'तेन हि ते पुत्तदारमत्तस्सेव पड्ढोनकं कत्वा
 (करोमीति) ।' 'किन्ते एतेहीति ?'

अन्तरापणतो आहारापेत्वापि न सक्का इध निसिन्नेन
 पातुन्ति' मासकमत्तं दत्त्वा अन्तरापणतो सुरावारकं
 आहारापेत्वा चेटकेन गाहापेत्वा नगरा निक्खम्भ नदीतीरं
 गम्भा महामगसमीपे एकं गुम्बं पविसित्वा सुरावारकं
 ठपापेत्वा 'गच्छ त्वन्ति' चेटकं दूरे निसीदापेत्वा कोसकं
 पूरेत्वा सुरं पातुं आरभि ।

पिता पन-स्स दानादीनं पुञ्जानं कतत्ता देवलोके सक्को
 हुत्वा निब्बत्तो । सो तस्मिं खणे 'पवत्तति नु खो मे
 दानं उदाहु नो-ति' आवज्जन्तो तस्स अप्पवत्तिं, पुत्तस्स च
 कुलवत्तं नासेत्वा दानसालं भापेत्वा याचके निक्कट्ठित्वा
 मच्छरियभावेन पतिट्ठाय अञ्जेसं दातव्वं भविस्सतीति भयेन
 गुम्बं पविसित्वा एककस्सेव सुरं पिवत्तभावच्च दिस्सा
 'गच्छामि, तं संखोभेत्वा दमेत्वा कम्मफलसम्बन्धं जानापेत्वा
 दानं दापेत्वा देवलोके निब्बत्तनारहं करोमीति' मनुस्स-
 पथं आतरित्वा इस्सोससेट्ठिना निब्बिसेमं खञ्जकुण्णिं विसम-
 चकवलं अत्तभावं निम्भानित्वा राजगहनगरं पविसित्वा
 रत्तो निवेसनद्वारे ठत्वा अत्तनो आगतभावं आरोचापेत्वा
 'पविसत्तू-ति' वुत्ते पविसित्वा राजानं वन्दित्वा अट्ठासि ।
 राजा 'किं मद्दासेट्ठि, अबेलाय आगतोसीति' आह ।
 'आगतोहि देव, घरे मे असीतिकोटिमत्तं धनं अत्थि,
 तं देवो आहारापेत्वा अत्तनो भण्डागारं पूरापेत्तू-ति ।' 'अलं

महासेडि, तव धनतो ; अम्हाकं गैहे बहुतरं धनन्ति । 'सचे देव, तुम्हाकं कम्म^{with the same} नत्थि, यथारुचिया नं गहेत्वा दानं दम्मीति ।' 'देहि सेट्ठीति ।' सो 'साधु देवा-ति' राजानं वन्दित्वा निक्खमित्वा इल्लोससेट्ठिनो गेहं अगमासि । सब्बे उपट्ठाकमनुस्सा परिवारेसु, एकोपि 'नायं इल्लोसीति' जानितुं समत्थो अत्थि ।/ सो गेहं पविसित्वा अन्ते उम्मारि ठत्वा दोवारिकं पक्कोसापेत्वा 'यो अञ्जो मया समानरूपो आगन्त्वा "ममेतं गेहन्ति" पविसितुं आगच्छति, तं पिट्ठियं पहरित्वा नीहरय्याथा-ति' वत्वा पासादं आरुह्य महारहे आसने निसोदित्वा सेट्ठिभरियं पक्कोसापेत्वा सित्तकारं दस्सेत्वा 'भहे, दानं देमा-ति' आह । तस्स तं वचनं सुत्वा-व सेट्ठिभरिया च पुत्तधीतरो च दासकम्मकरा च 'एत्तकं कालं "दानं देमा-ति" चित्तमेव नत्थि, अज्ज पन सुरं पिवित्वा सुदुच्चित्तो हुत्वा दातुकामो जातो भविस्सतीति' वदिंसु । अथ नं सेट्ठिभरिया 'यथारुचिया देथ सामीति' आह । 'तेन हि भेरिवादकं पक्कोसापेत्वा "सुवस्सरजतमणिसुत्तादीहि अत्थिका इल्लोससेट्ठिस्स घरं गच्छन्तु-ति" सकलनगरे भेरिं चरापेहीति ।' सा तथा कारेसि । महाजनो पक्कपिसब्बकादीनि गहेत्वा गेहद्वारे सन्निपति । सको सत्तरतनपुरे गग्गभे विवरापेत्वा 'तुम्हाकं दम्मि, यावदत्थं गहेत्वा गच्छथा-ति' आह ।/ महाजनो धनं नीहरित्वा महातले रासि कत्वा

अभतभाजनानि पूरेत्वा गच्छति । अञ्जतरो जमपदमनुस्रो
 इक्षोससेट्टिनो गाणे तस्मैव रथे योजेत्वा सत्तहि रतनेहि
 पूरेत्वा नगरा निक्खम्म मङ्गामगं पटिपज्जित्वा तस्स गुम्बस्स
 अत्रिदूरेन रथं पेसेन्तो 'वस्ससतं जीव सामि इक्षोससेट्ठि, तं
 निस्साय... दानि मे यावज्जोवं कम्म' अकत्वा जीवितञ्च
 जातं । तवेव रथो, तवेव गोणा, तवेव गेहे सत्तरतनानि,
 नेव मातरा दिव्वा न पितरा, तं निस्साय लद्धानि सामोति'
 सेट्टिनो गुणकथं कथेन्तो गच्छति । सो तं सहं सुत्वा भीत-
 त्तासतो चिन्तेसि 'अयं मम नामं गहेत्वा इदञ्च इदञ्च
 वदति । कच्चि नु खो रञ्जा मम धनं लोकस्स दिव्वन्ति' गुम्बा
 निक्खमित्वा गोणे च रथं च सञ्चानित्वा 'अरे चेटक, मय्दं
 गोणा, मय्दं रथोति' वत्वा गत्वा गोणे नासारञ्जुयं गच्छि ।
 गहपतिको रथा ओरुय्द 'अरे दुट्टचेटक, इक्षीसमहासेट्ठि
 सकलनगरस्स दानं देति, त्वं किं अहोसिति' पक्खन्दित्वा,
 असनिं पातेन्तो विथ खन्धे पहरित्वा रथं आदाय अंगमासि ।
 सो पन कम्ममानो उट्टाय पंसुं पुञ्चित्वा वेगेन गत्वा
 रथं गच्छि । गहपतिको भोतरित्वा केसेसु गइत्वा नामेत्वा
 कप्परप्पहारिहि कोट्टेत्वा गले गइत्वा आगतमग्गाभिमुखं
 खिपित्वा पक्कमि । एत्तावतास्स सुरामदो छिज्जि । सो
 कम्ममानो वेगेन निवेशनहारं गत्वा धनं आदाय गच्छन्ते
 'अन्धो, किं नामेतं, किं राजा मम धनं विवुम्पापेतीति'

तं तं गत्वा गच्छति, गृह्णितगृह्णिता पहरित्वा पादमूले
 येव पातेत्सि । सो वेदनामत्तो गेहं पविसितुं आरभि,
 द्वारपाला 'अरे धुत्तगृहपति, कहं पविससीति'
 वंसपेसिकाहि पोथेत्वा गोवाय गहेत्वा नीहरिसु । सो 'उपेत्वा
 इदानि राजानं नत्थि मे अञ्जो कोचि पटिसरणन्ति' रञ्जो
 सन्तिकं गत्वा 'देव, मम गेहं तुम्हे विलुम्पापेथा-ति ।'
 'नाहं सेट्ठि, विलुम्पापेमि । ननु त्वमेव आगत्वा "सचे तुम्हे
 न गच्छथ, अहं मम धनं दानं दस्सामीति," नगरे भेरिं
 चरापेत्वा दानं अदासीति ।' 'नाहं देव, तुम्हाकं सन्तिकं
 आगच्छामि । किं तुम्हे मय्यं मच्छरियभावं न जानाथ ?
 अहं तिणणेन तेलबिन्दुम्मि न कस्सचि देमि । यो दानं देति
 तं पक्कोसापेत्वा वीमंसथ देवा-ति ।'

राजा सक्कं पक्कोसापेसि । द्विचं जनानं विसेसं नेव
 राजा जानाति न अमच्चा । मच्छरियसेट्ठि 'किं देव,
 अयं सेट्ठि ? अहं सेट्ठीति' आह । 'मयं न सञ्जानाम,
 अत्थि तेसं जाननको-ति ?' 'भरिया मे देवा-ति' । भरियं
 पक्कोसापेत्वा 'कतरो ते सामियोत्ति' पुच्छिंसु । सा 'अयन्ति'
 सक्कस्सेव सन्तिके अट्ठासि । पुत्तघीतरो दासकम्मकरे
 पक्कोसापेत्वा पुच्छिंसु, सब्बे सक्कस्सेव सन्तिके तिट्ठन्ति ।
 पुन' सेट्ठि चिन्तेसि 'मय्यं सीसे पिठ्ठका अत्थि केसेट्ठि
 पटिच्छवा, तं खो पन कप्पक्को एव जानाति, तं पक्कोसापे-

स्वामीति ।' सो 'कप्यको मं देव, सञ्चानातीति तं पक्कोसापे-
हीति' आह । तस्मिं पन काले बोधिसत्तो तस्स कप्यको
होति । राजा नं पक्कोसापेत्वा 'इत्थीससेट्ठि' जानासौति'
पुच्छि । 'सीसं षोलोकेत्वा सञ्चानिस्वामि देवा-ति ।'
'तेन हि द्विदम्पि सीसं षोलोकेहीति ।' तस्मिं खणे सक्को
सीसे पिळकं मापेसि । बोधिसत्तो द्विदम्पि सीसं
षोलोकेत्तो पिळकं दिस्वा 'महाराज, द्विदम्पि सीसे
पिळका अत्येव, नाहं एतेसु^{इत्थु} एकस्स सामि-इत्थीस-भावं
सञ्चानितुं सक्कोमीति' वत्वा इमं गाथमाह—

'उभो खञ्जा उभो कुणो उभो विसमचक्खुला ।

उभिन्नं पिळका जाता, नाहं पस्सामि इत्थीसन्ति ।'

बोधिसत्तस्स वचनं सुत्वा सेट्ठि कम्पमानो धनसोकेन
सतिं पञ्चुपट्टापेतुं असक्कोत्तो तत्येव पपति । तस्मिं
खणे सक्को 'नाहं महाराज इत्थीसो, सक्कोहं अक्कीति'
महत्तिया लोळ्हाय^{miracle} आकासे अट्टासि । इत्थीसंस्स सुखं
पुञ्जित्वा उदकेन सिद्धिसु । सो उट्टाय सक्कं देवराजानं
बन्दित्वा अट्टासि । अथ नं सक्को आह—'इत्थीस, इदं
धनं मम सन्तकं, न तव । अहम्पि ते पिता, त्वं मम
पुत्तो । अहं दानादीनि पुञ्जानि कत्वा सक्कत्तं पत्तो, त्वं
पन मे वंसं उपच्छिन्दित्वा अदानसीत्तो हुत्वा मच्छरिये
पतिट्टाय दानसाला भापित्वा याचके निक्कट्टित्वा धनमेव

सगृहपति; तं नेव त्वं परिभुञ्जसि न अञ्चो, रक्खस-
परिगृहीतं विय तिद्धति । सचे मे दानसाला पाकटिकं
कत्वा दानं दस्ससि, इच्चेतं कुसलं; नो चे दस्ससि तब्बं
(सब्बं ?) ते धनं अन्तरधापेत्वा इमिना इन्द्वजिरेन सीसं
छिन्दित्वा जीवितक्खयं पापेस्सामीति ।' इत्थीससेट्ठि
मरणभयेन सन्तज्जितो 'इतो पढाय दानं दस्सामीति'
पटिञ्चं अदासि । सत्तो तस्स पटिञ्चं गहेत्वा भाकासे
निसिन्नकोव धम्मं देसेत्वा तं सीलेसु पतिट्ठापेत्वा
सकदानमेव अगमासि । इत्थीसोपि दानादीनि पुञ्चानि
कत्वा सम्गप्रायणो अहोसि ।

Jat. Vol. I. p. 349.

दसरथजातकं

अतोते 'वाराणसियं दसरथ-महाराजा नाम अंगति-
गमनं पहाय धम्मेन रज्जं कारेसि । तस्स सोळसच्चं
इत्थिसहस्सानं जेट्ठिका अगमहेसी हे पुत्ते एकं च
धीतरं विजायि । जेट्ठपुत्तो रत्तमपण्डितो नाम अहोसि,
दुतियो लक्खणकुमारो नाम, धोता सीतादेवी नाम ।
अपरभागे अगमहेसी कालं अकासि । राजा तस्सा
कालकताय चिरं सोक्खसं गत्वा अमच्चेहि सञ्चापितो तस्सा
कालपरिहारं कत्वा अच्चं अगमहेसिट्ठाने ठपेसि । सा

रञ्जो पिया अहोसि मनापा । सापि अपरभागी गम्भं
 गण्डित्वा लङ्गम्भपरिहारा पुत्तं विजायि ; भरतकुमारो-ति-
 स्स नामं करिसु । राजा पुत्तसिनेहेन 'भहे, वरं ते
 दग्धि, गण्डाहोति' आह । 'सा गहितकं कत्वा ठपेत्वा'^{ashtang him to arach}
 कुमारस्स सद्भवस्सजाले राजानं उपसंक्रमित्वा 'देव,
 तुम्हेहि मय्यं पुत्तस्स वरो दिवो, इदानि-स्स नं देथा-ति'
 आह । 'गण्ड भहे ति ।' 'देव, पुत्तस्स मे रज्जं
 देथा-ति ।' राजा अच्चं पहरित्वा 'नस्स वसलि ! मय्यं
 हे पुत्ता अग्गिक्खन्था विय जलन्ति, ते मारापित्वा तव
 पुत्तस्स रज्जं याचसीति' तज्जेसि । सा भीता सिरिगम्भं
 पविसित्वा अञ्जेसु दिवसेसु राजानं पुनप्युन रज्जमेव
 याचि । राजा तस्सा तं वरं षट्त्वा-व चिन्तेसि—
 'मातुगामो नाम अकतञ्च मित्तदुभी ; अयं मे कूटपण्ण वा
 वा कूटलेच्च' वा कत्वा पुत्ते घातापेय्या-ति' सो पुत्ते
 पक्कोसापेत्वा तं अत्थं आरोचत्वा 'तात, तुम्हांकं इध
 वसन्तानं अन्तरायोपि भवेय्य ; तुम्हे सामन्तरज्जं वा
 अरञ्जं वा गत्वा मम धूमकाले आगत्वा कुलिसन्तकं रज्जं
 गण्ठेय्याथा-ति' वत्वा पुन नैमित्तिके पक्कोसापेत्वा अत्तनो
 आयुपरिच्छेदं पुच्छित्वा 'अञ्जानि द्वादस वस्सानि पवत्ति-
 स्सतीति' सुत्वा 'तात, इतो द्वादसवस्साच्चयत्र आगत्वा इत्तं
 उस्सापेय्याथा-ति' आह । ते 'साधु-ति' वत्वा पितरं

वन्दित्वा रोदन्ता पासादा श्रोतरिंसु । सीतादेवी 'अहम्भि
 भातिकेहि सच्चिं गमिस्सामीति' पितरं वन्दित्वा रोदन्ती
 निक्खमि । ते तयोपि ^{अस्मिन्} महाजनपरिवारा निक्खमित्वा
 महाजनं निवसेत्वा ^{in case of this party} अनुपुब्बेन हिमवन्तं पविसित्वा
 सम्पन्नोदके सुलभफलाफलं पदेसे अस्समं मापेत्वा फलाफलेन
 यापेन्ता वसिंसु । लक्खणपण्डितो पन सीता च रामपण्डितं
 याचित्वा 'तुम्हे अम्हाकं पितुद्धाने ठिता, तस्मा अस्समे येव
 होथ, मयं फलाफलं आहरित्वा तुम्हे पोसेस्सामा-ति'
 पठिच्चं गण्ठिंसु । ततो षट्ठाय रामपण्डितो तत्येव होति,
 इतरे फलाफलं आहरित्वा तं ^{In the case of her} पटिजगिंसु । एवं तेसं
 फलाफलेन यापेत्वा वसन्तानं ^{rest of} दसरथमहाराजा पुत्तसोकेन
 नवमे संवच्छरे काखं अकासि । तस्स ^{of his} सरोरकिच्चं करित्वा
 देवी अत्तनो पुत्तस्स भरतकुमारस्स 'छत्तं ^{उत्तम} उस्सापेत्था-ति'
 आह । अमच्चा पन ^{country} 'छत्तसामिका ^{palace of the royal umbrella} अरञ्जे वसन्तीति'
 अदंसु । भरतकुमारो 'मम भातरं रामपण्डितं
 अरञ्जा आनेत्वा छत्तं उस्सापेस्सामीति' ^{5 conditions of royal} पञ्चराजककुध-
 भण्डानि गहेत्वा ^{complete list of 4 arms} चतुरङ्गिनिया सेनाय तस्स वसनट्ठानं
 पत्वा, ^{camping camp like pitched} अविदूरे खम्भावारं निवासेत्वा, ^{house} कतिपयेहि अमाचेहि
 सच्चिं लक्खणपण्डितस्स च सोताय च अरञ्जं गतकाले
 अस्समपदं पविसित्वा, ^{family} अस्समपदद्वारे ^{a present} सुट्ठपितकञ्चन-
 रूपकं विय रामपण्डितं ^{in dimagay} निरासहं सुखनिसिच्चं उप-

वर्ग]

शालिग्रामावनि

७०१

सङ्गमिता वन्दित्वा एकमन्त्रं ठितो, रञ्जो पवसिं आरोचेत्वा,
सङ्घं भ्रमचेहि पादेषु पतित्वा रोदि । रामपण्डितो नैव
सोचि न रोदि, इन्द्रियविकारमन्त्रमि-स्य नाहोसि ।
भरतस्य पन रोदित्वा निसिन्नकाले, सायाण्डसमये इतरे
द्वे फलाफले आदाय आगमिंसु । रामपण्डितो चिन्तेसि
—‘इमे दहृशा, मय्यं विय परिगण्डनपञ्चा एतेसं नथि,
सङ्घसा “पिता वो मतो-ति” वुत्ते सोकं धारितुं असक्कोन्तानं
हृदयमि तेसं फल्लेत्थि । उपायेन ते उदकं ओतारित्वा एतं
पवसिं सावेस्सामीति ।’/अथ नेसं पुरतो एकं उदकट्टानं
दस्सेत्वा ‘तुम्हे प्रतिचिरेन आगता, इदं वो दण्डकाम्भं
होतु—इमं उदकं ओतारित्वा तिठ्ठया-ति’ उपट्टुगाथं ताव
आह—

‘एथ लक्खण सीता च उभो ओतरथोदकन्ति ।’

ते एकवचनेन ओतरित्वा अट्टंसु । अथ नेसं तं
पवसिं आरोचेन्तो सेसं उपट्टुगाथमाह—

‘एवायं भरतो आह राजा दसरथो मतोति ।’

ते पितु मतसासनं सुत्वा-व विसञ्जा अहेसुं । पुन-पि
नेसं कथेसि, पुन विसिञ्जा (विसञ्जा ?) अहेसुन्ति । एवं
यावत्तियं विसिञ्जितं पत्ते, ते भ्रमञ्जा उक्खिपित्वा उदका
नोहरित्वा थले निसोदापेत्वा लहस्सासेसु तेसु सब्बं भञ्जमञ्जं
रोदित्वा परिदेवित्वा निसोदिंसु । तदा भरतकुमारो

चित्तेसि—'मय्यं भाता लक्षणकुमारो भगिनी च सीतादेवो
पितृ मतसासनं सुत्वा-व सोकं ^{युष्मन् प्रीति} सम्भारितुं न सक्नोन्ति, राम-
पण्डितो पन न सोचति न परिदेवति, किन्तु खो तस्म
असोचनकारणं, पुच्छिस्वामि नन्ति' सो तं पुच्छन्तो द्रुतिय-
गाथमाह—

'किन राम पभावेन सोचितव्यं न सोचसि ।

पितरं कालकतं सुत्वा न ते ^{पितृ, दास्यते, मन्वहते, जन} पसहते ^{पितृ, नमः} दुखन्ति ॥'

अथ-स रामपण्डितो असुनो असोचनकारणं कथेन्तो

'यं न सक्ता ^{किन्ति} पालेतुं ^{असक्त, coming loudly} पोसेन लपतं बहु ।

स किस्स विद्मू मेधावी ^{तस्मै} अत्तानमुपतापये ॥

दृष्ट्वा च हि बुद्धो च ये बाला ये च पण्डिता ।

पृष्ट्वा चैव दखिहा च सब्बे मच्चुपरायणः ॥

कलानमिव पुक्कानं निच्चं ^{fear of a fall} पपतना भयं ।

एवं जातानं मच्चानं ^{मच्छानं} निच्चं मरणतो भयं ॥

सायमेके न दिस्सन्ति पातो दिद्वा बहुज्जना ।

पातो एके न दिस्सन्ति सायं दिद्वा बहुज्जना ॥

परिदेवयमानो च काच्चिदस्य मुदब्बहे ^{असिद्धि}

सम्भळ्हो हिंसमस्तानं कयिरा ^{असिद्धि, tormenting, मय्यं} चैनं विचक्खणो ॥

किसो विवसो भव्वात हिंसमस्तानमस्तनो ।

न तेन पेता पालन्ति, ^{मय्यं} निरत्या परिदेवना ॥

यथा सरणमादितं वारिना परिनिब्ध्ये ।
 एवमपि धीरो सुत्वा मेधावी पण्डितो नरो ॥
 खिप्पसुपतितं सोकं वातो तूलं-व धंसये ॥
 एकोव मच्चो अच्चेति एकोव जायते कुले ।

सञ्ज्ञागपुत्रमा त्वेव सम्भवेगा सब्बपाणिनं ॥
 तस्मा हि धीरस्स बहुसुतस्स सम्पत्सतो लोकमिमं परञ्च ।
 अज्ञाय धम्मं इदं ममञ्च सोका महन्तापि न तापयन्ति ॥
 सोहं दस्सञ्च भोक्खञ्च भरिस्सामि च ज्ञातके ।
 वेसं सम्पालयिस्सामि किञ्चमेवं विजानतोति ॥
 इमाहि गाथाहि अनिच्चतं पकासेसि

परिसा इमं रामपण्डितस्स अनिच्चतापकांसि^{over} धम्म-
 देसनं सुत्वा निस्सोका अहोसि । ततो भरतकुमारो
 रामपण्डितं वन्दित्वा 'वाराणसिरज्जं पटिच्छथा-ति' आइ ।
 'तात, लक्खणञ्च सीतादेविञ्च गहेत्वा रज्जं अनुसासथा-ति ।'
 'तुम्हे पन देवा-ति ?' 'तात, मम पिता "द्वादसवस्सुच्चयेना-
 गत्त्वा रज्जं करेय्यासीति" मं अचोच, अहं इदानेव गच्छन्तो
 तस्स वचनकरो नाम न होमि, अञ्जानि पन तीणि वस्सानि
 अतिक्कमित्वा आगमिस्सामीति ।' 'एत्तकं कालं को रज्जं
 कारेस्सतीति ?' 'तुम्हे करोथा-ति ।' 'न मयं कारेस्सामा-ति ।'
 'तेन हि याव मम आगमना इमा पादुका कारेस्सन्तीति'
 अत्तनो तिणपादुका ओमुञ्चित्वा अदासि । ते तयोपि

जना पादुका गृहेत्वा पण्डितं वन्दित्वा ^{came} महाजनपरिवृता
 वाराणसिं अगमंसु । तीर्थि संवच्छरानि पादुका रज्जं
 कारिषु । अमञ्चा तिणपादुका राजपङ्कजे ठपेत्वा ^{was} अहं
 विनिच्छिनन्ति ; स चे दुब्धिनिच्छितो ह्योति, पादुका
 अन्नमन्नं पटिहञ्चति, ^{that case the} तां ²¹⁴ सञ्जाय पुन विनिच्छिनन्ति ।
 सन्धाविनिच्छितकाले पादुका निस्सहा ^{lay with} सन्निसीदन्ति ।
 पण्डितो तिष्ठं संवच्छरानं अञ्चयेन अरञ्जा निक्खमित्वा
 वाराणसिनगरं पत्वा उथ्यानं पविसि । तस्सागतभावं जत्वा
 कुमारा अमञ्चपरिवृता उथ्यानं गन्त्वा सीतं अगमहेसिं कत्वा
 उभिन्निय्य ^{gone to them both the ceremonial sprinkling} अभिसेकं करिषु । एवं अभिसेकप्यप्तो महासत्तो
 अलङ्कृतस्थे ठत्वा महन्तेन परिवारेण नगरं पविसित्वा
 पदक्खणं कत्वा ^{circumspet nose} सुचन्दकपासादवरस्स ^{great terrace} महातलं अभिरुह्य
 ततो पट्टाय सोळसवस्ससहस्सानि धम्मेण रज्जं करित्वा
^{swell the lips of heaven} सग्गपदं पूरेसि ।

दसवस्ससहस्सानि सट्ठि वस्ससतानि च ।

कम्बुगीवो महाबाहु रामो रज्जमकारथीति ॥

Jat. Vol. IV. p. 124.

आळवकसुत्तं

एवं मे सुत्तं, एकं समयं भगवा ^{Jan 1} आळवियं विहरति
 आळवकस्स यक्खस्स भवने । अथ खो आळवको यक्खो
 येन भगवा तेनुपसह्मि, उपसह्मित्वा भगवन्तमेतदवोच

‘निक्खम समणा-ति । ‘साधावुसो-ति’ भगवा निक्खमि ।

‘पविस समणा-ति ।’ ‘साधावुसो-ति’ भगवा पाविसि ।

दुतियम्मि खो आळवको यक्खो भगवन्तं एतदवोच ‘निक्खम

समणा-ति ।’ ‘साधावुसो-ति’ भगवा निक्खमि । ‘पविस

समणा-ति ।’ ‘साधावुसो-ति’ भगवा पाविसि । ततियम्मि

खो आळवको यक्खो भगवन्तं एतदवोच ‘निक्खम समणा-ति ।’

‘साधावुसो-ति’ भगवा निक्खमि । ‘पविस समणा-ति ।’

‘साधावुसो-ति’ भगवा पाविसि । चतुत्थम्मि खो अळवको

यक्खो भगवन्तं एतदवोच ‘निक्खम समणा-ति ।’ न खो

पनाहं आवसो निक्खमिस्सामि, यन्ते करणीयं तं करोहोति ।’

‘पञ्च तं समण, पुच्छिस्सामि । सचे मे न व्याकरिस्ससि,

चित्तं वा ते खिपिस्सामि, हृदयं वा ते फालेस्सामि, पादेसु

वा गहेत्वा पारं गङ्गाय खिपिस्सामीति ।’ न खाहं तं

आवसो पस्सामि सदेवके लोके समोरके सन्नद्धके, सस्समण-

ब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय, यो मे चित्तं वा खिपेय्य,

हृदयं वा फालेय्य, पादेसु वा गहेत्वा पारं गङ्गाय खिपेय्य ।

अपिच त्वं आवसो पुच्छ यदाकङ्कसीति ।’

‘किं सुध वित्तं पुरिसस्स सेट्ठं, किं सु सुचिस्सो सुखमावहति ।

किं सु हवे साधुतरं रसानं, कथं जीविं जीवितं आहु सेट्ठन्ति ॥’

‘सुध वित्तं पुरिसस्स सेट्ठं, धम्मो सुचिस्सो सुखमावहति ।

सुधं हवे साधुतरं रसानं, पद्दाजीविं जीवितं आहु सेट्ठन्ति ॥’

‘कथं सु तरति शोधं, कथं तरति अश्वं ।

‘कथं सु दुक्लं अश्वेति, कथं सु परिसुज्जतीति ॥’

‘सञ्जाय तरति शोधं, अप्यमादेन अश्वं ।

विरियेन दुक्लं अश्वेति, पञ्जाय परिसुज्जतीति ॥’

‘कथं सु लभते पञ्चं, कथं सु विन्दते धनं ।

कथं सु किञ्चिं पप्योति, कथं मित्तानि गम्यति ।

अस्मा लोका परं लोकं कथं पेञ्च न सोचति ॥’

‘सद्दहानो अरहतं धम्मं निब्बानपत्तिया ।

सुत्तसं लभते पञ्च अप्यमत्तो विचक्खणो ।

पटिरूपकारी धुरवा वुट्ठाता विन्दते धनं ।

सञ्जेन किञ्चिं पप्योति ददं मित्तानि गम्यति ॥

अस्मा लोका परं लोकं एवं पेञ्च न सोचति ।

यस्सेते चतुरो धम्मा सद्दस धरमिञ्जिनो ॥

‘सञ्चं धम्मो धिति चागो स वे पेञ्च न सोचति ॥

इह, अञ्जे पुच्छेस्सु पुथु समणनाह्वणे ।

यदि सञ्चा दसा चागा खन्ध्या भित्थी-ध विज्जति ।

‘कथं तु दानि पुच्छेय्यं पुथुं समणनाह्वणे ।

स्वाहं अञ्ज पजानामि सो अथो सम्परायिको ॥

अथाय वत मे बहो वासायाळविमागती ।

योञ्चं अञ्ज विजानामि यत्त दिचं महप्फलं ॥

सो अहं विचरिस्सामि गामा गामं पुरा पुरं ।

नमस्सामानो सख्खुहं धम्मस्स च सुधम्मत-न्ति ॥'

H. P. pp. 118-121.

শব্দকোষ

अ
 अकालिको, अकालिकः,
 अविलम्बितः ।
 अक्षासि, (√ क्त + लुङ्,
 प्रथ. एक.), अकार्षीत् ।
 अगतिगमनं, कुपथगमनं ।
 अगमासि, (√ गम् + लुङ्,
 प्रथ. एक.), अगमत् ।
 अगमहेसो, अगमहिषी ।
 अग्निक्वन्धो, अग्निस्कन्धः,
 अग्निराशिः ।
 अचिरवतिया, अचिरवत्याः,
 तन्नामप्रसिद्धाया नद्याः ।
 अक्षयेन, अत्ययेन ।
 अक्षेति, अत्येति ।
 अक्ष, अद्य ।
 अक्षलिकरणिस्थो, अक्षलि-
 करणस्थानं, तद्योग्यः ।
 अक्षसस्य, अक्षसस्य, मार्गस्य;
 सिवमक्षसस्य, मङ्गलपथस्य ।
 अक्षतरो, अन्यतरः ।

अक्षत्र, अन्यत्र ।
 अक्षमञ्जं, अन्योन्यं ।
 अक्षाय, आक्षाय ।
 अक्षो, अन्यः ।
 अक्षं, अर्थं ।
 अक्षंसु (√ स्था + लुङ्, प्रथ.
 बहु) अतिष्ठन् ।
 अक्षङ्गिको, आष्टाङ्गिकः,
 अष्टाङ्गयुक्तः ।
 अक्षासि (√ स्था + लुङ्, प्रथ.
 एक.) अतिष्ठत् ।
 अक्षा, आढ्याः, समृद्धाः ।
 अक्षवो, अक्षवः, समुद्रः ।
 अतिहरापेत्वा (अति + हृ +
 षिच् + क्ता), प्रापय्य ।
 अक्षगुप्ति, आत्मगुप्तिः, आत्म-
 रक्षणं ।
 अक्षभावपरियापन्ना, आत्म-
 भावपर्यापन्नाः, स्वरूप-
 प्राप्ताः, उत्पन्नाः ।
 अक्षा, आत्मा ।

अददृहि, (√दृह् + लुङ्,
प्रथ. एक.) अददृत् ।

अधिवत्या (अधि + √वस् +
क्त + आ) अध्वषिता, अधि-
वासिनी ।

अधिवासेत्वा, (अधि + √वस्
+ णिच् + त्वा), स्वीकृत्य ।

अनवज्जो, अनवद्यः ।

अनायतने, अगृहे ।

अनालयो, अनालयः, अलो-
नता, अनासक्तिः ।

अनासवो, अनासवः, काम-
हीनः ।

अनीघो, अव्यसनः, अदुःखः ।

अनुजो, अनुजः, अनुरूप-
जातः ।

अनुविधीयति (अनुवि + √
धा + य + लृट्, प्रथ. एक.)

अनुशिक्षते ।

अनुह्या, अनुदया, अनु-
कम्पा ।

अन्तरधापेत्वा, (अन्तर्
+ √धा + णिच् + त्वा),
अन्तर्धाप्य, अन्तर्हितं कार-
यित्वा ।

अन्तरधायति, (अन्तर्
+ √धा + य + लृट्, प्रथ.
एक. अन्तर्धत्ते ।

अन्तरधायि, (पूर्वोक्तस्यैव
लुङ्, प्रथ. एक.) अन्तर्धान-
मकरोत् ।

अन्तरापणतो, अन्तरापणतः,
नगरान्तःस्थिताद् आप-
णात् ।

अन्तरेपुरं, अन्तःपुरं ।

अपायहा, अपायस्थाः,
अपायो विघ्नः प्रेतलोकादि-
नैरकविशेषो वा, तत्स्थिताः ।

अपरज्जामि, अपराध्यामि ।

अप्यमादो, अप्रमादः ।

अभन्तरेन, अभ्यन्तरेण,
अन्तरङ्गेण ।

अभिज्ञा, अभिध्या, अभि-
ध्यानं, रागः ।

अभिज्ञाय, अभिज्ञाय ।

अभिनिक्लमनं, अभिनिक्ल-
मणं ।

अभिरुह्य, अभिरुह्य ।

अभिरुह् (अभि + √रुह्
+ लुङ्, प्रथ. एक.).

अचिरुठः ।

अभिवादेत्वा, आभिवाद्य ।

अमनापं, अहृदयङ्गमं ।

अय्यं, आयें ।

अय्यानं, आर्याणां ।

अय्ये, आयें ।

अरह्यस्, अरह्यस् ।

अरह्यन्तं, अरह्यन्तं ।

अरहा, अरहन् ।

अरियपथः, आर्यपथः ।

अरिया, आर्यां ।

अविप्यटिसारो, अविप्रति-
सारः, अमनस्तापः ।

अव्यापञ्जा, अनबाधः, बाधा-
रहितः ।

असक्कि, (√शक् + लुङ्
प्रथ. एक.) अशकत्,
शशक ।

असक्कोत्तो, अशक्नुवन् ।

अहेसुं, (√भू + लुङ्, प्रथ.
बहु.) बभूवुः ।

अहोसि, (√भू + लुङ्, प्रथ.
एक.) अभूत्, बभूव ।

आ

आकप्यो, आकल्पः, वेशः ।

तापसाकप्यो, तापसवेशः ।

आगमा, (आ + √गम् +
लङ्, प्रथ. एक.) आगच्छत् ।

आचारियो, आचार्यः ।

आचिक्खति, (आ + चच्
+ लट्, प्रथ. एक.) आचष्टे,
कथयति ।

आचिक्खिस्सं (तस्यैव लट्,
उ. एक.) कथयिष्थामि ।

आजीवो, आजीवः, जीवनं,
जीविका । सम्भाजीवो,
सम्यगाजीवः ।

आदिश्वं, आदित्यं, सूर्यं ।

आभतं, आभृतं, आभृतं ।

आमन्तयामि, आमन्त्रये ।

आयन्ततो, अयुभतः ।

आयन्ता, आयुभान्, प्रिय-
पूज्यः ।

आरभि, (आ + √रभ्, लुङ्,
प्रथ. एक.), आरभत ।

आरोक्षयति (आ + √रुच्
+ णिच् + लट्, प्रथ. एक.)

प्रकाशयति, कथयति ।

आरोचेत्वा, (तस्यैव णिच्
+ त्वा) प्रकाश्य, कथयित्वा ।

आरोचेसि, (तस्यैव लुङ्,
प्रथ. एक.) अकथयत् ।

आरोचेसुं, (तस्यैव लुङ्,
बहु.), अकथयन् ।

आलोकिसि (आ + √लोकि

+ लुङ् प्रथ. एक.)

आलोकयामास, ददर्श ।

आळविं, आळवीं, आळवकस्य
यक्षस्य भवनं नगरं वा ।

आवच्छेत्तो (आ + √हृज्
+ णिच् + शतृ), आवर्जं-

यन्, आनमयन् ध्यायन् ।

आवुसो, अव्ययं, सम्बोधनपदं
भद्र ! भ्रातः ! सोम्य !

वक्ष ! इत्याद्यर्थकं ।

आहंसु (√ब्रू + लिट्, प्रथ.
बहु.), जचुः ।

आह्वरापेत्वा, (आ + √हृ
+ णिच् + त्वा), आह्वरणं
कारयित्वा ।

आह्वण्डन्ता, (आ + √ह्विण्ड्
+ शतृ, प्रथ. बहु.) आहि-

ण्डमानाः, गच्छन्तः, प्राप्नु-
वन्तः, कुर्वन्त इति भावः ।

इ

इह, अव्ययं, प्रेरणासूचकं ।

इच्छं, इच्छन् ।

इच्छित्त्वको (√इष् + तव्य
+ क), एष्टव्यः, अभिलष-
णीयः ।

इथो, स्त्री ।

इन्दो, इन्द्रः ।

इसिपब्बल्लं, ऋषिप्रवन्धां ।

इस्मयन्ति, ईर्ष्यन्ति, ईर्ष्यां
कुर्वन्ति ।

इरियापथे, ईर्यापथे, भ्रम-
णावस्थानोपवेशनशयनरूपे
भिन्नुवते ।

इस्सरो, ईश्वरः ।

ई

ईसकं, अव्ययं, ईषत् ।

उ

उच्चासयनं, उच्चशयनं, उच्च-
शय्या ।

उजुपथः, ऋजुपथः ।

उखे, उथो ।

उत्तरिभङ्गेन, खादुना मांसा-
द्युत्पन्नेन खाद्यविशेषेण ।

उदब्धे, उद्वहेत्, षाह-
रेत् ।

उदिञ्चो, उदीच्यः ।

उद्वटकाले, उद्वृतकाले,
उत्थापनसमये ।

उपगूहत्वा, उपगुह्य ।

उपज्जायो, उपाध्यायः ।

उपट्टाकमनुस्सा, उपस्थायक-
मनुथाः, उपस्थायकाः =
पूजाप्रणतिसत्कारादि-
कारिणः ।

उपतिस्सो, उपतिथ्यः कश्चि-
ञ्जनः ।

उपधारेम, उपधारयामः ।

उपरिमियाय, उपरिभवाय,
उध्वाय ।

उपसङ्गमितुं, उपसङ्गमितुं ।

उपसम्पदा, भिन्नुसन्नास-
दीच्चा । उपसम्पदापेक्खो,

उपसम्पदापेक्षः ।

उप्यज्जि, (उत् + √पद्

+ लुङ्, प्रथ. एक.), उदपादि, उदपद्यत ।	ओतरथ, (अव + √ तृ + लोट्, म. बहु), अवतरत ।
उप्पाटेत्वा, उत्पाद्य ।	ओतरि, (तस्येव लुङ्, प्रथ. एक.) अवातरत् ।
उद्यानपालं, उद्यानपालं ।	ओतरित्वा, अवतीर्थ ।
उसुयति, असुयति ।	ओतारित्वा, अवतार्थ ।
उस्नापेय्याथ, (उत् + √ श्चि + णिच्, विधि. म. एक.), उच्छ्रितं कारयेः ।	ओपनयिको, ओपनयिकः, यो जनं निर्वाणमुपन- यति ।
ए	
एकनवति, एकनवतिः ।	ओपातं, अवपातं, अधः- पतनं, गतं
एकमन्तं, एकस्मिन्नन्ते पाश्चं ।	ओमुञ्चित्वा, अवमुच्य ।
एस्तकं, एतावत् ।	ओरोहन्ति, अवरोहन्ति ।
एथ, (आ + √ इ + लोट्, म. बहु.) एतः ।	क
एहिपस्मिकी, 'एहि, पश्य' इत्युक्त्वा य आमन्त्रयते ।	कङ्, काष्ठं ।
ओ	कञ्चनरूपकं, काञ्चनरूपकं, कनकवर्णं ।
ओकासो, अवकाशः ।	कतत्वा, कृतत्वात् ।
ओङ्ङेन्ति, (उत् + √ ङी + णिच्, लट्, प्रथ. बहु.), <u>उङ्ङाययन्ति ।</u>	कन्द्यो, कन्दर्पः ।
	कप्यको, कस्यको, नापितः ।
	कप्परप्पहारिहि, कर्परप्रहारेः,

कपर्णः कपालं तत्र, अस्त्र-
विशेषो वा तेन ।
कप्पो, कल्पः, विधिः ।
कप्येत्वा, कल्पयित्वा ।
कप्येसि, (√कृप् + लुङ्, प्रथ-
एक.) अकल्पयत् ।
कम्पन्तो, कम्पन्तिः, निरव-
शिषक्रिया ।
कम्पद्धानं, कर्मस्थानं, ध्यान-
विशेषः ।
कम्पवन्तु, कर्मवन्तुः ।
कम्पस्वको, कर्मस्वकः, कर्मैव
स्वं स्वोयं यस्य सः, स्वकर्म्म-
विशिष्टः ।
कयिरा (√कृ + विधि. प्रथ.
एक.) कुर्यात् ।
करोथ, (√कृ + क्त्वा, म-
बहु.) कुरुत ।
कसि, कपिः ।
कातब्बो, कर्त्तव्यः ।
कापुरिसेहि, कापुरवधैः ।

काममुखल्लिकानुयोगो,
काममुखालीकासक्तिः ।
कारेसि, (√कृ + णिच्, लङ्,
प्र. ए.) अकार्षीत् ।
कारयमाने, कुर्वाणे ।
कालं कतो, कालं कृतः,
मृतः ।
कालकतो, कालकृत, मृतः ।
कित्ति, कीर्त्तिः ।
किलेसो, क्लेशः सोभदेष-
मोहादिर्दशविधः ।
किलमथो, क्लमथः, क्लान्तिः ।
किसो, क्लशः ।
किस्मि, कस्मिन् ।
कुच्छितो, कुचितः ।
कुणि, कुणिः, वक्रहस्तः ।
कुनदियो, कुनद्यः ।
कुप्यति, कुप्यति ।
कुलपुत्तो, कुलपुत्रः ।
कुबेरो, कुबेरः, उत्तरदिक्-
पतिः ।

कुहिं, कस्मिन् ।

कूटलक्षं, कूटोत्कोचं ।

कूटपक्षं, कूटपणं, कूटपत्रं,
कूटलेखं ।

कोट्टेत्वा, कुट्टयित्वा, अत्यन्त-
माहृत्य ।

कोसकं, कोषकं, पात्रविशेषं ।
ख

खन्ति, खान्तिः ।

खन्तग्रा, खान्तग्राः ।

खन्धो, खन्धः, राशिः, रूप-
वेदना-सञ्ज्ञा-संस्कार-विज्ञान-
रूपः, ग्रीवा ।

खिपेय्य, (√खिप् + विधि.
प्रथ. एक.) खिपेत् ।

खेत्तं, खेत्तं ।

खो, खलु ।

ग

गच्छि, (√गम् + लुङ्, प्रथ.
एक.) अगमत् ।

गच्छि, (√ग्रह् + लुङ्, प्रथ.
एक.) अग्रहात् ।

गच्छा, गत्वा ।

गन्थति, (√ग्रन्थ् + लट्, प्रथ
एक.) ग्रथ्नाति ।

गब्धे, गर्भान् ।

गरुडो, गरुडः ।

गवेक्षितुं, गवेक्षयिन्तं ।

गहपति, गृहपतिः, गृहस्थः

गहितगहिता, गृहीत-
गृहीताः ।

गहेत्वा, गृहीत्वा ।

गाहापेत्वा, ग्राहयित्वा ।

गामे, ग्रामे ।

गामा, ग्रामात् ।

गुप्तं, गुप्तं ।

गुम्बं, गुल्मं ।

गुलं, गोलकं ।

गूयं, मूलं ।

गोणे, बलीवर्दी ।

गोचरगामो, गोचरग्रामः,

यस्मिन् ग्रामे भिन्नवस्तुत्त-
प्रयोजनाय विचरन्ति ।

घ

घातापेय्य, (√हन् + णिच्, विधिः, प्रथ. एक.) घातयेत् ।

घरमेसिनो, (गृह् + √इष् + इन्), गृहैषिणः, गृहमेधिणः, गृहस्थस्य ।

च

चक्रुलं, चक्षुषन्तं ।

चक्रुमन्ते, चक्षुषतः ।

चङ्गमं, चङ्गमं, विहारे तत्वचिन्तया पादचारं कुर्वतां भिक्षुणां भ्रमणपथं ।

चतुस्र, चतुर्षु ।

चरापेहि, (√चर् + णिच्, लोट्, म. एक.), चारय ।

चागा, त्यागात् ।

चारिका, चरणं, भ्रमणं ।

चिषं, चीषं, चरितं ।

चित्तकथ, चित्तकर्म ।

चेटकेन, दासेन ।

चीवरं, भिक्षुवस्त्रं ।

छ

छन्नबुतीनं, षस्यवतेः ।

छिज्जि, (√छिद् + लुङ्, प्रथ. एक.) अच्छिद्यत ।

ज

जातग्निं, जाताग्निं, जन्मसमये पित्रा स्थापितमग्निम् ।

जानापित्वा, (√ज्ञा + णिच् + त्वा) ज्ञापयित्वा ।

जानाहि, जानीहि ।

जट्टिका, ज्येष्ठिका, ज्येष्ठा ।

भां .

भापिता (√क्षे + णिच् + क्त + षा), दाहिता, दग्धा, क्षयं प्रापिता वा ।

भापित्वा, (तस्यैव, + त्वा)

दग्धा, क्षयं प्रापय्य वा ।

भापेसि, (तस्यैव, लुङ्,

प्रथ. एक.) अदहत्, अयं	तथा, दृष्ट्या ।
प्रापयत् वा ।	तमधंसिना, तमोधंसिना ।
अ	तळाको, तडागः ।
अत्वा, ज्ञात्वा ।	तिकिच्छको, चिकिच्छकः ।
आतं, ज्ञातं ।	तिकिच्छापेति, √कित् +
आतका, ज्ञातकाः ।	णिच् + लट्, प्रथ. एक.)
आयपटिपन्नो, न्यायप्रति-	चिकित्सां कारयति ।
पन्नः, न्यायानुसारी ।	तिक्खत्सु, चिक्खत्सु ।
ठ	तिष्ठेय्य (√स्था + विधि.,
ठत्वा, (√स्था + त्वा),	प्रथ. एक), तिष्ठेत् ।
स्थित्वा ।	तिष्णं, चयाणां ।
ठपितं, (तस्यैव णिच् + ण),	तिक्तको, तिक्तकः ।
स्थापितं ।	तिथियो, तीर्थिकः, बीहेतर-
ठपेत्वा, (तस्यैव णिच् +	मतप्रचारो ।
त्वा) स्थापयित्वा ।	तुडचित्तो, तुष्टचित्तः ।
ठपेन्तो, (तस्यैव णिच् +	तुन्दे, यूयं, युष्मान् ।
शब्द), स्थापयन् ।	
ठानानि, स्थानानि ।	थ
त	थञ्जं, स्तम्भं, दुग्धं ।
तज्जेसि (√तर्ज्ज + लुङ्,	थने, स्तनी ।
प्रथ. एक), अतर्जयत् ।	थेरो, स्वविरः ।

द
 दक्षिणोऽयं, दक्षिणाङ्गं ।
 दहो, दष्टः ।
 ददं (√दा + शल्), ददत् ।
 दमेतुं, दमयितुं ।
 दम्, (√दा + लट्, उ. बहु.) दम्नः ।
 दम्भि, (√दा + लट् + उ. एक.) ददामि ।
 दम्भो, दम्भः, दम्भनीयो ।
 दलिहा, दरिद्राः ।
 दस्यन्तो, (√दृश् + णिच् + शल्) दर्शयन् ।
 दहरकाले, तरुणसुप्तये ।
 दस्यं, (√दा + स्यत्), दास्यन् ।
 दायका, दायकाः, दातारः ।
 दिहा, दृष्टा ।
 दिग्, दत्तं ।
 दिक्षा } (√दृश् + त्वा),
 दिखान् } दृष्टा ।
 दीपिनो, द्वीपिनः ।

दुक्खा, दुःखा ।
 दुक्खो, दुःखः ।
 दुहा, दुष्टाः ।
 दुष्जना, दुर्जनाः ।
 दुम्बिनिच्छितो, दुर्विनिश्चितः ।
 दूमति, (√दृह् + लट्, प्रथ. एक.) दृहति ।
 देति, (√दा + लट्, एक.) ददाति ।
 देथ, (√दा + लोट्, म. बहु.) दत्त ।
 देम, (√दा + लट्, प्रथ. बहु.) दम्नः ।
 देसनं, देशनां, उपदेशम् ।
 देसितो, दिष्टः, उपदिष्टः ।
 ध
 धंसये, धंसयेत् ।
 धतरहो, धृतराष्ट्रः, पूर्व-
 दिक्पतिः ।
धीता, दुष्टिता ।

धीति, धिगिति ।
धुरवा, भारवाही ।
धूमकाले, मरणकाले ।
धोवनं, धावनं, प्रक्षालनम् ।

न

नङ्गलं, लाङ्गलं ।
नमस्समानो, नमस्सन् ।
नानाभावो, नानाभावः,
पार्थक्यं ।
निकृष्टेत्वा (निर् + √ कृष +
णिच् + त्वा), निष्कृष्य ।
निकृष्टो, निष्क्रान्तः ।
निकृष्टमित्वा, } निष्क्रम्य ।
निकृष्टम् ।
निशोधो, न्यशोधः ।
निपद्य, निपत्य ।
निपत्ति, (नि + पद् + लुङ्,
प्रथ. एक.), न्यपद्यत,
न्यपतत् ।
निवृत्ति, (निर् + वृत् + लुङ्

प्रथ. एक.), निरवर्त्तत,
समपद्यत ।

निवृत्तित्वा, (निर् + वृत्
+ त्वा) निर्वृत्य, सम्पद्य ।
निवृत्तेत्वा, (निर् + वृत्
+ णिच् + त्वा), निर्वृत्य,
सम्पद्य ।

निव्वानपत्ति, निर्वाणप्राप्तिः ।
निव्वायिस्सामि, निर्वास्यामि,
निर्वाणं प्राप्सामि ।
निव्विदा, निर्विदा, निर्वेदः ।
निव्वपोत्तकं, क्षुद्रं निव्ववृत्तं ।
निरत्या, निरर्था ।
निलीना, निगूढा ।
निवत्यो, (नि + √ वस् + त)
परिधृतान्तरावासकः, ष्टही-
ताधोवस्त्रः ।

निवारये, निवारयेत् ।
निवेशनं, निवेशनं, गृहं ।
निसंसो, निशंसः, प्रशंसा ।
निसिन्नो, निषण्णः ।

निसीदापेत्वा, (नि + √सद्
+ णिच् + त्वा), उपवेशनं
कारयित्वा ।

निस्सद्दो, निःशब्दः ।

निस्साय, (नि + √श्चि
+ ल्यप्) निश्चित्य । ✓

नीयानिको, निर्याणिकः, यो
निर्वाणं गमयति ।

नीहरिंसु, (निर् + √हृ,
लुङ्, प्रथ. बह्व्.), निरहरन् ।

नीहरित्वा, (निर् + हृ
+ त्वा), निहृत्य ।

नेसं, तेषां ।

प

पकतिभावे, प्रकृतिभावे,
स्वभावे ।

पकृतिं, प्रकृतिं ।

पंसुं, पांशुं ।

पक्कानं पक्कानां ।

पक्कोत्सापेत्वा, (प्र + कृष्

+ णिच् + त्वा) पक्कानं
कारयित्वा ।

पक्खित्तमत्ते, प्रक्षितमात्रे ।

पक्खत्तं, प्रत्यात्मं ।

पक्खस्सीसुं, (पति + √श्रु
लुङ्, प्रथ. एक.), प्रति-
श्रुश्रवः ।

पक्खासिंसन्ति, प्रत्याशंसन्ति ।

पक्खुप्पन्नो, प्रत्युत्पन्नः ।

पक्खुपट्ठापेतुं, प्रत्युपस्था-
पयितुं ।

पक्च्छि, पेटकं ।

पक्खमत्तं, पक्खमात्रं ।

पक्खं, प्रज्ञां ।

पक्खत्तो, प्रज्ञप्तः ।

पक्खा, प्रज्ञा ।

पक्ख्हा, प्रश्नः ।

पटिच्छथ, प्रतीच्छत ।

पटिच्छापेत्वा, (प्रति + √हृष

णिच् + त्वा) प्रतीच्छां ।

कारयित्वा ।

पटिजगिंसु, (प्रति + √जागृ
+ लुङ्, प्रथ. बहु.), रक्षणा-
वेक्षणं चक्रुः ।

पटिद्वाय, प्रतिष्ठाय ।

पटिसन्धिं, प्रतिसन्धिं, जन्म ।

पटिनिसर्गो, प्रतिनिसर्गः,

सुक्तिः, मोचनं ।

पटिभाजनं, प्रतिभाजनं,

सदृशं ।

पटिरूपं, प्रतिरूपं ।

पटिसरणं, प्रतिशरणं ।

पढाय, प्रस्थाय ।

पत्तं, पात्रं ।

पत्तं, पणं, पत्रं, उपहारः ।

पत्तकुटिं, पणकुटीं ।

पत्तसालाय, पणशालायां ।

पतिञ्चं प्रतिञ्चां ।

पतिद्वसि, (प्रति + √स्था
लुङ् + प्रथ. एक.), प्रत्य-
तिष्ठत् ।

पतिपक्वो, प्रतिपक्वः ।

पत्वा, (प्र + √भाप् + त्वा),
प्राप्य ।

पदक्खिन्, प्रदक्षिणं ।

पदुमं, पद्मं ।

पदिसेन, प्रदीप्तेन, ज्वलि-
तेन ।

पपतना, प्रपतनात्, उच्च-
स्थानात् ।

पपति, (प्र + √पत् +
लुङ्, प्रथ. एक.), प्राप-
तत् ।

पयिरन्ता, पर्यन्ताः ।

परिगिलक्तो, परिगिल्लन् ।

परिच्छेदं, खण्डं, सीमानं,
निर्णयं ।

परित्तं, परित्तं, क्षुद्रं ।

परिमगित्वा, परिसृज्य ।

परियोसाने, पर्यवसाने ।

परिवारिसुं, (परि + √हृ
+ णिच् + लुङ्, प्रथ. बहु.)

पर्यवेष्टयन् ।

परिहञ्जति, परिहन्वते ।

परिहरथ, परिहरत, वहत
व्यवहरत, पालयत ।

परिहरन्तु, वहन्तु, रक्षन्तु ।
पवर्त्ति, प्रवर्त्ति ।

पसिञ्चकं, (प्र + √सिच्
+ ञक), प्रसेवकं, (थले) ।
प्रसीदित्वा, (प्र + √सद् +
त्वा) प्रसन्नो भूत्वा ।

पस्यद्भि, प्रशब्धिः, स्थैर्यं,
शान्तिः ।

पस्याम, पश्यामः ।

पस्सित्वा, (√दृश् + त्वा)
दृष्ट्वा ।

पहत्वान, (प्र + √हन्
+ त्वा) प्रहत्स्य ।

पहाय, प्रहाय ।

पहोनकं, प्रभवनकं, समर्थं,
योग्यं, उपयुक्तं ।

परिहारः, सत्कारः, रक्षणं,
वहनं ।

पाकटं, प्रकटं, स्फुटं ।

पाकतिकं, प्राकृतिकीं ।

पातेन्ति, पातयन्ति ।

पानियेन, पानीयेन ।

पामोक्षं, प्रामोद्यं, प्रमोदः ।

पापियो, पापीयान् ।

पापुणि, (प्र + √आप् +
लुङ् प्रथ. एक.), प्रापत् ।

पायासं, पायसं ।

पायेमि, पाययामि ।

पारुतो, प्रावृतः ।

पालेन्ति, पालयन्ति ।

पाविसि, (प्र + √विस् +
लुङ्, प्रथ. एक.), प्रावि-
शत् ।

पासण्डानं, पासण्डानां ।

पासाणयन्तं, पाषाणयन्तं ।

पाहुण्येय्य, (प्र + √ह्वे + एय्य)
प्रकर्षेणाह्वानार्हः ।

पिडिं, पृष्टीं, पृष्ठं ।

पिळका, पिडका, स्फोटः ।

पिहयन्ति, स्पृहयन्ति ।

पीति, प्रीतिः ।

पुगलो, पुहलः, जीवो,
व्यक्तिः ।

पुच्छि, (√प्रच्छ् + लुङ्, प्रथ.
एक.) अपृच्छत् ।

पुञ्चिता, (प्र + √उञ्च्
+ त्वा) प्रोञ्चनं माजंनं
कृत्वा ।

पुत्तो, पुत्रः ।

पुथु, पृथक् ।

पुब्बणे, पूर्वाह्णे ।

पुमा, पुमान् ।

पुरत्यिमाय, पुरःस्थायां, पुरो-
भवायां, पूर्वस्वाम् ।

पुरा, पुरात्, नगरात् ।

पुरिसो पुरुषः ।

पूजनेय्यं, पूजनाहं ।

पूरापेतु, (√ + पू + णिच्
लोट्, प्र. एक.) पूरयतु ।

पेक्ष, प्रेक्ष, सृत्वा ।

पेसुञ्जं, पैशुन्यं ।

पेसेत्वा, प्रेष्य ।

पोक्वरणो, पुष्करिणी ।

पोथुञ्जतिको, पार्थगञ्जिकः
प्राकृतजनसम्बन्धीत्यर्थः ।

पोथेत्वा, प्रहृत्य ।

पोराणं, पौराणीं ।

फ

फरुसं, परुषं ।

फलाफलं, विविधं फलं,
वन्यं फलं ।

फालेय्य (√फल् + णिच्
+ विधि. प्रथ. एक.)
विदारयेत् ।

फासु, सुखं, सुखकरं ।

ब

बन्धापेत्वा, बन्धनं कार-
यित्वा ।

बहुञ्जना, बहुजनाः ।

बहुसिनेहे, बहुखेहे ।
 बालधि, बालधिः, पुच्छः ।
 बोधि, बोधिः, बुद्धानां सर्वो-
 त्तमं ज्ञानं ।
 बोधिमूलं, बोधिद्रुममूलं ।
 बोधिति, बोधयति ।

भ

भन्ते, भदन्त, माननीय ।
 भरिया, भार्या ।
 भाकरो, भास्करः ।
 भातिकेचि, भ्राटकैः,
 भ्राट्भिः ।
 भिन्दित्वा, (√भिद् + त्वा),
 भित्त्वा ।
 भिसज्जं, भैषज्यं, औषधं ।
 भोतो, भवतः ।

म

मग्नकिलन्तं, मार्गकिलान्तं ।
 मग्नो, मार्गः ।

मङ्गलस्त्री, मङ्गलाश्वः ।
 मञ्चानं, मत्तार्गानां ।
 मञ्चु, मृत्युः ।
 मञ्छरियभावेन, माञ्जर्य-
 भावेन ।
 मञ्छरी, मञ्जरी ।
 मञ्जक्ता, मध्यस्थाः ।
 मञ्जिमा, मध्यमा ।
 मतसासनं, मतशासनं,
 मतोपदेशः ।
 मधुराय, मधुरायाः,
 मथुरायाः ।
 महति (√मृद् + लट्, प्रथ-
 एक.), मृद्नाति, मर्हयति ।
 मनापो, (मनः + आपः)
 हृदयङ्गमो ।
 महल्लको, (महल्लकः), हृषः ।
 महा, महान्
 महापुञ्जो, महापुण्यः ।
 महासयना, महाम्भय-
 नात् ।

मातुगामो, महद्यामः, माह-
श्रेणिः, माहजातिः, स्त्री-
जातिः ।

मातुया, मातुः ।

मारापेत्वा, मारयित्वा ।

मारयन्ति, मारयन्ति ।

मार्षिस, (√मा + णिच्,
लुङ्, प्रथ. एक.), निर्माण-
मकरोत् ।

मिगो मृगो ।

मिच्छादिङि, मिथ्यादृष्टिः,

असम्मतं, नास्तिक्यं ।

मित्तद्रुभी, मितद्रोही ।

मुत्ति, मुक्तिः ।

मुसावादा, मृषावादात् ।

मेत्ता, मैत्री ।

मेत्तं, मैत्रं ।

मेरयं, मैरयं, मद्यविशेषः ।

य

यद्भक्तं, यद्भदत्तं ।

यत्तं, यत्तः ।

याचि, (√याच् + लुङ्, प्रथ.
एक.), अयाचत ।

युगमत्तदस्तो, युगमात्रदर्शः,
यो पथि गच्छन् पुरतः
हस्तचतुष्टयमात्रं पश्यन्
गच्छति ।

योजित्वा, योजयित्वा ।

र

रंसिमालो, रश्मिमालः ।

रक्वथ, रक्षत ।

रट्टे, राट्टे ।

रतनस्तयं, रत्नत्रयं ।

रासिं, राशिं ।

राजककुधभण्डानि, राज्ञां

परिच्छेदविशेषाः, यथा—

खड्गः, छत्रं, उष्णीषं,

पादुका, बालव्यजनं च ।

ल

लच्छापेत्ति, (√लञ्च् + णिच्

+ प्रथ. एक.), लाञ्छनयुक्तं

राजमुद्रया चिह्नितं अका-
 रयत् ।
 लक्षं, लक्षम् ।
 लामकस्य, रामकस्य,
 हीनस्य ।
 लीळहाय, लीढया, लीलया,
 विलासेन ।
 लुङ्को, लुङ्कः ।
 लुनाति, (√लू), छिनत्ति ।
लेनं, (लयनं), गङ्गरं, आश्रय-
 स्थानं, निर्वाणं ।
 लेहति, (√लिह्), लेढि ।
 लेहन्ति, लिहतीं ।
 लोकविदं, लोकविदं,
लोकज्ञं ।
 लोक्कुत्तमो, लोकोत्तमः ।
 लोकूपगो, लोकोपगः,
 लोकोपगतः ।
 व
 वंसपेसिकादि, वंशपेशि-
 काभिः, वंशखण्डेः ।

वची, वाक् ।
 वजिरेन, वज्रेण ।
 वट्टति, (√वृत्), वर्त्तते,
 युज्यते ।
 वत्वा, (√वच् + त्वा), उक्त्वा ।
 वट्सु (√वट् + लुङ्, प्रथ.
 बहु.), अवटन् ।
 वयप्यत्तो, वयःप्राप्तः ।
 वसन्ती, वृषली शूद्रा ।
 वस्त्रा, वर्षाः ।
 वस्त्रानि, वर्षाणि ।
 वाचा, वाक् ।
 वायामो, व्यायामः, उद्यमः,
 उत्साहः ।
 विकालभोजना, • विकाल-
 भोजनात्, अपराह्नभोज-
 नात् ।
 विचक्षणो, विचक्षणः ।
 विजम्भितेन, विजृम्भितेन,
 विप्रकाशितेन ।
 विज्जति, विद्यते ।

विज्जन्ते, विद्यन्ते ।

विज्जु, विद्युत् ।

विज्जित्वा, (√व्यध् + त्वा),

विद्धा ।

विद्मू, विद्मः ।

विधूपनेन, व्यजनेन ।

विनाभावो, विनाभावः,

पार्थक्यं, भेदः ।

विनायके, आध्यात्मिकपथ-

चासके शिक्षके, बुद्धे ।

विनिच्छिनन्ति, विनि-

श्चिन्वन्ति ।

विनिपातिका, वैनिपातिकाः,

नरक-तिथ्यग्योनि-प्रेतासुर-

लोक-नामक-चतुर्विधापाय-

स्थिता जीवाः ।

विपस्नी, (वि + √दृश्),

विदर्शी, विशेषेण द्रष्टा,

विद्मः ।

विभवो, विभवः, निर्वाणं ।

विप्यवत्यं, विप्रवस्तुं, विप्र-

वासं स्थानान्तरे वासं

कर्तुं ।

विमुक्ति, विमुक्तिः, निर्वाणम् ।

विय, इव ।

विरियं, वीर्यं, उद्यमः, बलं,

प्रभावः ।

विरूपक्को, विरूपाक्षः,

पश्चिमदिक्पतिः ।

विरूढ्हको, विरूढकः,

दक्षिणदिक्पतिः ।

विलुम्पापति, (वि + √लुप्

+ णिच्, लट् प्रथ. एक.),

विलोपयति ।

विलुम्पापेथ, (—लोट्, म-

बहु.), विलोपयति ।

विलुम्पापेसि, (—लुङ्, प्रथ.

एक.), विलुप्तं अकारयत् ।

विवरापित्वा, (वि + √वृ +

णिच्, त्वा), विवृतं कार-

यित्वा ।

विसं, विषं ।

विसकप्येन, विषकल्पेन ।
 विसभागो, विसभागः, विस-
 दृशः ।
विसृक्तं, आह्रस्वरप्रदर्शनं ।
 विस्मज्जितो, विस्मृष्टः, प्रत्युक्तः ।
 विहेठन्तो, विहठन्, बला-
 त्कारं कुर्वन् ।
 वीहि, व्रीहिः, धान्यम् ।
 वुहता, व्युत्याता ।
 वुद्धि, वृष्टिः ।
 हुत्तं, (√वच् + क्त), उक्तं ।
 वूपसमो, व्युपशमः ।
 वेज्जो, वैद्यः ।
 वेरिणो, वैरिणः ।
 व्यग्घस्स, व्याघ्रस्थ ।
 व्यवत्यानं, व्यवस्थानं ।
व्याकरेय्य, व्याकुर्यात् ।
 व्यापादो, व्यापादः, द्रोह-
 बुद्धिः, अपकारचिन्ता ।
 स
 संखातो, संख्यातः ।

संखोभित्वा संखोभ्य ।
 सङ्घं, बौद्धसमूहम् ।
 संवच्छरानं संवत्तराणाम् ।
 संवरो, संवरः, संवरणं,
 संयमः, नियमः ।
 संसग्गो, संसर्गः ।
 सकट्टानं, स्वकस्थानं,
 स्वकीयस्थानं ।
 सक्का, (अव्ययं), शक्यं ।
 सक्को, शक्तः, इन्द्रः ।
 सक्खिंसु, (√शक् + लुङ् प्रथ.
 बहु.), अशकन् ।
 सचे, सचेत्, यदि ।
 सच्चं, सत्यम् ।
 सच्चवज्जं, सत्यवर्गं, सत्य-
 कथनं ।
सच्छिद्धि, स्वार्चिभिः, स्वब्बा-
लाभिः ।
 सञ्चानित्वा, संज्ञाय ।
 सञ्जापितो, संज्ञापितः ।
 सञ्जोगो, संयोगः ।

सद्भिः, षष्टिः ।
 सण्डपेसि, (सम् + √स्था
 + णिच्, लुङ्, प्रथ. एक.),
 समस्थापयत् ।
 सण्डानं, संस्थानं, आकारः ।
 सति, स्मृतिः ।
 सत्तानं, सत्वानां, जीवानां ।
 सत्या, शास्ता, बुद्धः ।
 सहहनतो, अद्धानतः,
 अद्घातः ।
 सहहानः, अद्धानः ।
 सद्भ्यो, सद्भर्मः ।
 सद्धिं, सार्धं ।
 सन्तिकरो, शान्तिकरः ।
 सन्तिदं, शान्तिदं ।
 सन्यतगतो, संस्तृतगात्रः,
 आच्छादितशरीरः ।
 सन्यवो, संस्तवः, परिचयः ।
 सन्दिदिकं, सांदिष्टिकं, यच्च
 अस्मिन्नेव लोके स्पष्टं दृश्यते ।
 सन्निपति, (सं + नि + √पत्

+ लुङ्, प्रथ. एक.), संन्य-
 पतत् ।
 सप्ययुक्तं, सपर्युक्तं, घृत-
 युक्तं ।
 समिद्धं, समृद्धं ।
 समिद्धि, समृद्धिः ।
 समेन, शमेन ।
 सम्परायिको, साम्परायिकः,
 पारलौकिकः ।
 सम्फपलापो, निर्दका-
 लापः ।
 सम्बहुला, सम्बहुलाः, अनेके ।
 सम्मूढो, समूढः ।
 सरित्वान (√स्मृ + त्वा),
 स्मृत्वा ।
 सरीरकिञ्चं, शरीरकृत्यं ।
 सहस्रत्यविकं, भिन्नार्थं भ्रमण-
 समये भिन्नवो यच्च पात्रं
 प्रक्षिप्य वहन्ति, स कोषो
 वा, जालं वा, भौतिकं
 वा सहस्रत्यविका, तां ।

सामीचिपटिपन्नो, सम्यक्-
प्रतिपन्नः ।

सामामिगी, श्यामासृगी,
श्यामिति प्रसिद्धा
सृगी ।

सावको, आवकः, बुद्धधर्म-
श्रोता ।

सावस्थियं, आवस्थ्यां, तन्नाम्ना
प्रसिद्धायां नगर्यां ।

सिक्खन्तो, शिचमाणः ।

सिक्खापदं, शिच्चापदं, उप-
देशवाक्यं ।

सिक्खापेति, शिचयति ।

सिखराकारकल्पितो, सिख-
राकारकल्पितः, अत्युच्चः ।

सिङ्गानि, शृङ्गाणि ।

सिरिगभं, श्रीगभं, राज्ञः
शयनगृहं ।

सीलं, शीलं ।

सीसे श्रीषे ।

सीहस्य, सिंहस्य ।

सीहपञ्चरेण, सिंहपञ्चरेण,
वातायनेन ।

सुचन्द्रकपासादो, सुचन्द्रक-
पासादः, तन्नाम्ना ख्यातः
पासादः ।

सु, (अव्ययं) स्त्रित् ।

सुश्रति, शुध्यति ।

सुतं, श्रुतं ।

सुधन्मतं, सुधर्मतां ।

सुरावारकं, सुरापूर्णपात्र-
विशिषं ।

सुवर्षं, सुवर्णं ।

सुसूसं, शुश्रूषमाणः ।

सेट्टं, श्रेष्ठं ।

सेट्टि, श्रेष्ठी ।

सेनासनं, शयनासनं, शय-
नोपवेशनस्थानं, वास-
स्थानं ।

सेय्यथा, तद्यथा ।

सेय्यो, श्रेयः ।

सोळसन्नं, षोडशानां ।

ह
 हिंसं, हिंसन् ।
 हुत्वा, भूत्वा ।

हेट्टिमाय, नीचस्थायां ।
 होदि, भव ।

সূচী

সাধারণ কল্প

(ক)

সংস্কৃত হইতে পালিতে পরিবর্তন

* অতিবিয়ল প্রয়োগ, † বিয়ল প্রয়োগ, ‡ পদের আদিস্থিত।

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
† অ=আ (১. §৬৯, ক) ...	৫২	† উ=অো (১. §৭৩, ঘ) ...	৫৪
† অ=ই (১. §৬৯, খ) ...	”	* জ=অ (১. §৭৪, ক) ...	৫৫
অ=উ (১. §৬৯, গ) ...	”	* জ=অো (১. §৭৪, খ) ...	”
† অ=এ (১. §৬৯, ঘ) ...	”	‡ ঙ=অ (১. §২) ...	২
অয়=এ (১. §৫৭) ...	৪৩	‡ ঙ=ই ”	”
অব=অো (১. §৫৭) ...	৪৪	* ‡=ইরি ” টীকা ...	৩
* আ=অ (১. §৭০, ক) ...	৫২	‡ ঙ=উ ”	২
* আ=এ (১. §৭০, খ) ...	৫৩	* ‡=এ ”	৩
* ই=অ (১. §৭১, ক) ...	”	* ‡=রি ”	”
† ই=উ (১. §৭১, খ) ...	”	* ‡=ল ”	”
† ই=এ (১. §৭১, গ) ...	”	এ=ই (১. §৭৫, ক) ...	৫৫
* ই=অো (১. §৭১, ঘ) ...	”	* এ=অো (১. §৭৫, খ) ...	”
* ইঁ=অ (১. §৭২) ...	”	† ঐ=ই (১. §৪) ...	৪
† উ=অ (১. §৭৩, ক) ...	৫৩	* ঐ=ইঁ ”	”
† উ=ই (১. §৭৩, খ) ...	৫৪	ঐ=এ ”	৩
* উ=এ (১. §৭৩, গ) ...	”	† অো=উ (১. §৭৬) ...	৫৫

* ଐ=ଅ (୧. ୫୧, ଟିକା) ..	୧	†* ଘ=ଘ
* ଐ=ଐ " " ...	"	† ଘ=ଘ୍ଵ (୧. ୫୨୨)	... ୧୨
† ଐ=ଉ " " ...	"	* ଘ=ଘ୍ଵ (୧. ୫୨୦)	... ୧୬
ଐ=ଐ " " ..	୪	* ଘ=ଘ୍ଵ (୧. ୫୨୦ ଟିକା) ...	୧୨
* କ=କ୍ଵ (୧. ୫୧୨, ବ) ...	୧୬	† ଘ=ଘ୍ଵ (୧. ୫୨୦ ଟିକା) ...	୧୬
କ=କ୍ଵ (୧. ୫୧୨, କ) ...	୧୧	† ଘ୍ଵ=କ୍ଵ (୧. ୫୨୬) ୩ ...	୨୧
† କ=ଗ (୧. ୫୧୨, ଥ) ...	"	† ଗ=କ (୧. ୫୧୮, କ) ...	୧୬
* କ=ଟ (୧. ୫୧୨, ଣ) ...	"	† ଗ=ଘ (୧. ୫୧୮, କ) ...	"
† କ=ଯ (୧. ୫୧୨, ଙ) ...	୧୬	ଘ୍ଵ=ଘ୍ଵ (୧. ୫୩୨) ...	୨୧
* କ=ଵ (୧. ୫୧୨, ଡ) ...	"	ଘ=ଘ୍ଵ (୧. ୫୬୧) ...	୪୮
* ଳ=କ୍ଵ (୧. ୫୧୨, ଟିକା) ...	୪୧	ଘ୍ଵ=ଘ୍ଵ (୧. ୫୩୨) ...	୩୨
ଳ=ଳ (୧. ୫୧୨) ...	"	ଘ୍ଵ=ଘ୍ଵ (୧. ୫୬୧) ...	୪୨
କ୍ଵ=କ୍ଵ (୧. ୫୧୨) ...	"	ଘ୍ଵ=ଘ୍ଵ (୧. ୫୨୬) ...	୨୧
କ୍ଵ=କ୍ଵ (୧. ୫୬୬) ...	୪୮	† ଘ=ଘ (୧. ୫୨୧) ୧୨ ...	୧୨
କ୍ଵ=କ୍ଵ (୧. ୫୭୦ ଟିକା) ...	୨୧	ଘ=ଘ (୧. ୫୨୩) ...	୧୭
କ୍ଵ=କ୍ଵ (୧. ୫୬୧) ...	୪୨	ଘ୍ଵ=ଘ୍ଵ (୧. ୫୩୨) ...	୩୨
କ୍ଵ=କ୍ଵ (୧. ୫୨୬) ...	୨୧	† ଘ=ଘ (୧. ୫୧୨) ...	୧୨
† କ୍ଵ=କ (୧. ୫୨୧) ...	୧୨	ଘ=ଘ୍ଵ (୧. ୫୬୬) ...	୪୮
କ୍ଵ=କ୍ଵ (୧. ୫୨୬) ...	୧୭	ଘ୍ଵ=ଘ୍ଵ (୧. ୫୨୬) ...	୨୧
କ୍ଵ=କ୍ଵ (୧. ୫୩୧) ...	୩୨	† ଘ=ଘ (୧. ୫୨୧) ...	୧୨
† କ୍ଵ=କ (୧. ୫୩୮) ...	୩୨	† ଘ=ଘ୍ଵ (୧. ୫୨୬) ...	୧୭
କ୍ଵ=କ୍ଵ (୧. ୫୩୨) ...	୩୩	* ଘ=ଘ (୧. ୫୪୦, କ) ...	୧୬
କ୍ଵ=କ୍ଵ (୧. ୫୨୧) ...	୧୨	* ଘ=ଘ (୧. ୫୪୦, ଥ) ...	୧୨
† ଘ=ଘ (୧. ୫୨୦) ...	୧୬	† ଘ୍ଵ=ଘ୍ଵ (୧. ୫୩୨) ...	"

† ୩ ପଦର ଆବିହିତ ଘ୍ଵ=ଘ, ଘ=ଘ; 'ମହାବିଜୟ ଓ ମହାବିଜୟ' ଉପରେ ।

* कृ = क्त (१. ५८१)	... ६१	ङ्ग = ग (१. ५८१)	... २६
ख = ख (१. ५२७)	... २१	ङ्ज = ज " "	" "
* ज = ज (१. ५२२, क)	... ६१	ङ्द = द " "	" "
† ज = द (१. ५२२, थ)	... "	ङ्घ = घ " "	" "
* ज = य (१. ५२२, ग)	... "	ङ्ब = ब " "	" "
* झ = ज (१. ५२२, टौका)	... २४	ङ्म = म (१. ५७१)	" "
† झ = ज (१. ५२२)	... २७	ण = ण (१. ५२७)	... २१
झ = झ (१. ५२२)	... "	ण = ण (१. ५६६)	... ४२
† झ = ञ (१. ५२२, टौका)	... २४	ण = ण (१. ५२७)	... २१
ञ = ञ (१. ५२७)	... २१	ण = ण (१. ५१७)	... १७
* ज्ञ = जि (१. ५१६, टौका)	१७	ण = न (१. ५४४, क)	... ६८
ज्ञ = ञ (१. ५१७)	... १७	ण = ण " "	" "
† ञ = ज (१. ५७८)	... ७२	णम = म (१. ५७२)	... ४७
न्व = ञ (१. ५७२)	... ७७	णय = य (१. ५२८)	... २७
† ट = ट (१. ५२७, क)	... ६१	णस = स (१. ५७२)	... ७७
† ट = ड (१. ४७, थ)	... ६८	त = ट (१. ५८६, क)	... ६८
† ट = ल (१. ५८७, ग)	... "	† त = थ (१. ५८६, थ)	... ६२
† ट = ड (१. ५८७, घ)	... "	† त = द (१. ५८६, ग)	... "
टक = क (१. ५७०)	... २४	त्क = क (१. ५७०)	... २४
* टक = क्त (१. ५७०, टौका)	" "	त्प = प " "	... "
टत = त (१. ५७०)	... "	त्फ = फ " "	... २६
टप = प " "	" "	न = न (१. ५७७)	... ४८
व्य = व (१. ५२७)	... २१	न = न " "	... "
* ड = द (१. ५६७, टौका)	... ४७	न = नुम (१. ५७१)	... ४७
ड = ड (१. ५६७)	... "	न = न (१. ५७१)	... ६०

‡ व=व (१. ५२४)	... २०	व=व (१. ५६४)	... ४२
व=व "	"	‡ व=व (१. ५२२)	... १८
‡ व=व (१. ५१६)	... १२	व=व "	"
व=व (१. ५१७)	... १०	व=व " (टीका)	... १२
‡ व=व (१. ५१८)	... ७२	‡ व=व (१. ५१६)	... १२
व=व (१. ५१९)	... ७४	व=व (१. ५१७)	... १०
* व=व (१. ७२, टीका)	... "	‡ व=व (१. ५१८, क)	... ७०
व=व (१. ५०६)	... २२	‡ व=व (१. ५१८, ख)	... "
व=व (१. ५०६, टीका)	"	* व=व (१. ५१८, घ)	... ७१
‡ व=व (१. ५१७, क)	... ६२	व=व (१. ५१८, ग)	... ७१
व=व (१. ५१७, ख)	... "	‡ व=व (१. ५२०)	... १७
व=व (१. ५२६)	... २१	व=व "	... "
‡ व=व (१. ५१९, क)	... ६२	‡ व=व (१. ५१६)	... १२
‡ व=व (१. ५१९, ख)	... "	व=व (१. ५१७)	... १०
‡ व=व (१. ५१९, ग)	... ७०	व=व (१. ५१८)	... ७२
‡ व=व (१. ५१९, घ)	... "	व=व (१. ५१९)	... ७०
व=व (१. ५१९)	... ६०	व=व (१. ५१९, क)	... ७१
व=व (१. ५१९)	... २६	‡ व=व (१. ५१९, ख)	... "
व=व " "	"	व=व (१. ५१९)	... ४७
व=व "	"	‡ व=व (१. ५२०)	... २०
व=व " "	"	व=व "	... "
व=व (१. ५१९)	... ४२	* व=व (१. ५२०, क)	... ७१
व=व (१. ५१९, टीका)	... ६०	‡ व=व (१. ५१९)	... ४०
‡ व=व (१. ५१९)	... ७२	व=व (१. ५२०, ख)	... ७०
व=व (१. ५१९)	... ७४	व=व (१. ५१९)	... ४१

व=व (१. ५१२)	...	१०	व्=व्भ (१. ५०७)	...	७०
र्ष=प्प	"	"	व्=म्म	"	"
व्=व	"	"	व्=म (१. ५०७, णिका)	...	१७
भ्=व्भ	"	"	व्=व (१. ५२७)	...	२१
म्=म्म	"	"	व्=व	...	७१
म्=म	"	"	व्=व	"	"
म्=म	"	"	व्=व (१. ५१६)	...	१२
व्=विर (१. ५१२, णिका)	...	१७	व्=व (१. ५१७)	...	१७
व्=व (१. ५१२)	...	१०	व्=व (१. ५२७)	...	२१
व्=रिय (१. ५१२)	...	१६	† व्=व (१. ५६३)	...	७३
व्=व	"	...	† व्=वी (१. ५६०)	...	"
व्=व	"	"	व्=व (१. ५६३)	...	"
व्=व (१. ५१२)	...	१०	व्=व (१. ५२८, क)	...	७७
† व्=रिस	"	णिका	* व्=व (१. ५२८, थ)	...	"
† व्=रिस	"	"	व्=व (१. ५६)	...	७
व्=व (१. ५१२, णिका)	...	११	व्=व (१. ५६६)	...	८१
व्=व (१. ५१२)	...	१०	व्=व (१. ५६७)	...	७८
व्=व (१. ५१०)	...	११	* व्=व (१. ५६७, णिका)	...	"
व्=रिह	"	१२	व्=व (१. ५६७)	...	"
व्=व (१. ५१४)	...	"	व्=व (१. ५६८)	...	८०
व्=व (१. ५६७)	...	७७	व्=व (१. ५२७)	...	२२
व्=व (१. ५०७, णिका)	"	"	† व्=व (१. ५१६)	...	१७
व्=व (१. ५०७)	...	७०	व्=व (१. ५१७)	...	१४
व्=व	"	"	व्=विल (१. ५०१)	...	७१
व्=व	"	"	व्=व (१. ५०८)	...	७७

ब = ब (१. ५३३)	... ७४	ब = न (१. ५३०)	... २८
ब = ब (१. ५३३, क)	... ७४	+ ब = थ (१. ५३०)	... २७
ब = ट (१. ५३३, थ)	... "	ब = थ (१. ५३०)	... "
ब = म (१. ५३७)	... ७	ब = थ (१. ५३३)	... २८
ब = ब (१. ५३६)	... ४१	ब = थ	... "
ब = क (१. ५३६)	... ७१	ब = ब	... ४१
ब = क	" "	ब = सिन (१. ५३७)	... ४७
ब = ब (१. ५३२, टीका)	... २७	+ ब = प (१. ५३८, टीका)	... ७३
ब = ब (१. ५३२)	... "	ब = प (१. ५३८)	... "
ब = ब	... "	ब = फ	... "
ब = ब (१. ५३६)	... ४१	ब = पफ	... "
ब = प (१. ५३८);	... ७३	+ ब = फ	... "
ब = पफ	... "	ब = पफ	... "
ब = सुम (१. ७१)	... ४२	ब = ब (१. ५३८)	... ६०
ब = ब (१. ५३८)	... ६०	ब = ब (१. ५३८, टीका)	... ६१
ब = ब (१. ५३७)	... २२	ब = सुम	... "
ब = ब (१. ५३२)	... ७३	ब = ब (१. ५३८, ग)	... ६१
ब = ब (१. ५३६, ७८)	४८, ६०	ब = ब (१. ५३८, थ)	... ६२
ब = क (१. ५३४)	... ७१	ब = ब (१. ५३७)	... २२
ब = ब (१. ५३४, ४४)	... ७७	+ ब = ब (१. ५३६)	... १२
+ ब = ब	" ७७, ७१	ब = ब (१. ५३७)	... १४
+ ब = ब (१. ५३०)	... ७७	+ ब = ब (१. ५३८)	... ७३
ब = ब (१. ५३४)	... ७७	ब = सुव (१. ५३८, टीका)	... "
+ ब = ट (१. ५३४)	... २८	ब = बो	... "
+ ब = ब (१. ५३०, टीका)	... २१	ब = बोव	... "

স্ব=স্ব (১. ১৩৮, টীকা)	৩৩	স্ব=স্বীয় (স্বিয়, ১. ১২৭, টীকা)
স্ব=স্ব (১. ১৩৯)	... ৩৪	স্ব=স্বয়
স্ব=স্ব (১. ১৩৮, ক)	... ৬৩	* স্ব=স্বহ
স্ব=স্ব (১. ১৩৮, খ)	... "	† স্ব=স্ব (১. ১৩৫) ... ১৩
স্ব=স্ব (১. ১৩৬, টী)	... ৪৯	স্ব=স্বিল (১. ১৩৭) ... ৩২
স্ব=স্ব "	"	স্ব=স্বহ (১. ১৪১) ... ৩৫
স্ব=স্ব (১. ১২৭)	... ২২	স্ব=স্বম (১. ১৪১, টীকা)... "

(খ)

পালি হইতে সংস্কৃতে পরিবর্তন

স্ব=স্বা (১. ১৭০, ক); =স্ব (১. ১২); =স্ব (১. ১৭১, ক); =স্ব
(১. ১৭২); =স্ব (১. ১৭৩, ক); =স্ব (১. ১৭৪, ক); =স্বী (১. ১৫,
টী); =স্ব (১. ১২৪, ক)।

স্বা=স্ব (১. ১৬৯, ক); =স্বী (১. ১৫, টী)।

স্ব=স্ব (১. ১৬৯, খ); =স্ব (১. ১২); =স্ব (১. ১৭৩, খ); =স্ব (১. ১৭৫,
ক); =স্ব (১. ১৫); =স্ব (১. ১২৪, খ; তুল :—১. ১৫৭)।

স্বয়=স্ব (১. ১৪৭; তুল :—১. ১২৪, খ)।

স্ব=স্ব (১. ১৪)।

স্ব=স্ব (১. ১৬৯, গ); =স্ব (১. ১২); =স্ব (১. ১৭১, খ); =স্বী (১.
১৭৬); =স্বী (১. ১৫); =স্ব (১. ১২৭; তুল :—১. ১৫৭)।

স্ব=স্ব (১. ১৬৯, ঘ); =স্বয় (১. ১৫৭; তুল :—১. ১২৪, খ); =স্বা
(১. ১৭০, খ); =স্ব (১. ১৭৩, গ); =স্ব (১. ১২, টী); =স্ব (১.
১৭১, গ)।

अ=अव (१. §५९, तुल :—१. §२१) ;=उ (१. §१७, घ) ;=ऊ (१. §१४, ..
थ) ;=औ (१. §५६) ।

*=र (१. §२६) ।

क=क (१. §१६) ;=क (१. § ७७) ;=ग (१. §१८, क) ;=प (२. §२०,
क) ।

किल=क (१. §७१) ।

कुन=क (१. §७७) ।

कुम=क (१. § ७१) ।

क=कृ (१. §११, घ) ;=क्त (१. §५१, टौ.) ;=क (१. §७७) ;=क्य (१.
२७) ;=क (१. §१७) ;=क (१. §१२) ;=क (१. §१०२) ;=ट्क
(१. §१०) ;=क (१. § ०) ;=क (१. §७७) ;=क (१. §४६) ;=
क (१. §४४) ।

कख=क (१. §२०) ;=क (१. §२७) ;=क,=क (१. §४४) ;=क
(१. §१०) ।

ख=क (१. §११, क) ;=क (१. §२१) ;=क, (संशोधन ও সংশোধন
पद) ;=क,=क (१. §४२) ।

ग=क (१. §११, थ) ;=ग (१. §१६) ।

गिल=क (१. §७१) ।

ग=ग (१. §७७) ;=ग (१. §२७) ;=ग (१. §१७) ;=ङ (१. §७१) ;
=ङ (१. §७१) ;=ग (१. १२) ;=ङ (१. §७७, थ) ।

गघ=घ (१. §२७) ;=ङ (१. §७१) ;=ङ (१. §७७) ;=ङ (१. §१७) ;
=घ (१. §१२) ।

घ=ग (१. §१८, थ) ;=घ (१. §१७) ।

घ=घ (१. §२०) ;=घ (संशोधन ও সংশোধন পদ) ;=घ (१.
§८२, क) ;=घ (१. §२४) ।

- प=प (१. ५२७) ; =प (१. ५२४) ; =प (१. ५०२, टी. ७४ पृ.) ; =प
 (१. ५१२) ; =प (१. ५४७, टी.) ।
- प्प=प (१. ५२१) ; =प (१. ५०६) ; =प (१. ५२६) ; =प (१. ५४१) ;
 =प १. ५४७ ; =प (१. ५१२) ।
- प्प=प (१. ५४१, टी. ५) ; =प (१. ५२४, क) ; =प (१. ५२२, क) ।
- प=प (१. ५२२, टी.) ; =प (१. ५०७) ; =प (१. ५२२) ; =प (१. ५२४,
 ग) ।
- प्प=प (१. ५२४) ; =प (१. ५०२) ; =प (१. ५००) ; =प (१.
 ५४२) ; =प (१. ५२२) ; =प (१. ५१२) ।
- प्प=प (१. ५२०, टी.) ; =प (१. ५२०) ; =प (१. ५१२) ।
- प्प=प (१. ५२०, टी.) ; =प (१. ५२०) ।
- प=प (१. ५११, ग) ; =प (१. ५०६, क) ; =प (१. ५०९, क) ।
- प=प (१. ५२७) ; =प (१. ५०२, टी.) ।
- प=प (१. ५०२) ; =प (१. ५०२) ; =प (१. ५००, टी.) ; =प (१.
 ५०४) ।
- प=प (१. ५०४) ; =प (१. ५०७, क) ; =प (१. ५००, क) ।
- प=प (१. ५००, क) ; =प (१. ५०१, क) ।
- प्प=प (१. ५०१) ।
- प=प (१. ५२७) ।
- प=प (१. ५२७) ; =प (१. ५१७) ; =प (१. ५०४) ; =प (१. ५०२, क ;
 प=प, टी=प) ।
- प=प (१. ५०२, क) ।
- प=प (१. ५०२, क) ।
- प=प (१. ५१२) ; =प (१. ५०२) ।
- प=प (१. ५०४) ; =प (१. ५००) ; =प (१. ५००) ; =प (१. ५०७, टी.) ।

त=च (१. §२०, थ); =त्र (१. §१६); =त्व (१. §१७); =द (१. §११) ।

तन=न्न (१. §१७) ।

तुम=त्म (१. §११) ।

ता=त्र (१. §१७); =त्त (१. §११); =त्र (१. §१७); =त्व (१. §१७);

=क्त (१. §६२); =दत्त (१. §१०); =प्त (१. §६०); =र्त (१. §१२);

=स्त (१. §१०); =स्य (१. §१०, टी.) ।

त्य=क्य (१. §६२); =र्थ (१. §१२); =स्त (१. §१०); =स्य (१. §१०) ।

थ=त (१. §१६, थ) ।

द=ज (१. §१२, थ); =द्र (१. §१६); =द (१. §१७); =ड (१. §६५, टी.) ।

दुम=द्म (१. §११) ।

द्व=द्म (१. §११, टी. ६० पृ.); =द्व (१. §१०); =द्र (१. §१७); =द्वद्

(१. §१०); =द्व्य (१. §१२); =द्वि (१. §१२) ।

ड=ध्व (१. §१०); =ध्र (१. §१६); =ग्ध (१. §१०); =ड्य (१. §१०);

=ध्व (१. §१२); =ध्वि (१. §१२) ।

घ=घ्व (१. §१७); =घ्र (१. §१६); =भ (१. §१०, क); =ह

(१. §१०, क) ।

ग=ग्व (१. §१०, क); =ग्व (१. §१७) ।

ग्न=ग्व (१. §१७, टी.) ।

ग्व=ग्व (१. §१७, टी. ४२ पृ.) ।

'ग=प्र (१. §१६); =प्र (१. §१०); =व (१. §१२, क) ।

प्य=क्य (१. §१०, टी. २६ पृ.); =ट्य (१. §१०); =प्य (१. §१०);

=प्र (१. §१७); =प्य (१. §१७); =प्यि (१. §१२); =प्य (१. §१७);

=प्य (१. §१७); =स्य (१. §१०) ।

फ=त्फ (१. §१०); =फ्य (१. §१०, ग); =व्य (१. §१०); =स्त

(१. §१०) ।

फ=फ (१. §१२) ; =स्य (१. §४७) ; =स्फ (१. §४७) ।

व=व (१. §२७) ।

व्व=व्व (१. §३१) ; व (१. §३१) ; =व्व (१. §३२) =व्व (१. §३२) ; =ल्व
(१. §३७, ग) ; =व्य (१. §२७) ।

व्म=गम् (१. §३१) ; =दम् (१. §३१) ; =म (१. §३७) ; =मै (१. §३२) ;
=ल्ल (१. §३७) ; =क (१. §४१, टौ.) ।

भ=घ (१. §४७, क) ; =ह (१. §३७, ख) ; =भ (१. §३७) ।

म=म (१. §३७) ; =मै (१. §३२, टौ.) ।

म्ब=म्ब (१. §३७) ; =ल्ल (१. §३७, ग, टौ. ०१ पृ.) ; =म्ब (१. §३७ टौ.
§३२ पृ.) ।

म्म=यम (१. §३२) ; =म्य (१. §२७) ; =मै (१. §३२) ; =ल्ल (१. §३७) ।

म्ह=म्म (१. §३७) ; =घ (१. §३७) ; =ल्ल (१. §३७) ।

य=द (१. §४१, घ) ।

यिर=यै (१. §३२ टौ. १७ पृ.) ।

य्य=य्य (१. §३२, टौ. १२) =य १. §५०) ; =यै (१. §३२, §३२, टौ.) ; =य्य
(१. §२१, टौ.) ।

य्व=य्व (१. §३१) ।

रह=है (१. §३०) ।

रिह=है (१. §३०) ।

ल=ट (१. §४०, ग.) ; =न (१. §४२, ख) =य (१. §३८, घ) ।

ल्य=ल्य (१. §२७, टौ.) ।

ल्ल=ल्ल (१. §३२, टौ. §३७ पृ.) ; =ल्य (१. §२७) ; =ल्ल (१. §३७ टौ.
§३१ पृ.) ।

ल्लह=ल्ल (१. §२१, टौ. §२२-२३ पृ.) ।

ळ=ट (१. §४०) ; =ह (१. §५०) ; =ल्य (१. §४८, ख) =द (१. §४१, उ) ।

रू=र (१. §६६) ; =घ (१. §८८, च) ।

व=व (१. §११, ग) ; =य (१. §७१) ; =त्र (१. §१७) ।

वी=य (१. §७०) ।

ह=ह (१. §८१) ।

स=शा (१. §५) ; =ष (१. §५) ; =अ (२. §१६) ; =स (१. §१६) ;

—अ (१. §७८) ; =स्व (१. §७८) ।

सख=खा (१. §५६) ।

सिख=खा (१. §५६) ; =ख (१. §७०) ।

सिन=ख (१. §७०) ।

सिल=ख (१. §७१) ।

सुम=अ (१. §७१) ।

सुव }
सो } =ख (१. §७८, टी.) । सुव=अ ।
सोव }

ख=ख (१. §२७) ; =अ (१. §१७) ; =य (१. §७२) ; =अ (१. §७२) ;

=घ (१. §१२) ; =ख (१. §७६, टी.) ; =स (१. §७८, च) ; =ख

(१. §२६) ; =स (१. §१७) ; =ख (१. §७२) ।

ह=घ (१. §१२) ; =म (१. §८८, ग) ; =म (१. §१०, थ) ; =घ, व, स

(१. §७६, टी. ८८ १.) ; =ह (१. §१६) ।

हिल=ह (१. §७१) ।



